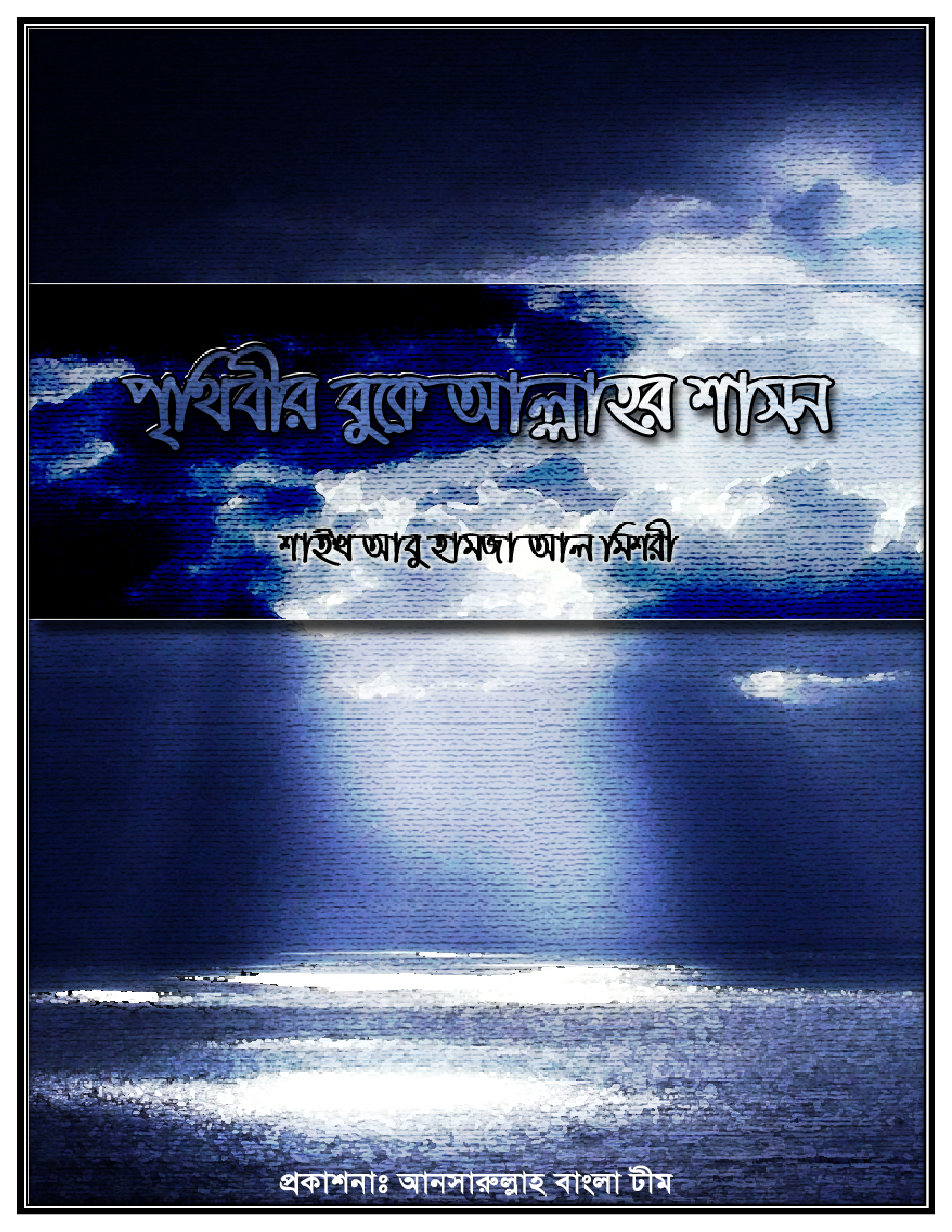

পৃথিবীর বুকে আল্লাহর শাসন
শাইখ আবু হামজা আল মিশরী
প্রকাশনাঃ আনসারুল্লাহ বাংলা টীম

পৃথিবীর বুকে আল্লাহর শাসন

[মানব রচিত আইন দ্বারা শাসককার্য এবং বিচার কার্য পরিচালনা করার ব্যাপারে এটি একটি গবেষণামূলক ও দলিল ভিত্তিক প্রবন্ধ]

লেখকঃ

শাইখ আবূ হামজা আল মিশরী

(মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে তাওয়াগীতদের কারাগার থেকে দ্রুত মুক্ত করুন)

প্রকাশনাঃ আনসারুল্লাহ বাংলা টীম

সূচীপত্র

و لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما
ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينات و ما
كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم
المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في
الأرض من بعدهم لننظر كيف
تعملون

"আর অবশ্য আমি তোমাদের পূর্বে অনেক মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা যুল্ম করেছিল, অথচ তাদের কাছে তাদের রসূলগণ এসেছিলেন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে। কিন্তু, তারা কিছুতেই ঈমান আনার ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী লোকদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছি পৃথিবীতে তাদের স্থলে, যেন আমি দেখে নেই তোমরা কিরূপ কাজ কর।"

-সূরা ইউনুসঃ ১৩-১৪

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

"পৃথিবীতে আল্লাহ্র শাসন" বইটি শাইখ আবূ হামযা রচিত *"Allah's Governance on Earth"*-এর একটি বাংলা অনুবাদ। এই বইটি ইংরেজী ভাষায় ১৯৯৯ সালে সম্পাদিত হয়েছিল। এই বইটি বর্তমান যুগের সবচাইতে বড় এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় *'তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্'*-এর ব্যাপারে খুবই উপকারী আলোচনা করেছে। এই বইটিতে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সে বিষয়গুলো আমি বাংলাদেশ ভূখন্ডে বসবাসরত বাংলাভাষাভাষি ধর্মপ্রাণ মুসলিম ভাই ও বোনদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার সাহায্য নিয়ে চেষ্টা করেছি যেন কোন ভুল না হয়। এরপর পাঠক/পাঠিকা এই বইটি থেকে কোন কল্যাণ লাভ করলে সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার জন্যই। আর বইটিতে কোন ভুল হয়ে থাকলে এর জন্য শুধুমাত্র আমি এবং শাইতন দায়ী।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যা হল, এই বইটিতে যে সকল টীকার ক্রমিক নং.-এর ক্ষেত্রে রাউন্ড ব্র্যাকেট ( ) ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো এই বইটির ইংরেজী অনুবাদের সাথেই ছিল। আর যে সকল টীকার ক্রমিক নং.-এর ক্ষেত্রে স্কয়ার ব্র্যাকেট [ ] ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো আমি দিয়েছি পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে।

পরিশেষে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার কাছে দু'য়া করি যেন তিনি আমার সকল মুসলিম ভাই ও বোনদেরকে, এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ ভূখন্ডে বসবাসরত ও বাংলাভাষাভাষি মুসলিম ভাই ও বোনদেরকে এই বুঝ দান করেন যে, শারী'য়াহ-বিহীন অবস্থা একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থা নয়, বরং এটি স্বভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত একটি বিপজ্জনক ও বিকৃত অবস্থা, যেখানে মুসলিমদের ঈমান, জান, মাল, 'ইয্যাত ও মেধার কোন প্রকৃত নিরাপত্তা নেই।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যেন আমাদের ক্বল্ব-এ তিনি ও তাঁর রসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা দান করেন এবং অন্য সবকিছুর চাইতে তাদের প্রতি ভালোবাসা বেশী করা হয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যেন আমাদের অন্তরে সাহস, মানসিক শক্তি ও শারীরিক শক্তি দান করেন এবং তা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যেন আমাদেরকে তার শাসনব্যবস্থার সৈন্য হবার তাওফীক দান করেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যেন আমাদের গুনাহ্ মাফ করেন এবং শুধু তার জন্যই আমাদের সকল 'আমাল করার তাওফীক দান করেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যেন এই বই-এর লেখককে উত্তম প্রতিদান দান করেন। (আমীন)

আপনার ইসলামের ভাই

লেখকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

প্রিয় ইসলামের ভাই ও বোনেরা

আশা করি এই বই পাঠরত অবস্থায় আপনার শরীর সুস্থ ও ঈমান মজবুত রয়েছে। তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ্-এর উপর ইংরেজীতে বই না থাকার কারণে এই বিষয়ের উপর ব্যাপক গবেষণা একটু গুছিয়ে প্রকাশ করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা আরোও শোকাহত ছিলাম এ কারণে যে, এ বিষয়টির উপর যেরূপ মনযোগ দেওয়ার কথা, তা শাইখগণ, 'আলিমগণ, মসজিদ কমিটী ও সাধারণ মুসলিমগণ দেন না।

একই সাথে, এই উম্মাহর সমস্যা ও তাদের কার্যকর সমাধান নিয়ে আলোচনা করার ব্যাপারে বর্তমান উলামা সমাজ ও তাদের অনুসারীদের ব্যপক অনিহা দেখে বর্তমানের সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় – 'শারিয়াহ ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি' এর উপর একটি নিগুঢ় তাত্বিক গবেষণা লব্ধ রচনা প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরী ও সময়োপযোগী বলে আমাদের কাছে অনুভূত হল।

এই বইটির ধারণা আসে যখন আমি একজন ইজিপসিয়ান (মিশরীয়) শাইখের সাথে একটি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলাম। শাইখ যুক্তি দেখালেন যে, তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্ একটি বিদ'আহ্ এবং মুসলিমদের উচিৎ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভে মনযোগ দেওয়া। দুর্ভাগ্যবশত, শাইখ ও তার অনুসারীগণ তাদের ভুল সংশোধন করে দেওয়ার কোন সুযোগ আমাদেরকে দেন নি। প্রকৃতপক্ষে তারা আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিল এবং আমাদের প্রতারিত করতে চেয়েছিল। আল্লাহ্ তাদেরকে হিদায়াত করুন এবং তাদের এ শয়তানিকে সেসব ভাই ও বোনদের থেকে দূরে রাখুন যারা আল্লাহ্‌র জন্য কাজ করতে চায়। শারী'য়াহ হারিয়ে যাবার পর থেকে এই উম্মাহ্ এতই অকল্পনীয় আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে যে, সেই মুসলিম যে দিকেই তাকায়, সে শুধু দেখে নতুন বিশৃংখলা মাথাচারা দিয়ে উঠছে।

আমাদের যুগে দূর্নীতিবাজ শাসকেরা তাদের ধারন ক্ষমতা পর্যন্ত মুসলিম উম্মাতের রক্তপান করে আজ পরিপূর্ণ ও শেষ সীমায় গিয়ে পৌছেছে। তারা মুসলিম জাতিসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্পত্তি লুন্ঠন ও অপব্যবহার করেছে।

আমাদের উম্মাতের খুলির উপর তারা তাদের রাজত্বের স্থাপনা গড়েছে। আমাদের মানুষদের হাড়কে তারা গার্ডার হিসেবে আর পিলার হিসেবে ব্যবহার করেছে, যা তাদের প্রাসাদ ও ভবনসমূহকে দাঁড় করিয়ে রাখে।

যখন এসব অত্যাচারী শাসকেরা মারা যায়, তারা তাদের রাজত্ব তাদের সন্তানদের হাতে দিয়ে যায় এবং এভাবে 'মুক্ত' এবং 'ডেমোক্রাটিক' প্রজাতন্ত্রকে রাজত্বে পরিণত করে। এসব মানুষ এবং তাদের স্বজাতীয়দের স্মৃতি থেকে শারী'য়াহ মুছে গেছে।

শুধুমাত্র জ্ঞানে পারঙ্গম ও হেদায়েত প্রাপ্ত 'আলিমগণ এবং তাদের সাথে মুজাহিদ্বীন তাদের জীবনকে বিসর্জন দিতে রাজি হয়েছেন শারী'য়াহ-এর ভালবাসা ও এর প্রয়োগের আকাংক্ষাকে মানুষের মনে পুনর্দীপ্ত করার জন্য।

ইনশাআল্লাহ্, এই বইটিতে আমরা পূর্ববর্তী এবং বর্তমান 'আলিমদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করার জন্য চেষ্টা করেছি, কুফ্‌র ও যারা একে সমর্থন করে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে।

তাওহীদের (আল-হাকিমিয়্যাহ) এর জন্য বর্তমান সময়ে যে সংগ্রাম চলছে তা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শারী'য়াহ সব রকমের তাওহীদ ও তাওহীদের পতাকাবাহী মানুষের রক্ষক স্বরূপ কাজ করে। শারী'য়াহ হারিয়ে যাওয়ার ফলস্বরূপ আজকে আমরা আমাদের মধ্যে যা দেখি তা হচ্ছেঃ সম্পত্তি, আদর্শ, পারিবারিক জীবনে বিভেদ-বিভাজন এবং হারাম ও শয়তানি কাজের হারবৃদ্ধি যেমনঃ হোমোসেক্সুয়ালিটী (সমকামীতা), জিনা (ব্যাভিচার), সুদ ইত্যাদি।

পাঠকের কথা এবং কাজ উভয়েই যেন সুরক্ষিত হয় সে জন্য এখানে আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় যথেষ্ট পরিমানে দালিলের সম্ভারের সন্নিবেষ ঘটিয়েছি যেন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন অত্যাচারী নাইট্স (যোদ্ধা) ও তাদের উলামাদের (যারা আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ্ এর ঐকমত্যকে নিষ্প্রভ ও পরিবর্তিত করে দিতে চায়) বিরুদ্ধে তরবারী ও ঢালস্বরূপ হয়।

যে মূলনীতিগুলো আমরা বর্তমান মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পেয়েছি সেগুলো হল, শারী'য়াহ বিহীন পৃথিবীর বাস্তবতা এবং এটা যে রোগ ও অসুস্থতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা। যে বিষয়গুলো অবশ্যই পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে তা হল, শারী'য়াহ ও মানুষের সম্পর্ক এবং সেই সাথে কেন শারী'য়াহ-কে অন্য সবকিছুর উপর অবশ্যই কর্তৃত্ব করতে হবে তার কারণসমূহ ও শারী'য়াহ ত্যাগ করার পরিণতি।

সম্প্রতি একটা বিতর্ক হয়েছিল শারী'য়াহ নিয়ে, যেখানে শেষ পর্যন্ত শারী'য়াহকে ডেমোক্রেসির (গণতন্ত্র) তুলনায় বাতিল বলে ঘোষণা করা হল। সেখানে মুসলিম সমাজের অনেকে ছিল যাদেরকে নিরীহভাবে ফাঁদে ফেলা হয়েছিল ডেমোক্রেটিক (গণতন্ত্র) পদ্ধতিতে। এই বইটি ইনশাআল্লাহ পাঠকদের কাছে ব্যাখ্যা করে দিবে যে এই সব মানুষদের সম্পর্কে কেমন ধারণা পোষণ করতে হবে এবং সেই সাথে মুসলিমদের ডেমোক্রেসির (গণতন্ত্র) বিষয়টি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ ও উপস্থাপন করতে হবে।

তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্ কি? এটা কি একটি বিদ'আহ্? সাহাবীগণ শারী'য়াহ-এর প্রয়োগ সম্পর্কে কি বলেছিলেন? কেন হাকিমিয়্যাহ্ গুরুত্বপূর্ণ? এই বইটি পড়ার মাধ্যমে অনেক প্রশ্নের সাথে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া হবে এবং ইনশাআল্লাহ্ পাঠক শারী'য়াহ ও এর প্রয়োগের স্বচ্ছ গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন।

পরিশেষে, আমরা তাওহীদের বিশুদ্ধ শাইখদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, আমাদের সময়ের বিদ'আহ্ এর বিরুদ্ধে সত্যিকারের তরবারী তুলে ধরার জন্য।

এই 'আলিমগণ , যাদের আমরা উল্লেখ করি, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্র বর্ণনা হলঃ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

"মু'মিনদের মধ্যে কতক পুরুষ এমনও আছে যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ শাহাদাতবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা স্বীয় সংকল্প একটুও পরিবর্তন করেনি।" *-সূরা আল-আহ্যাবঃ ২৩*

তাওহীদের 'আলিমগণ যেমনঃ আল 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরহীম, আল 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ আল আমীন আশ্-শানক্বিতী, আল 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ শাকির এবং তার ভাই 'আল্লামাহ্ মাহমুদ শাকির, শাইখ সায়্যিদ ক্বুত্ব, শাইখ 'আব্দুল্লাহ্ 'আয্যাম এবং শাইখ হাসান আল বান্না (رحمه الله), এবং সেসব 'আলিমগণ যারা আজ জীবিত, যারা আজ জিহাদের উপস্থাপক যেমনঃ শাইখ 'উমার 'আব্দুর্ রহমান, এছাড়াও হাজারো শাইখ এবং ইল্মের ছাত্রগণ যারা আজ 'আরব উপদ্বীপসমূহে বন্দী, যারা শারী'য়াহ এর প্রয়োগের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করছে, এবং মুজাহিদ্বীন, শাইখ উসামা ইব্ন লাদিন[১], আবু মুহাম্মাদ আল-মাক্বদিসী এবং আরোও অনেকে (হাফিজাহুমুল্লাহ্), আমরা তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তাদের সম্মান করি তাদের তাওহীদের ব্যাপারে এরূপ অবস্থানের জন্য। আমরা আল্লাহ্ রব্বুল 'ইয্যাত এর কাছে দু'য়া করি যেন তাদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়।

---

[১] ১৯৯৯ এর গ্রীষ্মে এই বইটি সম্পাদিত হয়, যখন এই সিংহপুরুষ জীবিত ছিলেন এবং আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে রক্ষনাত্মক জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। ২০১১ সালে আমেরিকার সেনাবাহিনীর দ্বারা শাইখ শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা যেন তাকে ক্ষমা করেন এবং তাকে শাহীদ হিসেবে ক্ববূল করেন। আমীন। তার সাহসিকতা, বীরত্ব, বিচক্ষণতা, বিনয়, উম্মাহ্-এর প্রতি দয়াশীলতা, স্বল্পভাষিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যা এমনকি কুফ্ফাররাও স্বীকার করতে বাধ্য হত।

সবশেষে, আমি সব ভাইদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এই বইটি সংকলন করার ক্ষেত্রে তাদের কঠোর প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের জন্য।

আল্লাহ্ যেন আমাদের কাজ, প্রচেষ্টা ক্ববূল করেন এবং শুধু তার জন্যই আমাদের নিয়্যাহ্-কে স্থির করে দেন। আল্লাহ্ যেন আমাদের নিয়্যাহ্-কে তার জন্যই স্থির করে দেন, আমাদের দূর্বলতা দূর করে দেন এবং তার জন্য আমাদেরকে পরস্পরের সাহায্যকারী বানিয়ে দেন। আমীন

আপনার ইসলামের ভাই,

আবূ হামযা

সূচনা

সকল প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, আমরা তার প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, আমরা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তার কাছে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের নাফ্‌স ও 'আমালের খারাবি থেকে। যাকে তিনি হিদায়াত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না।

আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া 'ইবাদাতের যোগ্য কোন ইলাহ্‌ নেই, তিনি এক এবং তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল। সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহ্‌র কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হল মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রদর্শিত পথ।

দ্বীনের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হল নব্য আবিষ্কৃত 'ইবাদাত; সকল নব্য আবিষ্কৃত 'ইবাদাতই বিদ'আহ্‌, সকল বিদ'আহ্‌-ই পথভ্রষ্টতা এবং সকল পথভ্রষ্টতা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করবেন এবং তোমাদের গুনাহ্‌ ক্ষমা করবেন। আর যে কেউ আল্লাহ্‌ এবং তার রসূলের আনুগত্য করে, সে তো মহা সাফল্য লাভ করেছে।"-সূরা আল-আহ্‌যাবঃ ৭০-৭১

يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولانصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও। মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের পক্ষে সমীচিন নয় আল্লাহ্‌র রসূলের সঙ্গ ত্যাগ করে পিছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করা। এ কারণে যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা ক্লিষ্ট করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধের উদ্রেক করে, আর শত্রুপক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়, তার প্রতিটির বিনিময়ে তাদের জন্য একটি নেক 'আমাল লিখা হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ নেককারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।"
-সূরা আত্‌-তাওবাহঃ ১১৯-১২০

শারী'য়াহ ব্যতীত পৃথিবীর অবস্থা

আজ যে পৃথিবীতে আমরা সবাই বাস করছি, তা সর্বোচ্চ মাত্রার বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দিগন্তে তাকালে দেখতে পাই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত। কেউ বলেছেন যে, পৃথিবী ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ধারন করতে পারছে না। অন্যরা বলছেন যে, চাষযোগ্য জমি অপ্রতুল, যার ফলে ব্যাপক আকারের খাদ্যাভাব অনেক দেশের জন্য অনিবার্য। এই কারণে এবং অন্যান্য কারণে বিভিন্ন দেশ জমি দখল ও সীমানা বিতর্কের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করছে। আর সেই সময়ে অন্যান্য দেশ পার্লামেন্টের নিরাপত্তার মধ্যে বসে এসব যুদ্ধের অর্থের যোগান দিচ্ছে এবং এই যুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তৈরীর জন্য প্রতিযোগিতা করছে। যদি আমরা কোন সংবাদপত্র পড়ি, আমাদেরকে বলা হয় যে, একটি যুদ্ধ শুরু হয়েছে, হয় তা জমির বিতর্ক, খাদ্য, পানি এবং মানুষের মৌলিক অধিকার এর জন্য।

শারী'য়াহ এর অনুপস্থিতিতে পৃথিবীর সমস্যাগুলোকে নিম্নের পয়েন্টগুলোতে সারাংশ করা হলঃ

১। প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মারাত্মক হারে ভোগ করা হচ্ছে এবং অপব্যবহার করা হচ্ছে।

২। কাফিরদের আন্তর্জাতিক আইন পৃথিবীতে প্রয়োগ করা হয়েছে, যেমনঃ ক্যাপিটালিজম, সোস্যালিজম, কমিউনিজম এবং অন্যান্য। এই আইনগুলো সমাজের অভিজাত শ্রেনীর লোকদের দ্বারা তৈরী হয় তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য এবং তারা যেন চিরকাল সেই অবস্থানে থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য।

৩। দূষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, যেহেতু ক্ষতিকর বিষাক্ত পদার্থ মাটিতে প্রবেশ করে এবং বায়ুমন্ডলের সাথে মিশে যায়। এই ধারাবাহিকতায় পানি সরবরাহ এবং মানুষের খাদ্যচক্র এখন দূষিত।

৪। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে খাদ্য এখন দুর্লভ, এমনকি এমন সব অংশেও যেখানে হাজার বছর ধরে শষ্য পাওয়া যেত, কিন্তু এখন মাটি ছাড়া সেখান থেকে আর কিছুই পাওয়া যায় না। তাছাড়াও, যেহেতু নগরায়নের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ব্যাপক হারে গ্রাম্য সম্প্রদায় বিলুপ্ত হচ্ছে, খাদ্যোৎপাদনের হার উঁচু মাত্রায় হ্রাস পাচ্ছে। এরই ফলাফলস্বরূপ, পৃথিবীর বিভিন্ন শহরাঞ্চলে খাদ্য ঘাটতি একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

৫। ধারাবাহিক যুদ্ধ পৃথিবীর পৃষ্ঠকে একটি স্থায়ী যুদ্ধ ময়দানে পরিণত করেছে। যুদ্ধের এলাকাগুলোতে অবিস্ফোরিত মিসাইল এবং বোমা, বিষাক্ত গ্যাসের গোলা, ল্যান্ড-মাইন ফেলে যাওয়া হয়, বা ভুলে রয়ে যায়। জাতিসংঘের হিসেব অনুসারে আজ আফগানিস্তানে রাশিয়ার ব্যর্থ হামলার ফলাফলস্বরূপ ৬ লাখেরও বেশী ল্যান্ড-মাইন রয়েছে। অনেক হাজারো মানুষ বিশেষ করে শিশুরা আহত ও নিহত হচ্ছে।

৬। যুদ্ধের ফলাফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ব্যাধি, জুয়া, মদ, ড্রাগসের অপব্যবহার যেমন হচ্ছে, অনেক নারী ও শিশুরা গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এসব দূর্বল ও প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত মানুষগুলো সুদভিত্তিক পদ্ধতি, পতিতাবৃত্তি,

ড্রাগ্‌স ও অন্যান্য শয়তানী কাজের শিকার হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, পতিতাবৃত্তি, অশ্লীলতা, যৌন ব্যাধি এবং আত্মহত্যার হার বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এখন বিজ্ঞানের সবচেয়ে আধিপত্য বিস্তারকারী একটি শাখা, কৃষিকাজের পশু, চাষযোগ্য শষ্য, ঔষধ এবং মানব অঙ্গ-প্রতঙ্গ আজ বিজ্ঞানের অপব্যবহারের শিকার। আমাদের সম্পূর্ন অস্তিত্ব স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত করা হয়েছে এবং আমাদের জীবন-পদ্ধতি ও মানব প্রকৃতি আজ ক্লোনিং ও ডিএনএ প্রযুক্তির হুমকির মুখে।

১। প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস আজ আমরা আমাদের প্রাপ্য হিসেবে ধরেই নিয়েছি। আর তা এজন্য নয় যে, আমরা জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট অথবা আমরা জীবন অনেক ভালই পরিচালিত করছি। বরং, প্রকৃতপক্ষে যারা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কর্তৃত্বে আছে তারাই আমাদের অকৃতজ্ঞ ভাবে প্রস্তুত করেছে। আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি, অপব্যবহার করি, আল্লাহ্‌র অধিকারের কথা চিন্তা না করেই, অন্যান্যদের অধিকারের কথা চিন্তা না করে, আর পৃথিবীর অধিকার/হাক্ব-এর কথা তো মোটেও নয়।

খাদ্য, পানি, খনিজ পদার্থ এবং জীবাশ্ম তেল---এগুলোর সম্পূর্ন অপব্যবহার করা হচ্ছে।

১ম প্রসঙ্গঃ মানুষ প্রতিদিন বিশাল পরিমাণের খাবার গ্রহণ করে। কিন্তু, এর চেয়েও বেশী পরিমাণের খাবার অপচয় করে ব্যক্তিগতভাবে, রেস্টুরেন্টে, হোটেলে, বাসগৃহে, খামারে এবং বিভিন্ন উৎপাদনকারী কোম্পানীতে। একটি সহজ উদাহরণ হল ম্যাকডোনাল্ডস রেস্টুরেন্টের ধারা, যারা তাদের বিভৎস চেহারা বিশ্বের সব দেশেই ফুটিয়ে তুলেছে। ম্যাকডোনাল্ডস প্রতিদিন বিশাল পরিমাণের খাবার ফেলে দেয়, যা রান্নার পর অতিরিক্ত থেকে যায়। কিছু হয়ত চ্যারিটী/দান ও ঘরহীন মানুষদের দেওয়া হয়, কিন্তু অধিকাংশই ফেলে দেওয়া হয়। তার সাথে যোগ হয় অন্যান্য খাদ্যোৎপাদন-কোম্পানীগুলোর ফেলে দেওয়া খাবার। পরবর্তীতে এগুলো আবর্জনার কোম্পানীগুলোর দ্বারা সার অথবা পশুর খাদ্য হিসেবে অথবা মাটি ভরার কাজে ব্যবহৃত হয়। এভাবে, লাখ লাখ টন খাবার বিশ্বব্যাপী ধ্বংস হচ্ছে, যদিও লাখ লাখ মানুষ হয় নিয়মিত খাবার থেকে বঞ্চিত অথবা পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। অনেক বিশাল বানিজ্যিক খাদ্য উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলোর নিয়ম হল, তারা অতিরিক্ত খাদ্য ফেলে দেয়, যেহেতু তারা অতিরিক্ত খাবার বিনামূল্যে বিতরণকে বানিজ্যিকভাবে লাভজনক বলে বিশ্বাস করে না। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন পাশ্চাত্যের দেশে এবং বিশেষভাবে ইউরোপে কিছু নাম যেমনঃ বাটার মাউন্টেইন, মিল্ক লেইক্‌স এবং গ্রেইন মাউন্টেইন- ইত্যাদি খুবই পরিচিত। অতিরিক্ত খাদ্যোৎপাদনের ফলাফলস্বরূপ জমে থাকা দুধ, ময়দা, মাখন, চিজ- ইত্যাদি বোঝাতে এই নামগুলো ব্যবহার করা হয়, যা স্বল্প মূল্যে বিক্রয় অথবা দরিদ্র জাতিসমূহে বিনামূল্যে বিতরণ না করে বরং বছরশেষে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদ-রা যুক্তি দেখায় যে, এসব খাদ্য ধ্বংসের মাধ্যমে আর্থিক মার্কেটের স্থিতাবস্থা বজায় থাকে এবং আসলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি রক্ষা হয়। অথচ এসব পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু ডেকে আনে।

এভাবে, তাদের লোভ তাদের বিবেক-বুদ্ধির আকাশকে মেঘের মত ঢেকে ফেলেছে, যার ফলে তারা বোঝে না যে, তারা বিশাল পরিমাণের খাবার কোন কারণ ছাড়া নষ্ট করছে। এই অপচয় শুধু খাদ্যের ক্ষেত্রেই নয়, বরং আকর্ষনীয় প্যাকেজিং এর পিছেও প্রচুর অপচয় হয়। লাখো একরের গাছ ধ্বংস করা হয়, যেন প্যাকেজিং এর কাগজ পাওয়া যায় এবং সেই সাথে লাখো একরের গাছপালার জমি ধ্বংস করা হয়, যেন তারা তাদের 'বিফ বার্গার' এর দোকান-পাটকে আরোও প্রসারিত করতে পারে।

২য় প্রসঙ্গঃ বিভিন্ন উপায়ে আমাদের দ্বারা পানির অপচয় ঘটে। খুব সাধারণ কাজ যেমন দাঁত ব্রাশ করা থেকে শুরু করে গোসল করার ক্ষেত্রে বিশাল পরিমাণের পানির অপচয় করা হয়। অথচ এখানে এক বালতি পানিই যথেষ্ট। অনেক কল-কারখানা তাদের বর্জ্য পদার্থ নদী ও সমুদ্রে ফেলে দেয়, যেগুলো অতি উচ্চ পর্যায়ের বিষাক্ত পদার্থ সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। এর চরমমাত্রা দেখা যায় অষ্ট্রিয়াতে, যেখানে ৪০,০০০ গ্যালন সায়ানাইড (একটি বিষাক্ত কেমিক্যাল যা অতি অল্প ডোজ খেলেও তা মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট) মাইনিং এর জন্য ব্যবহার করা হয়, যেন ভূপৃষ্ঠ থেকে তারা সোনা ও রূপা উত্তলন করতে পারে, তা অমনযোগীভাবে লিক হয়ে যায় ডানুব নদীতে।

অনেক সংখ্যা লঘুর অমনযোগীতার কারণে তার ফল ভোগ করতে হবে অনেক সংখ্যক মানুষের, যারা ডানুব নদীর কাছে বসবাস করে। ডানুব নদীর আসেপাশের মানুষকে ট্যাংকার করে পানি পৌছানো হয়। নদীটিতে উদ্ভিদ ও প্রানীর শত প্রজাতি আজ বিলুপ্তির পথে। আর যদি বিষাক্ত পানি স্পর্শ করা হয়, তবে তা তৎক্ষনাৎ জ্বলে যায়। ১৯৯২ সালে ব্রিটেইনে আবিষ্কৃত হয় যে, ইউকে-এর নদীসমূহে দূষণের ফলে কিছু মাছ এখন অনুর্বর, যেখানে আরোও কিছু মাছ হেওমার্প্রোডাইট (পুং এবং স্ত্রী উভয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী)। প্রশান্ত মহাসাগরে লাখ লাখ টন বিষাক্ত ও বর্জ্য পদার্থ প্রবাহিত করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন উপকূল রেখায় পানি এত বিষাক্ত যে, সাঁতার কাটাই বিপজ্জনক, পান করা তো দূরের কথা। এসব ঘটনা শুধু এজন্যই ঘটছে কারণ পানি ও তার উপস্থিতিকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হয়।

৩য় প্রসঙ্গঃ এই সমস্যাটি উপরে উল্লেখিত অন্যসব সমস্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের বর্তমান অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, যা আমাদেরকে জীবাশ্ম তেলের বিকল্প খুঁজতে বাধ্য করছে। এসব সম্পদের অপব্যবহার ও দখল উনিশ শতকের এর শুরু থেকে যা এখনও থামেনি। আর্থ-ক্রাস্ট (ভূ-তল) থেকে সোনা ও রূপা উত্তলনের ফলে বিভিন্ন ক্যাটাস্ট্রফিক-ডিজাস্টার/ভয়াবহ-বিপর্যয় (যেমনঃ ডানুব নদী) হচ্ছে। একবার যখন সোনা, রূপা, টিন, জিংক ইত্যাদি তুলে ফেলা হয়, এরপর সেই স্থানে বিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়। পাথর ও মাটিকে ধরে রাখার জন্য সেই স্থানে আর কিছুই থাকে না, যার ফলে প্রকৃত আর্থ-ক্রাস্ট (ভূ-তল) দূর্বল হয়ে পড়ে। ফলে টেকটোনিক মুভমেন্ট বৃদ্ধি পায় এবং যেসব স্থানে আগে ল্যান্ড-স্লাইড (ভূমি ধ্বস) ও ভূমিকম্পের কথা শোনা যেত না, এমন সব স্থানের মানুষ আজ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত।

পৃথিবীর মাটির অপব্যবহার করা হচ্ছে। একটি জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাষাবাদের পর এর কোন বিশ্রামের সুযোগ না দিয়ে এর চরম সীমা পর্যন্ত চাষাবাদ করা হচ্ছে, যতক্ষণ না সেই জমিটি তার সমস্ত পুষ্টি হারিয়ে ফেলে। যার ফলে এসব জমির মাটি কঠিন হয়ে পড়ছে এবং অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটিকে ধীর গতির করার জন্য আরোও

বেশী পরিমাণে সার ও কেমিকেল যোগ করা হয়। যার ফলে দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মাটির সাধারণ নিয়ম-চক্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জীবাশ্ম তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দ্রুত গতিতে খনন ও কর্তন চলছে। যা গ্রাম্যাঞ্চল, সমুদ্রপৃষ্ঠ ও আবহাওয়ামন্ডলীর স্থায়ী ক্ষতি সাধন করছে।

বিকল্প শক্তির উৎস যেমনঃ পানি শক্তি, সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি ইত্যাদিও আছে। কিন্তু পেট্রো-ডলার ও স্টক-মার্কেট এগুলোর ব্যাপক ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

২। আন্তর্জাতিক আইনসমূহ

অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের দ্বারা আন্তর্জাতিক আইন রচিত হয়, কিন্তু তা সমগ্র বিশ্বের মানুষের জীবনের উপর প্রভাব ফেলে। কারণ এটা কর্তৃত্বে থাকা মানুষের করা আইন, যা সংরক্ষিত শ্রেণীর (শাসক, শিল্পের মালিক, ধনী ব্যবসায়ী) পক্ষে দূষণকর্ম ও পৃথিবীর সম্পদের ধ্বংস সাধন সম্ভব করে তুলে। প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তিগতভাবে কেউ দূষণ বন্ধ করতে চাইলে তাকে এ্যারেস্ট করা হয় এবং বিভিন্ন রকমের অপরাধের দায়ে শামিল করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'ফ্রেঞ্চ ভেস্ল'-এর বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ 'নর্থ সী'-তে ফেলা বন্ধ করার চেষ্টা করার জন্য এনভাইরনমেন্ট (পরিবেশ) প্রেসার গ্রুপ 'গ্রীন পিস' এর প্রতিবাদীদেরকে এ্যারেস্ট করা হয় এবং বন্দী করা হয়। চরম কিছু ক্ষেত্রে, এসব বিবেকবান প্রতিবাদী ও বিজ্ঞানীগণ---হয়ত তারা আগেই অবসর গ্রহণ করেছেন; এদেরকে মৃত পাওয়া যায় রহস্যময় অবস্থায়। এসব আইনে তিনটি বিষয় প্রতিয়মানঃ

১। যেসব আইন কিছু নির্দিষ্ট ধরনের ভাবাদর্শ থেকে আসে, যেমন সোস্যালিজম, ক্যাপিটালিজম, কমিউনিজম, ডেমোক্রেসি ইত্যাদি।

মানুষের কামনা-বাসনা থেকে প্রসূত এসব আইন পৃথিবীতে বিশাল দূর্ভোগ বয়ে এনেছে। এই ছোট্ট নীল গ্রহটি মানুষের হাতে যে পরিমাণ অশান্তির শিকার হয়েছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার অন্য কোন সৃষ্টির দ্বারা তা হয়নি। রাজ্যভিত্তিক স্টেইট (সাম্রাজ্য) ও সাংবিধানিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)সমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কমিউনিস্টরাও এ যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, যেহেতু সোস্যালিজম তখন বিশ্বমঞ্চে পা রেখেছে। এই যুদ্ধগুলো 'ট্রেঞ্চ ওয়ারফেয়ার' এর বৈশিষ্ট্য পূরণ করেছে, যেখানে বিশাল সংখ্যক মানুষ নিহত ও আহত-পঙ্গু হয়, এমনকি যেসব সৈন্য ঘরে ফিরেছিল, তারাও সম্পূর্নরূপে মানসিকভাবে সুস্থ হয়নি। এই বিপর্যয়ের ফলস্বরূপ ৩,৭০,০০০০০ জন মানুষ নিহত হয়, যার বেশীর ভাগই কবরে গেল এর চাইতেও বড় অত্যাচারের সম্মুখীন হতে। একপক্ষে জার্মানির খ্রীষ্টান ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী সোস্যালিজম, ইটালির ফ্যাসিজম, জাপানের বুদ্ধিস্ট ভিত্তিক ফ্যাসিজম, আর অপর পক্ষে ডেমোক্রেটিক ও সোস্যালিস্ট প্রশাসন-পদ্ধতির মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব থেকে সূত্রপাত ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।

এসব হিংস্র প্রশাসন দ্বারা শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত ভয়াবহ বিপর্যয়ই আসেনি। বরং তার ফলাফলও ছিল একইরকম ভয়াবহ। প্রতি বত্রিশজন ফ্রেঞ্চ মানুষের মধ্যে ছিল একজন মৃত, প্রতি চৌষট্টিজন জার্মানের মধ্যে একজনকে হত্যা করা হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী মৃতের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে তা গিয়ে দাঁড়ায় ৫,৫০,০০০০০ জনে। আর তা কিসের জন্য? যুদ্ধের শেষে মানুষ দরিদ্রই থেকে গেল এবং অনাহারে দিন কাটাতে লাগল, কোলোনাইজেশন প্রজেক্ট প্রক্রিয়াধীন থাকল, আর যেসব দেশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছিল না, সেগুলোকে প্রশিক্ষণ ও মৃতের শিবির হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক দুর্ভোগ তখনও ব্যাপক আকারে ছিল, যেমন কোরিয়া, যার প্রাকৃতিক সম্পদ জাপানিজদের শোষণে শুকিয়ে গিয়েছিল।

জাপানের দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর এত দ্রুত উন্নতির পিছনে সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি হল, কোরিয়াকে একটি আবর্জনার পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা। অর্থনৈতিক উন্নতি জাপানের দিকে প্রবাহিত করা হয়েছিল এবং জাপান তা থেকে ব্যাপকভাবে লাভবান হয়েছিল। শুধু কোরিয়াই নয়, এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতি বহিরাগত শোষণের শিকার হয়। যুদ্ধে ব্যবহৃত পুরানো বাংকার ফেলে রাখা হয়েছে, যা থেকে আজও মানুষ বিস্ফোরণের শিকার হয়। রিফিউজীরা হন্তদন্ত হয়ে শহর থেকে শহর, দেশ থেকে দেশ ছুটতে বাধ্য হয়। কারণ ক্ষমতাশীলদের নতুন সীমারেখা ও দেশ অংকনের ফলে তাদের নিজেদের জায়গায় তাদের ঘুমানোর জায়গাও ছিল না। কিছু দেশ একত্রে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, যখন অন্য কিছু দেশ সৃষ্টি করা হল এবং আরোও অনেক দেশ বৃহত্তর আন্তর্জাতিক অত্যাচারীদের কর্তৃত্বে থেকে গেল।

২। যেসব আইন দ্বীন ও সেকুলার আইনের মিশ্রন

মুসলিম দেশগুলোতে আজ আমাদের যে শাসন পরিচালনার আইন আছে তা ইসলামিক আইন ও সেকুলারিস্ট কাফিরদের আইনের একটি মিলিত রূপ। এই ব্যাপারটি মুসলিমদের মনে ইসলামের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরী করেছে। ইসলামিক আইনকে ঢেকে ইসলামের বদলে বিদেশী আইনকে ইসলামের নামে চালানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষ কিছু মুসলিম-দেশে দেখতে পায় যে, সেখানে চুরি করলে হাত কেটে দেওয়া হচ্ছে। আবার সেই একই দেশে 'আলিমগণ সুদভিত্তিক ঋণের অনুমতি প্রদান করছে। ফলে মানুষ ভাবতে বসে, 'সুদ কি হালাল?' এই চিন্তা অতিক্রম করেই সে তৃপ্তি সহকারে সুদে জড়িয়ে যায়, যেহেতু ইসলামের 'আলিমগণ -এর অনুমতি দিয়েছেন। যেহেতু, এসব মানুষ অনেক দরিদ্র, তারা বুঝে না যে, যেকোন বড় পরিমাণের ঋণ যা তারা নেয়, তার বদলে সে পরিমাণ অর্থ ও তার সুদ পরিশোধ করতে হবে। এভাবে তারা যত ঋণের দিকে ঝুঁকে, তাদের দুঃখ তত বাড়তে থাকে। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা এর ফলাফলস্বরূপ এদের এ্যারেস্ট করে এবং এই ঋণ ও তার অতিরিক্ত সুদের বোঝা তার পরিবারের উপর চাপিয়ে দেয়।

এভাবে অন্যান্য যারা ঋণের এ সমস্যার সম্মুখীণ হয়, তারা বাস্তবতা ভুলে থাকার জন্য ড্রাগ্স ও ইন্টক্সিক্যান্ট/মাদকদ্রব্য গ্রহণ শুরু করে, আর এভাবে সামাজিক সমস্যা বাড়তে থাকে। সমস্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ড্রাগ্স ব্যবহার বাড়তে থাকে, ড্রাগস ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে অপরাধ ও চুরি বাড়তে থাকে, যেহেতু ড্রাগ্স ব্যবহারকারীকে তার অভ্যাসের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে। ধারাবাহিকভাবে, জেলবন্দীর সংখ্যা বাড়তে থাকে,

পতিতাবৃত্তি বাড়তে থাকে, যেহেতু মহিলাদের তাদের অভ্যাসের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে। 'চাইল্ড এ্যাবইউজ' বৃদ্ধি পায়, আর এভাবে সমাজে এই ভয়াবহ অধঃপতন চলতে থাকে। এসবকিছুর কারণ হল, মানবরচিত আইন ও আল্লাহ্‌র আইনের মিশ্রন এবং এর দ্বারা শাসন করা। শাসকদের কাজ ও পদক্ষেপ দেখে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে, আর এর অনুসরণের মাধ্যমে সমাজ পশ্চাদগমন করছে-সমাজে শুধুমাত্র যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা হল অপরাধ, খুন ও নৈতিক অধঃপতন।

৩। এসব আইনের প্রকৃতি এবং কেন এগুলো কখনো কখনো আল্লাহ্‌র আইনের সাথে মিলে যায়।

যখন এসব মিশ্র-আইনব্যবস্থা কার্যরত, এমন অনেক ঘটনা আছে যখন কোন আইন শারী'য়াহ আইনের সাথে সম্পূর্ন মিলে যায় এবং আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছে তার সাথে সমপূর্ন একমত হয়ে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন আইন শুধু আল্লাহ্‌র আইনের বিপরীতই নয়, বরং তা আল্লাহ্‌র আইনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এমন একটি আইনের উদাহরণ যা শারী'য়াহ আইনের সাথে মিলে যায় তা হল, আমেরিকার আদালত পদ্ধতি, যেখানে প্রসঙ্গ ব্যক্তিকে নির্দোষ ধরা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বিরুদ্ধে দলীল প্রমাণিত হয়।

যাহোক, এই একই আইনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে, যখন এই আইন কোন ব্যক্তিকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে ব্যবহার করা হয়, তার পদ্ধতি শারী'য়াহ পদ্ধতির চেয়ে সম্পূর্ন আলাদা। যেমনঃ মাস-মার্ডার (গণহত্যা), ধর্ষন অথবা চুরি-এসবক্ষেত্রে শাস্তির সীদ্ধান্তের জন্য মানব-বিচার পরিচালনা করা হয়। এখানে ভয়াবহ ভুল হল, এসব অপরাধের শাস্তি অনেক বছর আগেই আল্লাহ্‌ তা'য়ালার আইনে গঠিত হয়ে গেছে। এভাবে এই পদ্ধতির শুরুতেই গলদ, যেখানে ঘটনার সাথে জড়িত সবাইকে একটি 'ভুল/অন্যায় ন্যায়বিচার' দেওয়া হয়।

এসব আইনের প্রকৃতি হল সমন্বিত কিছু রাষ্ট্র ও জাতির স্বার্থরক্ষা, যেগুলো কোন সম্মানিত রাষ্ট্রভূমির বদলে সমন্বিত ব্যবসা সমিতির ন্যায় আচরণ করে। এইসব আইনসমূহ সমাজের বীভৎস ও জঘন্য কাজসমূহকে শুধু অনুমোদনই দেয় না, বরং মহিমান্বিত করে।

যাহোক, যখনই কোন কাজ যা এই একই আইন ব্যবহার করে করা হয়, যা এই কর্তৃত্বশীল অভিজাত মানুষের (যারা এই পদ্ধতি বানিয়েছে) বিরুদ্ধে যায়, তখনই এইসব আইনকে (যেগুলোকে অতি গর্বের সাথে সর্বোত্তম বলে প্রশংসা করা হয়) হয় পরিত্যাগ করা হয়, অথবা অবজ্ঞা অথবা পরিবর্তন করা হয়। সবচেয়ে উত্তম উদাহরণ হল ১৯৯২ সালে আলজেরিয়ার নির্বাচন। তখন মুসলিম দল নির্বাচনে বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। সবগুলো 'পোল'-এ মুসলিম দলটি ৮০% আকারে লীডিং অবস্থায় ছিল। তখন অভিজাত ক্ষমতাশীলরা ঐ নির্বাচন বাতিল করে দেয়, সংবিধান পরিবর্তন করে এবং নতুন আইন তৈরী করে, যেন তাদের অবস্থানের উপর কোন রকম হুমকি না আসে। খুন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ এবং হিংস্রাত্মক কাজকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে তারা নতুন আইন পাশ করে, যেগুলো এই নির্বাচনের পূর্বে অবৈধ ছিল।

যখন এসব পার্থিব আইন প্রয়োগ করা হয়, তখন তারা সচেতনভাবে যে কি পরিমাণ ক্ষতি বয়ে আনে তা শুরু করলে আর শেষ করা যাবে না। এগুলোর অসংখ্য খারাপ ফলাফল আছে যেগুলো লিখেই শুধু একটি বই বের করা সম্ভব।

৩। দূষণ

আমরা আজ এমন পারিপার্শ্বিক দ্বারা বেষ্টিত, যার প্রতিনিয়ত ব্যাপক প্রাকৃতিক পরিবর্তন হচ্ছে। এসব পরিবর্তন দূষণ ছাড়া আর কোন কিছুর ফলাফল নয়। আজ দূষণ একটি প্লেগের রূপ ধারন করেছে যা এই গ্রহকে আক্রান্ত করেছে। এই প্লেগ পৃথিবীকে মাটি, পানি ও বায়ু তিন মাধ্যমেই আক্রান্ত করছে।

বায়ু দূষণ

১ম পয়েন্টঃ স্প্রে ক্যান, ফ্রিজেরেশন ইত্যাদিতে যে এয়ারোসল ও ক্লুরোকার্বন ব্যবহার করা হয়, তা বায়ুমন্ডল দ্বারা শোষিত হয়। এসব কেমিকেলের মলিকুল অবশেষে তাদের গন্তব্যে পৌছায়, যখন তারা বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে উপরের স্তরে (ওজোন স্তর) বিচরণ করে। এখানে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হয়, যার ফলে বায়ুমন্ডল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এই রক্ষণশীল স্তরে ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এর একটি উদাহরণ হল এন্টার্কটিকের উপরস্থল, যেখানে দূষণ একটি স্থায়ী ছিদ্র সৃষ্টি করেছে। এর ফলে 'ওয়াটার লেভেল' এর উচ্চতা বৃদ্ধি, 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং', 'স্কীন ক্যান্সার' এর হার বৃদ্ধি ইত্যাদি অপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটছে। আরোও কিছু জায়গায় ভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। লস এঞ্জেলেস শহরে প্রকৃতপক্ষে সে জায়গার ওজোন ধীরে ধীরে নিচে এসে পড়েছে এবং সমগ্র শহরের উপরিভাগে এখন হলুদ মেঘস্বরূপ দেখা দিচ্ছে। বায়ুদূষণের ফলাফলের অন্যতম উদাহরণ 'এসিড রেইন'। 'এসিড রেইন' শুধু বাড়ীঘর ও ফসলাদিই ধ্বংস করছে না, বরং এটা আমাদের পান করার উপযোগী পানির সরবরাহকেও দূষিত করছে। আর যেহেতু মানব দেহের ৭৫%-ই পানি, তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, কেন ইন্টার্নাল ডিসর্ডার, মানসিক অসুস্থতা, ইনফেক্শন ও অস্বাভাবিক রোগব্যাধি পানি পানের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসব ভয়াবহ পরিবর্তনের সাথে সাথে, আমরা আরোও দেখতে পাই যে, বিভিন্ন দেশ ও শহরে বায়ুর মান এতই করুণ যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ। এসব দুঃখজনক ঘটনা সেসব মানুষ থেকে এসেছে, যাদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা যে ক্ষতি সাধন করেছে, তা মেরামত করার জন্য সময় ব্যয় করবেন না।

১। পানি সরবরাহ দূষিত করা হয়েছে।

২য় পয়েন্টঃ যদিও আমরা পানি প্রসঙ্গে দুইবার আলোচনা করেছি, পানি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা বলে শেষ করা যায় না। যেসব কৃষকেরা ফসলে কীটনাশক ব্যবহার করছে, তারা সম্পূর্ন দৃশ্যটি ও তাদের এ কর্মের ধারাবাহিকতা দেখতে পাচ্ছে না। যখন কৃষকেরা কীটনাশক ব্যবহার করে, তখন তার কিছু অংশ চুইয়ে প্রকৃত মাটির তলদেশে পৌছে যায়। এ সময় এটি সকল ছিদ্র ও ফাটল পাড় হয়ে পৃথিবীর পানির স্তরে (ওয়াটার ট্যাবল) পৌছে যায়, যা আবারও আমাদের পানি সরবরাহ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

এই একই জায়গা থেকে কুয়ায় পানি সরবরাহ করা হয়। এ রকম ছোট্ট ভুলের জন্য সম্পূর্ন নগর ও শহরগুলো দূষিত হয়েছে। এরূপ অবস্থার পানি কোন পশুরই পানের উপযোগী নয়, মানুষ তো পরের কথা। আর এ কারণেই অনেক

কুয়ায় মাটি ভরাট করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেসব মানুষ তাদের বিশুদ্ধ পানির উৎসের জন্য এসব কুয়ার উপর নির্ভর ছিল, আজ তারা এই রহ্‌মত হতে বঞ্চিত। এ ক্ষেত্রে কত জঘন্য কাজ এই মানবজাতি করেছে!

২। স্বয়ং পৃথিবীকে দূষিত করা হচ্ছে।

৩য় পয়েন্টঃ এই অংশে আমাদের সেসব উদ্ভিদের প্রতি মনযোগ দিতে হবে, যেগুলো দূষিত হয়েছে এবং এভাবে বিভিন্ন দূষক পদার্থ শিকড়ে স্থানান্তর করে এবং শিকড় থেকে মাটিতে পাঠিয়ে দেয়। এসব উদ্ভিদে যখন কীটনাশক মিশ্রিত পানি স্প্রে করা হয়, তখন তারা পানির সাথে সাথে এসব কীটনাশক পদার্থ শিকড়ের মাধ্যমে গ্রহণ করে। এভাবে এসব বিষাক্ত পদার্থ শিকড় দ্বারা বাহিত হয় এবং চারা গাছেও প্রবেশ করতে পারে। ফলে এখন বিষাক্ত পদার্থ শুধু বৃক্ষস্বরূপ উদ্ভিদেই নয়, বরং চারাগাছেও রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। যখন এসব দূষিত পদার্থ কোন কিছুর ব্যাঘাত ছাড়া মাটিতে প্রবেশ করে, তখন তা মাটির যে ক্ষতি করে তাও ভয়াবহ।

যা একজন ব্যক্তিকে এক অথবা দুই ডোজ দ্বারা অসুস্থ করে দিত, তার এক ডোজ-ই আজ একজন ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। এভাবে এই মাটি পশু ও মানুষকে দূষিত করার মাধ্যমে এই প্লেগের ধারক হয়ে গেছে। প্রতি বছর পার হবার সাথে সাথে ফলনের মান ও পরিমাণ উভয়েরই অবনতি আজ এক করুণ বাস্তবতা।

৪। খাদ্য

অন্য তিনটি বিষয় আমাদের সামনের এই বিষয়টির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই গ্রহে আমাদের ভোগ করা বেশীর ভাগ খাবারই আসে এই বিষাক্ত মাটি থেকে যা বিষাক্ত পানি দ্বারা উর্বর করা হয় এবং যার দ্বারা 'এ্যাসিড রেইন' শোষিত হয়। কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের খাদ্যের উপর এই মাটির কুপ্রভাব রয়েছে। যাহোক, আমরা স্বয়ং খাদ্যের উপর বেশী মনযোগ দিতে চাচ্ছি না, যেমনটা আমরা খাদ্যের বিতরণপদ্ধতির উপর দেই।

এই বিষয়টির তিনটি পয়েন্ট রয়েছেঃ

১। পৃথিবীতে চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ

২। দরিদ্রদের খাদ্যবিতরণ

৩। প্রতি ব্যক্তির খাদ্যের পরিমাণ

১ম পয়েন্টঃ যেসব বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর পর্যালোচনা করেছেন মহাশূন্য থেকে এবং সেই সাথে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে, তারা বলেছেন যে, পৃথিবীর ২%এর চেয়ে অল্প কিছু বেশী জমি পৃথিবীবাসীর জন্য খাদ্যের যোগান দিতে পারে। এর দ্বারা যুক্তিগতভাবে যা বোঝা যায় তা হল, এই জমি থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পাবার জন্য জমিটুকু অবশ্যই সতর্ক ও রক্ষণশীলভাবে ব্যবহার করতে হবে। যদি এর অপব্যবহার করা হয়, তবে এটি নিজের উর্বরতা হারাবে, আর এ প্রক্রিয়ায় মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় থেকে যেতে পারে। আর এটাই ঘটেছে। ভুল ব্যবস্থাপনার জন্য মানুষ ক্ষুধার্ত থেকে গেছে এবং কিছু চরমক্ষেত্রে অনাহারে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে।

২য় পয়েন্টঃ যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, যদিও পৃথিবীতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কম, তারপরও এখান থেকে চাষ করে এই গ্রহবাসীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য উৎপাদিত হয়। তাহলে কেন আজ মানুষ অনাহারে থাকছে? এ প্রশ্নটি আমাদের দিকে করা উচিত না, বরং তাদের দিকে করা উচিত যারা এই চাষাবাদের জমির ব্যবস্থাপনা করেন, যেখানে খাদ্য রোপন করা হয়, পাকানো হয় এবং/অথবা কাটা হয়। ইউনাইটেড স্টেইট (সাম্রাজ্য)স এবং তুর্কির মত দেশগুলো দিনের শেষে জমে থাকা বাড়তি খাবার নিয়ে কি করবে তা ভেবে কুমিরের কান্না কাঁদে। একবারের জন্যও তাদের মনে যারা এ খাবারের অধিকতর উপযোগী তাদের মধ্যে তা বিতরণের চিন্তা উদয় হয় না। **না** । এর চাইতে তারা সেই খাদ্যকে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দেয় অথবা সেটিকে পচিয়ে ফেলে যখন তা আর কারোও খাবার উপযোগী থাকে না।

৩য় পয়েন্টঃ যেমন আমরা পূর্বে বলেছি যে, মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট খাদ্য রয়েছে, কিন্তু মানুষের লোভ পূরণের জন্য যথেষ্ট নেই। যেসব মানুষ এখন জনবহুল সম্পন্ন শহরে স্থানান্তর হচ্ছে, শুধুমাত্র এ কারণে যে, খাদ্যে স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল, তারা সেই শহরে গিয়ে শুধু এটাই আবিষ্কার করছে যে, যেখান থেকে তারা এসেছে তার চেয়ে সেখানকার অবস্থা আরোও খারাপ। তারা আরোও দেখতে পায় বিশাল পরিমাণের খাবারের অপচয় ও অকৃতজ্ঞতা। মানুষ অনায়াসে, বিবেকহীনভাবে একখন্ড অথবা সম্পূর্ন একটি গরুর গোশতের স্তুপ রাস্তায় ছুড়ে ফেলতে পারে এবং এর জন্য কোন লজ্জাবোধ করে না। এর থেকে আমরা দেখতে পাই যে, খাদ্যের বিতরণ অসম। এটা আরোও সহজে উপলদ্ধি করা যায় যখন মুদির বিতরণ-ট্রাক সবার আগে ধনী এলাকার দোকানসমূহে খাদ্য বিতরণ করে এবং সবশেষে শহরাঞ্চলের দোকানে খাদ্য বিতরণ করে। যারা এ শহরে বসবাস করে তারা ২য় শ্রেণীর এবং নিম্নমানের খাবার গ্রহণ করে। তারা কখনোও সবচেয়ে ফ্রেশ এবং পূর্ণ-ফলনের খাদ্য দেখতে পাবে না। এটা নিম্ন শ্রেণী/সমাজ-এর মানুষদের থেকে গোপন রাখা হয়। যখন এরূপ ঘটে, এসব শহরের মানুষ মোটামুটিভাবে মানসম্মত খাবারের উপর বেড়ে উঠে। এটা তাদের মন, আবেগ ও আধ্যাতিক সুখ-সমৃদ্ধির উপর বিশাল প্রভাব ফেলে। সময়ের সাথে সাথে আমরা দেখতে পাই "তুমি তাই যা তুমি খাও" এরূপ পুরানো প্রবচন জীবনে চলে আসে। যেহেতু, তাদের খাদ্য তাদের পুষ্টি সাধন করে না, এসব মানুষ আবেগের দিক থেকে বেড়ে উঠে না।

বরং, তারা সমাজবিরোধী হয়ে পড়ে এবং এর ফলাফলস্বরূপ অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি এবং হাইপারটেনশন শহরজীবনের এক স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়। আপনি যদি আরোও দলীল চান, তবে আমরা বিনীতভাবে আপনাকে শহরতলি ও গ্রাম্য এলাকার অপরাধের মাত্রা এবং শহরাঞ্চল ও মেট্রোপলিটন এলাকার অপরাধের মাত্রার উপর রিসার্চ করতে বলব এবং এ দুইয়ের তুলনা করতে বলব। তাহলে আপনি যে সারমর্মে পৌছাবেন তা হল, শহরাঞ্চলের মানুষকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়। আর এই প্রস্তুতকরণের একটি অংশ হল সেই জ্বালানী, যা তাদের মেশিন (তাদের দেহ) তাদের খাদ্য থেকে গ্রহণ করে। যে কাজ এই জ্বালানীর ফলাফলস্বরূপ আসে তা হল সেরূপ, যেরূপ কর্তৃত্বে থাকা মানুষেরা তাদের থেকে চায়। কারণ তারা যদি সবকিছু এরূপ না চাইত, তবে তারা এরূপ কাজ করার উপযোগী ক্ষেত্র বা পরিবেশ সৃষ্টি করত না।

৫। পৃথিবীতে যুদ্ধাবস্থা

মানবরচিত আইন প্রয়োগের ফলে পৃথিবী আজ যুদ্ধরতদের জন্য এক কবরস্থানে, আর সাধারণ মানুষের জন্য এক বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে ক্রিয়ারত এই যুদ্ধাবস্থা সাধারণভাবে পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য এবং বিশেষভাবে মানুষের ভবিষ্যতের জন্য হুমকিস্বরুপ। এসব দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের প্রভাবকে তিনস্তরে অনুধাবন করা যায়ঃ

১। যুদ্ধের পরবর্তী ফেলে রাখা জিনিসপত্র।

২। এসব অস্ত্র ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ফলাফল।

৩। যখন এসব অস্ত্রসমূহ ব্যবহার করা হয়, তখন মানুষের অবস্থা।

১ম স্তরঃ প্রত্যেক যুদ্ধের শেষে যুদ্ধস্থলে পড়ে থাকা 'শেল কেসিং' উঠিয়ে নিতে হয়, মৃতদেহ কবর দিতে হয়, আর্টিলারি প্যাকেট করে নিজ ভূমিতে নিয়ে যেতে হয় এবং সেই সাথে ট্যাংক ও অন্যান্য মেশিন নিজ ভূমিতে নিয়ে যেতে হয়। যাহোক, যখন থেকে পৃথিবীতে অইসলামিক আইনের আক্রমণ হয়, এ ব্যাপারগুলো খারাপ থেকে খারাপতর হয়েছে। 'ইরাক, যেখানে মাইলের পর মাইল হাজারো মাইন পোতা আছে, মানুষ প্রতিদিন এসব মাইন দ্বারা আহত ও নিহত হচ্ছে। এই ভূমিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে কয়েক বছর সময় নিবে। কিন্তু যা তার চাইতেও খারাপ তা হল, এ কাজ করতে অসম্মতি, এ কাজ করার অপারগতা নয়। যারা ক্ষমতায় থাকে, তাদের খেলা ও বিশ্ব-অহংকার তাদের চোখে মানুষের এই দুঃখ-কষ্টকে স্বাভাবিক করে তুলেছে। যেসব বোমা ডিটোনেইট করার পর প্রথমে বিস্ফোরিত হয়নি, সেগুলো পরে বিস্ফোরিত হচ্ছে এবং এভাবে, তাদের নিঃশেষ হবার সাথে সাথে অসহায় মানুষের মৃত্যু-আর্তনাদের চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। যেসব কাঁটাতার বিছানো হয়েছিল, সেগুলো গবাদি পশু ও অন্যান্য পশু, যেগুলো খাদ্যের অন্বেষণে বের হয় সেগুলোর সাথে আটকে যায় এবং এভাবে এসব পশু আহত ও বিকলাঙ্গ হচ্ছে।

২য় স্তরঃ একটি এটম বোমার বিস্ফোরণ কখনোই সেই পরিবেশকে অনুকূল ও স্বাস্থ্যকর করে না, যে পরিবেশে এটিকে ডিটোনেইট করা হয়েছিল। যখন এ-বোমা জাপানে ফেলা হয়েছিল তখন তার ঝলক অনেক মানুষকে আজীবনের জন্য অন্ধ করে দিয়েছিল। তাছাড়াও, এর রেডিয়েশনের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির পশু ধ্বংস হয়ে যায়। এ বিস্ফোরণের আঘাত, আলোরন ও আকস্মিকতার প্রচন্ডতা পৃথিবীর ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রে গোলযোগ সৃষ্টি করেছে। যার ফলে রেডিও-টেলিভিশনের ট্রান্সমিশনে সমস্যা দেখা যায়। যখন রোনাল্ড রেগান তার প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে ইউ.এস (আমেরিকা)-এর 'ওয়েস্ট কোস্ট'-এ একটি হাইড্রোজেন বোমা ডিটোনেইট করে, তখন মানুষ দেখতে পেয়েছিল যে, মানুষ হিসেবে আমরা কি পরিমাণ বেপরোয়া হয়ে গিয়েছি।

রেগানের পূর্বে অন্যান্যরা ছিল। ১৯৫০ এর সময়ে পৃথিবী আক্ষরিকভাবে 'নিউক্লিয়ার টেস্টিং'-দ্বারা জ্বোলে উঠেছিল। এসব পরীক্ষা বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়ার ধরন পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং বিভিন্ন এলাকার অধিবাসীদেরকে স্থানত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। এসব বোমা এজন্য তৈরী করা হয়েছিল যেন পৃথিবীকে রক্ষা করা যায় এবং সার্বভৌম জাতিগুলো যেন উন্নতি লাভ করে। কিন্তু, এ সমস্ত অস্ত্রসমূহ এটাই প্রমাণ করেছে যে, মানবজাতি

আজ শুধু নিজেকে ধ্বংস করতেই সক্ষম নয়, বরং তাদেরকেও ধ্বংস করতে সক্ষম যারা এই ধ্বংসাত্মক কাজের সাথে জড়িত নয় এবং যারা আমাদের সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য নয়।

৩য় স্তরঃ এই নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের ফলাফল ভোগ করে সাধারণ জনগণ। ইউ.এস (আমেরিকা)-এর সাউথ-ওয়েস্ট-এ বসবাসকারী মানুষদেরকে শুধু জিজ্ঞেস করে দেখুন। এই সম্পূর্ন অংশটি ১৯৫০-এ নিউক্লিয়ার পরীক্ষার স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু মানুষকে বলা হয়েছিল বেড়িয়ে আসার জন্য এবং এসব বিস্ফোরণের আলো দেখার জন্য, যেহেতু এসব বিস্ফোরণের আলোর ঝলক সুন্দর ছিল। কিছু মানুষ এর জন্য দিন-ক্ষণ/তারিখ নির্দিষ্ট করে এবং তাদের প্রিয়তমাদের সঙ্গে নিয়ে আসে এই 'বিশাল বিস্ফোরণ' দেখার জন্য; এই বাস্তবতার প্রতি বিন্দুমাত্র আশংকা না করে যে, অনেক বছর পরে তারা এক রহস্যময় ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। এসব পরিবারকে অনেক পরে বলা হত যে, এসব মানুষ মারা গেছে সেই বিস্ফোরণের রেডিয়েশনের প্রভাবে।

'হ্যানফোর্ড' দুর্যোগ এখানে আরেকটি পয়েন্ট। ইউ.এস (আমেরিকা)-এর 'ওয়েস্ট কোস্ট'-এর 'ওয়াশিংটন স্টেইট (সাম্রাজ্য)'-এ একটি 'নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট'-এ তারা 'নিউক্লিয়ার এনার্জি' পরীক্ষা করতে গিয়ে সম্পূর্ন 'মেল্টডাউন' (নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরে সংঘটিত দুর্ঘটনা, যেখানে জ্বালানী অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে 'কোর' অথবা আবরণকে গলিয়ে দেয়)-এর সম্মুখীন হয়। অনেক শিশু দুটি মাথা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কখনো খুলিবিহীন অবস্থায় এবং কিছু চরমক্ষেত্রে কোন হাড়-গোড় ছাড়াই জন্মগ্রহণ করে। 'হ্যানফোর্ড' একটি বিশ্বাসী গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে ছিল। যাহোক, এর মানুষেরা অতিরিক্ত পরিমাণে বিশ্বাস করেছিল। তারা খুব অল্পই জানত যে, মানুষ এখানে 'উইপন অফ মাস ডেসট্রাকশন'-এর জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কাজ করছে! যখন অনেক মানুষ এই রেডিয়েশন ও দূষণের শিকার হয়, তখন তারা এই জায়গা থেকে সরে পড়ে। আমরা এখান থেকে এটা ছাড়া আর কি শিখতে পারি যে, মানুষের তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবাধ্যতার পরিমাণ ব্যাপক।

৬। নারী ও শিশু

যারা মানবরচিত আইনের ভয়াবহ আক্রমনের মারাত্মক শিকার, তাদের মধ্যে অন্যতম হল নারী ও শিশু। এটা পারিবারিক জীবন-ঘরে আসে এবং একে ভেঙ্গে দেয়, একটি একটি করে ইট এবং একটি একটি করে খন্ড সরিয়ে ফেলার মাধ্যমে। নারী এবং শিশুদের বিরুদ্ধে এই প্রতারণাকে তিনটি পয়েন্টে ভাগ করা যায়ঃ

১। নারী এবং শিশু, এবং তাদের বিরুদ্ধে মানবরচিত আইন ও পদ্ধতির ষড়যন্ত্র।

২। এতিম এবং বিধবাগণ

৩। স্ট্রীট চিল্ড্রেন এবং সিঙ্গেল প্যারেন্ট ফ্যামিলিস

১ম পয়েন্টঃ মানবরচিত আইনের যুগে সর্বপ্রথম যারা মিশনারির ফাঁদে পড়ে তারা হল নারী। তাদেরকে মুক্তি, সাম্য এবং সম্পূর্ন স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে একটি সমাজব্যবস্থার রূপে, যেখানে সবাই চলতে পারে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এরূপ হয়নি। তাদেরকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তা তাদেরকে তাদের ঘরের বাইরে নিয়ে

এসেছে। তাদের বাইরে যাওয়ার এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাচ্চার দেখা-শুনার দায়িত্ব এসে পড়ে পুরুষের কাঁধে। কিন্তু, পুরুষেরা বাচ্চা পালন করতে পারে না, কারণ তারাও কাজ করছে। এর ফলাফলস্বরূপ যা ঘটে তা হল, বাচ্চারা নিজেদের পিতা-মাতাকে এক রকম আগন্তুকের ন্যায় জানে, যখন তারা বাসায় ফিরে তখন তারা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে, আর যখন তারা ঘুম থেকে উঠে তখন তাদের পিতা-মাতাকে দেখতে পায় যে, তারা কাজের জন্য বাসা থেকে বের হচ্ছে।

এই অবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন থেকে নারীদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা সম্পূর্নরূপে পুরুষদের সমান। এই বিশ্বাস, যা পরবর্তীতে 'হিউম্যানিজম' হিসেবে পরিচিতি পায়, সমাজে পুরুষ এবং নারীর ভূমিকাকে অস্পষ্ট করে দিয়েছে। আর এভাবে তারা (নারী) পুরুষদের সাথে কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে চেয়েছিল, একই বেতন, সুযোগ-সুবিধা এবং আচরণ চেয়েছিল যা পুরুষরা নিজেদের মধ্যে দিয়ে থাকে। বাস্তবে এর থেকে যা তৈরী হয়েছে তা হল, নারী পুরুষদের থেকে কম বেতন পায়, যেহেতু তারা পুরুষদের ন্যায় অবিরত কাজ করতে পারে না। নারী গর্ভধারন করে, তারা 'ম্যাটেরনিটি লিভ' (মাতৃত্ব/প্রসূতি ছুটি) নেয় অথবা তাদের অন্য কিছু অবস্থা ও অসুস্থতা থাকে, যা পুরুষদের মধ্যে সম্পূর্ন অনুপস্থিত। এই ব্যাপারটি আরোও অনেকভাবে আসে, যখন পুরুষ নিয়োগকর্তারা পত্রিকায় এ ধরনের বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করে যেখানে লিখা থাকে, 'মহিলাদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই'।

এইসব প্রতারক প্রাণীরা যারা নারীদের কাছে এই ধারণা বিক্রি করেছে যে, তারা সম্পূর্নরূপে স্বাধীন, তাদের এই কাজ সমাজকে আরোও বড় দুর্নীতির দিকে নিয়ে যায়। নারীদেরকে স্বেচ্ছায় বিকৃত মানসিকতার পুরুষদের হাতিয়ার বানানোর উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রকাশ্যে কাপড় খুলে ফেলতে উৎসাহিত করা হয়। যেমনভাবে, একের পর এক 'সামার বাথিং স্যুট' (গ্রীষ্মে গোসলের জন্য তৈরী মহিলাদের বিশেষ পোশাক) এর ডিজাইন বের হয়েছে, তাতে ব্যবহৃত কাপড়ের পরিমাণ কমেছে। নারীদের বিভিন্ন ম্যাগাজিনে ফিচার করা হয়েছে, নারী হিসেবে নয়, বরং 'সীপোর্ট' হিসেবে। আজ, তারা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এ্যালকোহল এর বানিজ্যিক বিজ্ঞাপনসমূহে। তারা এভাবে ক্রেতার অবচেতন মনে এ ধারণা প্রবেশ করাচ্ছে যে, ক্রেতা যদি এই নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের মল্ট লিকার পান করে, তবে সে সেরূপ একটি নারী পেতে পারে যে দেখতে মডেলের মত। সমস্যাটি হয় তখন, যখন তারা সেই ব্র্যান্ডটি পান করে। যখন তারা অনুধাবন করে যে, এই নারীরা তাদের চায় না অথবা এসব নারীরা দেখতে তেমন নয় যেমন বিজ্ঞাপনে দেখেছিল। তখন তারা এসব নারীদের ধর্ষন করে বসে। এই সমস্যার ধারাবাহিকতা অনুসারে, কর্মক্ষেত্রে নারীরা শিকার এবং পুরুষরা শিকারীতে পরিণত হয়, যেহেতু, যেসব লোকেরা তাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তারা এসব নারীদের ধর্ষন করে বসে। বিলবোর্ড, রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচারকৃত এই সবধরনের বিজ্ঞাপনের ফলাফল এরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যেভাবে তথাকথিত 'স্বাধীনতা' বৃদ্ধি পেয়েছে, সেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে পুরুষদের স্বার্থোদ্ধার ও বিনোদনের জন্য নারীদের ব্যবহার। স্ট্রিপ ক্লাবগুলো মাথাচারা দিয়ে উঠে, পর্নোগ্রাফিক ভিডিও টেপ এবং চ্যানেলসমূহ এবং তথাকথিত 'মুক্তি'-এর অন্য সব বীজ শিকড় গাড়তে শুরু করে।

এভাবে ধর্ষনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, যেহেতু যত বেশী পুরুষদেরকে উদ্দীপিত করা হয়, তারা তত বেশী নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। যেসব 'বার'-এ নারীদের সম্পূর্ন প্রবেশাধিকার রয়েছে, সেসব বার-এ মদ্যপদের প্রকাশ্য ধর্ষনের

হার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যেসব নারীরা রাস্তায় কোন পুরুষ আত্মীয় অথবা স্বামী ছাড়া চলাফেরা করে, তারা খুব সহজ টার্গেটে পরিণত হয়েছে। নারীদের যে স্বাধীনতা চাইতে বলা হয়েছে, এভাবে তার সাথে তাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এভাবে শাইতনের প্রচারণা মেশিন দিন-রাত হিংস্রাত্মকভাবে এসব মতাদর্শ তার মাথায় প্রবেশ করিয়েছে। এসব আইডিয়া, যে সে অনাবৃত অবস্থায় ঘর থেকে বের হতে চায়, যে সে রাস্তায় একাকী চলতে চায় কোনও নিরাপত্তা ছাড়া, যে সে বদ্ধ জায়গায় পুরুষদের সাথে কাজ করতে চায় তার অধিকারের কোন নিরাপত্তা ছাড়া, তাকে তার অধিকার আদায়ের পথ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রতারিত করার জন্য।

ভ্রুন এবং নারীদেহের অভ্যন্তরীন অঙ্গ-প্রতঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজ চিকিৎসাশাস্ত্রে এক অতি আকর্ষনীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যেন নারীদেহ যুদ্ধলব্ধ মালামালে পরিণত হয়েছে। নারীদেরকে গিনিপিগের স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছিল, যখন দরকার পড়ে নিয়ে আসা হত এবং দরকার শেষে ছেড়ে দেওয়া হত। ফলাফল যাই হোক না কেন গর্ভপাতকে নারীর অধিকার বলে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে যেকোন তর্ক-বিতর্কের উত্তরে বলা হত, 'এটা নারীর দেহ এবং এটা তার অধিকার।' এই ধ্বংসাত্মক আচরণ সমাজে আরোও সামাজিক ভূমিকম্প ছাড়া আর কিছু ডেকে আনতে সক্ষম ছিল না।

২য় পয়েন্টঃ বর্তমান দিনে এবং সময়ে এতিমখানাগুলো পিতা-মাতাহীন শিশু দ্বারা উপচে পড়ছে। বিভিন্ন দেশ রয়েছে যেমনঃ ব্রিটেইন, যেখানে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী। তাছাড়াও বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের কারণে বিধবার সংখ্যা অনেক বেশী। শাসনব্যবস্থা এসব বিধবাদের কোনরকম দেখা-শুনা ও যত্ন নেয় না, যদিও তাদের উপর কর্তৃত্বের দাবি করে। এসব বিধবাদের একটি দরিদ্র ও একাকিত্বের জীবনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। কেউ তাদের দিকে তাদের দেখা-শুনা অথবা অর্থনৈতিক বা সামাজিক জীবনযুদ্ধে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে না। এদের মধ্যে অনেকেই জীবনে অনেক কঠিন পরীক্ষার যন্ত্রনা শয্য করেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের সামনে নিজের স্বামীর হত্যা দেখেছে, তাদের মধ্যে কেউ নিজেদের বাচ্চা হারিয়েছে এবং এখন শুধু পরিবারের মাঝে তারাই বেঁচে আছে।

এসব এতিমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা চালিত হয় এবং সমাজের সাথে খাপছাড়া হয়ে বেড়ে উঠে। যদি তারা খুব ভাগ্যবান হয় তবে পরিবার বলতে তারা যা বোঝে তা হল সেসব 'সোস্যাল ওয়ার্কার্স', আর তা না হলে তাদের পরিচিত রাস্তাই তাদের পরিবার। এদেরকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদানের জন্য কেউ নেই। সেখানে কর্তৃপক্ষ আছে, কিন্তু তারা অল্প বয়স থেকেই শিখে আসে কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হতে এবং কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করতে। এর পিছনে প্রধান কারণ হল, তারা কারোও মাধ্যমে পালিত হয় না। তাদেরকে বন্য প্রাণীরূপে দেখা হয়, তারা কারোও দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় না এবং তারা বড়ই ভালবাসার প্রয়োজনে কাতর। কিন্তু, প্রতিষ্ঠান থেকে এ দায়িত্ব পালনের জন্য কাউকে নির্ধারণ করা হয় না।

৩য় পয়েন্টঃ সেসব বাচ্চাদের কি হবে যারা ব্যাভিচারের ফলে জন্মলাভ করেছে? এই ব্যাপারে তাদের ও তাদের পিতা-মাতার মধ্যে কোনরকম অঙ্গীকার বা দায়িত্ববোধ দেখা যায় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের পিতা-মাতা তাদের ত্যাগ করে। এরপর তারা হয় এতিমখানায় যায় অথবা সেই অবস্থায় যায় যা দেখা যায় দক্ষিন আফ্রিকায়,

এদেরকে 'স্ট্রীট চিল্ড্রেন' (রাস্তার শিশু) বলা হয়। এসব 'স্ট্রীট চিল্ড্রেন'-কে বাঁচতে হবে, সুতরাং বাঁচার জন্য তারা কি করে? তারা অপরাধ করে এবং এসব অপরাধ তাদের খাদ্য ও অন্যান্য খরচ বহন করে। যেকোন সমাজ যেখানে আপনি প্রচুর পরিমাণে 'স্ট্রীট চিল্ড্রেন' দেখতে পাবেন, আপনি ধরে নিতে পারেন যে, সেই সমাজে অপরাধের মাত্রা অদ্ভূতভাবে অনেক বেশী। আর যদি তাদের মা তাদের বাসায় বড় করেন এবং এই শিশুরা যদি ছেলেশিশু হয়, তবে তারা পুরুষ হওয়া কিভাবে শিখবে? কে তাদের পুরুষ হওয়া শিখাবে?

রাস্তাই তাদের শিক্ষক হয়ে দাঁড়ায়, যেখান থেকে তারা পুরুষ হওয়া শিখে। তারা দেখে যে, যা তার মায়ের 'বয়ফ্রেন্ড' (প্রেমিক) তার মায়ের সাথে করে তা-ই পুরুষদের কাজ। যদি সেই ব্যক্তি তার মাকে প্রহার করে, লাথি মারে, ধর্ষন করে, উপহাস করে এবং আরোও অন্যান্য কাজ করে, তবে ছেলে শিশু উপলদ্ধি করে যে, এসব বৈশিষ্ট্যই একজন সত্যিকারের পুরুষের থাকতে হবে। ফলে যখন সে আরোও বড় হয়, তখন সে এসব উপলদ্ধির প্রয়োগ করে, সচেতনভাবে অথবা অবচেতনভাবে। তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাকে এরূপ হওয়ার জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং এখন সে তার প্রয়োগ করবে। এভাবেই 'ডমেস্টিক ভায়োলেন্স' (গৃহস্থ ধংসাত্মক কাজ) পুরুষ এবং তার প্রেমিকার মধ্যে বৃদ্ধি পাবে, যেহেতু ছেলেটি প্রথম থেকেই শিখে এসেছে যে, নারীদের কোন সম্মান নেই এবং তাদের সাথে বিয়ের সম্পর্কে জড়ানোর কোন দরকার নেই। আর এই সব খাপছাড়া শিশুদের যখন এক সময় বাচ্চা হয়, তবে তারা কেন তাদের বাচ্চাদের দায়িত্ব নিবে, যখন প্রথমে তারও দায়িত্ব কেউ নেয় নি?

আর যদি মেয়ে শিশু হয়, তাহলে তারাও তাদের মা থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করবে। একবার যখন সে জানবে যে তার মা তাকে ব্যাভিচারের মাধ্যমে গর্ভে ধারন করেছিল, তখন তাকে আর কে এই কাজে বাধা দিবে? যদি সে ব্যাভিচারের মাধ্যমেই জন্ম নিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই এতে খারাপ কিছু নেই। সে তার মায়ের পোশাকের অভ্যাস, সামাজিক আচরণ, যৌন অভ্যাস পর্যবেক্ষণ করে এবং এসবেরই অনুসরণ করে। যারা এরকম মনে করেন না, তারা বাচ্চাদের উপর কোন কিছুর প্রভাবের প্রখরতা সম্পর্কে চরমভাবে অজ্ঞ। এভাবে তারা জনসাধারণের দক্ষ সাপ্তাহিক প্রেমিকা এবং 'হানিমুন ওয়াইভ্স'-এ পরিণত হবে, যারা তাদের দেশের একজনের হাত থেকে আরেকজনের হাতে স্থানান্তরিত হয়, যেন একটি চিপসের ব্যাগ, যা বাচ্চাদের মধ্যে একজন থেকে আরেকজনের হাতে ঘুরতে থাকে।

৭। ক্লোনিং

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ তার অর্জিত জ্ঞান নিয়ে আরোও অহংকারী হয়ে পড়ছে। শষ্য, ফলমূল, শাকসবজি এবং সম্প্রতি মানুষ ও পশুও এ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মানব-ভ্রুনকে হিমায়িত করা হচ্ছে এবং তা ফাইলের মধ্যে রাখা হচ্ছে, আর তা 'এলপি' বা 'সিডি'-এর টপটেন কালেকশন-এর ন্যায় বিন্যস্ত করে রাখা হচ্ছে। মানবজাতির সবচেয়ে অধঃপতন ও অমর্যাদার যে বিষয়গুলো আজ পর্যন্ত হয়েছে তার মধ্যে এসব ক্লোনিং ক্যাম্প অন্যতম। এই ধ্বংসাত্মক কাজের দুইটি পয়েন্ট আছেঃ

১। জ্ঞানের অসৎ ব্যবহার

২। দিগন্তে ভয়াবহ ফলাফল

১ম পয়েন্টঃ মানুষ সত্যিই তার সীমানা অতিক্রম করেছে। কেউ কি ভেবেছিল যে, মানুষ নিজেই তার খাদ্যের জেনেটিকাল ইঞ্জিনিয়ার হবে? এখন যখন সে এটা করেছে, তখন সে-ই সীদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, গমের শষ্যদানা কত বড় হবে, কখন তার ফলনের সময় হবে এবং সেই জমিতে কতবার সে ফলন ঘটাতে পারবে। ক্লোনিং-এর প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল উদ্ভিদকে বিভিন্ন কীটপতঙ্গ থেকে রক্ষা করা এবং এভাবে বিভিন্ন ধরনের কীটনাশকের ব্যবহারের হাত থেকে বাঁচা। এর সর্বশেষ ফলাফল যা হল তাতে এই ফসলগুলো সেই নির্দিষ্ট রোগ থেকে নিরাপদ হয়ে গেল, যা এগুলোর ফলনে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল, কিন্তু কোন নতুন রোগ আসলে এই ফসল সমূলে ধ্বংস হয়ে যেত। আর এটাই প্রকৃতপক্ষে ঘটেছে। দুর্ভিক্ষ লোভের কারণে নয়, বরং মানুষের অতিবুদ্ধির জন্যই হবে।

যেদিন থেকে চাষাবাদ একটি বানিজ্যিক শিল্পে পরিণত হয়েছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ নিখুত শষ্য চেয়ে এসেছে। অধিক ফলন, স্বল্প অপেক্ষা-ইত্যাদির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত অনেক শিল্পভিত্তিক দেশ আজ তাদের অনিবার্য ধ্বংস নিশ্চিত করেছে। সময়ই আমদেরকে এসব বিভ্রান্ত কাজের ফলাফল দেখিয়ে দিবে।

২য় পয়েন্টঃ পশুর ক্লোনিং এবং বিশেষভাবে মানুষের ক্লোনিং-এর ব্যাপারে আলোচনা না করলে এ বিষয়টি সম্পূর্ন হবে না। এই বিষয়ে একটি প্রসঙ্গ হল আমেরিকা। এই দেশটি এখন গরুর ভ্রুন নিয়ে সেগুলো খরগোশের গর্ভে স্থাপন করছে। এখান থেকে তারা এগুলোকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর করে। এর ফলে 'সীপিং' (জাহাজের মাধ্যমে স্থানান্তর) এ জায়গা কম লাগে এবং সেই সাথে দুই ধরনের গবাদি পশু স্থানান্তর করা হয়। যখন গন্তব্যে পৌছে যায়, তখন এই ভ্রুনগুলোকে খরগোশের গর্ভ থেকে বের করে আনা হয় এবং একটি 'পেট্রি ডিশ'-এ অংকুরিত করা হয় এবং তারপর পূর্ণ ওজন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। মানুষ যখন এই টেকনোলজিকাল পরীক্ষায় পাশ করল, তখন সে সত্যিই এক ভয়ংকর দরজায় পা রাখল।

পরবর্তী প্রসঙ্গ মানব ক্লোনিং নিয়ে। যখন ক্লোনিং একটি সম্ভব বিষয়ে পরিণত হল, বিভিন্ন জাতি 'জেনেটিক সুপার সোলজার'-এর উপর চিন্তাভাবনা শুরু করল, হিটলারের আইডিয়ার এক নতুন রূপ। ইউএস এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলো 'কম্ব্যাট' (ফাইটিং) এবং 'লেবার জব' (কঠোর পরিশ্রমের কাজ)-এর ব্যাপারে ক্লোনিং এর ব্যবহার করে এর থেকে সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই আগ্রহী। এভাবে তারা এমন উন্মাদ হয়েছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির তৈরী পরিকল্পনা নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করছে এবং এভাবে তারা জগতসমূহের রব তার সৃষ্টির উপর যে নিয়ম আরোপণ করেছেন তা লংঘন করছে। এটা বোঝার জন্য কোন উচ্চমানের ইউনিভার্সিটির শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন নেই যে, এর থেকে ভয়াবহ খারাপ ফলাফল আসবে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন তা থেকে যা মানুষ তার সীমা অতিক্রম করে প্রভুত্ব অর্জনের জন্য চেষ্টা করে---আমীন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে এই ব্যাপারে আগেই সতর্ক করেছেন,

و إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل و الله لا يحب الفساد
. و إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد

"আর যখন সে ফিরে যায়, তখন সে চেষ্টা করে যাতে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ বিনাশ করতে পারে। আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না। আর যখন তাকে

বলা হয়ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তখন তার দম্ভ তাকে পাপে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং, জাহান্নামই তার জন্য যথাযোগ্য স্থান। নিশ্চয়ই তা হল নিকৃষ্ট আবাস।"-সূরা আল-বাক্বরাহঃ ২০৫-২০৬

এটা পড়ার সময় আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমরা এটা কেন লিখলাম। এর সাথে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র শাসনের সম্পর্ক কি? এর উত্তর হল, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র শাসনের একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। এর সবকিছুই এই বইটির একটি আলোচ্য বিষয়। এই গ্রহের প্রতি গৃহীত ব্যবস্থাই এই গ্রহের বর্তমান অবস্থার কারণ। শাসনপদ্ধতির গলদ ও অভাবের কারণেই এসব কিছু হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার সাহায্য নিয়ে এবং এরপর নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গ করে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তন করতে পারি এবং একে তার অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারি, যা আল্লাহ্ তার উপর অর্পন করেছেন। আমরা চাই না যে পৃথিবী হাশরের ময়দানে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিক এবং আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করুক যে আমরা তার উপর থেকে সেই কষ্ট অপসারণের চেষ্টা করিনি, যে বিশাল কষ্টের মধ্য দিয়ে পৃথিবী গিয়েছে এবং যাচ্ছে।

و أخرجت الأرض أثقالها و قال الإنسان ما لها يؤمئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها

"এবং যখন পৃথিবী তার বোঝা বের করে দিবে, আর লোকেরা বলবেঃ এর (পৃথিবীর) কি হল? সেদিন সে তার যাবতীয় খবর ব্যক্ত করবে, এ কারণে যে, আপনার রব তার প্রতি এরূপ আদেশই করবেন।"-সূরা যিলযালঃ ০২-০৫

শারী'য়াহ এবং মানবজাতি

আলাহ সুবহানাহু তা'য়ালার আদাম ﷺ-কে সৃষ্টির পূর্বে তিনিই ছিলেন তার সৃষ্টি এবং পৃথিবীর একমাত্র শাসনকর্তা, কারোও তার অবাধ্য হবার ক্ষমতা ছিল না। এরপর আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা মানবজাতিকে সৃষ্টি করলেন এবং তাদেরকে ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করলেন। মানুষের কাজ ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পৃথিবীকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করা, এটিই 'খিলাফাহ্' (ইসলামিক গভার্নমেন্ট সিস্টেম) শব্দের অর্থ। যদিও আল্লাহ্ এ সম্পর্কে সম্পূর্ন জ্ঞাত ছিলেন যে, কিছু মানুষ তার আইন-বিধান এবং শারী'য়াহ-এর অবাধ্যতা করবে।

আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বকে দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১। <u>আল-ক্বদা আল-কাওনী</u>, স্বরুপ ও প্রকৃতি অনুসারে সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব। মানুষের এ ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নেই। এটা হল, গ্রহসমূহ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার উপর আল্লাহ্ কর্তৃত্ব। বিভিন্ন 'প্রাকৃতিক বিধান' যেমনঃ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, ঘাসের বৃদ্ধি, পৃথিবীর ঘুর্নায়ন, সূর্যের আলোক রশ্মি প্রদান ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

<u>২। তাশ্‌রী‘ঈ (বিধান),</u> এগুলো হচ্ছে সেসব আইন যা আল্লাহ্‌ তা‘য়ালা মানবজাতিকে নিজেদের মধ্যে এই পৃথিবীতে বিচারের জন্য প্রদান করেছেন। আল্লাহ্‌ মানবজাতিকে তার বিধান এবং শাইতনের বিধানের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন, শুধু এই শর্ত দিয়ে যে, যে কেউ শাইতনের শারী‘য়াহ গ্রহণ করবে, সে আল্লাহ্‌র দ্বারা কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

এসব সংজ্ঞা জানার পর, আমাদের বোঝা উচিৎ যে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালা রসূলদেরকে মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন যেন তারা শুধু তাকেই বিশ্বাস করে, পৃথিবীর শাসন করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে শাইয়াতিন এবং কুফ্‌র শক্তিসমূহ মানবজাতিকে প্রলুব্ধ করতে না পারে।

এটাই মানুষ এবং শাইয়াতিনের মধ্যে ***‘প্রকৃত যুদ্ধ’***। যদিও আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালা প্রত্যেক সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করেন যেহেতু তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনি এটাও চান যেন ঈমানদারগণ পৃথিবীতে শাসন করে। তাহলে তারা মানুষকে প্রভাবিত করতে পারবে যেন মুসলিমদের বিশ্বাসের উপর কুফ্‌র-এর (অবিশ্বাস) কোন প্রভাব না থাকে।

এই যুদ্ধে আল্লাহ্‌ তা‘য়ালা কিছু নিয়ম যোগ করেছেনঃ

১। যে এই যুদ্ধে জিতবে, সে এই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে।

২। যে জাতি এই পৃথিবী অথবা এর কিছু অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই জাতিকে সেখানকার কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করে কর্তৃত্ব করতে দেওয়া হবে।

৩। একটি জাতির জয়লাভ করার শক্তি ও ক্ষমতা থাকতে হবে।

এই কারণে আল্লাহ্‌ তা‘য়ালা ঈমানদারদেরকে পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করার হুকুম দিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহ্‌ তা‘য়ালার বিধান ও কর্মসূচি প্রয়োগ করতে পারে। যদি ঈমানদারগণ একটি জায়গায় আল্লাহ্‌র বিধান কায়েম না করে, তাহলে অন্য কিছু মানুষ সেখানে তাদের আইন তৈরী ও প্রয়োগ করবে। এটাই ঈমান ও কুফরের মধ্যে ***‘প্রকৃত যুদ্ধ’***।

কেন আল্লাহ্‌র হুক্‌ম পৃথিবীতে সর্বপ্রধান হওয়া উচিত?

এর পিছনে বেশ কিছু কারণ আছে। নিম্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো দেওয়া হলঃ

<u>১ম কারণঃ</u> যদি আল্লাহ্‌ তা‘য়ালার শারী‘য়াহ ছাড়া অন্য কোন আইন পৃথিবীতে সর্বপ্রধান হয়, তাহলে এটা **বড় শির্‌ক**। আল্লাহ্‌ **বড় শির্‌ক**-কে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেনঃ

১. ***শির্‌ক আদ্‌-দু‘আঃ*** দু‘য়া করা, কুরবানী করা, সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি ‘ইবাদাতে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। আল্লাহ্‌ এ সম্পর্কে বলেছেনঃ

فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون

"তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা একনিষ্ঠভাবে কায়মনে আল্লাহ্কে ডাকতে থাকে; অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভাগের দিকে নিয়ে যান, তখন অমনি তারা শির্ক আরম্ভ করে দেয়।"-সূরা আল-আনকাবূতঃ ৬৫

২. ***শির্ক আল-হাকিমিয়্যাহ্ এবং শির্ক আত্-তা'আঃ*** শাসন/সংবিধান এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, যেখানে কোন বিষয় শুধু আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট (যেমনঃ আল্লাহ্র আইনের বিপরীতে কারোও আনুগত্য করা)। শাসন/সংবিধানের ক্ষেত্রে শির্কের দলীল হল,

ألم لهم شركاؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله و لو لا كلمة الفصل لقضى بينهم و إن الظالمين لهم عذاب أليم

"তাদের কি এমন কতক শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক দ্বীনের বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? আর যদি ফয়সালার বাণী না থাকতো, তবে তো তাদের ব্যাপারে মীমাংশা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যলিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব।"-সূরা আশ্-শূরাঃ ২১

যারা আল্লাহ্র সাথে নিজেদের শরীক করে বিধান দেয় এবং শাসন করে, আল্লাহ্ তাদের মুশরিক বলে ঘোষণা করেছেন।

যারা এসব শাসকদের অনুসরণ এবং আনুগত্য করে, তারা শির্ক আত-তা'আ করেছে এবং তারাও মুশরিক। এর দলিল হচ্ছে,

و إن أطعتموهم إنكم لمشركون

"...যদি তোমরা তাদের মেনে চল/আনুগত্য কর, তবে তোমরাও মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।"-সূরা আল-আন'আমঃ ১২১

اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله

"তারা তাদের রাব্বি ('আলিমদের) এবং পীর-দরবেশদের আল্লাহ্র পাশাপাশি রব বানিয়ে নিয়েছে..."-সূরা আত্-তাওবাহঃ ৩১

৩. ***শির্ক আল-মুহাব্বাহঃ*** ভালোবাসার ক্ষেত্রে শির্ক, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোও প্রতি এমন ভালোবাসা দেখায়, যা শুধু আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট। এ ধরনের শির্কের ব্যাখ্যাস্বরূপ আয়াত,

ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله و الذين آمنوا اشد حباً لله

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যকে তার সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌কে যেরূপ ভালোবাসতে হয় সেরূপ তাদের ভালোবাসে। কিন্তু, যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্‌কেই বেশী ভালোবাসে…"-সূরা আল-বাক্বরাহঃ ১৬৫

৪. শির্‌ক আন্‌-নিয়্যাহঃ এ ধরনের শির্‌ক হল, 'ইবাদাত এবং 'আমলের নিয়্যাহ্‌, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারোও প্রতি হওয়া। এই শির্‌কটি বুঝার জন্য আমরা নিম্নে উল্লেখিত আল্লাহ্‌র বাণী পেশ করছি,

من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف إليهم أعمالهم فيها و هم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار و حبط ما صنعوا فيها و باطل ما كانوا يعملون

"যে কেউ পার্থিব জীবন ও তার আড়ম্বর কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের কর্মফল পূর্ণরূপে তাদেরকে দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেওয়া হবে না। এরা এমন লোক যে, এদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া আর কিছু নেই। আর তারা যা করেছিল তা সেখানে নিস্ফল হয়ে যাবে, এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক।" -সূরা হূদঃ ১৫-১৬

<u>২য় কারণঃ</u> ক্বুরআনে আল্লাহ্‌র বাণী,

و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون

"আমি জ্বিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার 'ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"

-সূরা আয্‌-যারিয়াতঃ ৫৬

দুইটি বিষয় উপরে উল্লেখিত 'ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত,

১. নিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা

২. আদেশের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা

এসব কিছুকেই **'ইবাদাত** বলা হয়। **'ইবাদাত** একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ । এর মধ্যে আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় ও তার সন্তুষ্টি হাসিলের সব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা এবং কাজ অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, যেসমস্ত কাজেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নিহিত সেগুলোই **'ইবাদাত** হিসেবে গণ্য। এ কারণেই যারা আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে বিচার করে না, তাদের আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা কাফির বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের আনুগত্য করে।

<u>৩য় কারণঃ</u> যদি আল্লাহ্‌র আইন সর্বপ্রধান এবং কর্তৃত্বশীল না হয়, অনেক মানুষ ইসলাম ত্যাগ করবে। এর ভিত্তিতে মানুষকে তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১। যাদের আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত করার এবং সর্বাত্মক *যুদ্ধ* করার ইচ্ছাশক্তি রয়েছে।

২। যারা শাইয়াতিন প্রকৃতির এবং *আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত* যুদ্ধ করতে চায়।

৩। *বেশীর ভাগ মানুষ* এই দুই প্রান্তের মাঝে অবস্থিত। তারা ভাল ঈমানদার হতে পারে, যদিও তারা জ্বালা-যন্ত্রণা, কষ্ট-পরীক্ষা সহ্য করতে পারে না।

এভাবে, যদি আল্লাহ্‌র আইন সর্বপ্রধান না হয়, তাহলে এসব মানুষ কুফ্‌রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এসব মানুষ খুবই দূর্বল, আর যদি তারা কাফিরদের দ্বারা শাসিত হয়, তবে তারা কুফ্‌র-কে প্রবেশ করতে দিতে পারে। এই কারণে নিম্নের হাদীসটির গুরুত্ব খুবই বেশী।

حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي حدثني أبو عمار حدثني جابر لجابر بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله يسلم على فجعلت أحدثه عن افتراق الناس و ما أحدثوا فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت رسول (ﷺ) يقول إن الناس دخلوا في الدين الله أفواجاً و سيخرجون منه أفواجاً

জাবির ইবন ‘আব্দুল্লাহ্‌ Ê কাঁদছিলেন এবং বললেন যে, “আমি আল্লাহ্‌র রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ‘মানুষ ইসলামে প্রবেশ করবে বিশাল সংখ্যায় এবং মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে বিশাল সংখ্যায়।’ ”-মুসনাদ আহ্‌মাদ, হাদীসঃ ১৪,৩৩৪

সুতরাং, যারা আল্লাহ্‌ তা‘য়ালার উপর ঈমান রাখে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র আইন প্রয়োগ করা একটি অবশ্য কর্তব্য, যদিও তারা মানবজাতির অধিকাংশকে রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়। এসব আইনসমূহ মানবজাতিকে একটি কিতাব আকারে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত যেকোন কিতাবে দুইটি অংশ ছিলঃ

১. ***খবরঃ*** আমাদের জন্য অতীতের মানুষের খবর, যেন আমরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারি।
২. ***আইন এবং বিধানঃ*** আল্লাহ্‌ তা‘য়ালা চান, এসব আইন-কানুন যেন প্রয়োগ করা হয়, যেমন আল্লাহ্‌ তা‘য়ালার ক্বুরআন নাযিল করার কারণ হল,

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس

“নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করেন...”-সূরা আন্‌-নিসাঃ ১০৫

এসব বড় আইনসমূহ সেই নিয়ম-নির্দেশ এবং সত্যতা বহন করে যে, পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদেরকে আল্লাহ্‌ তা‘য়ালার হুক্‌ম মেনে চলতে হবে।

শারী'য়াহ এর ব্যবহারিকতা এবং করুণা

যেকোন আইন-ব্যবস্থার কিছু ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আর এসব ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য থেকে কেউ উপসংহারে পৌছতে পারে এবং এই পদ্ধতির বিচার এবং শাস্তির ধারণা যাচাই করে দেখতে পারে। শারী'য়াহ মুসলিমদের জন্য একমাত্র সংবিধান এবং অমুসলিমদের জন্য এটি মানবজাতিকে তার নৈতিক অধঃপতন থেকে বাঁচানোর প্রাকৃতিক এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতি। অনেক মানুষ, যখন তারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত ওহী নিয়ে চিন্তা করে, তখন তারা শুধু বিভিন্ন কাহিনীর খবর এবং বিনোদন নিয়ে ভাবে। কিন্তু এসব কাহিনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, সেসব মানুষ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত ***আইনসমূহ*** -এর প্রতি অবাধ্য হয়েছিল। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'য়ালা নাযিল করেছেন,

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس

"নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করেন…"-সূরা আন্-নিসাঃ ১০৫

আল্লাহ্‌র আইনের প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের জন্যই আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত। যাহোক, এর ব্যবহারিক দিক হল একটি প্রশ্ন যে, *"শারী'য়াহ প্রয়োগ করা যাবে কি? এবং, আজকের যে পরিস্থিতিতে শারী'য়াহ-এর সূচনা করা হবে ও সেই সাথে শারী'য়াহ প্রয়োগের জন্য যেরুপ পরিস্থিতির প্রয়োজন তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের বাস্তবতার স্বরুপ কি?"*

ইসলামিক শারী'য়াহ-এর দয়াশীল প্রকৃতি

কোন পদ্ধতির ব্যবহারিকতার সাথে সাথেই যা চলে আসে তা হল, এটি মানবতার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা। অত্যাচারের বোঝা এবং অসুস্থ মানবরচিত আইনের তত্বাবধানে, যে সকল মানুষকে শাস্তি দেওয়ার কথা, তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং তাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অথচ, যারা দয়া পাওয়ার যোগ্য, তাদের কিছুই দেওয়া হয়নি এবং তাদেরকে তাদের দেশে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়েছে। এসব অত্যাচারিত মানুষ ন্যায়বিচারের জন্য চিৎকার করছে এবং তারা সেই নিরাপত্তার প্রাপ্য যা একটি সভ্য সমাজের তার মানুষদেরকে দেওয়ার কথা।

একটি ইসলামিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এ কোন মানুষকে কখনো কোন অর্থনৈতিক লাভ অথবা বংশগত/জাতিগত কারণে অবমানিত করা হত না। এর একটি উদাহরণ হল কোরিয়ান/জাপানিজ দ্বন্দ্ব। এই যুদ্ধে কোরিয়ানদের আক্রমণ করা হয়েছিল। কিন্তু, এখানেই ধ্বংসাত্মক কাজের সমাপ্তি ঘটেনি। তাদের পরাজয়ের পর, কোরিয়ানদের অবমানিত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে এমন চিহ্ন পরিধানে বাধ্য করা হয়েছিল যাতে তাদের সম্পর্কে জাতিগোষ্ঠী এবং মানুষ হিসেবে অবমাননাকর কথা লিখা ছিল। নারীদেরকে জাপানিজ সাম্রাজ্যের পতিতা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের থেকে জন্মলাভ করা সন্তানদেরকে জারজ সন্তান বলে ডাকা হয়। মানুষের সংস্কৃতিকে

পদদলিত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে সেই স্টেইটের অধীনে কোন অধিকার না দিয়ে এক মানবেতর অনুভূতি দেওয়া হয়েছিল।

এরপর শুরু হল গেরিলা যুদ্ধ এবং সার্বলৌকিক অস্থিরতা। অবশেষে যখন কোরিয়ানরা জাপানের প্রভুত্ব থেকে মুক্তি পেল, তখন তাদের মধ্যে ভীষণ ঘৃণাবোধ বজায় থাকল। একটি ইসলামিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এ এরূপ কখনো ঘটত না। ইতিহাস প্রমাণ করে, ইসলামিক শারী'য়াহ-এর ছায়ায় কোরিয়ানদের কখনো ধ্বংস করা হত না, কারণ জাতি-গোষ্ঠীগত কুসংস্কার থেকে ইসলাম মুক্ত। নারী এবং শিশুদের যত্ন নেওয়া হত, যেহেতু তারা ইসলামিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এর বোঝা এবং এজন্য তাদের দেখা-শুনা এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করা হত।

আর কারোও একটি নির্দিষ্ট জাতির বা গোষ্ঠীর ব্যক্তি হওয়ার কারণে অপমানিত এবং অবমানিত হওয়ার বিষয়ে বলতে হলে, ইসলামিক শারী'য়াহ এসব সম্পূর্নরূপে পরিহার করে। কোন মানুষের সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা হবে, যতক্ষণ না সেটি শির্ক অথবা এমনকিছুর আহবান জানায় যা ইসলামিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এ হারাম। কিন্তু সংস্কৃতির যেসব দিক ভাষা, তাদের খাদ্য, সাংস্কৃতিক আদর্শ ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে, সেসব বিষয়ে শারী'য়াহ কোনরকম হস্তক্ষেপ করে না। মানুষকে তাদের জাতিগত প্রথা ও রীতিনীতি বহন করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়, যদি না সেটি শারী'য়াহ-এর সম্পূর্ন বিরোধী হয়।

মানুষের তাদের প্রথা ও রীতিনীতি সংরক্ষণ করার সক্ষমতা, তাদের রক্ত এবং বংশের একটি অংশ, এবং ইসলাম এটির সংরক্ষণ করে। এ কারণেই 'বারবার' ভাষাটি আজও উত্তর আফ্রিকায় সংরক্ষিত রয়েছে; আর 'হাউসা', 'এ্যারামিক', 'হিব্রু' ইত্যাদির কথা বলা বাহুল্য। ইসলামের পূর্বেকার বিজয়ের সময়, মুসলিম শাসকগণ চাইলে সাথে সাথেই এসকল ভাষা উচ্ছেদ করতে পারতেন এবং যেকোন ধর্মের যে কেউই এর বিরোধিতা করতে চায় তাকে পরাস্ত করতে পারতেন। যাহোক, এসব ভাষার সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং মানুষের বংশধারা অক্ষত রয়েছে। ইসলামের মানুষের জাতিগত ধারার সংরক্ষণ এবং সেই সাথে তাদের রক্ত এবং বংশের ধারার সংরক্ষণের অন্যতম উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল, 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রুওয়াইদা (রদিঃ)-এর ঘটনাটি। 'আরবের কিছু ইহুদী রসূল ﷺ-কে হত্যার জন্য উপায়-উপকরণ খুঁজছিল, আর তাদের ক্রমাগত প্রতারণার কারণে মুসলিমরা নবী ﷺ-এর সাথে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল তাদের আক্রমণ করে এবং তাদের সৈন্যদের হত্যা করে। যুদ্ধের পর 'আব্দুল্লাহ্ (রদিঃ) সেই সংরক্ষিত এলাকাটিতে ঘুরছিলেন এবং পরীক্ষা করে দেখছিলেন। তার পর্যবেক্ষণের সময় তিনি 'তাওরাহ্'-এর কিছু খন্ডাংশের কাগজ দেখতে পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো উঠিয়ে নিলেন এবং নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং উপস্থাপণ করলেন।

যখন জিজ্ঞেস করা হল যে, সেগুলোর ব্যাপারে কি করা হবে, রসূল ﷺ তাকে বললেন যে, সেগুলো ইহুদীদেরকে ফিরিয়ে দিতে। আর ইব্ন রুওয়াইদা (রদিঃ) সেগুলো 'প্রধান রাব্বী'-এর কাছে হস্তান্তর করলেন[১]। এভাবে যদিও আল্লাহ্ তা'য়ালা ইহুদীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের অপরাধী বলে অনেক আয়াতে অভিযুক্ত করেছেন, মুসলিম হিসেবে আমরা 'রেসিজম' (জাতিগত অহংকার)-এ অংশ নেই না এবং, সাংস্কৃতিক ধারার ধ্বংসের চেষ্টাও

[১] সীরাতের বই যেমনঃ ইব্ন হিসাম, ইব্ন ইসহাক, ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ দেখুন

করি না। কা'ব ইব্ন আল আহ্বার, 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম, ওয়াহ্ব ইব্ন আলমুনাব্বিহ্ (রদিঃ), সকল প্রাক্তন ইহুদী একদা একটি ইহুদীপূর্ণ শহর অবরোধের সময় 'তাওরাহ্'-এর কিছু কিতাব দেখতে পেলেন। সেসব কিতাব নিয়ে ইহুদীদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল[২]। আর এমনকি আজকেও মুসলিম বিশ্বের অনেক মিউজিয়ামে ইহুদীদের বেশ কিছু প্রাচীনতম ঐতিহাসিক পান্ডুলিপি পাওয়া যায়[৩]। এসবই ইসলামের পক্ষে শক্তিশালী কন্ঠে বলে উঠে এবং খ্রীষ্টানদের জন্য লজ্জার মেঘ বয়ে আনে, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যে ইহুদীদেরকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর ছিল।

এসব কিছুর মধ্যে শিক্ষনীয় বিষয় হল, ইসলাম বংশধারা, মৌলিক অধিকার এবং মানবিক মর্যাদার সম্পূর্ন নিশ্চয়তা দেয়। বিশ্বের ক্ষমতাশীলরা বিগত ৭০ বছরে যে পরিমাণ মানবাধিকার লংঘন করেছে, ইসলাম গত ১৪০০ বছরেও এর অর্ধেকাংশও করেনি। ঠিক এ কারণেই সত্যের বিজয়ী হওয়া আবশ্যক এবং শারী'য়াহ-এর প্রয়োগ আবশ্যক। শুধু তাহলেই মানুষ তার মর্যাদা পেতে পারে এবং পৃথিবীও সম্মানিত হতে পারে।

যে সমস্যাটি সাধারণ মানুষের জন্য রয়ে যায় তা হল তাদের আইনসমূহ। যদিও সেগুলো মানব মন থেকে অতি যত্নসহকারে দলিলাকারে লিখিত হয়েছে, কিন্তু এগুলো কখনো মানব-প্রকৃতিকে সম্বোধন করেনি।

এসকল মানবরচিত আইনের দোদুল্যমান এবং অকার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে, এগুলোর বাস্তবতা দেখা যায়। এর মূল কারণ হল, এসব মানবরচিত আইন যেসকল ফাঁক-ফোকর এবং পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া তৈরী করেছে, মানব-মন তা উপলব্ধি করার দূরদৃষ্টি রাখে না। উদাহরণস্বরূপ, দরিদ্রদের প্রতি আচরণ এবং মানুষের জীবনাবস্থার মধ্যকার বিশাল ব্যবধান। আমরা একটি প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করব যা থেকে বোঝা যাবে যে, পাশ্চাত্য আইনসমূহ ব্যবহারোনুপযোগী এবং বাতিল।

চুরি এবং শারী'য়াহ-এর প্রতিক্রিয়া

শারী'য়াহ আমাদের সেই ন্যায়বিচার দেয় যা সম্পূর্ন 'ইউনিক' (অদ্বিতীয়) এবং যার সাথে মানব ইতিহাসের আর কোন তুলনা চলে না। উদাহরণস্বরূপ, সেই ব্যক্তির জন্য শারী'য়াহ-এর সমাধান বিবেচনা করা যাক, যে ব্যক্তি ইসলামিক আইনের শাসনে একজন পেশাদার চোর। শারী'য়াহ এর বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে তার শাস্তি হল, তার

---

[২] প্রাগুক্ত

[৩] এর উদাহরণ হল, 'ডেড সী' এর কিছু কাগজ এবং 'নাগ হাম্মাদী' এর কিছু পান্ডুলিপি যা পূর্বে জর্দান এবং মিশরের তত্বাবধানে ছিল। এটা উল্লেখ করাও জরুরী যে, বিভিন্ন হিব্রু পান্ডুলিপি মিশরের 'গেনিজা' (ইহুদী সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের মিউজিয়াম)-এর দোকানসমূহে রাখা হয়েছে।

হাত কেটে ফেলা[৪]। কিন্তু, যে এই শারী'য়াহ দৃষ্টিভঙ্গি বাহির থেকে দেখে, তার জন্য এটি কি সম্পন্ন করে? এই কঠিন কিন্তু করুণাময় কাজ নিম্নের সমাধান গুলো নিয়ে আসেঃ

১) এই কাজের কর্মীকে তাদের জন্য একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেওয়া হয়, যারা ভবিষ্যতে এরূপ কাজের চিন্তা-ভাবনা করছিল। একেই আমরা বলি বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন।

২) ক্ষতিগ্রস্তের কাছ থেকে যে পরিমাণ সম্পদ নেওয়া হয়েছিল, তাকে তার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হয়। এভাবে, যে এই অপরাধের শিকার, সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবে যে, সে সবসময় এই অপরাধের শিকার হবে না, যেহেতু ন্যায়বিচার সর্বদা জয়ী হবে।

৩) যদি এই কাজের কর্মীর পরিবার থাকে, তারা তার উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হবে না। যদিও সে একটি অপরাধ করেছে, তাকে জেলে রাখা হয় না এবং তাকে তার স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে পৃথক করা হয় না।

৪) এটা এই কাজ সম্পাদনকারীর জন্য একটা শিক্ষনীয় বিষয় হয়ে থাকে এবং হয়তো সে যুবসম্প্রদায় এবং অন্যান্য অপরাধিদের জন্য একটি সতর্কবাণীরূপে কাজ করবে, যাতে তারা তার থেকে সঠিক পথ দেখতে পায়।

৫) এই কাজ সম্পাদনকারীকে কারাদন্ডস্বরূপ একটি দীর্ঘ সময় জেলে থাকতে হবে না, যেখানে জনসাধারণের অর্থের মাধ্যমে তার খাদ্য থেকে শুরু করে মেডিকেল এবং ডেন্টাল পরিচর্যা এবং সেই সাথে অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যক্রম শিক্ষার জন্য পুষ্টিসাধন করা হয়।

শারী'য়াহ তাদের জন্যই উপকারী যারা নিরপেক্ষ। আমরা আপনাকে ৩য় পয়েন্টটিতে গভীর মনযোগ দিতে অনুরোধ করছি। আজকের তথাকথিত শান্তিকামী ডেমোক্রেসীতে যখন মানুষ চুরির ন্যায় অপরাধ করে, তখন তাকে জেলখানায় রাখা হয়। যদিও তাদেরকে তাদের অপরাধ অনুসারে শাস্তি দিতে হবে, কিন্তু এমন শাস্তিও দেওয়া উচিৎ নয় যা সেই অপরাধের সীমাকেই ছাড়িয়ে যায়, যা শারী'য়াহ দ্বারা নির্ধারিত।

কিন্তু, আমরা ডেমোক্রেসীর ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, এই শাস্তি প্রকৃতপক্ষে চুরির ফলে যে ক্ষতি হয়েছে, তার চাইতে সেই অপরাধকারীর এবং সমাজের আরোও অধিক ক্ষতি করে। যদি, সেই ব্যক্তি যাকে জেলখানায় নেওয়া হয়েছে, তার একটি পরিবার থাকে যার সে-ই উপার্জনকারী, তবে তাদের কাছে সে ছাড়া খাদ্য ও সাহায্য আসবে কোত্থেকে? এই বাচ্চাদের পিতাকে তাদের চোখের সামনে এই স্টেইট (সাম্রাজ্য) কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। এভাবে তারা অতি অল্প বয়সেই সিস্টেমের বিরোধিতা করা শিখে এবং স্টেইট (সাম্রাজ্য)-বিরোধী হয়ে পড়ে।

---

[৪] যে পরিমাণ চুরির ফলে একজন চোরকে শাস্তি দেওয়া যাবে তা হল ১৫ পাউন্ড স্টার্লিং (৭.২ ডলার)। সেই ব্যক্তি এর বহির্ভূত যে তার মৌলিক অধিকারের জন্য চুরি করে, যেমনঃ রুটি, দুধ, পানি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে, তাকে হাত কাটার শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু, যে প্রয়োজনের তাগিদে চুরি করে না, যেমনঃ যে ব্যক্তি ফার্নিচার, স্টিয়েরো ইকুইপমেন্ট এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চুরি করে, তার হাত কেটে ফেলা হবে। একইভাবে, কেউ যদি, ১৫ পাউন্ডের কম পরিমাণের কিছু চুরি করে, তবে তাকেও হাত কাটার শাস্তি দেওয়া হবে না। যদি সে এমন কিছু চুরি করে, যা ফেলে রাখা হয়েছে এবং যেটি সম্পর্কে মালিক অবহেলা করছে, তাহলেও তাকে হাত কাটার শাস্তি দেওয়া হবে না।

এই বাচ্চাদের মায়ের থেকে তার স্বামীকে পৃথক করা হয়েছে, যা তার মানসিক ও শারীরিক দৃঢ়তায় আঘাত হানে। ফলে সে হয়ত অন্য কোন পুরুষের বাহুতে জায়গা করে নেবে, যে তার দিকে অতি মাত্রায় মনযোগ দিবে এবং যত্নশীল হবে। তখন তার বাচ্চারা কি করবে যারা দেখবে যে একজন পুরুষ যে তাদের পিতা নয়, তাদের মা-কে আদর-সোহাগ করছে, বাহুবেষ্টন করছে এবং একত্রে বাস করছে? নিশ্চিতভাবে, তাদের কচি মনের উপর এর এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে।

আর যখন এই পিতাকে মুক্তি দেওয়া হবে, উত্তেজনা আরোও বৃদ্ধি পাবে। কতই না জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্তরা ঘরে ফিরেছে শুধু এটা দেখার জন্য যে, তাদের স্ত্রীরা নতুন প্রেমিক নিয়ে মত্ত। আমরা খবরে দেখেছি যে, এসব জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত স্বামীরা এরপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে। দুর্বার ক্রোধে উন্মাত্ত হয়ে তারা তাদের সম্পূর্ন পরিবারকেও হত্যা করে ফেলে। সুতরাং, আমরা শুরু থেকেই দেখে আসছি যে, ডেমোক্রেসীর বিচারপদ্ধতি অপরাধ হ্রাস করার বদলে বৃদ্ধি করছে। সবশেষে, স্টেইট (সাম্রাজ্য) প্রতি সপ্তাহে যে ২৫০০ পাউন্ড স্টার্লিং তার পিছনে ব্যয় করেছে, তার সম্পূর্নটাই ভেস্তে যায়।

স্বামীটির চাহিদার কথা চিন্তা করাও এই দৃশ্যে একটি একান্ত জরুরী বিষয়। জেলখানায় থাকাকালে সে সমকামীতার দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে, যেহেতু এসব জায়গা 'পিডোফাইল' (যারা শিশুদের প্রতি যৌন-আকৃষ্ট হয়), অস্বাভাবিক যৌনাচরণ এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাধি ও ময়লা-আবর্জনার উৎস। এভাবে, এখানে তার কোন প্রেমিক তৈরী হয়ে যেতে পারে, যার জন্য সে আবার ফিরে আসতে চাইবে। এভাবে, মৌলিক মানব চাহিদার কারণে সে 'সডম' [ক্বওমে লূত ﷺ] ও 'গোমোর্‌রাহ' (এসব নগরী তাদের অত্যাধিক খারাবির কারণে আল্লাহ্‌র 'আযাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল) এর অভ্যাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এসব ঘটনার ধারাবাহিকতায় সেখানে 'এইড্‌স' এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাধিসমূহ বিস্তার লাভ করবে, যা আবারও মেডিকেল খাতের খরচ বৃদ্ধি করবে।

ব্যাভিচার এবং উচ্ছৃংখল নির্বিচার যৌনমিলন

ব্যাভিচারীর জন্য শারী'য়াহ-এর আইন কি? শারী'য়াহ আইনানুসারে যে ব্যক্তি ব্যাভিচার করে[৫] তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। এখন, সমাজে এর দ্বারা কি সম্পন্ন হয়? আমরা এই ব্যাপারে এখানে জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য কিছু পয়েন্ট প্রদান করেছি,

১) যার মর্যাদার প্রতি অবিচার করা হয়েছিল তার যথার্থ সুবিচার করা হয়।

২) বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন, যা জনসাধারণকে এই খারাপ কাজের শাস্তি দেখার সুযোগ করে দেয়।

---

[৫] এখানে ব্যভিচার বলতে 'এ্যাডালটারী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল, 'এ্যাডালটারী' হল যখন কোন বিবাহিত ব্যক্তি তার স্বামী বা স্ত্রীর বদলে অন্য কারোও সাথে যৌনসঙ্গম করে। আর অবিবাহিত অবস্থায় এরূপ করলে সেই কাজকে বলা হয় 'ফরনিকেশন', যা একটি পাপ কাজ এবং যার শাস্তিস্বরূপ উভয়কে চাবুকাঘাত করা হয়। যদিও 'ইংলিশ'-এ দু'টি শব্দ রয়েছে, ''আরবী'-তে একটি শব্দই ব্যবহার করা হয়, আর তা হল 'জিনা', যা 'এ্যাডালটারী' এবং 'ফরনিকেশন' উভয়টি বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়।

৩) প্রাকৃতিকভাবে অবৈধ উপায়ে জন্ম নেওয়া বাচ্চাদের সংখ্যা হ্রাস পাবে, যেহেতু সবার ব্যাভিচারের শাস্তি জানা আছে।

৪) যৌনতার মাধ্যমে ছড়ায়, এমন ব্যাধির সংখ্যা হ্রাস পাবে।

৫) এসব ব্যাধির বিস্তার রোধ করা এবং সর্বনিম্ন রাখা সম্ভব হবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে, ব্যাভিচারকে অপরাধ হিসেবেই গণ্য করা হয় না। বরং, এটাকে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়রূপে দেখা হয়। দুর্ভাগ্যবশত, সম্প্রতি বছরগুলোতে অবৈধ সম্পর্কের ফলে 'স্ট্রীট চিল্ড্রেন'-এর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এটাকে আর ব্যক্তিগত বিষয় বলে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। এসব 'স্ট্রীট চিল্ড্রেন' সেসকল স্বার্থপর মানুষের প্রতারণামূলক ব্যাভিচারের ফল, যারা ব্যাভিচার করে এবং এরপর ভুলে যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এসব শিশুদের পরিত্যাগ করা হয়, ফলে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে ধরনীর বুকে ঘুরে বেড়ায়, নিজের পরিচয় না জেনে। তাদের কাছের মানুষ বলতে কেউ নেই, ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজবিরোধী হয়ে ওঠে। কোনটি সঠিক এবং কোনটি বেঠিক এগুলোর উপর তাদের কোন সংগঠন তৈরী করা সম্ভব হয় না, যেহেতু তারা নিজেরাই বেঠিক কাজের ফল। আরেকটি বিষয় হল তারা তাদের আপন ভাই বা বোনদের সাথে বিয়ে বা একত্রে বসবাসের সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারে, যেহেতু তারা কে তাদের আত্মীয় তা জানে না।

এর ফলে জন্ম সংশ্লিষ্ট সমস্যা এবং বিকলাঙ্গ সন্তান দেখা দেয়, আর সেই সাথে নতুন ব্যাধিসমূহ যা পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। এসবকিছুর উপর আল-'আযিয (সর্বশক্তিমান) প্রদত্ত অধিকার/হাক্ব-কেই সংরক্ষণ করতে হবে। অবৈধমিলন এমন সব রোগব্যাধির সংঘটক যেগুলোকে পূর্বে কেউ জানত না। পূর্বে আমরা শুধু 'ভিডি' জানতাম, কিন্তু এখন 'এইড্স' চলে এসেছে। আরোও অনেক নতুন রোগ-ব্যাধি মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। যখনই কুফ্র কর্মের মানুষ বৃদ্ধি পায় তখনই আমাদের রব নতুন রোগ-ব্যাধি পাঠান। নিঃসন্দেহে এটাই প্রকৃত সত্য। এটা কোন হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়। আমাদের সাধ্য নেই আমাদের রবকে চ্যালেঞ্জ করার, তার একথা জানিয়ে দেবার পর যে, অবৈধ যৌনমিলনের শাস্তি কি। পৃথিবীর শেষ সময়কার কষ্ট-পরীক্ষা সম্পর্কে যায়নাব বিন্ত জাহ্শ (রেদিঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন,

قالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه و سلك نعم إذا كثر الخبث

"আমাদের মাঝে সৎকর্মশীল মানুষ থাকা সত্ত্বেও কি আমাদের ধ্বংস করা হবে?" রসূল ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, যখন আল-খাবাছ (অবৈধ যৌনমিলন এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক যৌনাচরণ) ছড়িয়ে পড়বে।"-সহীহ আল-বুখারী

অনুরূপভাবে, নবী লূত ﷺ-এর ক্বওম যখন সমকামীতায় লিপ্ত হল, তখন তাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করা হয়। আর আজকের দিনের মানুষের উপর শাস্তিস্বরূপ 'এইড্স' বর্ষিত হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের পাথরাঘাতে আহত হয়, যা হল আজকের 'এইড্স' ভাইরাস। এভাবে, যদিও পদ্ধতি বদলায়, কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি নির্ধারিত থাকে।

সম্ভবত, এর সবচেয়ে দুঃখজনক এবং কষ্টদায়ক ফলাফল হল, এসব অবৈধমিলনের ফলে সৃষ্ট শিশুরা এমন কাউকে পায়নি যে তাদেরকে ভালবাসবে। ফলে এই পৃথিবী তাদের কাছে বড় একাকীত্ব এবং এক বিশাল শূণ্যস্থানস্বরুপ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তারা নিঃসঙ্গ নয়। কারণ তাদের জন্য আল্লাহ্ আছেন এবং তিনিই তাদের জন্য ন্যায়বিচার এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন, যা তার আইনের অন্তর্ভুক্ত, যেহেতু তিনি তার সবচেয়ে বড় সৃষ্টি থেকে সবচেয়ে ছোট সৃষ্টি পর্যন্ত সবকিছুর দেখাশুনা করেন। তিনি তাদের প্রতিও দয়াশীল যাদের সাথে অন্যায়-অবিচার এবং নির্যাতন করা হয়েছে, আর এসব বাচ্চারা নিঃসন্দেহে এরকম পরিবেশে অবিচারের শিকার।

উল্লিখিত ১ম এবং ২য় উদাহরণ থেকে আমরা দেখতা পাই যে, শারী'য়াহ প্রচন্ডভাবে সুক্ষ। অপরদিকে ব্যাভিচারের শাস্তি শুধু তখনই প্রয়োগ করা হবে যখন চারজন সর্বসম্মতভাবে সাক্ষী দেয় যে তারা ঘটনাটি দেখেছে। আর যদি চারজন ব্যক্তি বিস্তারিতভাবে ঘটনাটি দেখার সাক্ষী দেয়, তার মানে নিশ্চয়ই এরকম কিছু ঘটেছিল, যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রমাণ করা দুরহ। কিন্তু, পাথরাঘাতে মৃত্যুর কথা সেই ব্যক্তিকে নিরুৎসাহিত করে দেয় এবং তার মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়, যে ব্যাভিচার করার কথা ভাবছিল। উদাহরণস্বরুপ, পেশাদার চোরের অন্যায়কারী অংশ--হাত কেটে নেওয়া হয়, যেন তা সমাজে আর ক্ষতি সাধন করতে না পারে। কিন্তু, ব্যাভিচারী পুরুষ অথবা ব্যাভিচারী নারীর ক্ষেত্রে তার দেহের সম্পূর্ন অংশই অন্যায়কারী। তাদের ঈর্ষান্বিত চোখ থেকে শুরু করে লজ্জাস্থান, সেখান থেকে হাত এবং পা পর্যন্ত সবকিছুই অন্যায়কারী ভূমিকা পালন করেছে। তাই, তার সম্পূর্নাংশকেই সাজা পেতে হবে। ইসলাম নারী এবং পুরুষকে তালাকের সমানাধিকার দেয়, যদি একজন নারী অথবা পুরুষ তার সঙ্গীর জন্য উপযুক্ত না হয়। এটা অন্যসব বাতিল দ্বীন থেকে আলাদা, যেখানে দম্পতি পরস্পর পরস্পরের উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পরস্পরের সাথে বিদ্ধ করে দেওয়া হয়। আরেকটি কারণ হল, যদি কেউ জানতে পায় যে, কোথাও একজন ব্যাভিচারী মানুষ আছে, তবে সে তার প্রতি প্রলুব্ধ হতে পারে এবং এভাবে সে তাকে পেতে চাইবে, যেহেতু ব্যাভিচারী মানুষ ঢিলা চরিত্রের হয় এবং যে কারোও সাথে একত্রে বাস করতেও রাজী হয় এবং শাইতন তাকে পাপ ও প্রলোভনের প্রতীকস্বরুপ ব্যবহার করবে। শারী'য়াহ এসব খেয়াল ও প্রলোভনকে সবচাইতে বাস্তব এবং দয়ালু উপায়ে জবাব দেয়।

শারী'য়াহ-এর শাসনে নিরাপত্তা

পূর্বে আমরা যেরুপ আলোচনা করেছি যে, শারী'য়াহ মানুষের সতীত্ব এবং কল্যাণ রক্ষার্থে এসেছে। কিন্তু, এখনও শারী'য়াহ আইন ও নীতিমালার এমন অনেক কিছু রয়ে গেছে যেগুলোর বিবেচনা করা হয়নি। এটা আমাদের ভাই ও বোনদের কাছে পরিষ্কার করা উচিৎ যে শারী'য়াহ আরোও এসেছে, মানবজীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ৫টি বিষয়ের সংরক্ষণ করতে। সেগুলো হল,

১। ঈমান/বিশ্বাস

২। রক্ত/জান

৩। 'ইয্যাত/সম্মান/বংশধারা

৪। অর্থ/মাল/সম্পদ

৫। মেধা/বুদ্ধি

১। ঈমান/বিশ্বাস

শারী'য়াহ এসেছিল এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সংরক্ষণ করতে, যে শারী'য়াহ এর সুশীতল ছায়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। এটা মুসলিমদেরকে 'ইবাদাত করার অধিকার দিয়েছে এবং তা কাফিরদের পর্যন্ত বর্ধিত করেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্টেইটের সাথে চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় থাকে। যাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যাবে তারা হল, ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং পারসী।

যদিও ইহুদীরা অভিশপ্ত এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র, খ্রীষ্টানরা পথভ্রষ্ট এবং পারসীরা আগুনের উপাসনা করে, তাদের দ্বীনের উৎস একটি কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট যা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা বহু বছর আগে নাযিল করেছিলেন[৬]। এ কারণে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা তাদের জন্য নিরাপত্তা সংরক্ষণ করেছেন, যতক্ষণ তারা ইসলামিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এর আদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকে। 'জিযিয়া' দেওয়া এবং স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এর বিরুদ্ধে কোনরকম চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র না করা, তাদেরকে স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এর আদেশের অন্তর্ভুক্ত করে। এর বিনিময়ে, তাদেরকে তাদের ধর্মচর্চা করতে দেওয়া হবে এবং ইসলামিক শাসকগণ বা বিষয় থেকে অক্ষত অবস্থায় চলাফেরা করতে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে আক্রমণ অথবা তাদের সাথে অন্যায় ব্যবহার করা হবে না।

আর সেই সাথে, যখন তারা তাদের ধর্মচর্চা করে, তাদের 'বিশ্বাস' অন্যদের কাছে প্রচার করা হবে না। যেহেতু এটি ভুল ধর্ম, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষদেরকে এর দরজার দিকে আহবান করার কোন অধিকার তাদের নেই। আরেকটি বিষয় হল, এসব মানুষেরা তাদের ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান হিসেবে মদ খায়, যা ইসলামে পরিষ্কারভাবে হারাম।

যদিও তারা এটা তাদের নিজেদের বাসায় একান্ত গোপনে করতে পারে, ইসলামিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এ এর (মদ/এ্যালকোহল) অথবা অন্য যেকোন হারাম বস্তুর কোনরকম বিজ্ঞাপন, আমদানী বা রপ্তানী তাদের জন্য সম্পূর্ন হারাম। তাদের যেকোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে পালন করা এবং মুসলিমদেরকে অংশগ্রহণ করতে আহবান করাও তাদের জন্য হারাম।

এছাড়াও কিছু মিথ্যা ধর্ম আছে যেগুলোকে জগতসমূহের রব স্বীকৃতি দেননি এবং যেগুলোর জন্য নিরাপত্তা নির্দিষ্ট করেননি। এগুলো হল ভূডূ, জাদুবিদ্যা, সকল প্রকার মুর্তি-প্রতিমার পূজা ইত্যাদি।

---

[৬] শুধু ইমাম 'আলী Ê -ই এরূপ বলেছেন যে, আগুনের উপাসনাকারীদের কিতাব ছিল। বেশীর ভাগ 'আলিমগণ এর সাথে একমত পোষণ করেন না।

এই ধর্মগুলো সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং বাতিল শির্কসমৃদ্ধ ধর্ম। এভাবে, এগুলোর জন্য সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ তা'য়ালার স্টেইট (সাম্রাজ্য) থেকে কোন নিরাপত্তা নেই। সুতরাং, বিশ্বাসটিকে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হতে হবে এবং এর মূল উৎস তাওহীদপন্থী হতে হবে।

যদিও তাদের ধর্ম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নয়, তারা যতক্ষণ ইসলামিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এর কার্যক্রম-এ হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে, ততক্ষণ তারা মুজাহিদ্বীন আর্মির রাজকীয় তরবারী থেকে নিরাপদ থাকবে। যাহোক, তাদের জবাইকৃত গোশত আমাদের জন্য হারাম এবং তাদের নারীদের বিয়ে করা আমাদের জন্য নাযায়েজ/হারাম। আর তাদের যেকোন অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে করা সম্পূর্ন হারাম।

বিষয়টি এরূপই হওয়া চাই, যেহেতু ভুল ধর্মের কোন অধিকার নেই তার কুসংস্কার ও অনুষ্ঠানাদি দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা/সমস্যার মাঝে ফেলে দেওয়ার, যেগুলোর অধিকাংশেরই তাদের আচার-অনুষ্ঠানে খোলাখুলি কুফ্র অথবা শির্ক মিশ্রিত থাকে। আর মুসলিমদের 'ঈমান/বিশ্বাস' সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা,

১) দ্বীন ত্যাগ করা হারাম করেছেন এবং এর জন্য একটি শাস্তি নির্ধারণ করেছেন।

২) মুসলিমদেরকে কাফিরদের মাঝে বসবাস করা হারাম করেছেন, যেন কাফিররা ইসলাম এবং মুসলিমদের উপর কোনরূপ প্রভাব না ফেলে।

৩) মুসলিম নারীদের উপর কাফির পুরুষদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, কারণ সে (কাফির পুরুষ) তাকে প্রভাবিত করবে।

৪) মানুষের উপর ইসলামের জ্ঞান আহরণ করা বাধ্যতামূলক করেছেন এবং ইসলামের সুরক্ষার জন্য 'আলিমদের উপর অতিরিক্ত জ্ঞান আহরণও বাধ্যতামূলক করেছেন।

৫) সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের জন্য তাগিদ দিয়েছেন, যেন ইসলামের আইন ও আদেশ অক্ষত থাকে।

৬) 'জিহাদ'-কে বাধ্যতামূলক করেছেন, আক্রমনাত্মক ও রক্ষনাত্মক উভয় প্রকার, যেহেতু মুসলিমরা নিজেদেরকে রক্ষা এবং অন্যদেরকে ইসলামের দিকে আহবানের জন্য আদিষ্ট হয়েছে। এটা সেসব মানুষদের জন্যও, যারা 'মিডিয়া'-এর প্রচারণা দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেছে, যাদেরকে হয়ত এর দ্বারা জয় করা ও পরবর্তীতে ইসলাম দ্বারা শাসন করা যাবে, যাতে তারা নির্ভেজাল ও নিখাঁদ সত্য দেখতে পায় এবং মুসলিম হয়।

৭) ইসলামে আনুগত্য এবং বিরোধ-এর একটি আদর্শ মানদন্ড স্থাপন করেছেন, যাতে পথভ্রষ্ট এবং কাফিররা নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাদের মিথ্যাচার দ্বারা দ্বীনকে ধ্বংস করতে না পারে। আল্লাহ্, তাঁর রসূল ﷺ এবং সর্বজনীনভাবে মুসলিমদের প্রতি প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজকে নিরুৎসাহিত ও নিষিদ্ধ করাও এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৮) যে কেউ গুণাহের কাজ করেছে, তাকে তাওবাহ্ করে একটি সুন্দর তাজা সূচনার মাধ্যমে সত্যের পবিত্র ইলাহ্-এর সাথে তার সম্পর্ক পুনর্প্রতিষ্ঠার করার জন্য দরজা খুলে দিয়েছেন।

৯) যারা মুসলিম নয়, তাদেরকে তাদের ধর্মের উন্নতি সাধন করে এগিয়ে আসতে সাহায্য করেন, যদিও তারা মুসলিম নয়। এর একটি উদাহরণ হবে, যদি একজন ইহুদী 'ঈসা ﷺ-কে মাসীহ্ হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, তবে তাকে একাজে উৎসাহ দেওয়া হবে, যেহেতু এটি তাকে ইসলামের নিকটবর্তী করবে। এর আরেকটি উদাহরণ হল, কোন খ্রীষ্টান যদি 'ত্রিত্ববাদ' ("ট্রিনিটি") পরিহার করে পরিপূর্ণ তাওহীদ গ্রহণ করতে চায়, তবে তাকে উৎসাহ দেওয়া হবে এবং এটি অর্জন করতে তাকে সাহায্য করা হবে।

যাহোক, একজন খ্রীষ্টানের মূসা ﷺ-কে একজন নবী মানতে অস্বীকৃতি জানানো অথবা ঈসা ﷺ-কে মাসীহ্ মানতে অস্বীকৃতি জানানো, একটি ইসলামিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এ এরকম কিছু গ্রহণ করা হবে না। এটা অগ্রহণযোগ্য, যেহেতু এটা তার নিজের ধর্ম যেই মতবাদের সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা লংঘন করে।

২। রক্ত/জান

এক্ষেত্রে যে রক্ত/জান সংরক্ষণ করা হয়, তা মানুষের আইনগতভাবে ন্যায়বিচার পাবার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। ইসলামিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এ যেকোন ব্যক্তি, হোক সে মুসলিম অথবা কাফির, ইসলামিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এর নিরাপত্তায় সে এবং তার নিকটবর্তী মানুষেরা ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার যোগ্য।

এর একটি উদাহরণ হল, যদি কাউকে শারীরিকভাবে আঘাত করা হয়, তবে তার ঔষধ-খরচ পাবার, তার আঘাতের যত্ন পাবার যথার্থ অধিকার তার আছে। তাকে অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে সে তার খুশিমত যেকোন সময়ে বাহিরে বের হতে নিরাপদ অনুভব করে।

শারী'য়াহ শাসনে যারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হত্যা করে, তাদের মেরে ফেলা হয়। এর একটি উদ্দেশ্য হল, সমাজ থেকে 'সিরিয়াল কিলার'-দের আবির্ভাব এবং তাদের অনুসরণ বন্ধ করা, যা আজকের সমাজে সর্বত্র দেখা যায়।

কেউ যদি দুর্ঘটনায় মারা যায়, যেমনঃ যদি মারামারি নিয়ন্ত্রনের বাহিরে চলে যায় অথবা চাকুরিগত দুর্ঘটনা, সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে রক্তপণ দিতে হবে। এই উপায়ে, সেই পরিবারটি দুর্ভিক্ষ-আক্রান্ত হয় না এবং এর বাচ্চারা, স্ত্রীগণ এবং স্বামীরা এরপরও প্রয়োজনীয় পুষ্টি লাভ করতে পারে।

যে ব্যক্তি কারোও দেহে ক্ষতি সাধন করে, যেমনঃ একটি দাঁত অথবা চোখ, ইসলাম আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য আঘাতকারীর দাঁত বা চোখ উঠিয়ে নেওয়া, অথবা ক্ষতিপূরণ নেওয়া হালাল করেছে।

আত্মহত্যা-কে হারাম করা হয়েছে, যেহেতু এটি মানব দেহের ক্ষতিসাধন করে এবং এটি নিজের উপর যুল্ম, যার সুদূরপ্রসারী ফলাফল পরবর্তী জীবনেও রয়েছে। এর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল, গণ আত্মহত্যা এবং এই কাজের অনুসরণ রোধ করা।

যে ব্যক্তি বেআইনি কারণে হত্যা করে, তাকে স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এর সকলপ্রকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে। একইভাবে, যে ব্যক্তি তার পিতা, মাতা অথবা উভয়কেই হত্যা করে, তাকে তাদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে গণ্য করা হয় না।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা ব্যবসা, বানিজ্য, তালাক ইত্যাদির জন্য একটি শক্ত নিয়ম তৈরী করেছেন, যাতে এটি হত্যা, শত্রুতা, যুদ্ধ ইত্যাদির দিকে ধাবিত না হয়। মানুষের উপর নিজেদের প্রশিক্ষণ করা এবং নিজেদের প্রতিরক্ষা করা বাধ্যতামূলক, যাতে যারা তাদের হত্যা করতে চায়, তাদের সহজ টার্গেটে তারা পরিণত না হয়।

যেসকল মানুষ অন্য মানুষের শারীরিক ক্ষতি সাধন করে এবং ওৎপেতে থেকে অতর্কিত হামলা চালায়, তাদেরকে অক্ষম ও অস্ত্রমুক্ত করা শারী'য়াহ এর আদেশ। এর আরেকটি উদ্দেশ্য হল, এর ফলে আর্মড ও স্ট্রং-আর্মড[৭] রবারী (হুমকি-ডাকাতি) বন্ধ হয়।

প্রত্যেককে তার কাজের জন্য দায়ী করা হয় এবং সেই সাথে যারা তার তত্বাবধানে থাকে তাদের জন্যও তাকে দায়ী করা হয়, যেমন কারোও বাচ্চা। শারী'য়াহ অসুস্থ ব্যক্তির উপর ঔষধ গ্রহণ এবং ঔষধ ব্যতীত অপেক্ষা না করা, বাধ্যতামূলক করেছে। এরফলে মানুষ সবসময় সুস্থ এবং ফিট্ থাকবে। মানুষকে এমন কাজে নিবৃত্ত করা হয় যা রোগব্যাধি ছড়াবে, যেমনঃ বদ্ধ জলাশয়ে প্রস্রাব করা, যে হাত কেউ বাথরুমের কাজে ব্যবহার করে সে হাতে খাওয়া ইত্যাদি। এসব অস্বাস্থ্যকর কাজ করা নিষেধ।

যেকোন পুরুষ অথবা নারীর নিজেকে কোন আক্রমনাত্মক/যুদ্ধরত/শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি থেকে রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। কেউ যদি কাউকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তবে হুমকির মুখে পতিত ব্যক্তির নিজেকে রক্ষা করার অধিকার রয়েছে এবং প্রয়োজনে সে আক্রমণকারী ব্যক্তিকে হত্যাও করতে পারবে।

সেইসাথে, এমন যেকোন কিছু যা সমাজে শত্রুতা উদ্রেক করে, যার ফলশ্রুতিতে খুনও হয়ে যেতে পারে, তা করা নিষেধ। এই কারণেই ইসলামে কোন ব্যক্তির দিকে অস্ত্র তোলা নিষেধ, যেহেতু এটি শত্রুতা সৃষ্টি করতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে হত্যাকান্ডও ঘটতে পারে। ইসলাম এসব ধ্বংসাত্মক কাজের দরজা বন্ধ করেছে।

৩। 'ইয্যাত/সম্মান/বংশধারা

শারী'য়াহ ব্যাভিচার এবং অন্যান্য সীমালংঘন রোধ করার মাধ্যমে মানুষের বংশধারা রক্ষা করে। বিয়ের মাধ্যমে বংশধারার রক্ষা এবং ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে নিরুৎসাহিত করা ও প্রতিরোধ করার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য অর্জন করা হয়। যদি মানুষ বিয়ে না করে এবং তাদের শারীরিক ও সামাজিক সম্পর্কসমূহ আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাস্থ্যকর উপায়ে না করে, তবে নিশ্চিতভাবে তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত কিছু খারাপ প্রতিক্রিয়া আছে।

---

[৭] স্ট্রং আর্মড রবারী হল, যেখানে কেউ একজনকে হুমকি দেয় অথবা তার দিকে মুঠা নাড়ায় এবং বলেঃ "আমাকে তোমার টাকা দাও।" এমনও হতে পারে যে, এ ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে আঘাত করে টাকা চাওয়া হয়েছে।

যখন মানুষ শারী'য়াহ স্বীকৃতি দেয় না এমন দম্পতি গঠন করে, তখন এর খারাপ ফলাফল অগণিত। যদি তাদের বাচ্চা হয়, তবে তারা সঠিক উপায়ে বেড়ে উঠে না, যেহেতু তারা বৈধ নয়। যদি এই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের পিতা তাদের জন্য দায়ী থাকে না এবং তাদের পরিত্যাগ করা হয়, যা আজকের দিনে শিল্পভিত্তিক দেশগুলোতে একটি অহরহ ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

যখন এসব বাচ্চা বড় হবে, তারা তাদের পূর্ববর্তীদের অনুকরণ করবে এবং এই ভয়াবহ অপ্রীতিকর পাপকাজ করতে থাকবে। এমনকি তারা তাদের নিজ আত্মীয়দের সাথেও বসবাস এবং এর থেকে সন্তান উৎপাদন করতে পারে! যেহেতু, অবিবাহিত সম্পর্কে কেউ বংশধারার দিকে মনযোগ দেয় না। এভাবে একজন অর্ধ-ভাই বা অর্ধ-বোন[৮] তার অপর ভাই বা বোনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, যাকে অন্য ঘরে বড় করা হয়েছিল। এর ফলে জন্মগত ত্রুটিসম্পন্ন সন্তান জন্মলাভ করতে পারে, যাদের নিজেদের কোন দোষ নেই। অন্যদের ভুলের কারণে তারা কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং অবশেষে, হয় তারা এতিমখানায় আশ্রিত হয় অথবা তাদের দ্বারা পরিত্যাজ্য হয়, যাদের প্রকৃতপক্ষে এসব শিশুদের ভালবাসার কথা।

এছাড়াও, পাশ্চাত্য সংবিধান অনুসারে, অবৈধ সন্তানেরা লিখিত ইচ্ছা এবং উত্তরাধিকার সূত্র থেকে বঞ্চিত।

শারী'য়াহ-এরও উত্তরাধিকার এবং লিখিত ইচ্ছা সম্পর্কিত আইন রয়েছে কিন্তু এর প্রয়োগ সম্পূর্ন বিপরীত। একমাত্র বিবাহবন্ধণই স্বীকৃত বৈধ সম্পর্ক এবং মানুষকে তার চাহিদার জন্য এই সম্পর্কের দিকেই ধাবিত হতে হয়। যখন বিয়ে সম্পন্ন করা হয়, তখন সাক্ষী থাকতে হয় এবং যখন তালাক সম্পন্ন হয়, তখনও সাক্ষী থাকতে হয়। এর ফলে কোনরকম বিভ্রান্তি দেখা দেয় না এবং কোনরকম অজাচারমূলক সম্পর্ক তৈরী হয় না, যেহেতু যারা বিয়ে করে, তারা তাদের পরিবারের তত্ত্বাবধানে এটি সম্পন্ন করে। যদি তারা নিজেরাই নিজেদের এমন আত্মীয়তার স্বীকৃতি দের অথবা তাদের মধ্যে একজন সাধারণ আত্মীয় (পিতা অথবা মাতা) থাকে, যা তাদের বৈবাহিক সম্পর্ককে হারাম করে, তবে এই বিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল বলে ঘোষিত হবে। ফলে তাদের উৎপাদিত সন্তানদের যে জন্মগত ত্রুটি-সমস্যার সম্মুখীন হতে হত, তারা সেই দৃশ্যেই অবতীর্ণ হবে না, যেহেতু এর আরোও অনেক আগেই তাদেরকে এই পথ থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যৌন অপরাধের জন্য শারী'য়াহ বিভিন্ন রকম শাস্তির বিধান দিয়েছে, যেমনঃ বিবাহিত ব্যক্তির ব্যাভিচারের শাস্তি পাথর মেরে হত্যা, অবিবাহিত ব্যক্তির ব্যাভিচারের শাস্তি বেত্রাঘাত এবং এমনকি কিছু ক্ষেত্রে নির্বাসন। অতিপবিত্র বিধানদাতা বিয়ের উৎসাহ দানের মাধ্যমেও ব্যাভিচারের পথ বন্ধ করেছেন, যেমনঃ স্বাধীন পুরুষের সাথে স্বাধীন নারীর বিবাহসম্পর্ক অথবা দাসী ক্রয়, আর যারা স্বাধীন নারীকে বিয়ে করতে সক্ষম নয় তাদের জন্য দাসীকে বিয়ে।

একটি যৌনসক্রিয় সমাজে কষ্ট-পরীক্ষা, বিশৃংখলা-অনিয়ম রোধ করার জন্য 'হিজাব'-কে বাধ্যতামূলক (ফার্‌দ) করা হয়েছে। এছাড়াও, আগন্তুকদের সাথে কোমলভাবে কথাবলা মহিলাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এই কাজকে

---

[৮] কেউ কারোও অর্ধ-ভাই বা অর্ধ-বোন হয়, যখন তাদের পিতা বা মাতার যেকোন একজন একই হয়।

সহজ করার জন্য, পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য কুরআন দৃষ্টি অবনত করা বাধ্যতামূলক (ফার্‌দ) করে দিয়েছে। ইসলামিক আইনসমূহ কতই না অগ্রগামী, এটি আমাদেরকে কারোও বাসগৃহে বা কক্ষে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেবার আদব শিক্ষা দিয়েছে। এছাড়াও ইসলাম নারীদের জন্য মাহরাম (একজন বালেগ পুরুষ অভিভাবক, যে নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বার্থ রক্ষা করে) ছাড়া কোন পরপুরুষের সাথে একাকী ভ্রমন অথবা কোন স্থানে অবস্থান করা হারাম করেছে। এই সাধারণ এবং সুস্পষ্ট কাজ ‘ডেইট রেইপ’ (বিশেষ কোন নির্ধারিত দিন, যেদিন প্রেমিক-প্রেমিকা দেখা করে, ঘুরে ইত্যাদি করে, সেইদিনে ধর্ষণ) এবং সেই সাথে অধিকাংশ প্রকার যৌনহয়রানি, যা এক ছোবলে করা হয়, তা রোধ করেছে।

তালাকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এবং বিবাহের সমাপ্তি টানার অধিকার নারীদের দেওয়া হয়েছে, যদি এই সম্পর্ক তার জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় এবং বিকল্প কিছু করা জরুরী হয়ে পড়ে। তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যু অথবা তার নিজের পক্ষ থেকে বিয়ের সমাপ্তি টানার পর নারীদের জন্য ‘ইদ্দাহ্‌’[৯]-এর সময়কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা বাধ্যতামূলক (ফার্‌দ), যেন অন্য পুরুষের বীর্য নারীর গর্ভে মিশ্রিত না হয়। এভাবে যে সন্তান এখনো জন্ম নেয় নি, এই আইন তার বংশধারা সংরক্ষণ করে।

এছাড়াও শারী‘য়াহ ব্যাভিচারের মিথ্যা অভিযোগকারী ব্যক্তির জন্য বেত্রাঘাতের শাস্তি রেখেছে এবং এর মাধ্যমে মুসলিম পুরুষ এবং মুসলিম নারীদের ‘ইয্‌যাত রক্ষা করেছে। তাছাড়াও শারী‘য়াহ কারোও পিছনে নিন্দা অথবা কাউকে খারাপ নামে ডাকা-কে হারাম করেছে।

এমনসব জায়গায় যাওয়াও শারী‘য়াহ হারাম করেছে, যেখানে খারাপ কাজ হয়, এবং যে জায়গা পাপী মানুষের আস্তানা, যেমনঃ পতিতালয়, পানশালা, মাদকগ্রহনের জায়গা ইত্যাদি। এটা এ কারণে, যেন কোন বিশ্বাসীর দিকে অপবাদ আরোপ করা সম্ভব না হয়, এবং তাদের চরিত্রের সুনাম যেন নিষ্প্রভ না হয়। এসব জায়গা ত্যাগ করার মাধ্যমে এসব জায়গাকে এক প্রকার সামাজিক নির্বাসন দেওয়া হবে, যার ফলে এসব খারাপ কাজে লিপ্ত মানুষও এসব কাজ থেকে নিরুৎসাহিত হবে এবং তারা এসব কাজ থেকে বিরত হয়ে ইসলামিক সমাজে যোগদান করতে পারবে।[১০]

---

[৯] এটা একটি বাধ্যতামূলক (ফার্‌দ) সময়-ব্যবধান যা প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্ত নারীর পার করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি সে গর্ভবতী হয়, তবে পূর্বের স্বামী জেনে যাবে যে এই সন্তান তার এবং পরবর্তী স্বামী জানবে যে এই সন্তান তার নয় এবং এজন্য এই সন্তানের তত্বাবধানের দায়িত্ব তার নয়। নারীটিও এক্ষেত্রে তার পরবর্তী স্বামীর সাথে এই সন্তানের ভরণপোষণের ব্যাপারে চালাকি করতে পারবে না, যা পাশ্চাত্য সমাজের অনেক অশুভ ইচ্ছাপোষণকারী নারীদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে, যারা পূর্বের স্বামী অথবা প্রেমিক থেকে প্রতিশোধ নিতে চায়। ফলে এই আইন সন্তানকে ভুল উত্তরাধিকার থেকে এবং অর্থহীন কারোও পিতৃত্ব থেকে রক্ষা করে। আর কত সন্তান ও পিতা-মাতাই না রক্তের পরীক্ষা করে দেখতে পেল যে, সম্পর্কিত মানুষটি আসলে তার সন্তান বা পিতা-মাতা নয়। বরং, পূর্ববর্তী ব্যক্তিই সন্তানের পিতা ছিল। আল্লাহ্‌ রব্বুল ‘ইয্‌যাত-এর শারী‘য়াহ মানুষকে এই বিভ্রান্তি এবং একই সময়ে অসংখ্য যৌনসঙ্গী থাকার ফলে যেসব যৌনব্যাধি হয় তা থেকে রক্ষা করেছে, যা এখনকার দিনে মহামারী আকার ধারণ করেছে।

[১০] একটি ইসলামিক স্টেইট-এ এসব প্রতিষ্ঠানের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। ফলে এসব কাজের প্রলোভনও থাকবে না। কিন্তু, ইসলামিক স্টেইট-এর বাহিরে এসব স্থান থেকে ঈমানদার ব্যক্তির দূরে থাকা উচিত।

৪। অর্থ/মাল/সম্পদ

শারী'য়াহ মানুষের অর্থ ও সম্পদের নিরাপত্তা দেয়, সংরক্ষণ করে এবং দৃঢ়ভাবে সকলপ্রকার অপচয় থেকে রক্ষা করে। বর্তমান যুগের অপচয়কারীরা লটারি ব্যবহার করে এবং এরূপে অপর ব্যক্তি ধনী হয়, এভাবে মানুষকে প্রলুব্ধ করে তার পকেট খালি করা হয় এবং অপর ব্যক্তির পকেট ভরা হয় নিরীহ মানুষের অর্জিত অর্থ দ্বারা।

মানুষের সম্পদ রক্ষার্থে শারী'য়াহ চুরি, সুদি কারবার এবং এমন সব লেনদেন যা অনিশ্চিত তথ্য বা শর্তের উপর ভিত্তি করে হয়, ইত্যাদি হারাম করেছে। জুয়া এবং এটি যে স্থানে খেলা হয়-এসবকিছু শারী'য়াহ হারাম করেছে। শারী'য়াহ লেনদেনের জন্য বিভিন্ন আইন-কানুন এবং নীতিমালা প্রদান করেছে, যেন মানুষ অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতে না পারে।

পতিতাবৃত্তি, সিগারেট, মদ, কুকুর এবং অন্যান্য ক্ষতিকর জিনিসের ব্যবসা হারাম করা হয়েছে, যেন এগুলো মানুষের উপার্জন পদ্ধতিতে পরিণত না হয়। সম্পদের অপচয় হারাম করা হয়েছে এবং শারী'য়াহ উন্মাদ ব্যক্তিকে নিজের অর্থের দায়িত্বের জন্য অনুপযুক্ত মনে করে এবং এ কারণে এরূপ ব্যক্তির একজন অভিভাবক থাকতে হয়।

শারী'য়াহ বিধান করেছে যে, শিশু-কিশোরদের দেখাশুনার জন্য তাদের অভিভাবক থাকতে হবে, বিশেষকরে এতিমদের জন্য, যেন তাদের দৈনন্দিন বিষয়াদির দেখাশুনা করা হয়, যেন যখন তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তাদের সম্পদ অক্ষত, অটুট অবস্থায় পায়। এছড়াও, মানুষের উপার্জন থেকে ট্যাক্স নেওয়া হারাম করা হয়েছে, কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের খাত এবং প্রয়োজন রয়েছে, আর তাই তার উপার্জনের উপর ট্যাক্স আরোপ করা যায় না। বরং, শারী'য়াহ প্রতি বছরের স্থির অর্থ থেকে একটি ছোট অংশ স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এর অভাবী ও দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করে দেয় এবং এভাবে বাকি অর্থকে পবিত্র করে দেয়। এভাবে দরিদ্র ও অভাবীরা চুরিকে অবলম্বন করবে না অথবা ধনীদের ঘৃণা করবে না, কারণ সে জানবে যে, ধনীরা তার খেয়াল রাখবে। এমনকি মুসলিমরা আবূ বাক্কর (রদিঃ)-এর সময়কালে 'যাকাহ' দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, যেন তারা দরিদ্রদের অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে।

ইসলাম আত্মীয়স্বজনকে উত্তরাধিকার বা উইলকৃত সম্পত্তি পাবার অধিকার দিয়েছে, প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ, এবং এই পরিমাণকে অতিক্রম করা হারাম করেছে এবং কাউকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করাও হারাম করেছে। সাধারণভাবে, শারী'য়াহ এমন সবকিছু হারাম করেছে যা, মানুষের সম্পত্তি ধ্বংস করে অথবা সম্পদের অপচয় করে। শারী'য়াহ এটি নিশ্চিত করে যে, মানুষ তার যা আছে তা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা ও নিরাপত্তা ভোগ করবে।

বেশীরভাগ শিল্পভিত্তিক দেশে যে লটারি করা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স-এর অর্থ যা জুয়াখেলার জন্য ব্যবহার করা হয়। এসব গোষ্ঠী প্রথমে দরিদ্র অঞ্চলে তাদের কর্মসূচি গ্রহণ করে, আরোও অধিক অর্থ নেওয়ার উদ্দেশ্যে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এসবে কোন বিজয়ের নাম্বার থাকে না, আর যখন থাকে, তা এতই ক্ষীণ যে, কারোও এখানে বিজয়ের চাইতে যেন দুর্নীতিগ্রস্ত ল্যাটিন আমেরিকার শাসক হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

এর উপরে, যখন এবং যদি কেউ এইসব লটারি জিতে ফেলে, তবে তাদের থেকে যে ট্যাক্স আদায় করা হয়, তা এতই করুণ হয় যে, তাদের অবস্থা এরূপ হয় যেন তারা কোন লটারিই জিতে নি। এছাড়াও, স্টেইট (সাম্রাজ্য) তাদের অর্থের ব্যবস্থাপনার জন্য কোন পদক্ষেপ নেয় না অথবা তাদের জন্য কোন বাজেট করে না, যার ফলে তারা ব্যাপকহারে অপচয় করে। কত মানুষই না লটারি জিতেছিল এবং তার কয়েক রাত পর তাদের এরূপ হয়েছিল যে, তাদের পরনের বস্ত্র ছাড়া তাদের আর কিছু ছিল না। এই কথাটি মাথায় রেখে আমরা আমাদের ভাই এবং বোনদেরকে বুঝাতে চাই যে, সম্পদের অপব্যবহার এর ধারাবাহিকতায় অন্য সবকিছুরই অপব্যবহার হয়। যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্য ক্রয়ের জন্য সম্পদের অপব্যবহার করে, সে পরবর্তীতে নিজের মন-মেধার অপব্যবহার করে, এবং এরই ফলে তার পরিবারের অপব্যবহার করে, যা একটি সমাজের মূলভিত্তি।

যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল, ইসলাম 'স্ট্রং-আর্মড রবার'-এর ডান হাত ও বাম পা কেটে দেওয়ার মাধ্যমে, যে অর্থের লোভে হত্যা করে তাকে হত্যার মাধ্যমে এবং যে ব্যক্তি ওজর ছাড়া চুরি করে তার হাত কেটে ফেলার মাধ্যমে, মানুষের অর্থ রক্ষা করে। এভাবে, অন্যায়ের শিকারকে তার সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টি দেওয়া হয়।

৫। মেধা/বুদ্ধি

মন-মেধা এমনই একটি অমূল্য মানবিক বৈশিষ্ট্য যে, এটি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা আমাদেরকে দুনিয়াতে চলার জন্য দান করেছেন। একটি স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নয়নশীল সমাজ গঠনের জন্য এটির সংরক্ষণ এবং প্রতিপালন করা আবশ্যক। যেসব জিনিস মানবমনকে দূষিত করে এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধি-মেধাকে বিকৃত করে, তা পরিশেষে সমাজ-কাঠামোর অপরিকল্পনীয় ও অবমাননাকর পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করে। এ পৃথিবী ও জগত-সংসার উপলদ্ধি করার জন্য এবং তার যৌক্তিকতা বুঝার জন্য মানুষ তার মন-মেধার যেসকল সংবেদনশীল দিক ব্যবহার করে থাকে, তার সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

টেলিভিশনের মাধ্যমে, মাদকদ্রব্যের বিজ্ঞাপনের দ্বারা দর্শককে প্রলুব্ধ করা হয়, যা তার মন-মেধাকে বিকৃত করে। কোন ব্র্যান্ড-এর মাদক কিনতে হবে, এ চিন্তা করতে করতে দর্শকের মনযোগ বহু আগেই গঠনমূলক কাজ থেকে দূরে সরে গিয়েছে, যেমনঃ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা, বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়া, স্ত্রীর সাথে সময় ব্যয় করা ইত্যাদি। এসব কাজ আর সে ব্যক্তির কাছে অগ্রাধিকার পায় না এবং হারাম জিনিসের প্রতি তার আগ্রহ বাড়তে থাকে এবং এটাই তার প্রধান মনযোগের বস্তুতে পরিণত হয়।

শারী'য়াহ এ ধরনের আবহাওয়া তৈরী সম্পূর্ন রোধ করে, যেহেতু টেলিভিশনে এমন কোন বিজ্ঞাপন থাকবে না, যেটি মানুষকে তার প্রধান উদ্দেশ্য থেকেই দূরে সরিয়ে দেয়। টেলিভিশন একটি নিরপেক্ষ যন্ত্র, তাই এটি ভাল ও খারাপ উভয় কাজেই ব্যবহার করা যায়। শারী'য়াহ-এর তত্বাবধানে টেলিভিশনকে শুধুমাত্র ভালকাজেই ব্যবহার করা হত। শিশু, নারী ও অন্যদের জন্য কোন খারাপ কিছুর বিজ্ঞাপন টেলিভিশনে দেওয়া হত না। এর ফলে দৃষ্টিনির্ভর সকলপ্রকার ধ্বংসাত্মক উদ্দীপনা বন্ধ হয়ে যেত, যা মন-মানসিকতাকে দূষিত করে। আর এরূপ দূষনীয় শুধু বিজ্ঞাপনই নয়, বরং দূষনীয় কাজের 'প্রোগ্রামিং'-ই হল প্রকৃত ধ্বংস। বিভিন্ন অসার-দেউলে সূত্রাদি যেমনঃ 'ডারউইনিজম', 'এ্যাথেইজম', 'এ্যাগনোস্টিসিজম' এবং এরূপ আরোও অনেক সূত্রাদি, যেগুলো বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে

যুক্তি দিয়ে শিখানো হচ্ছে, যেগুলো আল্লাহ্ রব্বুল 'ইয্যাত-এর সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে, এগুলোকে পুতে ফেলা হত।

একইভাবে, গুপ্ত-অতিপ্রাকৃত শিল্প-বিদ্যা যেমনঃ কালোজাদু, জাদুবিদ্যা এবং অন্যান্য অপশিক্ষাকে ঘৃণার সাথে কোনপ্রকার সংরক্ষণ ব্যতীত ধ্বংস করা হত।

মদ্যপ লোকদের দ্বারা কোথায় পরবর্তী 'ড্যান্স ক্লাব' সংঘটিত হতে যাচ্ছে এবং তাতে কতজন নারী পুরুষদের সঙ্গ দিতে যাচ্ছে-এসকল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেডিও আজ পাপাচার ও অশ্লীলতার উৎসে পরিণত হয়েছে। মানবমন এসব বিজ্ঞাপন শোনার পর নারীদের জন্য প্রলোভিত হয়ে পড়ে এবং ক্ষুদ্র সময়ের জন্য হলেও এই ব্যাভিচারী পরিবেশে অংশ নিতে চায়। এই ব্যক্তিটি তাদের নির্দেশনা শুনতে থাকবে, এবং যদিও সে বিবাহিত হয়, সে একটি 'জিনা' (ব্যাভিচার) ও মাদকতাপূর্ণ সহজ রাত্রিযাপনের জন্য সেই স্থানে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারে। শারী'য়াহ-এর লক্ষ্য হল এসব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা, যাতে মন উপকারী জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর কান এমন জিনিস রেকর্ড করে যা তার উপকার করে, যেমনঃ ক্বুরআন, হাদীস, পারিবারিক বন্ধন, ঔষধ, নবজাত সন্তানের প্রথম বুলি এবং এরূপ আরোও অনেক কিছু।

মানবমনের জন্য আপাতত সর্বশেষ বাধা হল, প্রকৃতপক্ষে মাদকদ্রব্য সেবন। বিভিন্ন পদার্থ যেমনঃ কোকেইন, স্পীড, হিরোইন, এ্যালকোহল, আইস, এ্যাসিড, পিসিপি এবং আরোও অনেক পদার্থ মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। এসব জিনিস ইসলামিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এ সম্পূর্ন নিষিদ্ধ ও বহিষ্কৃত। ইসলামিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এ এসব দ্রব্যকে বহিষ্কৃত, মানবমনের প্রতি হুমকি এবং মেধা-মানসিকতার প্রতি আক্রমণস্বরূপ দেখা হয়। এসব পদার্থের ব্যবহার ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতিসাধন ছাড়া আর কিছুই করে না, এবং সেই সাথে অন্যান্যদেরও ক্ষতি করে, যাদেরকে মাদক সেবনকারী মাদকদ্রব্য কেনার জন্য আক্রমণ করে বসে। এভাবে, এমন অনেক মানুষ, যারা মাদকদ্রব্য রপ্তানী-পাচার এর সাথে যুক্ত নয়, তারাও হত্যাকৃত বা গুরুতর আহত হতে পারে এসব মানুষদের আক্রমণ দ্বারা।

যেকোন কিছু, যা এসব হারাম কাজ-কর্মের দিকে ধাবিত করে, সেগুলোও হারাম। কারণ, শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত ছড়িও সেই শিক্ষার দিকেই ধাবিত করে। এর একটি বাস্তব উদাহরণ হল, 'মারিজুয়ানা'-গ্রহণ। শারী'য়াহ-এ শুধু এটি গ্রহণ করাই হারাম নয়, বরং সেই সাথে এর বিজ্ঞাপন এবং এর দিকে অপরকে আহবানও হারাম, যদিও বিজ্ঞাপন তৈরীকারক এটির সরবরাহকারী না হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা তার নাযিলকৃত কিতাবে আমাদের যা বলেছেন এবং বাস্তবভিত্তিক চিন্তানুসারে, কোন উপায়েই আমরা আমদের অথবা অন্যদেরকে হত্যা বা দূষিত-বিষাক্ত করতে পারিনা। শারী'য়াহ এসব কাজের প্রতিবন্ধকস্বরূপ এবং যারা এসব কাজের লাইসেন্স দেয় এবং এভাবে মানবমনকে ধ্বংস করার অনুমোদন দেয়, তাদের শত্রুস্বরূপ উঠে দাঁড়ায়।

শারী'য়াহ-এর সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত প্রকৃতি

শারী'য়াহ-এর প্রকৃতি এবং এটি সাধারণ বিষয়াদিকে যেরূপে তত্ত্বাবধান করে তা সত্যিই নজিরবিহীন। যদিও মানুষ দ্বারা সম্ভাব্য সকল প্রকার কাজের তালিকা ক্কুরআন-এ নেই, কিন্তু সাধারণ বিষয়াদি আছে। আর ক্কুরআন-এর সংক্ষিপ্ত এবং একইসাথে স্বয়ং সম্পূর্ন-বিস্তৃত ভাষার কারণে এই সাধারণ বিষয়াদির দ্বারা যে সকল কাজ সম্পর্কে ক্কুরআন-এ উল্লেখ করা নেই সেগুলোর ব্যাপারেও জবাব রয়েছে এবং এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

এই বাস্তবতার কারণে এমনকি আজকের দিনের বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রশ্ন যেমনঃ 'বেবী স্ক্যানিং', 'লেইট টার্ম এ্যাবর্শান', 'টেস্টটিউব চিল্ডরেন' ইত্যাদিরও জবাব ক্কুরআন ও সুন্নাহ্-এ রয়েছে। এটাই হল সেই পবিত্র ও আসমানী আইনের বৈশিষ্ট্য যা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। আমরা আপনাদের কাছে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্ رحمه الله-এর হৃদয়উষ্ণকারী উক্তি পেশ করছি, যখন তিনি আমাদের রাজকীয় আইনপ্রণেতার আইন সম্পর্কে বলেছেন,

"সঠিক বিষয়াবলি, যেগুলোর ব্যাপারে বেশীরভাগ 'আলিমগণ একমত্ তা হল, ক্কুরআন-এর আয়াতসমূহ সম্পূর্ন এবং বিস্তৃত এবং মানুষের বেশীরভাগ কাজ-সম্পর্কিত দাবী পূরণ করে। কিছু মানুষ বলে থাকেন যে, ক্কুরআন-এর আয়াতসমূহ মানুষের সকল কাজ-সম্পর্কিত দাবী পূরণ করে, শুধু বেশীর ভাগের নয়। অন্যান্যরা এটি অস্বীকার করেন, কারণ তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা ও তাঁর রসূল ﷺ-এর উক্তি থেকে সাধারণ আয়াত এর অর্থ অনুধাবন করতে পারেন না। মানুষের কার্যাবলির বিচারের ক্ষেত্রে ক্কুরআন-এর আয়াতসমূহ ব্যাপক অর্থবোধক এবং সর্বজনীন।

এটা এই জন্য যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা মুহাম্মাদ ﷺ-কে জাওয়ামি'উল কালাম (সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত শব্দাবলি যা সবচেয়ে ব্যাপক অর্থের নির্দেশক) সহকারে প্রেরণ করেছেন। তিনি ﷺ একটি সাধারণ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ বলবেন এবং এটি একটি সাধারণ ও ব্যবহারিক নীতিতে পরিণত হবে এবং যা অসংখ্য ধরনের কার্যাবলির জন্য প্রয়োগিক হবে। অগণিত ঘটনা কার্যাবলির এই ধরন-এর আওতার অন্তর্ভুক্ত এবং এই দৃষ্টি থেকে, আয়াতসমূহ বিস্তৃত এবং ব্যাপক, এবং অসীম সংখ্যক ঘটনার জন্য প্রয়োগিক।"[১১]

আল 'আল্লামাহ্ আল-ইমাম আবূ ইসহাক ইবরহীম ইবন মূসা আল গারনাতি আশ্-শাতিবি[১২] رحمه الله নিম্নের আয়াতটির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,

اليوم أكملت لكم دينكم

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম…" -সূরা আল-মাইদাহঃ ০৩

---

[১১] মাজমু'আ ফাতাওয়া

[১২] মৃত্যু ৭৯০ হিজরী, ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি স্পেইন-এর শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের মধ্যে অন্যতম, যিনি 'গারনাতা' ('গ্রানডা') শহর থেকে এসেছেন। 'আল-মুওয়াফিকাত', 'আল-'ইতিসাম'-এর ন্যায় অসাধারণ কাজসমূহের জন্য তিনি পরিচিত। তিনি তার পিছনে যে জ্ঞান রেখে গিয়েছেন, তা স্পেইন-এ তার অসাধারণ পান্ডিত্য প্রমাণ করে, যা মুসলিম উম্মাহ্-এর জন্য এক অমূল্য সম্পদস্বরূপ ছিল, আছে এবং থাকবে (ইনশাল্লাহ্)।

"যদি এই আয়াত দ্বারা এই কথা বুঝানো হয়ে থাকে যে, প্রত্যেক স্বতন্ত্র কাজের পন্থা ও নিয়মাবলির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অর্জন হয়েছে, তবে আমাদের জানা উচিত যে, প্রত্যেক কাজ অসীমভাবে পার্থক্যপূর্ণ এবং আমরা এগুলোকে একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা হুকম দ্বারা পূরণ করতে পারি না। কিন্তু, 'আলিমগণ এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, 'আলকামাল' (এই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের মূল, যা 'দ্বীনের পরিপূর্ণতা'-কে নির্দেশ করে) শব্দের দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে তা হল, সেসবকিছু, যা মানুষের সাধারণ নীতিমালা থেকে প্রয়োজন পড়ে এবং এই সাধারণ নীতিমালা থেকে অসীম ঘটনার সমাধান করা যায়।"-আল-'ইতিসাম, ভলিউমঃ ০২, পৃষ্ঠাঃ ৩০৫

আল 'আল্লামাহ্ আবূ 'আব্দুল্লাহ্ শামস উদ্-দ্বীন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাক্বর আদ্-দিমাস্ক্বী (ইব্ন ক্বয়্যিম আল জাওজিয়্যাহ্)[১৩] رحمه الله-এর থেকে আরোও বিস্তারিত জানা যায়,

"যখন আল্লাহ্ বলেছেন,

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون با لله واليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا

'তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা প্রত্যর্পণ কর আল্লাহ্‌র প্রতি ও রসূলের প্রতি, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি। আর এটাই উত্তম এবং পরিণামে কল্যাণকর।'-সূরা আন্-নিসাঃ ৫৯

যখন আল্লাহ্ একটি বিষয় বলেন, তখন এটি একটি সাধারণ অর্থ বুঝায়, যা যেকোনকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে, এমনকি শারী'য়াহ বা দৈনন্দিন বিষয়াদি সম্পর্কিত সবচাইতে ছোট বিষয় বা ঘটনাকেও।

এই কথাটির সাথে আল্লাহ্ যা নাযিল (সূরা আন্-নিসাঃ ৫৯) করেছেন তার সম্পর্ক হল, যখন আল্লাহ্ এটি বলেছেন, তার মানে হল, সবকিছুকে ক্বুরআন ও সুন্নাহ্-এর সাথে সম্পর্কিত করার আদেশ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, একথা না জেনে যে, এতে (ক্বুরআন ও সুন্নাহ্-এ) সাধারণ নিয়মাবলি রয়েছে, যা সমস্যাটির সমাধান করবে। মানুষেরা সর্বসম্মতভাবে একমত যে, আল্লাহ্‌র দিকে কোন বিষয়কে নিয়ে যাওয়া, যখন তিনি বলেছেন, '...প্রত্যর্পণ কর

---

[১৩] হিজরী ৬৯১-৭৫১ সন/খ্রীষ্টাব্দ ১২৯২-১৩৫০ সন। মহান হান্বালী 'আলিম, যিনি অনেক স্মরণীয় কাজের জন্য পরিচিত। তিনি ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ رحمه الله-এর অন্যতম প্রধান ছাত্র ছিলেন এবং তাদের মধ্যে একজন যিনি তাকে তার জেলঘরে থাকাকালীন সময়ে নিয়মিত দেখতে যেতেন। ইমাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ رحمه الله-এর অসংখ্য কাজের প্রতিলিপিকরণ ও সংরক্ষণের জন্য আমরা তাকে ভালোবাসি ও তার জন্য দু'আ করি, কারণ তিনি তার সুসময় ও দুঃসময় উভয়কালেই ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মহান বন্ধু, এবং শাইখের সকল পরীক্ষার অতিক্রমকালে তিনি তাকে সমর্থন করেছেন। তিনি আজকের দিনের অনেক পরজীবীদের ন্যায় ছিলেন না, যারা আনন্দ করে, হাসে এবং উপযুক্ত 'আলিমদের সাথে সুসময়ে নিজেদেরকে সংযুক্ত করে, আর এরপর যখন তোমাকে এ্যারেস্ট করা হয়, তখন হয় তারা তোমার থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নেয়, অথবা তারা এমন ভান করে যেন তারা কখনোও তোমাকে চিনতো না।

আল্লাহ্‌র প্রতি...', হল আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে ফিরে যাওয়া, আর রসূল ﷺ-এর দিকে কোন বিষয়কে নিয়ে যাওয়ার মানে হল তার সুন্নাহ্‌-এর দিকে ফিরে যাওয়া, তার মৃত্যুর পর।" [১৪]

এগুলো সব আল্লাহ্‌ যা বলেছেন তার উপর ভিত্তি করে,

ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير

"তিনি কি জানেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন? তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।"

-সূরা আল-মুল্‌কঃ ১৪

সুতরাং, তার সৃষ্টির যা কিছু প্রয়োজন হবে, তা পূর্বেই সরবরাহ করা হয়েছে, কারোও সে বিষয়ের প্রয়োজন হওয়ার পূর্বেই।

একটি নির্দিষ্ট ঘটনা/ব্যাপার/সমস্যা/বিষয়-এর ক্ষেত্রে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কি প্রয়োজন এবং সে কিসের সম্মুখীণ হয়েছে, তা বের করার জন্য আমরা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোকিত করতে চাই,

যখন কাফিররা মানবরচিত আইনের সন্ধান করছিল, তারা এমন সমস্যার সমাধান করছিল যা তাদের সমাজে বর্তমান ছিল, যেহেতু তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য কোন আসমানী কিতাব ছিল না, যেমন একটি ভেড়ার প্রয়োজন পড়ে রাখালের। তাদের এই রাজনৈতিক অদক্ষতাকে মানুষের কার্যাবলির বর্তমান অবস্থায় আনার জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল কিছু যুক্তি ও মন্তব্যের। তারা সবাই চার্চ, রাজ্য ও ব্যবসায়িকদের দাস ছিল। এই কারণেই পরিশেষে তাদের রাজ্যকে নিষ্ক্রিয় করতে হয়েছিল, চার্চকে ধ্বংস করতে হয়েছিল এবং ব্যবসায়িকদের আন্তর্জাতিকরণ করতে হয়েছিল, যেমনটা আমরা দেখতে পাই 'ক্যাপিটালিজম' (পুঁজিবাদ)-এ।

কিন্তু, যখন মুসলিমরা মানবরচিত আইনের সন্ধান করছিল, তখন তা তাদের জন্য এমন সমস্যা সৃষ্টি করছিল যা পূর্বে ছিল না, যেহেতু তারা ব্যাপক-বিস্তৃত সমাধান পরিত্যাগ করে এমন কিছু গ্রহণ করছিল যা আঞ্চলিক, অবাস্তব ও কুসংস্কারপূর্ণ। পাশ্চাত্যের জন্য যা ছিল মেডিসিন-এর ডোজ, মুসলিমদের জন্য তা ছিল বিষ-এর ডোজ। যার ফলে উল্টা ঘটনা ঘটেছে, আর কাফিরদের আমাদের যমিনে এবং আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এসে সভ্যতা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহনের বদলে আজ আমাদেরকেই বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে তাদের যমিনে এবং তাদের ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা গ্রহনের জন্য।

ঠিক কখন শারী'য়াহ বিকৃতির শিকার হয়?

মাযহাবসমূহের দৃঢ়তার কারণে, কিছু মানুষ আহলুস্‌ সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আহ্‌-এর "অসীম ঘটনা/বিষয়-এর ব্যাপারে ক্বুরআন ও সুন্নাহ্‌-এর সাধারণ নীতিমালা থেকে নিয়ম আহোরণ করা"-সম্পর্কে চিন্তা ও এই পথ অবলম্বন করা ছেড়ে দিয়ে তাদের মাযহাব-এর অনুসরণ করার চেষ্টা করে। এই দৃঢ়তার ফলে, তারা প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির উপর

---

[১৪] 'ইলাম আল-মুয়াক্কিইন, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৪৯

আল্লাহ্র যে রহ্মত---সাধারণ নীতিমালা, যা তিনি মানবজাতির জন্য নাযিল করেছেন, তা বদ্ধ ও ব্যাহত করেছে। এটাই শাসকদের এবং বিশেষভাবে সেইসব শাসকদের যারা আল্লাহ্-ভীরু নয়, তাদের জন্য শুধু একটাই দরজা খোলা রেখেছে, যা হল অনুকরণ, অনুবর্তন এবং কখনো কখনো ঘোষণা উদ্ভাবন, যাকে তারা তাদের 'আলিমদের দৃঢ়তা ঢাকার জন্য 'আইন' বলে।

শারী'য়াহ-এর রাজনৈতিক এবং সামরিক ব্যাপারসমূহের সাথে ঠিক এই অবস্থাই হয়েছে, যা 'আলিমগণ কখনো কখনো তাদের বিবেক-বুদ্ধি এবং ক্বুরআনের আয়াত প্রয়োগ করে ইসলামিক আর্মি এর ব্যাপারে অবহেলার শাস্তি স্মরণ করাতে ব্যর্থ হয়েছেন। একইভাবে, যখন মানুষ অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং শাসকদের অগ্রাহ্য করা শুরু করে, তখন 'আলিমগণ প্রাসঙ্গিক নিয়ম প্রবর্তনের মাধ্যমে স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এর নিয়মানুবর্তিতা, আইন এবং গঠনবিন্যাস ইত্যাদির রক্ষনাবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হন (মাযহাব-এর দৃঢ়তার কারণে) ।

কাফিরদের অনুকরণ উসমানিয়্যাহ্ খিলাফাহ্-এর শেষভাগে দেখা দেয়। এটা বিশেষভাবে বানিজ্যসংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যে আইনের আরোও বিভিন্ন দিকসমূহে ৫ম মুরাদ-এর ন্যায় মানুষদের দ্বারা এর বিস্তার ঘটে। ৫ম মুরাদ হলেন প্রথম খলীফাহ্ যিনি ইসলামিক সাম্রাজ্যে পার্লামেন্ট-এর সূচনা করেন এবং একটি সংবিধান-এর নকশা করেন। মধ্যপ্রাচ্যের 'আরব যমিনের অন্যান্য উসমানিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)সমূহ এর অনুসরণ করে। এই সময়ের মাঝে মুসলিমদের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেইড' এবং মুসলিম যমিনের 'কোলোনাইজেশন' চলতে থাকে, যাকে "মডার্ন অকুপেশন" (আধুনিক দখল)-নাম দেওয়া হয়েছিল।

এটা শুধু শারী'য়াহ-এর 'আইন প্রনয়ন' এবং 'বিচার-বিধান' সংক্রান্ত ব্যাপারেই মানবরচিত বিধানের হস্তক্ষেপকে তরান্বিত করেনি, বরং, জীবনের সকল দিকে, যেমনঃ অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক রাজনীতি, গণমাধ্যম ও শিক্ষা এবং সেই সাথে অর্থনীতিতেও হস্তক্ষেপ করেছে। এর ফলাফলস্বরূপ, ইসলামিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে কাফির পরিবেশে পরিণত হয়েছে এবং যা অবশিষ্ট ছিল, তা হল কিছু ঐতিহ্য, যার সময়ের সাথে সাথে মৃত্যু ঘটবে।

শারী'য়াহ এবং আখলাক্ব

আল্লাহ্র আইনকে গ্রহণ এবং আল্লাহ্র রসূল ﷺ-কে বিশ্বাস-এর মাঝে সম্পর্ক

এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের ভাইদের ও বোনদের কাছে এই বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাই যে, আল্লাহ্কে বিশ্বাস এবং রসূল ﷺ-কে বিশ্বাস খুবই ঘনিষ্ট বিষয়, এবং যে কেউ রসূল ﷺ-কে অনুসরণ করতে অস্বীকার করে, সে আল্লাহ্কেই অস্বীকার করে এবং সেই সাথে তার ঈমান বাতিল হয়ে যায়।

নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন,

و الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به

“সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কামনা–বাসনা আমি যা প্রদান করেছি সেই অনুযায়ী না হয়।”
-ইব্‌ন কাসীর তাফসীর ক্বুরআন আল-‘আযীম, ভলিউমঃ০১, পৃষ্ঠা ৫২০

শাইখ ইব্‌ন ক্বয়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ্ رحمه الله, রসূল ﷺ-এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহ্‌র আইনকে গ্রহণ করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন,

“রসূল ﷺ-এর উপর নবী হিসেবে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হল, তুমি তাকে সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করবে। তোমার সবকিছু তুমি তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে যেন তিনি তোমার কাছে তোমার সত্ত্বা ও তোমার নিয়ম-নীতি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হন। আর তুমি রসূল ﷺ-এর হাদীস ছাড়া অন্য কোন হিদায়াতই গ্রহণ করবে না। আর সে (প্রসঙ্গ ব্যক্তি) নবী ﷺ ব্যতীত অন্য কাউকে দিয়ে শাসন করবে না।

আর নবী ﷺ-এর আইন/কানুন/নীতিমালা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উপর সে সন্তুষ্ট থাকবে না,

فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

‘তবে না; আপনার রবের কসম! তাদের কোন ঈমান থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে সেসব বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারে যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়,...’- সূরা আন্‌-নিসাঃ ৬৫” [১৫]

অন্য এক জায়গায়, শাইখ ইব্‌ন ক্বয়্যিম رحمه الله একই আয়াতের উল্লেখ করে এ বিষয়টিকে আরোও আলোকিত করেছেন,

“আল্লাহ্‌র আইনের উপর সন্তুষ্ট থাকা একটি অতি আবশ্যক কাজ। এটাই ঈমান ও ইসলাম-এর ভিত্তি/বুনিয়াদ। এই ব্যাপারে কোন প্রকার তিক্ততা/বিরক্তি/অসন্তুষ্টি/বিকর্ষন ব্যতীত সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহ্‌র বান্দার জন্য এটি একটি অতি আবশ্যক বিষয়।

আল্লাহ্‌ কসম করেছেন যে, তারা ঈমানদার/মু’মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অন্তরে কোন প্রকার বিরোধিতা/অসন্তোষ থাকে।

আল্লাহ্‌ এটিকে ৩ভাগে ভাগ করেছেনঃ

১। তোমাকে [মুহাম্মাদ ﷺ] তাদের মাঝে বিচারক বানানো হল ইসলাম, আর এভাবে তারা হল মুসলিম।
২। তাদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোন প্রকার বিরোধিতা/অসন্তোষ না থাকা হল ঈমান, আর এটি তাদেরকে মু’মিন করে।

---

[১৫] মাদারিজ-উস্‌-সালিকিন, ভলিউম ০২, পৃষ্ঠাঃ ১১৮

৩। আল্লাহ্‌র আইনের কাছে সম্পূর্ন আত্মসমর্পণ করা, যদিও এটি তাদের বিরুদ্ধে যায়। এটা হল ইহসান এবং এটি তাদেরকে মুহসিন করে।” [১৬]

এই বিষয়টি থেকে আমরা জানি যে, যদি মানুষেরা রসূল ﷺ-কে তাদের কার্যাবলিতে বিচারক না বানায়, তারা মুসলিম নয়, এবং রসূল ﷺ-এর প্রতি তাদের কোন ভালবাসা বা শ্রদ্ধাবোধ নেই, তারা যত কিছুই দাবী করুক না কেন।

আল-হাফিয ইবন কাসীর رحمه الله, ইবন ক্বয়্যিম رحمه الله-এর উল্লেখকৃত একই আয়াতের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন,

“আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা তার মহা-পরাক্রমশালী সত্বার কসম করছেন। কেউ ঈমান আনেনি যতক্ষণ পর্যন্ত না রসূল ﷺ-কে সকল বিষয়ে বিচারক করা হয়। আর যা কিছু অনুযায়ী তিনি বিচার করেছেন তা-ই সত্য, যা পরিষ্কারভাবে অনুসরণ করতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন, তুমি [মুহাম্মাদ ﷺ] যা কিছু বিচার/বিধি করেছ তার প্রতি তাদের দিলে/অন্তরে কোনরকম বিরোধিতা/অসন্তোষ থাকা যাবে না এবং তাদের সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে, যাতে যদি তারা তোমাকে তাদের মধ্যকার বিচারক বানিয়ে নেয়, তবে তুমি তাদের জন্য যা কিছু উদ্ধৃতি দাও সেগুলোর প্রতি তাদের কোনরকম বিরোধিতা/অসন্তোষ না থাকে। তাদের সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং এই আইনের প্রতি কোনরকম বিরোধিতা বা গঠনবিন্যাসের প্রতি কোনরকম চ্যালেঞ্জ না করে, এর অনুসরণ করতে হবে।

নবী ﷺ বলেছেন,

و الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به

‘সেই সত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কামনা–বাসনা আমি যা প্রদান করেছি সেই অনুযায়ী হয়।’ ”

-ইব্‌ন কাসীর তাফসীর ক্বুরআন আল-‘আযীম, ভলিউমঃ০১, পৃষ্ঠা ৫২০

ইসলামের ভাই ও বোনেরা, আমরা রসূল ﷺ-এর যথার্থ সম্মানের বিষয়টিকে পরিতৃপ্তির সাথে উড়িয়ে দিতে পারি না, যখন তিনি বলেছেন,

كل أمتي يدخلون في الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله و من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة و من عصاني فقد أبى

“আমার উম্মাহ্‌-এর সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে শুধু তারা ব্যতীত, যারা অগ্রাহ্য করবে।” সাহাবারা (রদিঃ) বললেন, “হে রসূল, কে অগ্রাহ্য করবে?” তিনি ﷺ বললেন, “যে কেউ আমার আনুগত্য করে, সে জান্নাতে প্রবেশ

[১৬] মাদারিজ-উস্‌-সালিকিন, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ২০৯

করবে, আর যে কেউ আমাকে অমান্য করে, সে তো অগ্রাহ্যই করল।"
-সহীহ্ বুখারী, হাদীসঃ ৭২৮০, ফাত্‌হুল বারি, ভলিউমঃ ১৩, পৃষ্ঠাঃ ২৪৯

নবী ﷺ অপর একটি বার্তায় আনুগত্য এবং ঈমান সম্পর্কে বলেছেন,

ذاق طعم لإيمان من رضى با لله رباً و بالإسلام ديناً و بمحمد نبياً و رسولاً

"ঈমানের প্রকৃত সুমিষ্টতা/স্বাদ শুধু সে ব্যক্তিই পাবে যে, রব হিসেবে আল্লাহ্‌র প্রতি, দ্বীন হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং নবী ও রসূল হিসেবে মুহাম্মাদ-এর প্রতি সন্তুষ্ট।"

-সহীহ্ মুসলিম, ইমান নাওয়ায়ি এর শার্‌হ-সহ, ভলিউমঃ ০২, পৃষ্ঠাঃ ০২

শ্রদ্ধেয় শাফি'ঈ 'আলিম, শাইখ-উল-ইসলাম 'আল্লামাহ্‌ ইমাম আবূ যাকারিয়্যাহ্‌ মুহয়ি উদ্‌-দ্বীন আন্‌-নাওয়ায়ি رحمه الله, এই হাদীসটি নিম্নোক্ত আকারে ব্যাখ্যা করেছেন,

"এই হাদীসের অর্থ হল, শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই কামনা করা, শুধুমাত্র ইসলামের পথেই অগ্রসর হওয়া এবং শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারী'য়াহ-এর উল্লেখকৃত পথেরই অনুসরণ করা, আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কেউ-ই এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তবে সে ইতিমধ্যেই তার দিলে/অন্তরে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে।" [১৭]

আবূ হুরাইরাহ (রদিঃ)-হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন,

فو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده

"সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাদের কেউ-ই ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের পিতা-মাতা অথবা সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা আমাকে অধিক ভালবাসবে।"
-সহীহ্ আল-বুখারী, হাদীসঃ ১৪, সহীহ্ মুসলিম, হাদীসঃ ৪৪ ও ৭০

عن أنس τ قال النبي ρ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده و الناس أجمعين

আনাস ইব্‌ন মালিক (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন,
"তোমাদের কেউ-ই ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাদের কাছে তাদের নিজেদের পিতা-মাতা বা সন্তান-সন্ততি এবং সমগ্র মানবজাতি অপেক্ষা অধিক প্রিয় হব।" [১৮]

এভাবে, যদি আমরা রসূল ﷺ-এর উপর ঈমান রাখি, তবে তা সাথে সাথেই এই দাবী করে যে, আমাদের তার শারী'য়াহ-এর অনুসরণ করতে হবে। আমরা যদি তা না করি, তবে আমরা তাদের মতই হব যাদের কোন ঈমান

---

[১৭] সাহীহ্ মুসলিম, ইমাম নাওয়ায়ি এর শার্‌হ-সহ, ভলিউমঃ ০২, পৃষ্ঠাঃ ০২

[১৮] সাহীহ্ আল-বুখারী, হাদীসঃ ১৪, সাহীহ্ মুসলিম, হাদীসঃ ৪৪ ও ৭০

নেই (কাফির), যেমন নবী ﷺ উপরোক্ত হাদীসে বলেছেন। এই শিক্ষাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ছিল, যে কারণে এমনকি 'উমার (রদিঃ)-কেও সংশোধন করা হয়েছিল,

أن عمر بن الخطاب τ قال يا رسول الله و الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال و الذي بعثك بالحق لأنت أحب إلى من نفسي قال الآن يا عمر

'উমার ইব্‌ন আল-খত্তাব (রদিঃ) বলেছিলেন, *"হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্‌র কসম, নিজেকে ছাড়া আর সবকিছুর চাইতে আমি আপনাকে অধিক ভালবাসি।"* তিনি ﷺ বললেন, *"না, হে 'উমার! এটা ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমার কাছে তোমার নিজের চাইতেও অধিক প্রিয় হব।"* 'উমার (রদিঃ) বললেন, *"সেই সত্ত্বার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আপনি আমার কাছে আমার নিজের চাইতেও অধিক প্রিয়!"* তিনি ﷺ বললেন, ***"এখন, হে 'উমার (তুমি ঈমান এনেছ) ।" -সহীহ্‌ আল বুখারী, কিতাব উল-ঈমান, হাদীসঃ ৬৬৩২.***[১৯]

প্রকৃতপক্ষে, রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করা একটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যে, আপনার কোন ঈমান থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তার উপর সেইভাবে ঈমান আনেন যেভাবে তিনি বলেছেন। কারণ, যদি কেউ রসূল ﷺ-কে অথবা রসূলগণ عليهم السلام-দের অস্বীকার করে, তবে সে তার সাথে সাথেই রসূলগণ যে সকল কিতাব অনুসরণের জন্য প্রদান করেছিলেন, সেগুলোকেও অস্বীকার করল। আর যদি সে কিতাবসমূহ অস্বীকার করে, তবে সে এর সাথে কিতাব বহনকারী মালাইকাহ্‌ (ফিরিশতাদের)-কেও অস্বীকার করল, তাহলে এর সাথে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালাকেও অস্বীকার করা হল, কারণ তিনিই মালাইকাহ্‌ (ফিরিশতাদের)-কে নির্ধারিত কিতাব নির্ধারিত নবীর কাছে বহন করে পৌছে দেওয়ার আদেশ করেছেন, যেন তা মানুষেকে পথপ্রদর্শন করে। এভাবে, আমরা এখানে বুঝতে পারি যে, আবুল ক্বসিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্‌ ﷺ, যিনি সর্বশেষ নবী এবং যিনি সবচাইতে বেশী ইবরহীম عليه السلام এর সদৃশ, তার ব্যাপারে অবজ্ঞা-অবহেলা, দ্বিধা-ইতস্তত, বাগাড়ম্বর ইত্যাদি করা কুফ্‌র হয়ে যেতে পারে, যা একজনকে ইসলাম হতে বের করে দেয়।

একারণে, আমরা এই শ্রেষ্ঠ মানব ﷺ-এর আনিত বার্তায় সর্বাত্মক মনযোগ দেই, যখন তিনি বলেন,

و الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت و لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار

"সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে রয়েছে মুহাম্মাদ-এর প্রাণ, এই ইহুদী বা নাসারা-দের উম্মাহ্‌-এর মাঝে এমন কেউ-ই নেই, যে আমার কথা শুনে এবং আমি যা কিছু সহকারে প্রেরিত হয়েছি তা অস্বীকার করে এবং মৃত্যুবরণ করে, এ ব্যতীত যে সে আগুনের অধিবাসী হবে।"

---

[১৯] এভাবে এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যার ফলে, প্রকৃতপক্ষে নবী ﷺ যা প্রদান করেছেন তার দ্বারাই সন্তুষ্টচিত্তে মানুষের মাঝে বিচার করা, শাহাদাতের একটি শর্ত।

-সহীহ মুসলিম, আন-নাওয়ায়ি এর শারহ-সহ, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ১৮৬

আল্লাহু আকবার! যদি রসূল ﷺ-এর নাবুয়্যাতকে অস্বীকারকারী অমুসলিমদের প্রতি রসূল ﷺ এ ধরনের শাস্তির ঘোষণা দিয়ে থাকেন, তাহলে তাদের কি হবে যারা নিজেদের মুসলিম হওয়াকে সমর্থন করে, অথচ তার প্রদর্শিত পথকে অস্বীকার করে?

আর সবশেষে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي و لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون

"হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! কখনো নিজেদের আওয়াজ নবীর আওয়াজের ওপর উঁচু কোরো না এবং নিজেরা যেভাবে একে অপরের সাথে উঁচু (গলায়) আওয়াজ কর, নবীর সামনে কখনো সে ধরনের উঁচু আওয়াজে কথা বোলো না যে তোমাদের সমস্ত কাজকর্ম (এ কারণেই) বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা তা জানতেও পারবে না।" -সূরা আল-হুজুরাতঃ ০২

যদি নিজেদের গলার আওয়াজ, নবী ﷺ-এর আওয়াজের উপরে তুললেই তা একজন বুঝতে পারার পূর্বে তার সকল 'আমালকে বরবাদ করে দিতে পারে, তবে তাদের কি হবে যারা তার শারী'য়াহ-কে অস্বীকার/অগ্রাহ্য করে? তার ﷺ বিচার-বিধান ও হিদায়াত-কে অন্য কোন সিস্টেম বা শাসনতন্ত্র-এর জন্য এক কোণে সরিয়ে রাখার ফলাফল কিরূপ হতে পারে? আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা আমাদের সতর্ক করেছেন,

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসো, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ্‌ তোমাদের ভালবাসবেন…"-সূরা আলি ইম্‌রনঃ ৩১

সুতরাং, শুধু একথা বলা যে, আমরা রসূল ﷺ-কে ভালবাসি, যথেষ্ট নয়। যেকোন ধরনের প্রামাণিক আনুগত্য ও ভালবাসার পূর্বশর্ত হল, একান্ত আনুগত্য।

শারী'য়াহ দ্বারা শাসন এবং ইসলামের সাথে সন্তুষ্ট থাকার সম্পর্ক

যখন কেউ কোন বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়, তখন তার সেই বিশ্বাসের প্রতি উৎসর্গপরায়নতা দেখে সহজেই তার এই ব্যাপারে কর্তব্য/নিষ্ঠা/আনুগত্য বুঝা যায়। যে ব্যক্তি সোস্যালিজম-এর সমর্থক, সে এর জন্য সংগ্রাম করবে এবং তার সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করবে, একটি ফলপ্রসূ সোস্যালিস্ট স্টেইট (সাম্রাজ্য) দেখার জন্য। যে কেউ নিজেকে একজন সোস্যালিস্ট দাবী করে, অথচ সোস্যালিজম-ই শাসন করুক, এমনটি চায় না, তাকে খুব সহজেই একজন ভন্ড/মুনাফিক্ব বা তার কাজের প্রতি অনুৎসর্গপরায়ন হিসেবে শনাক্ত করা যায়।

ধার্মিক ইহুদীদের ব্যাপারেও ঠিক একই কথা বলা যায়। তাদের ধর্মগ্রন্থের দিকে তাকিয়ে, একজন অতি ধার্মিক ইহুদী একটি 'তোরাহ্‌' (তাওরাহ্‌) ভিত্তিক স্টেইট (সাম্রাজ্য)-ই কল্পনা করে এবং তার সকল প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগের দ্বারা

এর প্রতিষ্ঠা হোক এমনটাই আশা করে। যেকোন অতি ধার্মিক ইহুদী যে তার ধর্মের প্রতি অনুভূতিপ্রবণ, সে এটাই চাইবে যেন তার দ্বীন সকল কিছুর উপর কর্তৃত্বশীল হয় এবং এটিকে যেন অবমানিত করা না হয় এবং কারোও কাছে যেন এটি দ্বিতীয় সর্বোত্তম হিসেবেও উপস্থাপিত না হয়।

মুসলিমরাও এই একই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পড়ে যায়, যখন তাদের ইসলামের প্রতি ভালবাসার বিষয়টি আসে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি মুসলিমদের একটি নিছক মতামতের উপর ভিত্তি করে তাদের থেকে উৎপত্তি লাভ করেনি, বরং এটা হল আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কথা/ঘোষণা, যার থেকে আমরা এই মত্‌ গ্রহণ করি,

هو الذي أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون

"তিনিই সেই, যিনি তার রসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন তা সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী এবং কর্তৃত্বশীল হয়, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ/ঘৃণা করে।"-সূরা আস্‌-সফ়ঃ ০৭

আল 'আল্লামাহ্‌ শাইখ উল-ইসলাম ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌ আল-হান্‌বালী رحمه الله-ও শারী'য়াহ ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন,

"ইসলাম মানে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করা। সুতরাং, যে কেউ আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারোও কাছেও আত্মসমর্পণ করে, সে একজন মুশরিক। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে না, সে উদ্ধত, যার ফলে সে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করে না। মুশরিকদের দল এবং এই উদ্ধতদের দল উভয়েই কাফির। একমাত্র আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করাও, আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণের অন্তর্ভুক্ত। এটাই দ্বীন ইসলাম এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা এটি ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। যেকোন সময়ে আপনার উপর আল্লাহ্‌র যে আদেশ তার আনুগত্য করার মাধ্যমেই তা সম্পন্ন হয়।" -মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ০৩, পৃষ্ঠাঃ ৯১

উপরে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা যা বলেছেন এবং সেই সাথে অন্যতম একজন হক্ব আলেমের উক্তি থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, ইসলাম এবং শারী'য়াহ সরাসরি সম্পর্কিত। যদি কেউ শারী'য়াহ প্রয়োগ করে, তবে এটা এ কারণেই যে, সে নির্ভেজালভাবে ইসলামে বিশ্বাস করে, উপরোক্ত আয়াতকে সে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে এবং সে চায় যেন, সবসময়ই যেন এই আয়াতের দাবী পূর্ণ করা হয়। যদি কেউ শারী'য়াহ না চায় অথবা আল্লাহ্‌র আইনের বদলে অন্য কারোও আইন কামনা করে, তবে সে একজন বিশ্বাসঘাতক এবং তার আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারোও প্রতি আনুগত্য হল শির্‌ক।

আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌ ওয়াল-জামা'আহ্‌-এর ইমাম, শাইখ আবূ 'আব্দুল্লাহ্‌ আহ্‌মাদ ইব্‌ন হান্‌বাল আশ্‌-শাইবানি[২০] رحمه الله, সূরা আত্‌-তাওবাহ্‌-এর ৩১নং আয়াতের তাফসীর দেওয়ার সময় এই পয়েন্টটি প্রমাণ করেছেন,

---

[২০] হিজরী ১৬৪-২৪১, খ্রীষ্টাব্দ ৭৮১-৮৫৫। এই মহান ইমাম আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আহ্‌ এর ইমাম হিসেবে পরিচিত এবং মু'আতাসিম ও মা'মুন-মু'তাজিলা গভার্নমেন্টগুলোর বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহের জন্য পরিচিত, যখন ক্বুরআন-এর অসৃষ্ট ওহী হওয়া, আক্রমণের মুখে পড়েছিল। যদিও মুসলিম বিশ্বে তার 'স্কুল অফ থট' সবচেয়ে ছোট, তবুও এটিকে মর্যাদা দেওয়া হয় এর তাওহীদের পরিভাষার জন্য। তিনিই সর্বপ্রথম পরিভাষাগত শব্দাবলি, যেমনঃ রুবূবিয়্যাহ, উলূহিয়্যাহ-ইত্যাদির সূচনা করেছেন। আর হান্‌বালী

اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله

“ ‘তারা তাদের রাব্বি (‘আলিমদের) এবং পীর-দরবেশদের আল্লাহ্‌র পাশাপাশি রব বানিয়ে নিয়েছে…’-সূরা আত্‌-তাওবাহঃ ৩১

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারোও আনুগত্য করা শির্‌ক।

قال قلت إنهم لم يعبدوهم فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال و حللو لهم الحرام فاتبعهم فذلك عبادتهم إياهم

আদি ইব্‌ন আবী হাতিম (রদিঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘সত্যি, তারা তাদের ‘ইবাদাত করত না।’ নবী ﷺ বললেন, ‘অতি নিশ্চিতভাবেই তারা তা করেছিল। তারা হারামকে তাদের জন্য হালাল করেছিল এবং হালালকে তাদের জন্য হারাম করেছিল, অতঃপর তারা তাদের আনুগত্য করেছিল। সুতরাং, এভাবেই তারা তাদের ‘ইবাদাত করেছিল।’

এই হাদীসটি বলছে যে, যদি তারা আনুগত্য করে, তবে তা শির্‌ক। এখানে এমন কোনকিছুর উল্লেখ নেই যে, তারা ‘বলেছিল’ যে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি তারা রব।

মুসলিমের চিহ্ন যে, সে একজন প্রকৃত মুসলিম এবং সে তার ইসলামের ব্যাপারে সন্তুষ্ট, হল, যদি আল্লাহ্‌ শাসন করেন বা হুক্‌ম করেন বা নিষেধ করেন, তবে তার অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তার অন্তরে কোন তিক্ততা/ নেই, এবং সে সম্পূর্ন আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য করে, যদিও তা তার চিন্তা-খেয়াল এবং স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় অথবা তা তার শাইখ বা দলের বিরুদ্ধে যায়।”[২১]

আহ্‌মাদ ইব্‌ন হান্‌বাল رحمه الله-এর কথা থেকে তৎক্ষনাৎ ব্যাপক সুফল আহরণ করা যায়। আমরা স্বল্প কয়েকটি সুফলে মন্তব্য করব। আমরা তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব যারা ইসলামের দাবী করে, কিন্তু ইসলামের সাথে শারী‘য়াহ-এর সম্পর্ক তৈরীতে অস্বীকৃত জ্ঞাপন করে। যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আইনের আনুগত্য করে, কিন্তু মুসলিম হবার দাবী করে, তারা ৩টি শ্রেণীতে পড়ে,

১। হয় তারা অস্বীকার করে যে, আইন-কানুন এবং রাজনীতিও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত অথবা তারা মনে করে যে, ইসলাম শুধুমাত্র এমন এক ‘ইবাদাত সম্পর্কিত বিষয়, যার সাথে শাসনের কোন সম্পর্ক নেই। তারা হল কাফির। এরা হল সেসব সেকুলার/বস্তুবাদী মানসিকতাসম্পন্ন লোক, যারা মুসলিম হবার দাবী করে এবং একইসাথে এই ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করে যে, অন্যান্য সামাজিক পদ্ধতি-এর ইসলামের পাশাপাশি অবস্থান করার অধিকার রয়েছে, যেমনঃ সোস্যালিজম, কমিউনিজম ইত্যাদি।

’আলিমগণই তাওহীদের অন্যান্য পরিভাষাবলি পরিচয় করিয়েছেন, যেমনঃ হাকিমিয়্যাহ (আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা), আল-আসমা ওয়াস্‌-সিফাত (নামসমূহ ও বৈশিষ্টাবলি), উসূল উত্‌-তাওহীদ (তাওহীদের মূলনীতি) এবং আরোও অনেক। ইমাম আহ্‌মাদ তার বিশাল কাজ ‘মুসনাদ’ এর জন্য দায়ী এবং ১০ লক্ষ্য হাদীস মুখস্তকারী হিসেবে পরিচিত।

[২১] মাদারিজ-উস্‌-সালিকিন, ভলিউমঃ ০২, পৃষ্ঠাঃ ১১৮

২। তারা স্বীকার করে যে, ইসলাম শারী'য়াহ এবং রাজনীতি সম্পর্কিত সকল বিষয় বহন করে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। এসব লোকেরা হল 'যানাদিক্বা'[২২] (কুফ্ফার) ।

৩। তারা মনে করে যে, ইসলাম যথেষ্ট। কিন্তু তারা এর দ্বারা শাসন করতে যাবে না। তারা শাসকের কারণে শারী'য়াহ ছেড়ে দিবে। তারা হল কুফ্ফার বি-ইখতিলাফ উল-'উলামা ('উলামাদের মধ্যে কিছু মত্পার্থক্য সহকারে)।

শারী'য়াহ এবং হুক্ম (বিচার) -এর ফিক্বহ (বিচক্ষণতা)

আসলে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার হুক্ম কি??

হুক্ম[২৩]-এর ৩টি পয়েন্ট রয়েছেঃ

১/ *আইন প্রণয়নঃ* কোনটি হালাল ও কোনটি হারাম, তা সংজ্ঞায়িত করা। এটা একমাত্র আল্লাহ্র অধিকার/হাক্ব। যে কেউ-ই এই স্তরে ঘাঁটাঘাঁটি করে, সে নিঃসন্দেহে **বড় শির্ক** করেছে।

إن الحكم إلا لله

"আল্লাহ্ ছাড়া কারোও বিধান দেবার/আইনপ্রণয়নের অধিকার নেই"

-সূরা ইউসুফঃ ৪০

২/ মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার/শাসন করাঃ

ক. ***সবসময়*** আল্লাহ্র আইন ছাড়া বিচার করা। এটা হল শারী'য়াহ প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে। এই ব্যক্তি হল কাফির।

খ. দুনিয়ায় কোন লাভের জন্য ***কখনো কখনো*** আল্লাহ্র আইন ছাড়া বিচার করা, কিন্তু শারী'য়াহ আইন অক্ষুন্ন রয়েছে। এই ব্যক্তি তবুও মুসলিম এবং তার উপর ইব্ন 'আব্বাস (রদিঃ)-এর বিধি প্রযোজ্য।

---

[২২] যিন্দিক্ব হল সেই ব্যক্তি যে বড় কুফ্র বলে অথবা করে, এবং যখন তাদের কাছে সংশোধন উপস্থাপণ করা হয়, তারা তা অস্বীকার করে যে, এরূপ উক্তি সে কখনো করেছে। এ ধরনের লোককে হত্যা করা উচিৎ, যদিও তারা তাওবাহ্ করে অথবা বলে যে সে তাওবাহ্ করেছে। এটা হল এই উম্মাহ-এর ঐকমত্য অনুসারে। মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ২৮ দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

[২৩] হুক্ম শব্দটি আক্ষরিক মূল 'হাকামা' থেকে এসেছে, যার অর্থ হল 'বিচার করা, আইন প্রণয়ন করা, মধ্যস্থতা করা, কোন বিষয়ের বিচার করা। শারী'য়াহ অনুসারে আইনপ্রণয়ন বিষয়টি শুধু আল্লাহ্ সুবাহানাহু তা'আলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই আমরা যখন এমনসব আয়াত দেখি, যা হুক্ম ও আল্লাহ্ শব্দাবলিকে উল্লেখ করছে, তখন এর মানে হল সেই আয়াতটি আইনপ্রণয়ন বিষয়ক/সম্বন্ধীয়। আর যখন কোন আয়াত মানুষের উল্লেখ করছে এবং হুক্ম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তখন এর মানে হল এই আয়াতটি বিচার করা বিষয়ক। এর কারণ হল, ক্বুরআন-এ মানুষকে কখনোও আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেওয়া হয়নি, বরং তার দুনিয়ার সকল কার্যকলাপে ব্যবহারের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা যা নাযিল করেছেন, তা দিয়ে বিচার করার অধিকার দিয়েছে।

৩। বাস্তবায়ন/কার্যকরণঃ পুলিশ ফোর্স এবং নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ এই স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। এই মানুষদের ক্ষেত্রে নিয়ম-বিধি হল, এদের মধ্যে কতক কাফির এবং কতক মুসলিম যারা কুফ্র দুনা কুফ্র (একটি ছোট কুফ্র) করেছে। এরা একটি **কুফ্র গোষ্ঠী**। তারা আইনপ্রণয়ন করছে না কিংবা বিচারকার্যও করছে না, কিন্তু তারা এমন গোষ্ঠীর অন্তর্গত যারা কাফির আইন কার্যকর করে। তারা বিদ'ঈ আইনকে ওজনদার করে এবং এর জন্য আত্মত্যাগ করে। তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরেরই নিকটে অবস্থান করছে।

আল্লাহ্‌র শাসন এবং পৃথিবীতে শাসক-এর মধ্যে সম্পর্ক

আমরা জানি যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা আদাম ﷺ-কে আদেশ করেছেন পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং প্রত্যেক জাতির নিকট তিনি প্রয়োগ করার জন্য শারী'য়াহ পাঠিয়েছেন তার রসূল ﷺ-দের মাধ্যমে, যারা তার আদেশানুসারে প্রেরিত হয়েছিলেন, যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন,

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها و لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون

"অতঃপর আমি আপনাকে সম্পূর্ন আদেশ থেকে একটি শারী'য়াহ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, অতএব আপনি এর অনুসরণ করুন এবং মুর্খদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।"-সূরা আল-জাসিয়াহঃ ১৮

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা নবী ﷺ ব্যতীত কোন সাধারণ ব্যক্তিকে তার শারী'য়াহ-এর তত্বাবধান বা প্রয়োগের জন্য নিযুক্ত করেননি। এভাবে, সকল নবীগণ ﷺ-এর গত হওয়ার পর (যারা ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে ছিলেন), এটা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্যে পরিণত হয়েছে যে, তারা যেন সমন্বিত হয়ে শারী'য়াহ দ্বারা শাসন করে। যারা এই সমন্বিত গোষ্ঠীকে শাসন করে, তাদের বলা হয় 'যাদের শাসন করার অধিকার আছে এমন সকল মানুষ'। এই কারণে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা তার সৃষ্টিকে তার জন্য/ওয়াস্তে শুধুমাত্র একজন শাসকের আনুগত্য করতে বলেননি।

يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ফয়সালার অধিকারী"-সূরা আন্-নিসাঃ৫৯

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা একটি গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন যাদের কাছে শারী'য়াহ আমানতস্বরূপ দিয়ে বিশ্বাসস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেননি যে, ***"আর তোমাদের মধ্যকার শাসক।"*** তিনি বলেছেন, ***"তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ফয়সালার অধিকারী।"*** তিনি আরোও বলেছেন,

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا و الربانيون و الأحبار بما

“নিশ্চয়ই আমরা নাযিল করেছিলাম তাওরাত, যাতে ছিল হিদায়াত এবং নূর। এ তাওরাতের মাধ্যমে ইহুদীদের ফয়সালা দিত আল্লাহ্‌র অনুগত/আত্মসমর্পণকৃত নবী, দরবেশ ও ‘আলিমগণ।”-সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৪

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা এরপর বলেছেন যে, তাওরাত যাদের উপর নাযিল করা হয়েছিল, তাদেরকে সে অনুসারে শাসন করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি একজন ব্যক্তির কথা বলেননি, বরং আল্লাহ্‌ এই শাসনকে **মানুষের সমষ্টির** কাছে আমানতস্বরূপ দিয়েছিলেন, **একজন ব্যক্তির** কাছে নয়। কারণ, একগুচ্ছ মানুষ নির্ভুল হয়, যখন তারা সমষ্টি আকারে থাকে।

রসূল ﷺ বলেছেন,

إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة و يد الله على الجماعة

“নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'য়ালা কখনো আমার উম্মাহ্‌-কে ভ্রষ্টতার উপর সমবেত করবেন না এবং আল্লাহ্‌র হাত জামা‘আহ্‌-এর উপরে।” [২৪]

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন, ***“আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রসূলের।”*** আল্লাহ্‌ একথা বলেননি যে, **তাদের আনুগত্য কর, যারা তোমাদের মধ্যে ফয়সালার অধিকারী।** বরং তিনি বলেছেন, **এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ফয়সালার অধিকারী।** আল্লাহ্‌ তা'য়ালা **‘আনুগত্য’** শব্দটি পূর্বের দু'টি উক্তির ন্যায় ব্যবহার করেননি। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা নিছক **‘এবং’** শব্দটি ব্যবহার করেছেন কারণ, এটা যারা শাসন করছে তাদেরকে নির্ভুল করবে এবং একটি পথপ্রদর্শনের উৎস হবে। কিন্তু, যারা শাসন করছে, তাদের কোন পথপ্রদর্শনের উৎস নেই, যতক্ষণ না তারা তাদের অনুসরণ করে যাদের ক্ষেত্রে **‘আনুগত্য’** শব্দটি আয়াতের শুরুতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার জন্য এবং এরপর রসূল ﷺ-এর জন্য। এভাবে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা বলছেন যে, তোমরা শুধুমাত্র তখনই তোমাদের মধ্যে যারা ফয়সালা করে তাদের আনুগত্য করবে, যখন তারা পবিত্র কর্তৃপক্ষ [আল্লাহ্‌ (আল-ক্বুরআন) ও তার রসূল ﷺ (সুন্নাহ্‌)]-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে। যখন তারা সম্পর্কযুক্ত থাকে না, যেহেতু তারা নির্ভুল নয়, তাদের প্রতি আর কোন আনুগত্যই থাকবে না।

---

[২৪] ইব্‌ন ‘উমার হতে বর্ণিত হয়েছে আত্‌-তিরমিযিতে। এই হাদীসটি আরোও উল্লেখকৃত হয়েছে সুনান ইব্‌ন আবী ‘আসিম, তাবারানী, আল-হাকিম, আল-বাইহাক্বি, এবং মিশকাত, উত্তম বর্ণনাসহ।

ঠিক এই কারণেই, যদি কোন শাসক ইসলামের সাথে অন্য কোন দ্বীনকে এর অংশ করার সীদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এটা আমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা যেন শারীরিকভাবে উঠে পড়ে এবং তাকে সরায়। এর কারণ হল, সে আর ঐ অংশের সাথে মানানসই নয় যে অংশে বলা হয়েছে, **এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ফয়সালার অধিকারী।** কারণ, সে ব্যক্তি ঐ কাজের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এ আয়াতটিকে পরিত্যাগ করেছে এবং সে নিজের দ্বীনত্যাগের মাধ্যমে ঐ আয়াতের প্রথমাংশে উল্লেখকৃত দু'টি দালীলের সাথে নিজের সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। যেসকল মানুষের শাসন করার অধিকার আছে, তাদের মানুষের ওয়াস্তে ফাতওয়া দেওয়া উচিত নয়, বরং তাদের উচিত একথা নিশ্চিত করা যে, তারা নিজেরা এবং অন্য যারা কর্তৃত্বে আছে, তারা যেন মুসলিমদেরকে সকল প্রকার অভ্যন্তরীন ও বহিরাগত শত্রু থেকে রক্ষা করে। যদি শাসক কোন কারণবশত কাফির হয়ে যায় কিংবা কাফিরদের জন্য মুসলিমদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে, এবং 'আলিমগণ অথবা যারা শাসন করার অবস্থানে আছেন তারা শান্তিপূর্ণভাবে ঐ শাসকের অপসারণ করতে ব্যর্থ হন, তবে তাদের অবশ্যই ইসলামিক আর্মিকে বলতে হবে, যেন তারা তাকে ইসলাম ও মুসলিমদের ওয়াস্তে অপসারিত করে। ইসলাম এবং মুসলিমদের-উভয়কেই যেকোন মূল্যে সবসময় সংরক্ষণ করতে হবে।

একই ব্যাপার প্রযোজ্য হবে যদি শাসক খ্রীষ্টান হয়ে যায় অথবা সে খ্রীষ্টানদের প্রতি অনুগত হয়ে যায়। যখন কর্তৃত্বে থাকা মানুষেরা এর প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, এবং ইসলামের শারী'য়াহ বিভাজিত হতে থাকে, তখন সমগ্র দেশ দার উল-হার্ব-এ পরিণত হয়। এর দুইটি পবিত্র স্থান অথবা জেরুজালেম হবার সাথে দার উল-হার্ব হবার কোন সম্পর্ক নেই, যেমন জেরুজালেম আজ দার উল-হার্ব, যেহেতু এটি ইহুদীদের হাতে রয়েছে এবং তা তাদের আইন দ্বারা শাসিত হচ্ছে।

ইসলামের বেশীর ভাগ 'আলিমগণ, যদিও সবাই নয়, যেকোন দেশ/ভূখন্ড যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার সম্পূর্ন শারী'য়াহ দ্বারা শাসিত হয়না, তাকে দার উল-হার্ব বলে ঘোষণা করেছেন, যা এই নীল গ্রহে অবস্থিত কোন যমিনের ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম নয়, যদিও তাতে অসংখ্য মুসলিম থাকে বা অগণিত মসজিদ থাকে। যেই নেতা ইসলামের শারী'য়াহ-এর আইনব্যবস্থাকে লংঘন/বিকৃত করে, তার প্রতিফল হল, শাসক, তার 'আলিমগণ, তার সৈন্যবাহিনী-সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ/লড়াই করতে হবে, ক্ষমতা থেকে হটাতে হবে এবং তারা মুসলিম ও ইসলামের বিরুদ্ধে যা করেছে তার জন্য তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। এই ধরনের রিদ্দাহ্কে বলা হয় বৃহত্তর এবং স্ফীত রিদ্দাহ্, যা সমগ্র উম্মাহ্-কে আক্রান্ত করে এবং ক্ষতিসাধন করে। এ ধরনের গোষ্ঠীগুলো পৃথিবীতে আল্লাহ্র শাসনের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে।

উপসংহারস্বরূপ বলা যায় যে, শাসক এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্র শাসনের মধ্যে সম্পর্ক হল, শাসক এই দায়িত্ব দিয়ে বাঁধা যে, সে 'আলিমদের সাহায্য নিয়ে এবং শারী'য়াহ-এর সম্পূর্ন প্রয়োগের মাধ্যমে পৃথিবীর তত্বাবধান করবে। যদি শাসক নিজস্ব শারী'য়াহ-এর প্রয়োগ করে অথবা শারী'য়াহ-এর পরিবর্তন সাধন করে, তবে বাকী মুসলিমদের তাকে সড়ানোর জন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, যেহেতু সে ভয়াবহ শির্ক আল-হাকিমিয়্যাহ্ করার মাধ্যমে মুরতাদ-এ পরিণত হয়েছে। আল 'আল্লামাহ্ শাইখ মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরহীম رحمه الله-এই বাস্তবতার কথা উল্লেখ করেছেন, যখন তিনি তার সময়কার বেশীরভাগ শাসকদের কথা বলছিলেন,

“এসব আদালত আজ ইসলামের বেশীরভাগ শহরকেন্দ্রে রয়েছে, আয়োজিত এবং প্রস্তুত, দরজাগুলো খোলা রয়েছে এবং মানুষেরা এগুলোতে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে। বিচারকেরা মানুষের বিচার করে এবং তাদের বিধান দেয়, যা সুন্নাহ্ এবং কিতাবের (ক্বুরআনের) সম্পূর্ন বিপরীত, যা স্থায়ীভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। এবং তারা (শাসকেরা/বিচারকেরা) এটিকে একটি বাধ্যতামূলক বিষয়ে পরিণত করেছে, এর প্রতিষ্ঠা করেছে এবং মানুষকে এর প্রতি বাধ্য করেছে। এরপর কোন কুফ্র (প্রশ্বস্ততা ও বিশালতার ব্যাপারে) এই কুফরের উপরে?” [২৫]

শাইখ উল-ইসলাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ رحمه الله, যখন একই বিষয়ের উপর মন্তব্য করছিলেন, তখন নিম্নোক্ত উপসংহার টেনেছেন,

“আমরা বলি যে, যে কোন গোষ্ঠী যা এমন যেকোন প্রকাশ্য অবিতর্কিত আইন থেকে বেড়িয়ে/বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যা মুসলিমদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন ব্যতীত হস্তান্তরিত হয়ে আসছে, তবে এরূপ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলিম ইমামদের (ইসলামিক আইনের স্কুলসমূহের নেতাগণ) ইজমা’ অনুসারে অবশ্য কর্তব্য। ব্যাপারটি এরূপই হবে, যদিও তারা দু’টি সাক্ষ্য আবৃত্তি করে।” [২৬]

’আলিমদের থেকে এবং অন্যদের থেকে যারা এসব আইনপ্রণেতাদের অনুসরণ করে, তাদের সাথে একমত পোষণ করে এবং তাদের আনুগত্য করে, তারা শির্ক আত্-তা‘আ করেছে এবং তারা মুশরিক। দলীল হলঃ

و إن أطعتموهم إنكم لمشركون

“...যদি তোমরা তাদের কথা মেনে চল/আনুগত্য কর, তবে তোমরাও মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।”-সূরা আল-আন‘আমঃ ১২১

আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্কের আরোও একটি দলীল হল,

اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله

“তারা তাদের রাব্বি (’আলিমদের) এবং পীর-দরবেশদের আল্লাহ্র পাশাপাশি রব বানিয়ে নিয়েছে...”-সূরা আত্-তাওবাহঃ ৩১

নিঃসন্দেহে যারা শারী‘য়াহ-এর প্রতিস্থাপন করেছে, তারা কাফির এবং অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আল ‘আল্লামাহ্ ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ رحمه الله, এ ধরনের বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কিরূপ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, সেই প্রসঙ্গে এই পয়েন্টটিতে জোর দিয়েছেন,

“মুরতাদরা, তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তা থেকে ফিরে যায় যা তাদেরকে মুরতাদ করেছে এবং তাদের মধ্য থেকে যে-ই লড়াই করে, তাকে হত্যা করা উচিত। এমনকি অধিকাংশের (জামহুর)

[২৫] তাহ্কিম আল ক্বওয়ানিন, পৃষ্ঠাঃ ০৭

[২৬] মাজমু‘আ ফাতাওয়া, ভলিউম ৪, বাব উল-জিহাদ

মতানুসারে তাদের মধ্য থেকে যারা লড়াই করে না, তাদেরকেও হত্যা করতে হবে, যেমনঃ বৃদ্ধ লোক, অন্ধলোক, খুবই দূর্বল লোক, তাদের মহিলারা ইত্যাদি।” [২৭]

“সুতরাং যদি তারা শাহাদাতাইন (দু'টি সাক্ষ্য) আবৃত্তি করে, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সলাহ্ পরিহার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সলাহ্ আদায় করে। আর যদি তারা যাকাহ্ দেওয়া পরিহার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলিমদের উপর অবশ্য কর্তব্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা যাকাহ্ দেওয়া শুরু করে। একইভাবে যদি তারা রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা পরিহার করে অথবা আল্লাহ্‌র প্রাচীন ঘরে হাজ্জ করা পরিহার করে, অথবা ঘৃণ্য-কাজসমূহ বা ব্যাভিচার বা জুয়া খেলা বা মদ খাওয়া বা এমন যেকোন কাজ যা ইসলামিক শারী'য়াহ দ্বারা নিষিদ্ধ/হারাম, তা নিষিদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়, অথবা যদি তারা জান, মাল, 'ইয্যাত, কার্যাবলির ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য এরূপ বিষয়াদি সম্পর্কিত ক্বুরআন ও সুন্নাহ্-এর আইন প্রণয়নে অস্বীকৃতি জানায়, অথবা যদি তারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা---যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহণ করে বা আত্মসমর্পণ করে জিযিয়াহ দেয়---থেকে বিরত হয়।” [২৮]

এসব দলীলসমূহ থেকে, এটা কি করে সম্ভব যে, যে ব্যক্তি জগৎসমূহের প্রতিপালকের একত্বের উপর ঈমান এনেছে, সে মানব শাসনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালাই আইন প্রণয়ন ও আইনের নির্দেশ তার সৃষ্টির প্রতি দিতে অধিক হাক্বদার, যারা সকলেই তার 'আব্দ/দাস/বান্দা?

বাই'আ এর বুঝ এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার চুক্তি

শারী'য়াহ-এর একটি বুঝ হল যে, শাসক এবং শাসিত মানুষ উভয়েই একটি চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। এই চুক্তির বিষয় হল শারী'য়াহ। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালাই চূড়ান্ত সাক্ষী, পবিত্রতাকারী এবং শাসনব্যবস্থার আইনপ্রণেতা,যা যতদূর বিস্তৃত বর্ণনা তার পথনির্দেশনা হতে পাওয়া যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা মানুষ, শাসক এবং শারী'য়াহ-এর মধ্যে সংযোগসাধনকারীরূপে কাজ করেন। কারণ তিনিই শারী'য়াহ-এর ডিজাইন করেছেন এবং নাযিল করেছেন এবং এটিকে তার সৃষ্টির জন্য অনুগত হবার জন্য শপথ/সাক্ষ্য-দানের মূল বিষয় বানিয়েছেন।

এছাড়াও আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা নিজেকে এবং শারী'য়াহ-কে মানুষের মাঝে সংযোগস্বরূপ বানিয়েছেন। তিনি সুবহানাহু তা'য়ালা মানুষকে অনুমতি দেন, মানুষ যেন তাদের মধ্যে একজন শাসক নির্দিষ্ট করে, যে তাদেরকে শারী'য়াহ অনুসারে শাসন করবে এবং শাসককে আদেশ দিয়েছেন, সে যেন মানুষকে তার আইন দ্বারা শাসন করে। এর মধ্যে, আর্-রহ্মান শাসককে অধিকার/ক্ষমতা দিয়েছেন যে, সে মানুষকে শাস্তি দিবে যদি তারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়, যখন সে শাসক কর্তৃত্বশীল রয়েছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা মানুষকে সতর্ক করেছেন যে, তারা যেন এমন শাসকের অনুসরণ না করে, যে শাসক শারী'য়াহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর আদেশ দেয় এবং তিনি সুবহানাহু

---

[২৭] মাজমু' ফাতাওয়া, ভলিউম ২৮, পৃষ্ঠা ৪১৪

[২৮] মাজমু'আ ফাতাওয়া ভলিউম ০৪, বাব উল-জিহাদ (জিহাদের অধ্যায়)

তা'য়ালা নেতাদের অন্ধ অনুসরণকে শির্ক নামকরণের মাধ্যমে একে তার অবাধ্যতা বলে ঘোষণা করেছেন। মানুষ এবং শাসকের মধ্যকার চুক্তিকে বলা হয় বাই'আ।

বাই'আ এর বিষয় হল শারী'য়াহ। উল্লেখিত এসব সম্পর্কসমূহকে একজনের সর্বাধিক গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করতে হবে। মানুষের পরস্পর মধ্যবর্তী সম্পর্ক তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লহ সুবহানাহু তা'য়ালা এবনং দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শারী'য়াহ।

আমাদের বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপন করে, যে কোন শাসক, যে শারী'য়াহ-এর ক্ষতিসাধন/বিকৃতিসাধন করে, তার প্রতি কোন আইনত বাই'আ কার্যকর থাকে না, যেহেতু সেই শাসক তার নিজের কাজের দ্বারা এই চুক্তি বাতিল করে ফেলেছে। ইসলামিক আইনানুসারে, তখন মানুষের এই শাসককে প্রতিস্থাপন করতে হবে, যাতে ন্যায়পরায়ণ শাসনব্যবস্থা জারি থাকে। যদি মানুষ তা করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং আর্মি ঐ শাসককে সমর্থন করে, তখন সমগ্র ভূখন্ড দার উল-হার্‌ব-এ পরিণত হয়, যা আল্লহ সুবহানাহু তা'য়ালা এবং তার সৃষ্টির মাঝে শত্রুতাকে উচ্চস্বরে ঘোষণা করে, তার সৃষ্টির অবাধ্যতার জন্য। আমানতদার 'আলিমদের উচিত এরূপ শাসককে মুরতাদ বলে ঘোষণা করা এবং ঐ শাসকের গোষ্ঠীকে আল্লাহ্‌র প্রতি শত্রুতাপোষণকারী গোষ্ঠী বলে ঘোষণা করা, কিন্তু তাদের সবাই শত্রু নয়, বরং তাদের মধ্যে কতক নিছক পাপী।

যেসকল 'আলিমগণ উপযুক্ত মত/সীদ্ধান্ত দেন না, তারাও শত্রুতে পরিণত হবে, তাদের জ্ঞান বা তাদের দ্বীনি 'ইবাদাত-বন্দেগী থাকা সত্ত্বেও। তখন প্রত্যেক মুসলিমের উপর তার সামর্থ্য অনুসারে জিহাদ ফার্‌দ (বাধ্যতামূলক) হয়ে পড়বে, যতক্ষণ না ঐ স্টেইটটি (সাম্রাজ্য) একজন উপযুক্ত শাসকের সাথে ফিরে আসে এবং স্টেইটটি (সাম্রাজ্য) তার যথাযথ অবস্থায় ফিরে আসে। যারা জিহাদ করতে পারছে না বা মুজাহিদদের সাহায্য করতে পারছে না বা নিজের দ্বীন সংরক্ষণ করতে পারছে না, কিন্তু তাদের পক্ষে হিজরাহ্‌ করা সম্ভব, তাদের তখন তা-ই করা উচিত।

আজকের অবস্থা/উদাহরণ উপরে উল্লেখিত বিধানের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। বর্তমানে সকল শাসকগণ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আনুগত্যের শপথ ব্যতীত শাসন করছে। পৃথিবীতে 'উসমানী খিলাফাতের শাসনামলে এসব পরিস্থিতি সর্বপ্রথম আসে। যদিও এসব শাসকগণ ভুলের উর্ধ্বে ছিলেন না, তাদের ক্ষেত্রে এরূপ হয়নি যে, তারা শারী'য়াহ-কে প্রতিস্থাপিত করেছেন এবং আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তার পরিবর্তে অন্য কিছুর প্রয়োগ শুরু করেছেন। কিন্তু, যখনই ইজিপসিয়ান/মিশরীয়-দের অন্তরে জাতীয়তাবাদের আগুন জালিয়ে দেওয়া হল, এরপর আর খুব বেশী সময় লাগে নি সেই জাতির অভ্যুদয়/উদয় হতে যা নিজেকে সৌদি বলে সম্বোধন করে, 'উসমানী খিলাফাত যে পবিত্র বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এ সকল জাতিসমূহ তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। এই একই 'উসমানিয়্যাহ্‌ শাসকগণ ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের উপস্থিতির দূষণ থেকে হিফাজাত করেছিলেন। এছাড়াও তারা বর্ডার/সীমান্তরেখা সেসকল মুসলিমদের জন্য সম্পূর্ন খোলা রেখেছিলেন যারা দার উল-ইসলাম-এ হিজরাহ্‌ করার আশা পোষণ করে,

ইসলামের সম্পদ-ভান্ডার থেকে মানুষকে সাদাক্বা ও যাকাহ্[২৯] দিয়েছিলেন, এবং জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং রাশিয়ানদের ও অন্যান্য কাফির বিশ্বের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ করেছিলেন।

উপরে উল্লেখিত এই একই অবাধ্য ও অত্যাচারী জাতিসমূহ বহিরাগত শক্তিসমূহকে খিলাফাহ্-এর পতন ঘটাতে সাহায্য করেছিল এবং পৃথিবীতে ১৩০০ বছরের ন্যায়পরায়ণ সুবিচারের অবসান ঘটিয়েছিল এবং ত্বরিত গতিতে এগিয়ে নিয়েছিল ৭৫ বছরের পরিপূর্ণ বর্বরতা, যার সাথে 'তাতার'-দেরও তুলনা চলে না।

এসব লোকেরা, তারা শুধু ন্যায়পরায়ণ খলীফাহ্-দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রই করেনি, বরং তারা তাদের ক্ষমতা বলপ্রয়োগ করে দখল করেছিল। যেসকল মানুষ এই অবৈধ গভার্নমেন্ট-কে তাদের বাই'আ দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাদেরকে দমন করতে এই বল প্রয়োগ করা হয়েছিল। তারা যেভাবেই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তাদের শাসন অবৈধ, এবং ইমাম মালিক رحمه الله-এর ফাতওয়া এটা প্রমাণ করে।

মানসুর-এর কর্তৃত্বে আসার সময়, সে খিলাফাহ্-এর আসন জোর/জবরদস্তি করে দখল করেছিল, মানুষ বাই'আ দিতে চেয়েছিল আন্ নাফ্স উয্-যাকিয়্যাহ্ رحمه الله-এর কাছে, যিনি ইসলামিক স্টেইট (সাম্রাজ্য) শাসন করার জন্য সর্বাধিক হাক্বদার ছিলেন। যাহোক, লোকেরা যুক্তি দেখালো যে, এটা কি করে সম্ভব যখন তারা মানসুর এর কাছে ইতিমধ্যে বাই'আ দিয়ে ফেলেছে। এবং তারা নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর হাদীসটি বর্ণনা করল যে, যদি দুইজন খলীফাহ্ দেখা যায়, তবে দ্বিতীয়জনকে হত্যা করতে হবে, যে পরে উদিত হয়েছে[৩০]। ইমাম মালিক رحمه الله-এর ফাতওয়া ছিল যে, মানসুর এর কাছে তাদের বাই'আ হল সেরূপ, যেরূপ একজন লোককে বলপ্রয়োগ করে তার স্ত্রী-কে তালাক দিতে বাধ্য করা হয়। এই কারণে যে, এটা জোরপূর্বক করা হয়েছিল, এটা অসার/অকেজো/শূণ্য/ভিত্তিহীন। যখন মানসুর এই ফাতওয়া শুনলো, তখন সে ইমাম মালিক رحمه الله-কে নিয়ে আসলো এবং নির্দয়ভাবে অত্যাচার করল। তাকে এত অত্যাচার করা হয়েছিল যে, তিনি رحمه الله তার হাতের ব্যবহার হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তার হাত দু'টি পার্শ্বে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে তিনি সলাহ্ আদায় করতেন। এই কারণে আজকে, কিছু মালিকী এভাবে সলাহ্ আদায় করে, যদিও ইমাম মালিক رحمه الله কখনো এরূপ করার আদেশ করেন নি।[৩১]

---

[২৯] সাদাক্বা হল স্বেচ্ছাপ্রসূত দান যা দরিদ্রদের দেওয়া হয়, আর যাকাহ্ হল বাধ্যতামূলক দান।

[৩০] এই অনুচ্ছেদে, আমাদের এখনো কোন অধিকার নেই, বর্তমান শাসকদের সাথে মানসুর এবং আন-নাফ্স-এর তুলনা করার, কারণ তারা উভয়েই ছিল যুদ্ধরত খলীফাহ্, যা বর্তমান পরিস্থিতির ন্যায় নয়। সম্প্রতি যা হয়েছে তা হল, একজন খলীফাহ্ এবং একজন প্রতারকের মাঝে যুদ্ধ, যা 'উসমানিয়্যাহ্ এবং ইজিপ্ট ও সৌদি পরিবারের প্রতারক শাসকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। যাহোক, আমরা নতুন কোন নেতার কাছে বাই'আ দিতে আগ্রহী নই, যদি এসব শাসকগণ মুসলিমদের হিজরাহ্ করার জন্য বর্ডার/সীমান্তরেখা খুলে দেন, শারী'য়াহ প্রয়োগ করেন এবং কাফিরদেরকে ইসলামের ভূখন্ড থেকে বের করে দেন। আর শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে আমরা এই যুল্ম ছেড়ে দিতে পারি, যা তারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলন করে, তাদের ও আল্লাহ্র সুবহানাহু তা'আলার মাঝে। কিন্তু, যেকোন নিশ্চিত কুফ্রের ক্ষেত্রে, আমাদের দৃঢ় থাকতে হবে, যদিও সমগ্র উম্মাহ্-কে এর জন্য মৃত্যুবরণ করতে হয়, যেমন গর্তবাসীদের আত্মত্যাগ/কুরবানী-এর কথা বর্ণিত আছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তাদেরকে সে জন্য প্রশংসা করেছেন।

[৩১] বিস্তারিত তথ্যের জন্য, দয়া করে ইমাম মালিক رحمه الله-এর মুওয়াত্তা এর সূচনা দেখুন।

যদিও এই ফাতওয়া ১০০০ বছর আগে দেওয়া হয়েছিল, এটি আজকের দিনের জন্যও প্রযোজ্য। আমাদের বর্তমান শাসকদের সাথে কোন প্রকার চুক্তি নেই, তারা যত ইলেকশন/নির্বাচন-ই করুক না কেন এবং আমরা যা-ই বলি বা করি না কেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা তাদের কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা আমাদের পক্ষেও ন্যায়সঙ্গত নয়, যেহেতু আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

قاتلو هم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিত্‌নাহ্‌ (শির্‌ক)-এর অবসান হয় এবং দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হয়..."

-সূরা আল-বাক্বারাহঃ ১৯৩, সূরা আল-আনফালঃ ৩৯

শারী'য়াহ এবং তাওহীদ (একত্ববাদ)-এর সম্পর্ক

যখন আমরা ক্বুরআনের আয়াতসমূহের দিকে তাকাই, তখন এটা বুঝা খুবই সহজ যে, তাওহীদ এবং শারী'য়াহ-এর ব্যবহার পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। আমরা পূর্বের অধ্যায়ে এই বুঝ-কে জাগ্রত হতে দেখেছি। এবং, শারী'য়াহ-এর পরিভাষায়, সঠিক বুঝ হচ্ছে, তাওহীদের বিপরীত হল শির্‌ক, এভাবে তাওহীদের বিরুদ্ধে যাওয়া এবং এর ক্ষতিসাধন করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মুশরিক-এ পরিণত হয়। একইভাবে, আনুগত্য করা এবং চাকুরি করা বা দায়িত্ব পালন করা বা সেবা করাও তাওহীদের একটি অংশ, সুতরাং, যে কেউ হালাল ও হারামের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারোও আনুগত্য করবে, সে গয়রুল্লাহ (আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ/কিছু)-এর আনুগত্যকারী হিসেবে অপরাধী হিসেবে প্রতিপন্ন হবে, যা একটি শির্‌ক।

এভাবেই আমরা নিচের আয়াতটি বুঝে থাকি,

و إن أطعتمو هم إنكم لمشركون

"...যদি তোমরা তাদের কথা মেনে চল/আনুগত্য কর, তবে তোমরাও মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।"-সূরা আল-আন'আমঃ ১২১

আল হাফিয ইব্‌ন কাসীর رحمه الله এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন,

"যদি তুমি অন্য কারোও কথা/মত-অনুসারে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার আইন এবং তার শারী'য়াহ ত্যাগ কর, তবে এটি হল প্রকৃত শির্‌ক। যেহেতু আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

اتخذوا أحبار هم و ر هبانهم أر باباً من دون الله

'তারা তাদের রাব্বি ('আলিমদের) এবং পীর-দরবেশদের আল্লাহ্‌র পাশাপাশি রব বানিয়ে নিয়েছে...'- সূরা আত্‌-তাওবাহঃ ৩১

ইমাম তিরমিযি رحمه الله 'আদি ইব্‌ন আবী হাতিম (রাঃ)-এর ঘটনাটির ব্যাখ্যার দ্বারা এই আয়াতের তাফসীর করেছেন, যেখানে তিনি (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেছিলেন,

'হে আল্লাহ্‌র রসূল! তারা তো তাদের 'ইবাদাত করত না।' নবী ﷺ বললেন, 'অতি নিশ্চিতভাবেই তারা তা করেছিল। তারা হারামকে তাদের জন্য হালাল করেছিল এবং হালালকে তাদের জন্য হারাম করেছিল, অতঃপর তারা তাদের আনুগত্য করেছিল। সুতরাং, এভাবেই তারা তাদের 'ইবাদাত করেছিল।' "

-তাফসীর আল-ক্বুরআন আল-'আযীম, ভলিউমঃ ০২, এই আয়াতের তাফসীর অংশে

শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ্‌-শানক্বিতি رحمه الله, এই আয়াতের উল্লেখ করে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন,

"এভাবে এটি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা মুশরিক তাদের (যারা আইন প্রণয়ন করে) আনুগত্যের দ্বারা, এই শির্‌ক হল আনুগত্যের (তা'আ) ক্ষেত্রে, এবং এই প্রণীত আইনসমূহের অনুসরণে, যা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা যা প্রণয়ন করেছেন তার বিপরীত ও বিরোধী, এর প্রকৃতির স্বরুপই হল শাইতনের 'ইবাদাত।"

-আদওয়া' উল বাইয়ান তাফসীর ক্বুরআন বিল ক্বুরআন, ভলিউমঃ ০৪, পৃষ্ঠাঃ ৬৫

সূরা আত্‌-তাওবাহ্‌ এর সাথে এই আয়াতটি, আয়াত নং ৩১, সত্যিই দৃষ্টান্ত সহকারে পরিষ্কার আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্‌ক বুঝিয়ে দিয়েছে। যা এই আয়াতটিকে গুরুত্বপূর্ণ করেছে তা হল, আনুগত্য এবং ঈমান-দু'টি পরস্পরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত বিষয়। এই কারণেই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা শুধু তাদের ঈমানকেই বাতিল বলে ঘোষণা করেন নি, যারা আইনপ্রণয়ন করে, বরং, তাদের ঈমানকেও বাতিল বলেছেন, যারা স্বেচ্ছায় এসব আইনপ্রণেতার অনুসরণের মাধ্যমে বড় শির্‌ক করে।

ইমাম আল-ক্বসতালানী رحمه الله এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

"এটি প্রকৃতপক্ষে তা নয়, যাতে তুমি বিশ্বাস কর, বরং এটা হল তোমার দিল/অন্তর অনুসারে তোমার যা আছে। এটা তোমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস অনুসারে নয়, অথবা আইনের প্রয়োগ ও আনুগত্য ব্যতীত নয়। তোমার ঈমান/বিশ্বাস-এর নিদর্শন/চিহ্ন হল অনুসরণ ও আত্মসমর্পণ, তা না হলে এটা আত্মসমর্পণ নয়।" [৩২]

শাইখ উল-ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌ رحمه الله ব্যাখ্যা করেছেন যে, কেন আইনপ্রণেতার আনুগত্য না করা এত গুরুত্বপূর্ণ,

[৩২] ইরশাদ-উস-সারি, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৮২

"এটা জানা বিষয় যে, ঈমান হল গ্রহণ করা। ইক্বরার (মূলনীতির প্রতিষ্ঠা) হল এমনকিছু যে, তুমি অন্তর/দিল-এর আদেশ ও কাজে বিশ্বাস করেছ, যা হল আনুগত্য করা। এটা হল যা কিছু রসূল ﷺ দিয়েছেন তাতে ঈমান আনা, এবং তিনি ﷺ যা কিছু আদেশ করেছেন তার অনুসরণ করা। মানুষের উচিত, যখন সে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা-কে গ্রহণ করে, তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব করা, যার মানে হল তারা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা-কে ঘোষণা দেয় এবং তার 'ইবাদাত করে। আর কুফ্‌র মানে হল অবিশ্বাস করা, অনুশীলন না করা এবং অনুসরণ না করা, হয় তা বাতিল বলে ঘোষণা করার মাধ্যমে, বা ঔদ্ধত্য বা অস্বীকৃতি বা মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। বিশ্বাস করা বা অনুসরণ করা থেকে যা কিছু অন্তর/দিল-এ আসে না, সে একজন কাফির।" [৩৩]

শাইখ ইব্‌ন ক্বয়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ্‌ رحمه الله আমাদের জানিয়েছেন যে, ঈমান শুধু বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই হয় না, বরং এর থেকে সম্পাদিত কাজের উপর ভিত্তি করে হয়, যা আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে হয়,

"ঈমান শুধুমাত্র তা-ই নয় যা তুমি অন্তর/দিল দিয়ে বিশ্বাস কর, বরং এটা হল বিশ্বাস যার সাথে অবশ্যই অনুসরণ ও আনুগত্যের সম্মিলন ঘটে। হিদায়াহ্‌ (পথনির্দেশনা) মানে এই নয় যে তুমি সত্য জানো, বরং তুমি সত্য জানো এবং এর অনুসরণ কর।

বরং, হিদায়াহ্‌ (পথনির্দেশনা) এবং তাসদীক্ব (সত্যবাদিতা এবং খবরের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা) মানে হল, এটি জানা এবং এটির অনুসারে কাজ করা। যদিও কিছু মানুষ জ্ঞানকে হিদায়াহ্‌ বলে থাকে, এটা (জ্ঞান) প্রকৃত হিদায়াহ্‌ নয়, যা একজন মানুষকে সঠিক পথপ্রাপ্ত করে। আর সেই সাথে, যখন বিষয়ের (খবর) উপর বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয় আসে, এটা সেই বিশ্বাস নয়, যা ঈমানকেও অন্তর্ভুক্ত করে।" [৩৪]

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون با لله واليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا

"তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা প্রত্যর্পণ কর আল্লাহ্‌র প্রতি ও রসূলের প্রতি, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি। আর এটাই উত্তম এবং পরিণামে কল্যাণকর।"-সূরা আন্‌-নিসাঃ ৫৯

আল 'আল্লামাহ্‌ ইব্‌ন কাসীর رحمه الله এই আয়াতের তাফসীর-এ বলেছেন,

"আর এটা হল আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার পক্ষ থেকে আদেশ যে, এমন সবকিছু যা নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া/মতভেদ হয়, তা আমাদের ফিরিয়ে নেওয়া উচিত প্রকৃত বিষয় বুঝার জন্য এবং এটা দ্বীনের মূল বা শাখা-প্রশাখা, সবকিছুর জন্য প্রযোজ্য। এটা অবশ্যই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা, তার কিতাব এবং সুন্নাহ্‌-এর দিকে

---

[৩৩] আল-ঈমান আল-আওসাত, পৃষ্ঠাঃ ১৮০-১৮১

[৩৪] কিতাব উস-সলাহ্‌, ভলিউমঃ ০৯, পৃষ্ঠাঃ ২০

ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। যেহেতু আল্লাহ্ অপর আয়াতে বলেছেন, 'তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা প্রত্যর্পণ কর আল্লাহ্র প্রতি ও রসূলের প্রতি'।

যা কিছু ক্বুরআন এবং সুন্নাহ্ আইন করেছে এবং সাক্ষী দিয়েছে, সেই বিষয়টিই সত্য (হাক্ব) । সত্যের পর পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? এরপর আয়াতটি চলতে থাকে, 'যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহ্র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি'।" *-তাফসীর উল-ক্বুরআন আল-'আযীম, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৫১৮*

এভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার প্রতি আনুগত্য হল সর্বোচ্চ প্রধান বিষয়, যাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আইনের সীমানা অতিক্রম করা না হয় এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আদেশের পবিত্রতা কেউ লংঘন না করে, যা দ্বারা সমগ্র মহাজগৎ আদিষ্ট হয়েছে। যদি আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার রহ্মত এবং ক্ষমা প্রাপ্ত হতে চাই, আমাদের অবশ্যই কিতাব ও সুন্নাহ্-এর ভিত্তিতে একজন ন্যায়পরায়ণ নেতা নিযুক্ত করতে হবে। এরপর আমাদের অবশ্যই সেই শাসকের আনুগত্য করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আনুগত্য করে। যদি সেই নেতা কোনভাবে পদস্খলিত হয় বা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে আমরা তার বিষয়ে আর তার আনুগত্য করব না, যেহেতু তা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার প্রতি অবাধ্যতা সৃষ্টি করবে এবং আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

পাপের অধ্যায়

শির্ক, কুফ্র, নিফাক্ব, ফিস্ক্ব, যুল্ম এবং অন্যান্য সবকিছুর সম্পর্কে জানার সাথে সাথে আমরা কঠোর প্রচেষ্টা করব এটা জানার জন্য যে, কখন সীমা অতিক্রম হয়ে যায় এবং কিভাবে আমরা এসব কাজের সাথে জড়িয়ে যেতে পারি। যখন আমরা এটা বুঝতে পারব, তখন আমরা জানব যে, সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যখন আমরা একবার বুঝে ফেলব যে, সীমা অতিক্রম করা যাবে না, তখন আমরা প্রজ্ঞা লাভ করব এবং এসব পাপকর্ম রোধে আরোও শক্তিশালী হব, ইনশাআল্লাহ্। এই অধ্যায়ে আমরা কঠোর প্রচেষ্টা করব এই পাপকর্মগুলোর **বড় ধরন/শ্রেণীকে** পার্থক্য করার, যেগুলো আমাদেরকে দ্বীনের বহির্ভূত **করে** দেয় এবং অবশ্যই সেই সাথে পাপগুলোর **ছোট ধরন/শ্রেণী** সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করব, যেগুলো একজনকে দ্বীনের বহির্ভূত না করলেও সেগুলো বড় রকমের পাপকর্ম (কাবীরাহ্ গুনাহ) হতে পারে। প্রথমে আমরা সংজ্ঞা দিব যে, আভিধানিক অর্থে এবং শারী'য়াহ-এর পরিভাষায়, কুফ্র কি?

কুফ্র কি এবং কাফির কে?

আভিধানিক অর্থে কুফ্র (অবিশ্বাস) হলঃ এটা কোনকিছুকে আবৃত এবং আড়াল করছে। এমনসবকিছু যা কোনকিছুকে আবৃত করে রাখে, তাহলে এটি তার (আবৃত বস্তু/বিষয়) সাথে কুফ্র করেছে। আর এই অনুসারে, একজন চাষী/কৃষক-কে কাফির বলা যায়, কারণ সে মাটি দ্বারা বীজকে ঢেকে দেয়। যেমন, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

كمثل غيث أعجب الكفار نباته

"যেমন বৃষ্টির দৃষ্টান্ত, এর দ্বারা উৎপন্ন ফসল আনন্দ দেয় কুফ্ফারকে (কাফির এর বহুবচন)।"-সূরা আল-হাদীদঃ ২০

এর মানে হল, এটা চাষী/কৃষকের জন্য আনন্দদায়ক, এবং এই অনুসারে কৃষক/চাষী-এর কাফির নামকরণ করা হয়েছে। কারণ সে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার অনুগ্রহকে আড়াল করেছে। আল আজহারী বলেছেন,

"আর তার অনুগ্রহসমূহ হল তার তাওহীদের প্রমাণিত নিদর্শনাবলি। আর কাফিরটি যেসকল অনুগ্রহ আড়াল করেছে, সেগুলো হল আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার সেসকল নিদর্শন যা মানুষকে পার্থক্য করতে সক্ষম করে যে, সৃষ্টিকর্তা একজন, কোন শরীক ছাড়া। আর একইভাবে তিনি তার অনুগ্রহস্বরূপ তার রসূলদের পাঠিয়েছেন, অলৌকিক নিদর্শনসমূহ, কিতাবসমূহ এবং প্রচুর পরিষ্কার প্রমাণসমূহ সহকারে।

এভাবে, যে অনুগ্রহের প্রতি সত্যবাদী হয় না, এবং তা বাতিল/পরিত্যাগ করে, তাহলে সে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার অনুগ্রহের ব্যাপারে কাফিরে পরিণত হয়েছে, যার মানে হল সে তার নিজের থেকে অনুগ্রহকে আবৃত ও আড়াল করেছে।" [৩৫]

শারী'য়াহ-এর পরিভাষায় কুফ্রঃ এটা হল ঈমানের সম্পূর্ন হ্রাস পাওয়া এবং এটা ঈমানের বিপরীত। এটি হল মহাপরাক্রমশালী এবং মহামর্যাদাবান আল্লাহ্র প্রতি এবং তার অনুগ্রহের প্রতি অবিশ্বাস। আর এখানে দু'ধরনের কুফ্র আছে, **কুফরুন আকবার (বড় কুফ্র)** এবং **কুফরুন আসগার (ছোট কুফ্র)** । এই ক্ষেত্রে, একজন ব্যাক্তির আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার রহ্মত এবং অনুগ্রহকে নিজের বা অন্যদের থেকে আবৃত ও আড়াল করার কাজকে কুফ্র বলে।

কুফরুন আকবার (বড় কুফ্র), সাধারণভাবে এটা হল, আল্লাহ্, তার মালাইকাহ্, তার রসূলগণ, তার কিতাবসমূহ, আখিরাত এবং তাক্বদীর ও পূর্বনির্ধারিত বিষয়সমূহের ভাল ও মন্দ দিক-এগুলোর সবকয়টিতে অথবা এগুলোর যেকোন স্তম্ভে অবিশ্বাস করা। ঈমানের সম্পূর্ন বিপরীত কোনকিছু প্রকাশ করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যেমনঃ কথার দ্বারা, কাজের দ্বারা এবং কুফ্র বিশ্বাসের প্রকাশ, যা ঈমানকে বাতিল করে দেয়। তাছাড়াও, যদি কেউ ইসলামের স্তম্ভসমূহের অনুশীলন না করে, যেগুলোকে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা একজন ব্যক্তির জান, মাল ও 'ইয্যাত সংরক্ষণ করার জন্য প্রকাশ্য নিদর্শন বানিয়েছেন, তবে এটিও রিদ্দাহ্ (দ্বীনত্যাগ)-এর দিকে ধাবিত করে। আমাদের সময়ে অনেক মানুষই মনে করে থাকেন যে, কুফ্র হল শুধুমাত্র কথার দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, কিন্তু এটি আহ্ল উস-সুন্নাহ্ এর 'আক্বীদাহ্ নয়। বিভিন্ন প্রকারের কুফ্র আছে যেগুলো আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা ক্বুরআন এবং সুন্নাহ্-এ উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে কুফরুন আকবার (বড় কুফ্র) সংগঠিত হয় নিম্নোক্ত কুফ্রসমূহের দ্বারা,

---

[৩৫] লিসান উল 'আরবী-এর 'কুফ্র'-শব্দের অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১। **জুহুদঃ** এটা হল আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করা, হয় তা একজন নবী, একটি অলৌকিক ঘটনা, একজন ফিরিশতা অথবা একটি কিতাব যা ঔ নবীর দ্বারা পাঠানো হয়েছে। এটি ৩ প্রকার,

ক. ***জুহুদ আল-ক্বল্‌ব (হৃদয়/অন্তর/দিল-এর অস্বীকার করা),*** এটা বড় কুফ্‌র এবং এটা তাদের সাথে হয়ে থাকে যাদের নিজেদের হৃদয়/অন্তর/দিল-এর সাথে মন/দিমাগ-এর কোন সম্পর্ক নেই।

খ. ***জুহুদ আল-লিসান,*** যা হল নিদর্শনসমূহকে কথার মাধ্যমে অস্বীকার করা, যদিও হৃদয়/অন্তর/দিল সত্যকে মেনে নিয়েছে। এই অস্বীকার করাকে 'অহংকারের জুহুদ' বা আত্ম-অত্যাচার (জুল্‌ম)-ও বলে। এটা শাইতন অত্যাচারী শাসকদের ক্ষেত্রে সবচাইতে পরিচিত জুহুদ। ইজিপ্ট/মিশর-এর ফির'আউন এবং তার আর্মি ইতিহাসে জুহুদ আল-লিসান-এর বৃহত্তম উদাহরণগুলোর মাঝে অন্যতম।

فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلماً و علواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدون

"অবশেষে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ যখন তাদের কাছে পৌছলো, তখন তারা বললঃ এ তো সুস্পষ্ট জাদু। তারা অহংকারের সাথে এবং অন্যায়ভাবে নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান/অস্বীকার (জুহুদ) করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলেই বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?" -সূরা আন-নাম্‌লঃ ১৩-১৪

গ. ***জুহুদ আল-'আমাল,*** যেখানে কাজের মাধ্যমে জুহুদ হয়। এটা একটি ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যে কথার দ্বারা অস্বীকার করছে না, কিন্তু কাজের দ্বারা অস্বীকার করছে। যখন কেউ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যা বলেছেন তার সরাসরি বিরোধিতা/আপত্তি না করে বিপরীত কোনকিছুর ঘোষণা দেয়, তখন তা সম্পন্ন হয়। যখন কেউ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আদেশের সরাসরি বিরোধীতা/আপত্তি না করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তার বিপরীত কাজ করে, তখনও এটি সম্পন্ন হয়।

এর একটি উদারহরণ হল, একজন ব্যক্তি যে একজন শাসক এবং সে জানে যে, বিবাহিত ব্যক্তির ব্যাভিচারের শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড। কিন্তু, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার বিচারবিধান প্রয়োগ করার বদলে সে একটি আইন করল যে, ব্যাভিচারীদেরকে শুধুমাত্র জেলবন্দী করা হবে। যদিও সে স্বতন্ত্রভাবে এই আইনকে অস্বীকার করেনি, কিন্তু এই আদেশের বিপরীত কাজ করার মাধ্যমে সে অস্বীকার করেছে।

২। **তাকযীবঃ** এখানকার বিষয়টি হল, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার কথা, নিদর্শন বা ওয়াদার মধ্য থেকে কোনকিছুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করা, উদাহরণস্বরূপঃ বিচারদিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বা অস্বীকার করা।

এটি ৩ প্রকার,

ক. ***তাকযীব আল-ক্বল্ব,*** যেখানে হৃদয়/অন্তর/দিল সত্যকে প্রত্যাখ্যান/অস্বীকার করে।

খ. ***তাকযীব আল-লিসান,*** এর দু'টি রূপ রয়েছে,

১) এটা হল সরাসরি বিরোধিতা/আপত্তি করা, **কথা বলার** মাধ্যমে, যেমন একথা বলা যে, *"আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা এরূপ বলেছেন, কিন্তু তা সঠিক হতে পারে না।"*

২) এটা হল ইঙ্গিত/পরোক্ষভাব/আভাসের মাধ্যমে সাধিত তাকযীব। এর একটি উদাহরণ হল, যদি কেউ বলে থাকে, "আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন ক।" তখন তুমি জবাব দিলে যে, "না, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন খ।" মুশরিকরাও একই জিনিস বলেছে,

سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا و لا اباؤنا و لا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا

"অচিরেই মুশরিকরা বলেবেঃ আল্লাহ্ যদি চাইতেন তবে না আমরা শির্ক করতাম, আর না আমাদের বাপ-দাদারা শির্ক করত এবং না আমরা কোন কিছুকে হারাম করতাম। এরূপেই তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছিল।"

-সূরা আল-আন'আমঃ ১৪৮

و قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن و لا اباؤنا و لا حرمنا من دون من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين

"আর মুশরিকরা বলবেঃ যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে আমরা তাকে ছাড়া অন্য কোন কিছুর 'ইবাদাত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরাও করত না, আর তার আদেশ ব্যতিরেকে কোন কিছুকে হারামও করতাম না। এরূপই করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরা। রসূলদের দায়িত্ব তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌছে দেয়া।" ***-সূরা আন-নাহ্লঃ ৩৫***

গ. ***তাকযীব আল-'আমাল,*** একজন ব্যক্তি এমন একটি কাজ করছে যা প্রকাশ করছে যে সে অস্বীকার করছে। এর উদাহরণ ক্বুরআন-এর নিম্নোক্ত আয়াত হতে দেওয়া যায়,

أ رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم و لا يحض على طعام المسكين

"আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান (তাকযীব) করে? সে তো ঐ ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না।"-সূরা মা'ঊনঃ ০১-০৩.[৩৬]

এখানের এই সাধারণ ৩টি আয়াত সেই মিথ্যা বিশ্বাসকে খন্ডন করে যে, দ্বীনের বহির্ভূত হতে হলে তোমাকে কথার দ্বারা বড় কুফ্‌র করতে হবে। এখানকার এই আয়াতগুলো দেখিয়ে দিয়েছে যে, আসলে ব্যাপারটি এরূপ নয়। এখানে আয়াতটি এরূপ নয় যে, ***"আপনি কি শুনেছেন তাকে"*** অথবা ***"সে কি কথার দ্বারা কুফ্‌র করে নি?"*** যে ব্যক্তি তার মাকে বিয়ে করে, তার ব্যাপারটিও একই রকমের ওজনদার। এই মুসলিম, যে যায় এবং এই কাজ করে, সে দ্বীন থেকে বহির্ভূত হয়ে পড়ে এবং কাফিরে পরিণত হয়। তাকে দ্বীন ত্যাগ করার জন্য কোন কিছু বলতে হবে না। সে যে সকল কাজকর্ম প্রদর্শন করেছে, তা দেখিয়ে দিয়েছে যে সে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার অধিকার/হাক্ব-কে অস্বীকার করছিল। নিম্নোক্ত আয়াতটি তাকযীব-এর সাধারণ রূপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য,

و ما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين

"আপনি কি জানেন, কেমন সেই বিচার দিবস? সেদিন মুকাযযিবদের (তাকযীবকারী/প্রত্যাখ্যানকারী/অস্বীকারকারী) বড়ই সর্বনাশ হবে। আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি?"-সূরা আল-মুরসালাতঃ ১৪-১৬

৩। ইস্‌তিক্‌বারঃ প্রকৃতপক্ষে এই কুফ্‌র হল, সত্যের প্রতি অহংকারী ও উদ্ধত হওয়া, এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার নিদর্শনাবলি উপস্থাপন করা হলে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা,

إذ ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين فإذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر و كان من الكافرين

"স্মরণ করুন, আপনার রব ফিরিশতাদেরকে বলেছিলেনঃ আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তার সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদাবনত হয়ে যেও। অতঃপর সকল ফিরিশতাই একযোগে সিজদাবনত হল-কেবল ইবলীস ছাড়া। সে অহংকার (ইস্‌তিক্‌বার) করল এবং কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে গেল।"-সূরা সদঃ ৭১-৭৪

৪। ইস্‌তিহ্‌যাআঃ এই পাপকর্ম হল, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার যেকোন নিদর্শন নিয়ে উপহাস করা বা ঠাট্টার বিষয় বানানো। এটা হতে পারে দ্বীন ইসলামকে ঠাট্টার বিষয় বানানোর মাধ্যমে, অথবা দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত যে

---

[৩৬] এর মানে এই না যে, যে ব্যক্তি দরিদ্রদেরকে খাওয়ায় না, সে কাফির, কিন্তু এই দালীলটি পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় যে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন যে, যারা তাদেরকে যে কাজের আদেশ দেওয়া হয়েছে, ঠিক তার বিপরীত কাজগুলো করে, তারাই সর্বোচ্চ স্তরের তাকযীব করছে, যা হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরন। বর্তমান যুগের শাসকগণ এই ধরনের তাকযীব করে থাকে। যদি শারী'য়াহ-এর সাথে এরূপ করা হয়, তবে তা একজনকে তার দীনের বহির্ভূত করে, যা শাসকদের সাথে হয়েছে।

কোন বিষয়কে উপহাস করার মাধ্যমে, যেমনঃ মুসলিম নারীদের মুখমন্ডলের উপর নিকাব পরা, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বাধ্যতামূলক করেছেন, ক্বুরআনের আয়াতসমূহ বা উক্তিসমূহ, এবং রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ্-এর কাজসমূহ। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা এ ধরনের মানুষের পরিণাম/গন্তব্য/নিয়তি সম্পর্কে বলেছেন,

قل أ با لله و آياته و رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذبكم طائفة بأنهم كانوا مجرمون

"বলুনঃ তবে কি তোমরা আল্লাহ্, তার আয়াতসমূহ ও তার রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ (ইস্‌তিহ্‌যাআ) করছিলে? তোমরা এখন ওজর পেশ কোরো না; তোমরা তো কুফ্‌র করেছ নিজেদের ঈমান প্রকাশের পর। তোমাদের মধ্যে কোন দলকে আমি ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেবই, কেননা তারা ছিল অপরাধী।" *-সূরা আত্‌-তাওবাহঃ ৬৫-৬৬*

৫। ই'রদঃ এটির স্বরূপ হল, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা একজনকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে পথপ্রদর্শনের জন্য যা কিছু সতর্কবাণী ও নিদর্শনাবলী দেন, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও পলায়ন করা। নিম্নোক্ত উপায়ে এসকল মানুষদের উল্লেখ করা হয়েছে,

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة كلا بل لا يجافون الآخرة

"তাদের কি হল যে, তারা এ উপদেশ/যিকির (আল-ক্বুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে (ই'রদ) নেয়? যেন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত বন্য গাঁধা, যা সিংহ থেকে পলায়ন করছে। বরং তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত লিপিকা প্রদান করা হোক। না, তা কখনোই হবে না। বরং তারা তো আখিরাতের ভয় পোষণ করে না।" *-সূরা আল-মুদাস্‌সিরঃ ৪৯-৫৩*

৬। 'ইনাদঃ এই ধরনের কুফ্‌র হল, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা এবং তার নিদর্শনাবলি-এর বিরুদ্ধে একগুঁয়ে/জেদি হওয়া, এবং অন্যদেরকে বা নিজেকে কুফ্‌র-এর উপর রাখার জন্য জিদ/পীড়াপীড়ি/জোর করা। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهاً أخر فألقيه في العذاب الشديد

"(আল্লাহ্ ফিরিশতাদ্বয়কে হুকুম করবেনঃ) তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক কঠোর হঠকারী/একগুঁয়ে/জেদি ('ইনাদ) কাফিরকে, নেককাজে বাঁধা প্রদানকারী, সীমালংঘনকারী, সন্দেহ সৃষ্টিকারীকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ স্থির করেছিল, তাকে তোমরা উভয়ে কঠোর 'আযাবে নিক্ষেপ কর।" *-সূরা ক্বফঃ ২৪-২৬*

৭। ইস্‌তিব্‌দালঃ এটা হল শারী'য়াহ-কে প্রতিস্থাপন করার কুফ্‌র, আর এটার প্রকাশ ৩ ধরনের, যা 'আল্লামাহ্‌ ইবরহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরহীম-এর দ্বারা তালিকাবদ্ধ করা হয়েছিল,

ক. ***আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার আইনকে মানবরচিত আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।*** এই ক্ষেত্রে একজন প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং এটিকে শারী'য়াহ-এর উপর আরোপ করে অথবা সে তার নিজস্ব বাতিল শারী'য়াহ তৈরী করে। এর উদাহরণ নিম্নে বলা হয়েছে,

أم لهم شركآء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله و لو لا كلمة الفصل لقضى بينهم و إن الظالمين لهم عذاب اليم

"অথবা তাদের কি এমন কতক শরীক আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক দ্বীনের প্রণয়ন করেছে যার অনুমতি আল্লাহ্‌ দেন নি? আর যদি ফয়সালার বাণী না থাকত, তবে তো তাদের ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যলিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব।"-সূরা আশ-শূরাঃ ২১

তাছাড়াও, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছেন, যারা আইনপ্রণয়ন করতে চায়, অথবা এমনকি আইনপ্রণেতার দিকে ধাবিত হয়,

أفحكم الجاهلية يبغون و من أحسن الله حكماً لقوم يوقنون

"তবে কি তারা জাহিলিয়্যাহ্‌-এর বিধান কামনা করে? কে উত্তম আল্লাহ্‌র চাইতে বিধান প্রদানে দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য?"-সূরা আল-মাইদাহঃ ৫০

খ. ***আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার আইন অস্বীকার/পরিত্যাগ না করে, তা অস্বীকার করা।*** এটি সেই ব্যক্তির কথার ন্যায় সমান ওজনদার যে বলে, *"এই নির্দিষ্ট আইনটি বর্তমান সময়ের সাথে উপযুক্ত/মানানসই নয়, কিন্তু ওই অন্যান্য আইনগুলো এখনও সন্তোষজনক।"*

أ فتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى في الحياة الدنيا و يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে তাদের অসম্মান/দুর্গতি ছাড়া কোন পথ নেই, এবং ক্বিয়ামাতের দিন তাদের কঠোরতর শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে গাফিল/বে-খবর নন। এরাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে; সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।"-সূরা আল-বাক্বারাহঃ ৮৫-৮৬

মূলত, এটি হল একটি আইনকে অস্বীকার করা, আবার অন্য একটিকে স্বীকার করা।

গ. ***আল্লাহ্‌র আইনকে অস্বীকার করা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তা পরিত্যাগ/অস্বীকার করা।*** এটা হয়, যখন কেউ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার আইনকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করতে সবসময় ব্যর্থ হয়।

এই ৩য় ধরনের ইসতিবদাল সেসকল আয়াতে বলা হয়েছে, যে সকল আয়াতে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون

"আর যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী)।"-সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৪

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون

"আর যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই যলিম (অত্যাচারী)।"-সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৫

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الفاسقون

"আর যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই ফাসিক্ব (বিদ্রোহী পাপী)।"-সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৭

আমাদের সামনে যে দলীলসমূহ আছে, তা অনুসারে, যদি কেউ শারী'য়াহ অনুসারে বিচার করতে থাকে এবং একটি বিশেষ ঘটনাক্ষেত্রে সে শারী'য়াহ-এর শাস্তি আরোপ না করে, যেহেতু অপরাধী তার ঘনিষ্ট বন্ধু, পরিবারের সদস্য ইত্যাদি, এই ক্ষেত্রে আমরা একে বলি, **কুফ্‌র দুনা কুফ্‌র (একটি কুফ্‌র, যা কুফ্‌র হতে কম)**, একটি ছোট কুফ্‌র।

কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি আইনকে পরিবর্তন করে, শুধুমাত্র একবার একটি ব্যক্তির জন্য নয়, বরং আগত সবসময়ের জন্য সে আইনকে পরিবর্তিত করে ফেলে, এটা হল একটি বড় কুফ্‌র। কিন্তু, যদি সে শারী'য়াহ-এ বিদ্যমান আইনের মধ্যে নতুন কোন শর্তারোপ করে, তবে এটা হল **কুফ্‌র ফাওক্বা কুফ্‌র (কুফ্‌রের উপর কুফ্‌র)**, নিঃসন্দেহে একটি **বড় কুফ্‌র**[২]।

[২] এছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের বড় কুফ্‌র রয়েছে, উদাহরণস্বরূপঃ কুফ্‌র আল-ইন্‌কারঃ ক্বল্‌ব ও কথা উভয়ের মাধ্যমে ইন্‌কার/অস্বীকার করা (সূরাহ্‌ আন-নাহ্‌লঃ ৮৩)। কুফ্‌র আল-কুর্‌হঃ আল্লাহর যেকোন আদেশকে তীব্রভাবে ঘৃণার ফলে সংঘটিত কুফ্‌র (সূরাহ্‌ মুহাম্মাদঃ ৮,৯)। কুফ্‌র আল-ইস্‌তিহালঃ হারামকে হালাল করার চেষ্টার মাধ্যমে সংঘটিত কুফ্‌র। যে ব্যক্তি হারাম কোন কিছুকে হালাল হিসেবেই

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون

“আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী)।”- সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৪

এটা হল সম্পূর্ন অনাবৃত ও নিশ্চিত কুফ্র যা ভয়ংকর অসন্তোষজনক এবং ভয়ানক কদাকার। শারী'য়াহ-কে অগ্রাহ্য করে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার ক্রোধ ছাড়া আর কোনকিছুই অর্জন করা যায় না, আর এটা এমনকিছু, যা থেকে নির্ভেজাল ঈমানদারদের বহুদূরে অবস্থান করা উচিত।

ফিস্ক্ক কি এবং ফাসিক্ক কে?

শারী'য়াহ-এর পরিভাষায় ফিস্ক্ক হল, বিদ্রোহের সাথে কোন পাপকর্ম করা এবং আত্মার প্রকৃতি (আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার বন্দেগী/দাসত্ব/'ইবাদাত)-এর বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহী আচরণকে বহাল রাখা।

ফিস্ক্ক আল-আকবারঃ এই ফিস্ক্ক (বিদ্রোহ) একজনকে ইসলামের বহির্ভূক্ত করে এবং এই কার্যসাধনকারীকে বড় ফাসিক্ক (ইসলামের পরিধির বাহিরে) হিসেবে প্রতিপন্ন করে। এ ধরনের পাপের মধ্যে পড়ে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আদেশকে স্বীকার করতে এবং সেই অনুসারে কাজ করতে/চলতে অসম্মতি প্রকাশ করা, যেমন করেছিল শাইতন। এছাড়াও হতে পারে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যা হালাল করেননি, তা হালাল বলে প্রণয়ন করা, এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যা হারাম করেননি, তা হারাম বলে প্রণয়ন করা। এ ধরনের কাজ বড় ফিস্ক্ক-এর দিকে ধাবিত করে, এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা এ ধরনের পাপ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যুর পূর্বেই নির্ভেজাল তাওবাহ্ করা হয়। আরেকটি উদাহরণ হল, মানুষকে হারাম বিষয়ের, যেমন, এ্যালকোহল, নারকোটিক্স, ও অন্যান্য জিনিসের লাইসেন্স দেওয়া।

বড় ফিস্ক্ক-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা আমাদেরকে সতর্ক করেছেন,

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الفاسقون

“আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই ফাসিক্ক (বিদ্রোহী পাপী)।”

-সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৭

এভাবে, যারা শারী'য়াহ ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে সবসময়ের জন্য দিয়ে শাসন/বিচার করে, নিশ্চয়ই তারা বড় ফাসিক্ক (বিদ্রোহী পাপী, যারা কাফির) । আর যারা নিজেদের জন্য নিজস্ব বাতিল শারী'য়াহ উদ্ভাবন করে, এটা তাদের জন্য আরোও বড় ফিস্ক্ক (বিদ্রোহ)-এর প্রমাণ।

গ্রহন করে, সে এরূপ কুফ্র করে। এরূপ করার মাধ্যমে সে আল্লাহ্র হাক্ক/অধিকারে হস্তক্ষেপ করে নিজেকে আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উপস্থাপন করে এবং এভাবে ঈমানের পরিধির বহির্ভূত হয়ে পড়ে।

একটি ব্যাপারে রয়েছে, যে ক্ষেত্রে শারী'য়াহ-এর ক্ষেত্রে **ছোট ফিস্‌ক্ব** সংঘটিত হতে পারে। এটা হয়, যখন একজন বিচারক বা শাসক আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার নাযিলকৃত আইন দ্বারাই বিচার বা শাসন করে, কিন্তু কখনো সে একটি ব্যাপারের ক্ষেত্রে দলীল নিয়ে খেলা করে এবং তার দুনিয়াবি কামনা-বাসনার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এটাকে ফিস্‌ক্ব দুনা ফিস্‌ক্ব (একটি ফিস্‌ক্ব, যা ফিস্‌ক্ব অপেক্ষা ছোট) বলে, যা এক প্রকার ছোট ফিস্‌ক্ব। কিন্তু, যা জরুরী তা হল, এ ধরনের ব্যক্তি তখনই ছোট ফিস্‌ক্ব-এর অপরাধী হবে, যখন শারী'য়াহ বহাল থাকে।

যে ব্যক্তি, তার ঐ খেলাকে একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের রূপ দেয়, অথবা তার বাতিল বিষয়টিকে আইনে পরিণত করে, সে বড় ফিস্‌ক্ব করেছে, এবং এর থেকে কোন মুক্তি নেই। এভাবে, একটি ফিস্‌ক্ব করা ও এর অপরাধী হওয়া, যা কিনা ছোট ফিস্‌ক্ব, এবং ছোট ফিস্‌ক্ব (যেমনঃ ব্যাভিচার, মদ খাওয়া, ইত্যাদি)-এর প্রণয়ন/প্রবর্তন করা-এ দুয়ের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। ছোট ফিস্‌ক্ব-এর প্রণয়ন/প্রবর্তন করা হল বড় ফিস্‌ক্ব এবং এ পাপের দায়ী হল বড় ফাসিক্ব।

যুল্‌ম কি এবং যলিম কে?
এবং মুশ্‌রিক কে?

শারী'য়াহ-এর পরিভাষায়, যুল্‌ম হল এমন পাপকর্ম করা, যেখানে একজন ব্যক্তি তার নিজেকেই অত্যাচার করছে, কারণ যুল্‌ম-শব্দের অর্থ অত্যাচার। আর যে ব্যক্তি যুল্‌ম করছে, সে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালাকে অত্যাচার করছে না, বরং প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকেই অত্যাচার করছে।

যুল্‌ম আল-আকবারঃ এটা হল সেই যুল্‌ম, যা একজনকে বড় যলিম (একজন যলিম, যে ইসলামের বহির্ভূত)-হিসেবে প্রতিপন্ন করে। এ ধরনের যুল্‌ম, শির্‌ক অথবা/এবং কুফ্‌র হতে পারে, এবং মূর্তিপূজা, কবরপূজা, পূর্বপুরুষদের পূজা, এবং, এমনকি, প্রশাসনপদ্ধতি ও সিস্টেম-এর উপাসনার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে। এই কারণেই লুকমান ﷺ, ক্বুরআন-এ বলেছেন,

يا بنى لا تشرك با لله إن الشرك لظلم عظيم

"হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক কোরো না। নিশ্চয়ই শির্‌ক তো অবশ্যই অতিকায়/বিশাল যুল্‌ম।"-সূরা লুক্বমানঃ ১৩

এভাবে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা এই আয়াতে বড় শির্‌ক-কে অতিকায়/বিশাল যুল্‌ম হিসেবে আখ্যায়িত/লেবেল করেছেন। যে ব্যক্তি এই যুল্‌ম করে, সে অন্যদের উপরও অত্যাচারী হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, মানুষকে বাতিল শারী'য়াহ-এর দ্বারা শাসন করা, অথবা, এমনকি মানুষের জন্য মানবরচিত আইন দ্বারা শাসিত হওয়ার বিধান করা এবং এটিকে অনুমতি প্রদান/হালাল করা। এই কারণেই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা আমাদেরকে বলেছেন,

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون

"আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই যলিম (অত্যাচারী)।"- সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৫

এভাবে, এটি অতিকায়, বড়, নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ ও জঘন্য যুল্ম (অত্যাচার)। সবসময়ের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আইন ব্যতীত শাসন করা, বা তোমার নিজস্ব অত্যাচারী শাসনব্যবস্থা কায়িম করা এবং তা জনসাধারণের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া অপেক্ষা বড় যুল্ম আর কি হতে পারে? এটা ব্যাপক ও বিশাল-অতিকায় যুল্ম। কিছু ক্ষেত্রে **ছোট যুল্ম** সংঘটিত হতে পারে, যেমন, যখন একজন শাসক যে শারী'য়াহ-এর দ্বারা শাসন করে, মানুষের হাক্ব/অধিকার হরণ করে, অথবা মানুষকে তার গবাদিপশু, সম্পদ ইত্যাদি-এর উপর হাক্ব /অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

কিন্তু, যদি যুল্ম-টি আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার হাক্ব-কে স্পর্শ করে, তবে এটি হল **বড় যুল্ম,** এবং তা রিদ্দাহ্ ছাড়া আর কিছু নয়। নিঃসন্দেহে, বর্তমানে শারী'য়াহ-এর অনুপস্থিতি আমাদের দিকে এই বিশাল ও অতিকায় যুল্ম-এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

শির্ক কি?

শির্ক হল মহাপরাক্রমশালী, মহামর্যাদাবান আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার সাথে তার উলূহিয়্যাহ/'উবূদিয়্যাহ ('ইবাদাতের ক্ষেত্রে), রুবূবিয়্যাহ্ (রব হওয়ার ক্ষেত্রে), হাকিমিয়্যাহ্ (আইনপ্রণয়নের অধিকার ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে) অথবা আসমা ওয়াস্-সিফাত (নামসমূহ ও গুণাবলির ক্ষেত্রে)-এর ক্ষেত্রে শরীক প্রতিষ্ঠা করা। এই শির্ক আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার তাওহীদের যেকোন একটি ক্ষেত্রে অথবা সবগুলো ক্ষেত্রে হতে পারে।

শির্ক আল-আকবারঃ এই শির্ক বড় কুফ্র বহন করে। তাই, যে কেউ এটি করে, তার সমস্ত নেক 'আমাল বাতিল হয়ে যায়। কোন মুসলিমের ক্ষেত্রে, যে এই পাপকর্ম করে, সে বড় শির্ক করার মাধ্যমে ইসলামের পরিধির বহির্ভূক্ত হয়ে পড়ে এবং জাহান্নামের আগুন তার জন্য চিরকালের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যাদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি দিয়েছেন, তারাও বড় শির্ক সাধনকারীর কোন উপকারে আসবে না। এখানে যে শির্ক-এর কথা বলা হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে বড় কুফ্র-এর দিকে ধাবিত করে। তাই, এরূপ বলা যায় যে, প্রত্যেক কাফিরই কোন না কোন প্রকার বড় শির্ক করছে এবং প্রত্যেক মুশরিকই কোন না কোন প্রকার বড় কুফ্র করছে।

سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا با لله ما لم ينزل به سلطاناً و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمين

"অতি সত্বর আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব, কেননা তারা আল্লাহ্র সাথে এমন শরীক সাব্যস্ত করেছে, যার সপক্ষে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ নাযিল করেন নি। আর তাদের ঠিকানা হল আগুন, আর যলিমদের (অত্যাচারীদের) আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট।"-সূরা আলি-ইমরানঃ ১৫১

এই দলীলটি প্রমাণ করে যে, কাফিররা বড় শির্ক করছে এবং প্রকৃতপক্ষে তারা মুশরিক।[৩৭]

নিফাক্ব কি এবং মুনাফিক্ব কে?

নিফাক্ব হল ভিতরের সাথে বাহিরের অসঙ্গতি/বিরোধ। আর এটির দু'টি বিষয় আছে, **বড়** এবং **ছোট**। আরবী ভাষায়, এটি 'নাফাক্বা' শব্দ থেকে এসেছে, যার মানে হল এমন সুড়ঙ্গ যা দুইটি অদেখা জায়গাকে মিলিত করে, তুমি এটিকে দেখতে পাও না, কিন্তু এর অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে।

নিফাক্ব আল-'ইতিক্বদি (বিশ্বাসের মধ্যে বড় নিফাক্ব), শারী'য়াহ-এর পরিভাষায়, এই নিফাক্ব-এর মানে হল, কুফ্‌র-কে অভ্যন্তরীকরণ এবং বাহিরে/বাহ্যিকভাবে ইসলাম-কে প্রদর্শন। বড় কুফ্‌র এর উপস্থিতির ফলেই বড় নিফাক্ব হয়। আর এটির উপস্থিতির ফলে ব্যক্তির ঈমান ধ্বংস হয়ে যায়, এই পাপকর্মের অধিকারী ব্যক্তি বিচার দিবসে চিরন্তন জাহান্নামের আগুনের অধিকারী হবে এবং সেই সাথে সে জাহান্নামের আগুনের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار و لن تجد لهم نصيراً

"নিশ্চয়ই মুনাফিক্বরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে; আর তুমি কখনোও পাবে না তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী।"-সূরা আন-নিসাঃ ১৪৫

শারী'য়াহ-এর ব্যাপারে, মুনাফিক্বরা ক্বুরআন-এ উল্লেখিত দুইটি ব্যাপারে প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল।

<u>প্রথমত</u>, যখন তাদের মধ্যে কতক ত্বগূত-এর দ্বারা শাসিত হওয়াকেই অধিকতর শ্রেয় মনে করল, কারণ তা তাদের জন্য সন্তোষজনক/মর্জিমত ছিল। এই ত্বগুত ছিল একজন ইহূদী নেতা, যার নাম হল কা'ব ইব্‌ন আল-আশরাফ। এই ব্যক্তি ইসলাম-এর আইন ব্যতীত শাসন করছিল।

<u>দ্বিতীয়ত</u>, যখন জিহাদের আয়াত নাযিল হল, তারা মুজাহিদদের পথে ব্যাঘাত/বিঘ্ন ঘটাতে চেয়েছিল এবং ঈমানদারদেরকে ও মুজাহিদদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে নিবারণ/প্রতিরোধ/বিরত করতে চেয়েছিল। সূরা আত্‌-তাওবাহ্‌-এ এর দলীল এবং তাদের ওজর দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়াও তুমি দেখতে পারো যে, কিভাবে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা তাদেরকে মুনাফিক্ব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সুতরাং, যদি কেউ আজকের দিনের মুনাফিক্বদের উন্মুক্ত/অনাবৃত করতে চায়, তবে তার জন্য সহজ উপায় হল, উপরে উল্লেখিত দু'টি বিষয়ের দিকে যাওয়া, যেগুলো হল,

১। শারী'য়াহ-কে সমর্থন করা

২। জিহাদকে সমর্থন করা

---

[৩৭] এই সমস্ত বিষয়াদির আলোচনা করাটাই এই বই-এর মূল লক্ষ্য নয়। এ বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত জানার জন্য 'ঈমান'-এর উপর আমাদের রিসার্চ দেখতে পারেন।

আজকের দিনের মুনাফিক্বদেরকেও এই একই দু'টি বিষয় দ্বারা উন্মুক্ত/অনাবৃত করা সম্ভব, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই দু'টি শর্তকে একটি বিষয়ে পরিণত করা যায়। যদি তুমি তাদেরকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারী'য়াহ-এর জন্য যুদ্ধ করতে আহবান কর, তবে তাদের মধ্যে কতক প্রথমত শারী'য়াহ-কেই পছন্দ করে না, সুতরাং, ভেবে দেখ কি হবে যদি তাদেরকে এই শারী'য়াহ-এর জন্য যুদ্ধ করতে বলা হয়, যা তারা অপছন্দ/ঘৃণা/তাচ্ছিল্য করে! খেয়াল কর, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা কি বলেছেন তাদের সম্পর্কে যারা শারী'য়াহ-কে সমর্থন করবে না,

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً

"আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাসী? অথচ তারা বিচারপ্রার্থী হতে চায় ত্বগুত-এর কাছে, যদিও তাদের বলা হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান/অস্বীকার করতে। আর শাইতন তাদের পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়। আর যখন তাদের বলা হয়, এসো আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে, এবং রসূলের দিকে, তখন আপনি মুনাফিক্বদের দেখবেন আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ন মুখ ফিরিয়ে সড়ে যাচ্ছে।"
-সূরা আন্-নিসাঃ ৬০-৬১

শারী'য়াহ সম্পর্কিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে মূল গুরুত্বারোপ করা হয় বড় নিফাক্ব-এ।

নিফাক্ব আল-খিসাল (নীতিগত বিষয়ে ছোট নিফাক্ব), এটা হল **ছোট নিফাক্ব,** যা একজন কে কাফিরে পরিণত করে না। এই ধরনের নিফাক্ব প্রকাশ পেতে পারে, বিতর্কপ্রবণ, তর্কপ্রিয় ও খারাপভাবে তর্ক করার মাধ্যমে, যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা পূরণ না করার মাধ্যমে, তুমি যতবার তার সাথে কথা বল ততবার তার মিথ্যা কথা বলার মাধ্যমে, এবং এই প্রকৃতির অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে।

মুনাফিক্ব-দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রসূল ﷺ-এর হাদীস রয়েছে।

আমাদের বিশেষভাবে এই ধরনের নিফাক্ব-এর জমা/বৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত, কারণ নিশ্চিতভাবেই তা বড় নিফাক্ব-এর দিকে নিয়ে যাবে যদি তা পর্যবেক্ষণ করা না হয়।

যিন্দিক্ব কি এবং যানাদিক্বা কারা?

যিন্দিক্ব হল একজন মুনাফিক্ব ব্যক্তি, যার কুফ্র-ভিত্তিক 'আক্বীদাহ-এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এবং সে সময়ে সময়ে তার ইসলামের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। শেষ পরিচ্ছদে আমরা বড় মুনাফিক্ব নিয়ে কথা বলেছি যে, সে বড় কুফ্র-কে তার অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখে এবং বাহিরে/বাহ্যিকভাবে ইসলাম-কে প্রদর্শন করে, মুসলিম হবার ভান করে।

এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য হল, বড় মুনাফিক্ব শুধুমাত্র প্রকাশ্য/অনাবৃত হতে পারে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার দ্বারা, হয় এই দুনিয়ায়, অথবা আখিরাতে।

কিন্তু, যিন্‌দিক্ব মুনাফিক্ব তার কুফ্‌র-কে প্রকাশ করে এবং এর দিকে আহবান করে। সে জানে যে, সে যা বলছে/করছে/আহবান করছে, তা হল প্রকাশ্য কুফ্‌র।

শারী'য়াহ-এ যিন্‌দিক্বটিকে কোন সুযোগ না দিয়ে হত্যা করা যায়, যেহেতু সে অসৎ এবং সে যে কুফ্‌র-ভিত্তিক/সমৃদ্ধ কথা বলে, তা সে অস্বীকার করে। এই ব্যক্তিকে কায়দামাফিক ও কঠোরভাবে ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা যে ফিত্‌নাহ্‌ আনে, তা বন্ধ করা যায়। যদি তা না করা হয়, তবে আরোও অনেকে বড় নিফাক্ব করবে এবং পীড়াপীড়ি/জোর করবে যে, তারা নিফাক্ব করছে না, এবং এভাবে জীবিত থাকার অধিকারও দেওয়া হোক।

এর একটি উদাহরণ হল, একজন যিন্‌দিক্ব মুনাফিক্ব ছিল যে, কা'ব ইব্‌ন আল-আশরাফ-এর দ্বারা শাসিত হতে চাচ্ছিল, এবং 'উমার (রদিঃ) যখন তা অনুধাবন করলেন, তখন সেই ব্যক্তিটিকে তাওবাহ্‌ করার সুযোগ না দিয়ে হত্যা করা হয়। যখন নবী মুহাম্মাদ ﷺ, 'উমার (রদিঃ)-এর কৃত কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়,

فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

"তবে না; আপনার রবের কসম! তাদের কোন ঈমান থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে সেসব বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারে যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়,…"- সূরা আন্‌-নিসাঃ ৬৫

এভাবে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা 'উমার (রদিঃ)-এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিলেন[৩৮]। এর কারণ হল, সেই ব্যক্তিটি তার নিফাক্ব-এর ঘোষণা দিয়েছিল, আর তাই সে ছিল যিন্‌দিক্ব। এরকম আরোও হল, এমনসব পথভ্রষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যারা এমন কথাবার্তা বলত যা ক্বুরআর-বিরোধী, আর যখন তাদেরকে শারী'য়াহ কোর্ট-এ বা খলীফাহ্‌-এর কাছে আনা হত তখন তারা অস্বীকার করত যে তারা এরূপ কথা বলেছিল।

এর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, জাহ্‌ম ইব্‌ন সাফওয়ান ও গইনাল আল-ক্বদারি[৩৯]-এর ঘটনাটির মাধ্যমে যাদের ২য় জনকে হত্যা করা হয়েছিল তার অব্যাহত নিফাক্ব প্রদর্শনের জন্য। এটা ছিল উম্মাহ্‌-এর জন্য রহ্‌মতস্বরূপ এবং সে যেরূপ বিভ্রান্তি এনেছিল তার একটি সমাধান।

---

[৩৮] আরোও তথ্যের জন্য দেখুন, জামি' আল-আহকাম, জামি' আল-বাইয়ান, এবং আদওয়া' উল-বাইয়ান, এই আয়াতের তাফসীর-এর অংশে।

[৩৯] ইব্‌ন সাফওয়ান হল জাহমিয়্যাহ্‌-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং আল-ক্বাদারি হল ক্বাদারি-এর প্রতিষ্ঠাতা, উভয়ই পথভ্রষ্ট আন্দোলন, যা ইসলামের পিছনে লুকিয়ে থাকে।

শারী'য়াহ-এর বিরুদ্ধে গমন

কারা তাতার ছিল?

হিজরী ৬৫৬ সন (খ্রীষ্টাব্দ ১২৫৮ সন), মুসলিম বিশ্বের দৃশ্য। খ্রীষ্টানদের পঙ্গপাল, হিজরী ৬৪৮ সনে (খ্রীষ্টাব্দ ১২৫০ সন) মুসলিমদের এক আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা পরাজিত হয়, যখন উত্তর আফ্রিকায় একজন মুসলিম রসায়নবিদ/উদ্ভাবক সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ভাবন করেন।[৪০] রাইফেল-এর ন্যায় দেখতে এই 'সিংগেল সট্ উইপন' মুসলিমদেরকে রক্ত পিপাসু খ্রীষ্টানদের বছরের পর বছর মুসলিমদেরকে সম্পূর্ন ধ্বংস করার চেষ্টা থেকে উদ্ধার করে। সেই সময় থেকে উন্নতি/সমৃদ্ধি শুরু হয়। মুসলিম মহানগরীসমূহ হাসপাতাল ও ল্যাবরেটরী দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। ২৩৫ হিজরী (খ্রীষ্টাব্দ ৮৫৯ সন) আসলো এবং পেড়িয়ে গেল, এবং শ্রদ্ধেয় 'আলিম আবূল হাসান رحمه الله টেলিস্কোপ আবিষ্কার করলেন, গ্যালিলিও-এর জন্মের আরোও বহু বছর পূর্বে।[৪১] পবিত্র এক ইলাহে বিশ্বাসীরা ইতিমধ্যেই পশ্চিম আফ্রিকা থেকে যাত্রারম্ভ করেছে এবং কালো মহাউদ্যান (আটলান্টিক মহাসাগর) পাড়ি দিয়েছে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এ ইসলামের বার্তা নিয়ে আগমন করেছে।[৪২] আমরা পূর্বাংশে ছড়িয়েছি, এবং এই সময়ে কোরিয়ায় বড় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল, এবং সেই সাথে ছিল দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার তিব্বতে ও চীনে।[৪৩]

বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছিল দৈনন্দিন কার্যব্যবস্থা। বিশেষ করে বাগদাদ ইসলামের 'আলিমগণ দ্বারা এবং অন্যান্যদের দ্বারা উপচে পড়ছিল, যারা ইউরোপের ক্ষুধার্ত পাহাড়সমূহ থেকে এসেছিল, যারা শিখতে এসেছিল যে, গোসল কিভাবে করতে হয়, কিভাবে পড়তে হয়, এবং গণিতে কিভাবে শূণ্য ব্যবহার করতে হয়। বায়োলজি ছিল একটি প্রশংসিত বিষয়, এবং সেই সাথে উদ্ভিদবিজ্ঞানও। ইসলামের 'আলিমগণ, আল-হাফিয ইব্ন কাসীর, শাইখ উল-ইসলাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ, শাইখ উল-ইসলাম ইব্ন রজাব আল-হান্বালী, শাইখ উল-ইসলাম ইব্ন হাজার আল-আসক্বলানী, আল 'আল্লামাহ্ ইব্ন দাক্বিক্ব আল-'ঈদ, শাইখ উল-ইসলাম ইমাম আন্-নাওয়ায়ী, আল-'আল্লামাহ্ ইব্ন ক্বয়্যিম এবং আল 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ 'উসমান আয্-যাহাবী (রহিমাহুমুল্লাহ), তারা সকলেই এই সময়ে বাস করেছেন। ৩০০ বছর ধরে বাইফোকাল (দূরের ও কাছের উভয় দৃষ্টির জন্য তৈরী লেন্স বিশেষ) বর্তমান ছিল। ইহূদীরা, যারা বহু বছর ধরে খ্রীষ্টানদের দ্বারা ব্যাপক ধ্বংস-যজ্ঞের শিকার হয়েছিল, তারা 'ইরাকে বসবাস করছিল এবং সেখানে লাভ করছিল এক অভিজ্ঞতা, এবং স্পেইনেও, যা ইহূদী 'আলিমগণ পরবর্তীতে বলেছিলেন, *"ইহূদীধর্মের স্বর্নযুগ।"* কিন্তু হায়, এটা স্থায়ী ছিল না।

কিন্তু, সেই নিয়তি নির্দিষ্ট বছরে একটি কালো মেঘ মধ্য এশিয়া থেকে আগমন করল। লোমশ পোশাক পরিহিত এবং ঘোড়া ও উটের উপর আরোহিত লোকেরা দ্রুত বেগে ধেয়ে আসলো, তাদের উদ্দেশ্য হল লুন্ঠন ও ধ্বংস। টার্গেট

---

[৪০] দেখুন ১৯৮৭, ***গিনীজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস***

[৪১] এ্যাপেন্ডিক্স-এ দেখুন, রফিক্ব যাকারিয়্যাহ রচিত ***"দী স্ট্রাগল উইদইন ইসলাম"***

[৪২] এ্যাপেন্ডিক্স-এ দেখুন, Zvi Dor রচিত ***"ডিসকভারিং আমেরিকা"***

[৪৩] এ্যাপেন্ডিক্স-এ দেখুন, Philip AlKhouri Hitti রচিত ***"হিস্টোরী অফ দী এ্যারাবস";***
আর সেই সাথে দেখুন ইব্ন বতুতা রচিত ***"আর-রিহ্‌লা"***

নির্দিষ্ট করা হত, সম্পদ খোঁজা হত এবং নারীদের অন্বেষণ করা হত ধর্ষন করার উদ্দেশ্যে। বাগদাদ এই ড্রামার এক দৃশ্যে পরিণত হল। তাতার-রা বাগদাদে অবতরণ করল এবং তাদের সমরাভিযান শুরু করল, যা শুরু হল কিতাবাদি পোড়ানো, 'আলিমদের গনহত্যা, এবং সেই সাথে খলীফাহ্ মু'তাসিম এবং তার পরিবারকে হত্যাকার্যের মাধ্যমে। শি'আহ্ অংশ তাদের আগমণ সম্পর্কে জানতো এবং তাদের সাথে একটি সমঝোতা করল। যদি তাতার-রা তাদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে, তবে তারা তাদের সাথে লুন্ঠিত মালামাল বন্টনের পর এক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে।

বাগদাদ মহানগরী অবিশ্বাস্য বিভীষিকা দেখেছিল, ক্বুরআন এবং হাদীসের কিতাবাদি পাইল-আকারে পোড়ানো হয়েছিল এবং মানবদেহ গণকবর-আকারে পোড়ানো হয়েছিল। ল্যাবরেটরীগুলো সময় কাটানোর আর উপযোগী রইল না। এ সময় মানুষেরা আত্মগোপন করে চলছিল। মসজিদগুলোও নিরাপদ রইল না, কারণ বেশীরভাগ মসজিদগুলোই যুদ্ধের বাংকার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। গেরিলা ওয়ারফেয়ার ও স্ট্রীট টেরোরিজম সাধারণ ঘটনায় পরিণত হল।

শারী'য়াহ তার জায়গা থেকে সরে গেল, যার কাজ মুসলিমদের স্বার্থরক্ষা এবং পৃথিবীকে রক্ষা। মুসলিম নারীরা শাইতন লোকদের হাতে পড়ল, যারা তাদেরকে নিজেদের সম্পদের ন্যায় নিয়ে যেত, এবং উপপত্নী/রক্ষিতা হিসেবে উপভোগ করত। এরপরই আসলো কালো অন্ধকারের ও অত্যাচারের যুগ। এই সময়ে মুসলিমদের তাদের কার্যপরিচালনার জন্য কোন খিলাফাহ্ ছিল না। আমরা টুকরা টুকরা হয়ে গেলাম এবং কিছু খন্ডাংশ ও ক্ষুদ্রাংশে পরিণত হলাম। এই ধ্বংস কারোও কারোও জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, আর তারা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। একমাত্র আইনের শাসন আসলো লুন্ঠনকারী/শিকারী গোষ্ঠীটির থেকে, যারা মধ্য এশিয়া থেকে আসলো এবং যাদের আগে কোন প্রকার ধর্ম/দ্বীন, ঈমান-'আক্বীদাহ্ এবং পৃথিবীকে দেওয়ার মত কোন বার্তা/খবর-ই ছিল না। তারা শুধুমাত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতো। আর একবার তাদের সম্পদ ফুরিয়ে গেলে তারা অপর কোন সভ্যতায় লুন্ঠন অভিযান চালাতো, তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পূর্নরূপে ভোগ করত, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং অবশেষে সেখানকার মানুষদের এক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে তারা চলে যেত। লাইব্রেরীগুলোকে পুড়িয়ে মাটির সাথে তারা মিটিয়ে দিয়েছিল, যেহেতু তারা পড়াশুনা ও শিক্ষায় আগ্রহী ছিল না, 'আলিমদের হত্যা করেছিল, কারণ এসব মানুষ কোন প্রকার প্রজ্ঞার কথা শুনতে চাইত না।

তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো যে, আমরা কেন মুসলিম ইতিহাসের এই কুৎসিত/দুঃখজনক ট্র্যাজেডির পুনারাবৃত্তি করছি, যা থেকে ইরাকী সভ্যতা এখনো সম্পূর্নরূপে সামলে উঠতে পারেনি। আমরা এই ঘটনাটি বর্ণনা করছি, কারণ এটাই ইতিহাসের একমাত্র সময় যখন মুসলিমদের কোন খিলাফাহ্ ছিল না, এবং শারী'য়াহ-এর কোন প্রয়োগ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, আরোও একটি সময় আছে যখন এরূপ একই প্রকার ঘটনা ঘটেছে। আর সেই সময় হল এখনকার সময়। যেকোন সময়ে মুসলিমরা যদি আজ কোন বিষয়ের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে চায়, তবে ইতিহাসের শুধুমাত্র যে অংশের সাথে আমরা আজকের তুলনা করতে পারি তা হল, তাতারদের সময়কাল। কেন? এসব লোকেরা এসেছিল, আক্রমণ করেছিল এবং মুসলিমদের লাঞ্ছিত/অপমানিত করেছিল, বিভিন্ন ভগ্নাংশে মুসলিম বিশ্বকে বক্রভাবে বন্টন করেছিল, এবং এরপর মানুষদের শাসন করেছিল তাদের প্রণীত নিজস্ব আইন-কানুন দ্বারা।

এ সবকিছুর উপরে, তারা ইসলাম থেকে কিছু ধারণা গ্রহণ করেছিল, এর সাথে তাদের ধারণার সংমিশ্রন করেছিল, এবং এরপর নিজেদেরকে মুসলিম বলে সম্বোধন করা শুরু করল এবং তাদের আইন-কানুন-কে ইসলামিক বলা শুরু করল, শারী'য়াহ-এর বহিরাবরণের আড়ালে।

আজকের দিনকে আমরা শুধুমাত্র এর সাথেই তুলনা করতে পারি। যাহোক, এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। তাতারদের সময়ে, কয়েক বছরের মধ্যেই শারী'য়াহ-এর পূণঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। আজ প্রায় ৭৫ বছর হয়ে যাচ্ছে, আর আমরা আমাদের উপর শাসকবিহীন অবস্থা নিয়ে প্রায় স্বাভাবিকই হয়ে যাচ্ছি। তাতারদের সময়ে, অনেক 'আলিমদের হত্যা করা হয়েছিল এবং অনেকে মুখ খুলতে ভয় করছিলেন। কিন্তু, শাইখ ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌, আর সেই সাথে তার ছাত্রগণ ইব্‌ন কাসীর, মুহাম্মাদ 'উসমান আয্‌-যাহাবী, এবং ইব্‌ন ক্বয়্যিম (রহিমাহুমল্লাহ), সত্য বলতে ভয় করেন নি, এমন কি তাদের জীবনকেও ঝুঁকিপূর্ণ করেও।

তাদের সামনের পরিস্থিতি তারা গভীর মনযোগ দিয়ে দেখেছেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই অধঃপতন-এর জন্য কিরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এর থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি, তা শিক্ষা দেবার জন্য, মুসলিমদের জন্য ফাতাওয়া তৈরী করা হয়েছিল। এসব মহান ব্যক্তিদের কিতাবাদিতে, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে তাদের কৃত কাজের সাক্ষীস্বরূপ ভলিউমের উপর কার্যাবলি পড়ে আছে একটি 'কোড বুক'-এর ন্যায়, সেইদিনের জন্য যখন এমন ঘটনাসমৃদ্ধ দিন আবার আসে। এই ঘটনাসমূহ তাতারদের কার্যাবলির বর্ণনা করে, যারা শারী'য়াহ ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা শাসন করছিল। তাদের মধ্যে কতক সলাহ্‌ আদায় করত, সিয়াম পালন করত, হাজ্ব করেছিল এবং এরূপ অনেক কিছু, কিন্তু বিচারবিধান আগের মতই রয়ে গেল। সেই সময়কার সকল আমানতদার 'আলিমগণ, শাসনকার্যের সাথে জড়িত তাতারদের কুফ্‌ফার বলে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন, ঠিক এই হাকিমিয়্যাহ্‌-এর বিষয়টির কারণেই। আমরা চাইব যেন পাঠক সেই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখেন যেগুলো ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ رحمه الله এবং তার সময়কার অন্যান্য 'আলিমগণ তাতারদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, আর দেখেন যে, সেগুলোকে আমাদের এখনকার সময়ের সাথে আর আমাদের শাসকদের অবস্থার সাথে মিলানো যায় কিনা। আপনি নিজেই দেখতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

'আলিমদের অবস্থানগত সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখুন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে, তাদের কথা এবং তাদের দেওয়া দালীলের উপর ভিত্তি করে, আমাদের কি করা উচিত। যেহেতু, এটিই একমাত্র সময়, যার সাথে আমরা আজকের তুলনা করতে পারি, যখন কোন শারী'য়াহ নেই, নেই কোন খিলাফাহ্‌, তাই এটা বিশ্বাস করাই যুক্তিসঙ্গত যে, এসকল ন্যায়পরায়ণ 'আলিমগণ যে পথনির্দেশনা প্রয়োগ করেছিলেন, তাতেই সমাধান নিহিত।

অতীতের তাতার এবং বর্তমানের তাতারদের উদাহরণ

শাইখ ইব্‌ন কাসীর رحمه الله বর্ণনা করেছেন, *"কিছু লোক কথা বলছিলেন এ বিষয়ে যে, কিভাবে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়, কারণ তারা ইসলাম প্রদর্শন করছে, ইসলামের কথা বলছে এবং তারা আমাদের ইমামের কাছে আনুগত্য স্থাপন করে নি, সুতরাং আমরা তাদেরকে 'বুগা' (বদকার) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারি এবং তাদের*

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি। এর কারণ হল, তারা কখনোই তার (ইমামের) আনুগত্যের শপথের আওতায় আসেনি এবং তারা তার (ইমামের) অবাধ্যতা করেছে। ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ رحمه الله-এর উত্তর ছিল,

'এই তাতাররা খাওয়ারিজদের ন্যায় একই শ্রেণীর লোক, যারা 'আলী ও মুওয়াবিয়্যাহ্‌ এর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং দাবী করেছিল যে, তাদের উভয়ের অপেক্ষা তাদেরই সে ব্যাপারে অধিক হাক্ব রয়েছে। তারা আরোও দাবী করেছিল যে, তারা অন্যান্য মুসলিম অপেক্ষা সত্যের অধিক নিকটতর। তারা (তাতাররা) মুসলিমদেরকে তাদের পাপ ও অবজ্ঞার কারণে নিন্দা/দোষী সাব্যস্ত করে। ইতোমধ্যে তাদেরকেই দোষী সাব্যস্ত করা উচিত এমন কিছুর দ্বারা যা তারা অন্যান্যদের উপর যা সাব্যস্ত করেছে তার চাইতে অনেক বেশী কঠোর (তারা তাতারদের কিতাবাদি দ্বারা শাসন করছে, এবং শারী'য়াহ দ্বারা শাসন করছে না!) । তাই 'আলিমগণ এবং সাধারণ মানুষেরা জেগে উঠেছে।'

এরপর তিনি (ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ) رحمه الله বললেন,

'যদি তোমরা আমাকে তাদের (তাতারদের) মধ্যে দেখতে পাও, আমাকে হত্যা কোরো, এমনকি যদি তোমরা দেখ যে আমি আমার মাথার উপর ক্বুরআন রেখে দিয়েছি, তাহলেও [এই ফাতওয়াটি হিজরী ৭০২ সনে (১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে) শাগহাব-এর যুদ্ধ ময়দানের উত্তাপে প্রদান করা হয়েছিল] ।' " [88]

সময়ের সাথে সাথে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শারী'য়াহ-এর শাসন ভূখন্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতাররা এবং অন্য সকল ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের আর্ম্‌স/অস্ত্রসমূহ নামিয়ে নেয় অথবা তাদেরকে হত্যা করা হয়।

ইব্‌ন কাসীর رحمه الله এখানে উল্লেখ করেছেন যে, কিভাবে ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ رحمه الله, একজন প্রকৃত সালাফী, শারী'য়াহ-এর প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করছেন। তিনি নিম্নোক্ত বিষয়টি বর্ণনা করেছেন,

"যুল-হিজ্জাহ্‌-এর শুরুতে, হিজরী ৭০৪ সনে (১৩০৪/৫ খ্রীষ্টাব্দে), শাইখ উল-ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌ তার বন্ধুদের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের নিয়ে 'জেরুদ' ও 'ক্বসরাওয়ানীন' নামক পর্বতে আরোহণ করলেন, আর তার সাথে ছিল একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি, যাইন উদ-দ্বীন ইব্‌ন 'আদনান। যখন তারা এসকল মানুষদের কাছে পৌছলেন, তখন তারা তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ্‌ করার জন্য নিবেদন করলেন এবং তারা তাদেরকে শারী'য়াহ দ্বারা শাসন করার জন্য বাধ্য করলেন। আর এরপর তিনি বিজয়ী হয়ে ফিরে আসলেন, আল্লাহ্‌ তার উপর রহম করুন।

হিজরী ৭০৫ সনে (১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে), ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌ আর্মিতে যোগদান করেন এবং মুহার্‌রামে তারা পূর্বের সেই স্থানে ফিরে গেলেন এবং রাফিদীরা (দ্বাদশী শি'আ) অনেক মানুষকে হত্যা করল। তারা (ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌ ও তার সঙ্গী ভাইয়েরা) রাওয়াফিদ-দের অনেককে হত্যা করলেন এবং বিশাল পরিমাণের ভূখন্ড দখল করলেন। আর যেহেতু ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌ এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, এতে মানুষের অনেক কল্যাণ সাধিত হয়েছিল এবং শাইখ এই যুদ্ধে

---

[88] আল বিদায়াহ্‌ ওয়ান্‌-নিহায়া, ভলিউমঃ ১৪, পৃষ্ঠাঃ ২০, তাতারদের সম্পর্কিত ফাতাওয়া

বিপুল পরিমাণের জ্ঞান ও সাহস তুলে ধরেছিলেন। তার শত্রুদের অন্তর, তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও 'আলিম, দীর্ঘস্থায়ী ঘৃণাবোধ ও তিক্ততায় ভরে গিয়েছিল, আর তাদের শোকের কথা বলা বাহুল্য।" [৪৫]

এই তিরস্কারযোগ্য তাতারদের কারণে, এমনকি হাজ্জ, যা কিনা ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে ১টি, এটিকেও একটি বিশাল পরীক্ষাস্বরূপ এবং একটি অনুচিত কঠিন বিষয়ে পরিণত করা হয়। অবস্থান ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারী লোকেরা এই সময়ে মানুষদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার ঘর থেকে বিরত রাখছিল/প্রতিরোধ করছিল। আল-হাফিয ইব্ন কাসীর رحمه الله আমাদের করুণ অবস্থার বর্ণনা করেছেন,

"হিজরী ৭৩০ সনে (১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে), আহ্ল উল-বাইত [মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধর] মানুষকে হাজ্জ করতে বাঁধা দিত এবং তাদের ভয় দেখাতো। সেই সময়ে তুর্কিরাই ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতিরক্ষাকারী/নিরাপত্তাপ্রদানকারী ছিল, মানুষের হাক্ব/অধিকার সংরক্ষণ করত, আর সেই সাথে নিজেদের রক্ত ও সম্পদ উৎসর্গ করত।" [৪৬]

এখন, আসুন আমরা আমাদের আজকের অবস্থার দিকে তাকাই। আজকের দিন এবং সময়ে, কোথায় আমাদের শারী'য়াহ এবং কোথায় আমাদের খলীফাহ্? কোথায় সেই খিলাফাহ্ পদ্ধতি? আজকের তাতাররা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এবং এই আশংকা সম্পর্কে অজ্ঞাত মুসলিমদের উপর আবারও ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মুসলিমদের ভূখন্ড পুনরায় বহিরাগতদের হাতে এসে পড়েছে, তার সাথে আমাদের নারীরা ধর্ষিত হচ্ছে, অন্যায়ভাবে তাদের সুবিধা গ্রহণ করা হচ্ছে, এবং তাদের অবিশ্বাস্যরকমের অপব্যবহার হচ্ছে। এই কুফ্র এতই বিশাল, যে এর প্রকৃত আকার এবং এর জটিল গঠনবিন্যাসের প্রকৃত স্বরূপ সম্পূর্নরূপে একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালাই জানেন। এটা এরকমই বিশাল রূপ ধারন করেছে। আমাদের একজন শাহীদ ভাইয়ের কথা শুনুন, আল-উসতায মুহাম্মাদ 'আব্দুস্-সালাম ফারাজ رحمه الله [৪৭], যিনি আজকের দিনের তাতারদের বিষয়ে কথা বলার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন,

"এই যুগের শাসকদের বিষয়ে বলতে গেলে, তুমি কুফ্রের সেই দরজাগুলো গুণতে পারো, যা দিয়ে তারা বেড়িয়ে গিয়েছে, যা তাদেরকে দ্বীন ইসলামের মুরতাদ (দ্বীনত্যাগকারী) বানিয়ে দিয়েছে।" [৪৮]

উসতায অপর জায়গায় বলেছেন,

"মুসলিম ভূখন্ডের আজকের দিনের শাসকগণ ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। তাদেরকে কোলোনিয়াল ট্যাবল (মুসলিম ভূখন্ডকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে ভাগ করে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কাফিরদের প্রণীত পরিকল্পনা)-এর দিকে

---

[৪৫] প্রাগুক্ত, ভলিউমঃ ১৪, পৃষ্ঠাঃ ২৯

[৪৬] প্রাগুক্ত, ভলিউমঃ ১৪, পৃষ্ঠাঃ ১১৯

[৪৭] ভাই ফারাজ ১৯৮২ সালে মিশরের শাইতন প্রশাসন ব্যবস্থার হাতে খুন হন, সত্য কথা বলার জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য। আজকের দিন পর্যন্ত, তিনি তাদের দ্বারা সম্মানিত হন, যারা সত্যে বিশ্বাস করে এবং তার অনুসরণ করতে চায়। তিনি আল-আযহার স্কুলের একজন প্রাক্তন শিক্ষক ছিলেন এবং তার ফ্যাকালটি-এর কাছে সম্মানিত ছিলেন।

[৪৮] আল জিহাদ, আল ফারিদাত উল গা'ইবা, পৃষ্ঠাঃ ০৯

নিয়ে আসা হয়েছে, হয় তারা খ্রীষ্টান, কমিউনিস্ট বা জিওনিস্ট। তারা ইসলামের যা বহন করে, তা নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যদিও তারা সলাহ্ আদায় করে, সিয়াম পালন করে এবং মুসলিম হবার দাবী করে।

'তবে কি তারা জাহিলিয়্যাহ্-এর বিধান কামনা করে?'*-ইব্ন কাসীর-এর এই আয়াতের তাফসীর থেকে এটি সম্পূর্ন পরিষ্কার যে, তিনি, যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার/শাসন করে না, তাদের সাথে তাতারদের মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি। প্রকৃতপক্ষে, যদিও তাতাররা আল-ইয়াসিক্ব দ্বারা শাসন করেছিল, যা বিভিন্ন ধর্মের আইন থেকে নেওয়া হয়েছিল, যেমনঃ ইহূদীধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম, ইসলাম এবং অন্যান্য। এবং এর মাঝে এমন আইনও ছিল যা চেঙ্গিস খান, নিজের কামনা-বাসনা থেকে তৈরী করেছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি তা অপেক্ষা কম খারাপ যা পশ্চিমারা প্রণয়ন করেছে, যার সাথে ইসলাম বা অন্য কোন প্রকার ধর্মের আইনের কোন সম্পর্ক নেই।"* [৪৯]

সুতরাং, এখানে আমরা আবার সেই একই দৃশ্যে এসে পড়েছি, যা আমরা হিজরী ৬৫৬ সন (খ্রীষ্টাব্দ ১২৫৬ সাল)-এর পর থেকে এড়িয়ে যাওয়ার আশা পোষণ করেছি। আমাদের সামনে আমাদের এসব শাসকগণ বিদ্যমান, যাদেরকে অনেক 'আলিমগণই তাতারদের চাইতেও অধম বলে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, কারণ তাতাররা একজন ইলাহের 'ইবাদাত করছিল। এই শাসকগণ কোন ইলাহরই 'ইবাদাত আনছে না, কেবল নাস্তিক্যবাদ ও সম্পূর্ণ কামনা-বাসনার অনুসরণই ডেকে আনছে। কিন্তু, যদি তুমি দ্বিতীয় একটি মত চাও, অথবা তোমার একের অপেক্ষা অধিক মানুষ হতে দালীলের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের শাসকদের অবস্থা সম্পর্কে আরোও কিছু দলীল পেশ করব।

'উমার 'আব্দুর্-রহ্মান[৫০], নাজাহ্ ইবরহীম[৫১], 'ইসাম উদ্-দ্বীন আল-দারবালাহ্ এবং 'আসিম 'আব্দুল-মাজিদ[৫২]-এই ভাইয়েরা এই যুগের মুসলিম ভূখন্ডের শাসকদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন,

---

[৪৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ০৯ ও ১১

[৫০] এই শাইখ আল-আযহার-এ তাফসীর-এর শিক্ষক ছিলেন, এবং এমনকি এখন পর্যন্তও তিনি সম্মানিত হন। তার একটি অন্যতম স্মরণীয় কাজ হল, ৪০০০ পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্-এর তাফসীর, যার ধারালো ও তীক্ষ্ণ জ্ঞানের তরবারী, তার শত্রুদের আতংক ও ভয় দ্বারা বশীভূত করে ফেলেছিল। তিনি আজকের দিনের সেই স্বল্পসংখ্যক মুফাসসিরদের মধ্যে অন্যতম, যারা সর্বজনস্বীকৃত/অনুমোদনপ্রাপ্ত। কিছু মিথ্যা অভিযোগ এর অজুহাতে বর্তমানে তাকে ইউনাইটেড স্টেইট্স (আমেরিকা)-এর জেল-এ বন্দী করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা যেন তার মুক্তি সহজ করে দেন, যেন আমরা তার জ্ঞান থেকে পুনরায় উপকৃত হতে পারি-আমীন।

[৫১] এই নির্দিষ্ট 'আলিমকে একের অধিকবার জেল-বন্দী করা হয়েছে। তিনি ভাই 'আব্দুস্-সালাম ফারাজ-এর পরিচিত, আর সেই সাথে আরোও অনেক একনিষ্ঠ ভাইদেরও পরিচিত, যারা জীবন দিয়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। অপর দুই ভাইয়েরাও ইসলামিক জ্ঞানের ব্যাপারে সুদক্ষ, যারা বইটি লিখেছেন। তারা সকলেই আইনের আশ্রয় থেকে বহিষ্কৃত জামা'আতুল ইসলামিয়্যাহ্-এর সদস্য। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য একটি 'উইচ হান্ট' (ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা) চলছে, পূর্বে এবং পশ্চিমে, আর সেই সাথে এর 'মিলিটারী উইং' (সামরিক/জঙ্গী অংশ) জামা'আত উল-জিহাদ-কে আফগানিস্তানের পর্বতমালায় নির্বাসিত করা হয়েছে। এটা হল, যখন নেতৃত্বে থাকা কিছু লোক গভার্নমেন্ট-এর সাথে আলোচনা/পরামর্শ করা শুরু করল। যা আরোও দূষণ/দূর্নীতি এবং ব্যাপক খারাবীর দিকে ধাবিত করল। নেতৃত্বে থাকা যেসব সদস্য তরবারী নামিয়ে রেখেছে, তাদের ব্যতীত তখন এই গোষ্ঠীর সদস্যরা জিহাদ বহাল রাখল। শাইখ 'উমার

"আর আজকের শাসকেরা পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতি তাদের আনুগত্য স্থাপন করেছে, যাদের উভয়েই কাফির। আর ভালোবাসার সম্পূর্নাংশ দেওয়া হয়েছে ইহূদী ও খ্রীষ্টানদের। এবং খাঁটি শত্রুতাসমৃদ্ধ ঘৃণা, যুদ্ধকৌশল, ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণা প্রয়োগ করা হচ্ছে ইসলাম ও এর মানুষের প্রতি। এবং তারা এই সময়ে আল্লাহ্‌র কিতাবের বিচার বিধান ত্যাগ করেছে। তারা পবিত্র আসমানী আইনকে প্রতিস্থাপন করেছে, আর এই সবকিছুর উপরে, তারা দাবী করে যে তারা মুসলিম। তাদের আরোও আছে উলামায়ে সু, যারা তাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, তাদেরকে 'খলীফাহ্' এবং 'আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে আইনপ্রণয়ক বিচারক) শিরোনামা দিচ্ছে।

যুবকদেরকে শাসকদের কাছে আনুগত্য স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের কুফ্‌র-এর প্রতি সন্তুষ্টি প্রদর্শনের এবং তাদের নতুন দ্বীন সেকুলারিজম এর সংবিধান দ্বারা সৃষ্টির মাঝে বিচার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা এর খবর তৈরী করে, তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয় এবং শিশুদের মনের মাঝে এটি প্রবেশ করিয়ে দেয়। এই নতুন দ্বীনের আহবান হল, মাসজিদ হল আল্লাহ্‌র, আর শাসকেরা আইনপ্রণেতা।" [৫৩]

ভাইয়েরা অপর জায়গায় বলছিলেন,

"আর আমরা বিচারক ও আইনপ্রণেতা হিসেবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোও উপর সন্তুষ্ট নই, ঠিক যেমন আমরা রব হিসেবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোও উপর সন্তুষ্ট নই। এভাবে, যিনিই সৃষ্টি করেন, তবে সমস্ত কর্তৃত্ব/আধিপত্য তারই, আর যিনিই মালিক, তবে তিনিই বিচার করেন, হারাম করেন, আদেশ করেন, পূর্বনির্ধারিত বিষয়াদি নির্ধারণ করেন, আইন প্রণয়ন করেন, আর তিনি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, সকল বিষয়াদি সম্পর্কে সম্পূর্ন জ্ঞাত/ওয়াকেফহাল।

এভাবে যে কেউ-ই আল্লাহ্‌র পাশাপাশি আইন প্রণয়ন করে, এবং আল্লাহ্‌র শারী'য়াহ-কে অন্য কোন আইনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে, তবে ইতিমধ্যেই সে আল্লাহ্‌র আইনে আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করেছে। সে নিজেকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করেছে এবং নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়েছে এবং সে ইসলামের পরিধি ত্যাগ করেছে। তাদের থেকে বেড়িয়ে আসা বাধ্যতামূলক এবং তারা আজকের দিনের শাসক, যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছে।" [৫৪]

'আব্দুর-রহ্‌মান, এই গোষ্ঠীর প্রধান, জেল থেকে জবাব দিলেন যে, তিনি এটিকে (গভার্নমেন্ট-এর সাথে আলোচনা/পরামর্শ এবং এরপর তরবারী নামিয়ে রাখা) সমর্থন করেন না, আর না এটি তার দা'ওয়াহ্ বা ইসলামের দা'ওয়াহ্।

[৫২] এই 'আলিমগণ জেল-এ থেকে এই বইটি (আল-মিসহাক্ব আল ইসলামী আল 'আমালী-<u>*In Pursuit of Allah's Pleasure*</u>) লিখেছেন, মিশরের অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার নির্যাতনে। তাদেরকে কেন এই বীভৎস ও কদাকার অত্যাচার/নিপীড়ন করা হল? এটা এ ব্যতীত আর কোন কারণে নয় যে, তারা শারী'য়াহ-এর দিকে আহবান করছিলেন এবং 'তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্' পরিভাষাটিকে পুনরুদ্ধার/ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছিলেন। বইটি ১৯৮৪ সালে তাদের 'শেয়ারড জেল সেল' (একটি সেল-এ কয়েকজন ভাগাভাগি করে থাকে)-এ থেকে লিখা হয় এবং পরবর্তীতে তা শাইতন শাসকদের মুখের উপর বজ্রপাতের ন্যায় আঘাত হানে।

[৫৩] আল-মিসহাক্ব আল ইসলামী আল 'আমালী, পৃষ্ঠাঃ ২২, এই কাজটি ইংলীশ-এ *"<u>In Pursuit of Allah's Pleasure</u>"-নামে পরিচিত।*

[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ২৬-২৭

আল-ইয়াসিক্ব, গতকাল এবং আগামীকাল

যখন তাতাররা সেই দুঃখজনক বছরে মুসলিম বিশ্ব দখল করল, সম্পূর্ন ইসলামের প্রতিস্থাপন না করে, আল্লাহ্ তাদের দ্বারা ইসলামের কিছু দিক সঠিক রাখলেন। মাসজিদ থেকে আযানের ধ্বনি শোনা যেত, এবং ইসলামের কিছু আইন জায়গা মত ছিল। যাহোক, এটা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার কাছে বিন্দুমাত্র গ্রহণযোগ্য নয় যে, তার আইনের কিছু ক্ষুদ্র কণিকা ও টুকরা প্রয়োগ করা হবে। তাতাররা ইসলামিক আইন ধার করার সাথে সাথে অন্যান্য ধর্ম যেমনঃ ইহূদীধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম ইত্যাদি থেকেও আইন ধার করেছিল এবং এমনকি তাদের রাজা, চেঙ্গিস খান-এর তৈরী আইনও প্রবেশ করানো হয়েছিল, যিনি বাগদাদের দখলকারী আর্মিদের নেতা ছিলেন। এই সমস্ত আইনসমূহকে অবশেষে আইনের সংকলনরূপে একটি বই-এ পরিণত করা হয়, যার নাম হল আল-ইয়াসিক্ব, যা অনেক সময় আল-ইয়াসা-ও উচ্চারিত হয়। তাতাররা তাদের জন্য যেই মানবরচিত আইন/বিধান তৈরী করল তাকে ঘিরে ইতিহাসটুকু আমরা ইব্ন কাসীর رحمه الله-এর থেকেই শুনব,

"তার বই, যা হল আল-ইয়াসা, এর বেশীর ভাগই আল্লাহ্‌র শারী'য়াহ ও তার কিতাবের সাথে দ্বিমত/বিরোধীমত পোষণ করে। [৫৫] *যখন সে হিজরী ৬২৪ সনে (১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে) মারা গেল, তারা তাকে একটি 'লোহার তাবুক' (একটি বদ্ধ ধারকপাত্র)-এ ঢুকালো; তারা তাকে দুই পাহাড়ের মাঝে শিকল দিয়ে বাঁধলো এবং সেখানে ফেলে রাখলো। তার বই, আল-ইয়াসা-এর দুইটি ভলিউম রয়েছে, বিশালাকৃতির এবং একটি উটের পিঠে তা বহন করে নিতে হয়। তার বইগুলোতে এরূপ উদ্ধৃতি আছে, যেমন,*

'যে কেউ ব্যাভিচার করে, তাকে হত্যা করতে হবে, বিবাহিত বা অবিবাহিত। যে কেউ সমকামী আচরণ/কাজ করে, তাকে হত্যা করতে হবে। যে কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত/সুচিন্তিত/ইচ্ছাকৃত-ভাবে মিথ্যা বলে, তাকে হত্যা করতে হবে। যে ব্যক্তি জাদু করে, তাকে হত্যা করতে হবে। যে কেউ 'স্পাইয়িং' (গুপ্তচরবৃত্তি/গোয়েন্দাগিরি) করে, তাকে হত্যা করতে হবে। যে কেউ দুই প্রতিপক্ষের মাঝে মধ্যবর্তী হয়, একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে সাহায্য করে, তাকে হত্যা করতে হবে। যে ব্যক্তি বদ্ধ জলাশয়ে প্রস্রাব করে বা ঝাঁপ দেয়, তাকে হত্যা করতে হবে।'

'যে কেউ একজন বন্দীকে পরিবারের অনুমতি ছাড়া খাওয়ায় বা পোশাক, পানীয় বা খাবার দেয়, তাকে হত্যা করতে হবে। যে কেউ কারোও দিকে খাবার ছুড়ে মারে, তাকে হত্যা করতে হবে। তার এটা হাত দিয়ে দিতে হবে। যে কেউ খাবার থেকে সাদাক্বা দিতে চায়, তার সেটা প্রথমে খেয়ে নিতে হবে, এমনকি যদিও সে এটি সমাজের উঁচুশ্রেণীর কাউকে দিতে চায়। যে কেউ নিজে খায়, কিন্তু তার মেহমান বা গৃহজনকে খাওয়ায় না, তাকে হত্যা করতে হবে। যে কেউ কোন পশুকে জবাই করে, তাকে হত্যা করতে হবে। তার সেটিকে দু'ভাগে ভাগ করে প্রথমে হৃৎপিন্ডটি বের করে আনতে হবে।'" [৫৬]

---

[৫৫] এই আইনগুলো ঠিক মানবরচিত আইনের মতই, যা বর্তমানে বেশীর ভাগ মুসলিম দেশে আছে।

[৫৬] এই নিয়মাবলি বর্তমানের মানবরচিত আইনের সদৃশ, যা শর্তারোপ করে যে, প্রথমে পশুকে আঘাত করে হতচেতন করতে হবে, এরপর জবাই করতে হবে। তাই, আজকের দিনের 'জেঙ্গিস খান ভূখন্ডে' তার সেই ধারাই চলছে।

আল-হাফিয ইব্‌ন কাসীর رحمه الله বলেছেন,

"এই সবই শারী'য়াহ থেকে ভিন্ন যা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা তার রসূলদের উপর নাযিল করেছেন। যে কেউ পরিষ্কার শারী'য়াহ পরিত্যাগ করে, যা মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ, নবীগণের সীলমোহর ﷺ-এর উপর নাযিল করা হয়েছে, এবং সে বিচারের জন্য তার [মুহাম্মাদ ﷺ-এর] শারী'য়াহ ছাড়া অন্য কোনটির কাছে যায়, যা তার [মুহাম্মাদ ﷺ-এর] শারী'য়াহ-এর দ্বারা বাতিল/স্থগিত হয়ে গিয়েছে, সে কাফির হয়ে যায়। তবে তাদের বিষয়টি কিরূপ যারা কোন স্থগিত শারী'য়াহ দ্বারা শাসিত হয় না, বরং আল-ইয়াসা, এবং সে এটিকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারী'য়াহ-এর উপর প্রাধান্য দেয়? নিশ্চিতভাবে, যে কেউ এরূপ করে, সে কাফির হয়ে যায়, মুসলিমদের ঐকমত্য অনুসারে সর্বসম্মতভাবে। আল্লাহ্‌ বলেছেন,

أفحكم الجاهلية يبغون و من أحسن الله حكماً لقوم يوقنون

'তবে কি তারা জাহিলিয়্যাহ-এর বিধান কামনা করে? কে উত্তম আল্লাহ্‌র চাইতে বিধান প্রদানে দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য?'-সূরা আল-মাইদাহঃ ৫০

فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً

'তবে না; আপনার রবের কসম! তাদের কোন ঈমান থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে সেসব বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারে যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়, তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ করে না আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়/আত্মসমর্পণ করে।' -সূরা আন্‌-নিসাঃ ৬৫

আল্লাহ্‌ এই বিষয়ে সত্য কথা বলেছেন।"

এখন আজকে, যে আইনসমূহ মুসলিম ভূখন্ডসমূহে জায়গা করে নিয়েছে, সেগুলো তাতাররা যে আইনসমূহ আল-ইয়াসা থেকে প্রয়োগ করেছিল, সেগুলোর সমান এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলোর চাইতেও বেশী বর্বর। মডার্ন আল-ইয়াসিক্বটি শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক মুসলিম স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এর উপরই কর্তৃত্বশীল নয়, বরং আজকে এটি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং পৃথিবীর দূর-দুরান্তে গিয়ে পৌছাচ্ছে। যারা দ্বীপসমূহে বসবাস করত, তারাও আজ ইলাহ্‌বিহীন ইউএন (জাতিসংঘ) ও তার সাথীদের মিশনারি গ্রহণ করছে। যাদের নিজস্ব সার্বভৌমত্ব ছিল, তাদেরকে তা বৃহত্তর ক্ষমতার কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য করা হচ্ছে। শিশুদেরকে বিভ্রান্ত ও নাজেহাল করা হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী টেলিভিশন দ্বারা প্রচারিত ভোগবাদ দ্বারা এবং তাদের স্কুলসমূহের দ্বারা, যেখানে তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদেরকে উন্মুক্ত মেলামেশার দিকে আহবান করছে।

নতুন আল-ইয়াসিক্ব-এর আইনসমূহ এমনকি বাহ্যিকভাবেও ইসলামিক দেখানোর চেষ্টা করছে না, বরং এগুলো ইসলামের মৌলবিষয়াদি এবং অন্যান্য বিষয়াদির সম্পূর্ন শত্রুভাবাপন্ন/বিরোধী। আমরা আল-ইয়াসিক্ব-এ দেখি যে,

হোমোসেক্সুয়ালিটি একটি অপরাধ যার শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড, কিন্তু আমরা বর্তমান তাতারদের আইনসমূহে দেখি যে, তারা সম্পূর্ন নিরাপত্তা পায়, এবং আগত আইনসমূহে তারা আরোও বেশী নাগরিকের অধিকারের নিরাপত্তা পাচ্ছে, যা তাদের প্রতিপক্ষ হেটোরোসেক্সুয়ালদের চেয়েও বেশী। চেঙ্গিস খান এবং তার বই ফর্নিকেশন এবং এ্যাডালটারী-কে নিরুৎসাহিত করে।

বর্তমানের চেঙ্গিস খানেরা এটিকে একটি পবিত্র গুণ হিসেবে তুলে ধরেন। যারা নিজেদেরকে এই ধরনের সম্মানের সাথে জড়াতে চান না ও এর প্রতিরোধ করতে চান, তাদেরকে সমাজবিরোধী ও মর্যাদাবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অতীতে জাদুবিদ্যাকে মৃত্যুদন্ড দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়েছিল। কিন্তু, আজকের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, ভালো সংখ্যক ইউনাইটেড স্টেইটস (সাম্রাজ্য) মিলিটারী (আমেরিকার সেনাবাহিনী) শুধুমাত্র জাদুবিদ্যায় প্রবেশই করছে না, বরং তারা এর দ্বারা পরিচিতও হচ্ছে এবং বিভিন্নপ্রকার কার্ডবহনকারী শাইতনরূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত খারাপ অবস্থা আজকের, যখন সকল প্রকারের কুফ্‌র ও শির্‌ক প্রচার করা হচ্ছে এবং দলীলভিত্তিক তাওহীদকে ডাস্টবিন-এ ন্যস্ত করা হচ্ছে, যেন কখনো এর আর চিন্তা করা হবে না, এবং প্রয়োগ করা হবে না। ইউনাইটেড স্টেইট্‌স-এ আমরা দেখি যে, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ‘এইজ অফ কনসেন্ট’ (সম্মতি/রাজি-এর বয়স) হল ১০ বছর, আরোও কিছু দেশে এটা অন্যরকম, কিন্তু আর সকল দেশসমূহ সর্বনিম্ন ‘এইজ অফ কনসেন্ট’-এ গিয়ে পৌছেছে। এর সাথে বিয়ে বা পবিত্রতা সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হয় নি, যেগুলো এর সাথে সম্পর্কযুক্ত!

স্কুলে ‘সেক্সুয়াল এডুকেশন’ (যৌন শিক্ষা) শিক্ষা দেওয়া হয়, এভাবে তারা তাদের মধ্যে তিরস্কারযোগ্য ও উদ্ভট কাজের বারুদ ভরে। ‘সেক্সুয়াল পার্ভারশন’ (বিকৃত/বিচ্যুত যৌনআচরণ) উৎসাহিত ও কার্যকর/জোরদার করা হয়েছে, যাতে তারা ছাত্রদের সাবালক/বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পূর্বেই বিকৃত/কলুষিত করে দিতে পারে। আর এটা সুসম্পন্ন করা হলে, তারা কখনোই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার ভালো ঈমানদার হতে পারবে না এবং শাইতন মানবরচিত বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে/চলতে পারবে না। যেহেতু কুফ্‌র-এর জাদুমন্ত্র অতি অল্পবয়সেই তাদের উপর আরোপ করা হয়েছে, তারা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা আমাদের যা দিয়েছেন তার প্রকৃত অবস্থা এবং যে জিনিসে আমরা বিশ্বাস করতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছি তার প্রকৃত অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হবে না। এ সকল বিষয়াদিকে একটি সঠিক দৃশ্যে তুলে ধরার জন্য, আমরা দুই বর্বর পঙ্গপাল (আজকের ও অতীতের)-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত ৬টি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টকে একত্রিত করতে চাই,

ক. অতীতের তাতার এবং বর্তমান তাতারদের **দ্বীন** এবং তাদের প্রত্যেকে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে কি বলে তা।

খ. তখনকার এবং আমাদের এখনকার তাতারদের শাসন করার **পদ্ধতি**।

গ. চেঙ্গিস খানের সন্তানদের **অভ্যন্তরীন রাজনীতি**, তখন এবং এখন, উদাহরণস্বরূপ, ভালোবাসা ও ঘৃণা, আনুগত্যের শপথ দেওয়া ইত্যাদি।

ঘ. **বাহ্যিক রাজনীতি** এবং অন্যান্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের স্বরূপ।

ঙ. তাদের উভয়ের **আর্মি**-এর প্রকৃতি।

চ. এই বিষয়ে ’**আলিমগণ** কি বলেছেন তা।

অতীতের তাতারদের **দ্বীন**-এর দিকে তাকালে একজন দেখবে যে, তারা ইসলামকে সমর্থন করেছিল, আর সেই সাথে তারা যখন মুসলিম ভূখন্ড দখল করেছিল, তাদের মধ্যে কতক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, অথবা অন্তত এর কিছু অংশ হলেও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু, তারা ইসলামের যা গ্রহণ/মেনে নিয়েছিল, তা হল ‘ইবাদাত বিষয়ক ব্যাপারসমূহ। যা গ্রহণ করা হয় নি, তা হল সমন্বিত তাওহীদ, যার মধ্যে সম্পূর্ন আনুগত্য, শারী‘য়াহ-এর শাসন, ভালোবাসা ও ঘৃণা, মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও মুসলিমদের সাহায্য করা, এবং আরোও সে সকল কিছুই অন্তর্ভুক্ত যা সরাসরি ও সম্পূর্নরূপে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা‘য়ালার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর থেকে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, চেঙ্গিস খানের আইন ও আদেশের জন্য যুদ্ধ করার মাধ্যমে তারা তাদের বিষয়েই মুসলিম ছিল।

তারা তাদের/নিজেদের সাহায্য/সমর্থন করেছিল এবং এমন যে কারোও সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ করেছিল, যারা চেঙ্গিস খানের শাসন ও বই এর প্রতিষ্ঠা/অনুশীলন করতে সাহায্য করেছিল, এমনকি যদিও সাহায্যকারী ব্যক্তি সবচাইতে নিকৃষ্ট কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এমন যে কাউকে তারা খুন ও নৃশংসভাবে হত্যা করত, যে তাদেরকে তাদের ভুল সম্পর্কে বলত অথবা তাদের কুকর্মের কিছু অংশ অপসারণের চেষ্টা করত, হোক তারা কোন মাসজিদের ইমাম বা সমাবেশের অংশ।

যে কেউ তাদের বিরোধীতা করত, তারা তাদের সম্পত্তি, অর্থ, সন্তানাদি এবং অন্যান্য সবকিছু নিয়ে যেত, যদিও সে মুসলিমই হোক না কেন। নাস্তিক, মুরতাদ, ইহূদী, খ্রীষ্টান এবং অন্য সকল প্রকার কদাকার ও অপছন্দনীয় উপাদানের সমন্বয়ে তৈরী হয়েছিল তাদের আর্মি। একটি জিনিস, যা এই সকল উপাদানের মধ্যে সাধারণ ছিল, তা হল, চেঙ্গিস খানের স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এর প্রতি সম্পূর্ন অনুগত হওয়া। আর ঠিক এই কারণেই ‘আল্লামাহ্ ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ رحمه الله তাদেরকে খাওয়ারিজদের ন্যায় একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

যে সমস্যাটি আজকে আমরা দেখি তা হল, চেঙ্গিস খানের সন্তানেরা ইসলামকে সমর্থন করছে, এবং শারী‘য়াহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করছে, ঠিক যেমন তাদের পূর্বপুরুষরা করেছিল। তাদের আর্মি সংগঠিত হয়েছে নাস্তিক, ইহূদী, খ্রীষ্টান, অগ্নি-উপাসক, হোমোসেক্সুয়াল এবং সমাজের অন্য যেকোন ঘৃণ্য অংশসমূহ দ্বারা যা তুমি কল্পনাও করতে পারো না। নতুন তাতারদের দ্বারা মাসজিদে আক্রমণ করা হচ্ছে, রাস্তা-ঘাটেই সাধারণ মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে, আর সেই সাথে দিগন্তের যেখানেই গৃহযুদ্ধের আবির্ভাব হয়, সেখানেই ‘মিলিটারী ইন্টারভেনশন’ (সামরিক হস্তক্ষেপ) করা হয়।

হ্যাঁ, আজকের মোঙ্গলদের পাল ইসলামকে সমর্থন করে এবং বলে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তার রসূল, কিন্তু আমাদের নতুন মোঙ্গলরা আরোও অনেক বেশী নিকৃষ্ট পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা। তাদের ব্যাপারে বিধি-নীতি কি হবে তা জানার জন্য একজনের ইব্‌ন কাসীর رحمه الله-এর উপরোল্লিখিত, অতীতের তাতার ও আল-ইয়াসিক্ব-এর গঠন বিষয়ক উক্তিসমূহে তার মন্তব্যগুলো দেখা ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন নেই। আল-হাফিয ইব্‌ন কাসীর উল্লেখ করেছেন যে, আল-ইয়াসিক্ব হল ইহূদী, খ্রীষ্টান ও ইসলামিক আইনের সমন্বয়ে তৈরী একটি বই। কিন্তু,

আমরা যদি তার দিকে তাকাই যা আজকের মুসলিমরা গ্রহণ করছে, এর সাথে ইসলামের কোনো দিক থেকেই কোনো মিল নেই। অনেক আইনসমূহে সামান্যতম ইসলামিক বলতে কিছু নেই। আজকের দিনের এসকল আইনসমূহের প্রকৃতি শাইতনস্বরূপ, আর এগুলোর অনুশীলন/প্রয়োগ সম্পূর্ন মন্দ। তাতারদের তত্বাবধানে, একজন এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারতো যে, ব্যাভিচারের ব্যাপারে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এমনকি যদিও চেঙ্গিস খানের আইডিয়া এবং নিছক আকাংক্ষা অনুসারে অন্যান্য কিছু আইন প্রতিস্থাপিত বা সংযোজন করা হয়েছিল।

এই আইনসমূহ যা আজকে আনা হয়েছে, এগুলোর সাথে অনেক ক্ষেত্রেই কোন আসমানী কিতাবের সম্পর্ক নেই। কাফিরদের আইনের সংকলনের উন্নতির সাথে সাথে তা আরোও বেশী নাস্তিকরূপ লাভ করেছে, যেহেতু মানুষ ধীরে ধীরে তাদের নিজেদের ধর্ম থেকেও দূরে সরে গিয়েছে। এখন এ সকল আইনসমূহ মুসলিম বিশ্বকেও নিয়ন্ত্রণ ও আন্দোলিত/প্রভাবিত করছে এবং কামনা-বাসনার বজ্রমেঘ ও কামুক স্ফুলিঙ্গসহ কুফ্‌র ও শির্‌ক-এর বায়ু আজ সজোরে প্রভাবিত হচ্ছে। মোঙ্গলদের আইনসমূহের কিছুক্ষেত্রে শারী'য়াহ-এর সাথে মিল ছিল, কারণ তারা তাদের কিছু আইনসমূহ পবিত্র আইনপ্রণেতার আইনসংকলন থেকে নিয়েছিল। কিন্তু, এই নতুন আইনসমূহ যখন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার আইনের সাথে মিলে যায়, তখন তা কোনভাবেই ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, বরং নিছক দূর্ঘটনাবশত। আর এরপর, এসকল আইনসমূহের প্রয়োগ সম্পূর্ন বিশৃংখল এবং ভিত্তিহীন।

অভ্যন্তরীনভাবে, মোঙ্গলরা শর্তসাপেক্ষ ছিল। যদি তাদের উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তবায়ন এবং চেঙ্গিস খানের বই-এর প্রয়োগের মানে এই দাঁড়ায় যে, তাদের সাথে এক হয়ে কাজ করা, যারা ইসলামিক বিশ্বাসের বিরোধীতা করে, তবে তাদের রাজার নিয়ম রক্ষার জন্য তারা তা-ও করত। যদি মুসলিমরা তাদের আল-ইয়াসিক্ব বইটির আইনের বিরোধীতা করত, তবে তাদেরকে প্রতিরোধ করা হত, পিছু হটতে বাধ্য করা হত, আর প্রয়োজন পড়লে হত্যাও করা হত। এভাবে, আল্লাহ্‌র জন্য/ওয়াস্তে ভালোবাসা ও ঘৃণা, মোঙ্গলদের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষ ছিল এবং সেই সময়ে যা তাদের সবচাইতে বেশী প্রয়োজন পূরণ করে তার উপর ভিত্তি করে ছিল।

বর্তমান সময়ে, শাসকেরা তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাদের ইসলামিক বিশ্বাসের বিরোধীতা করছে না। এর কারণ হল, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কোন ইসলামিক বিশ্বাস নেই, সুতরাং তারা এর বিরোধীতা করবে কিভাবে! যার জন্য যুদ্ধ করা হয় তার উদ্দেশ্য হল, তাদের আবর্জনা-বোঝাই সিংহাসনের রক্ষনাবেক্ষণ ও দৃঢ়ীকরণ। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এরূপ করে আসতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে কোন ট্যাক্‌টিক্‌স (কৌশল)-ই তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য, হোক তা নির্যাতন, গণজবাই অথবা অন্য যেকোন অমানবিক কাজ যা তারা করে। এভাবে, তাদের ট্যাক্‌টিক্‌স-এর সাথে মোঙ্গলদের ট্যাক্‌টিক্‌স-এর তুলনা করতে শুরু করারও সুযোগ নেই। কারণ, মোঙ্গলরা স্বকীয়তা-সংরক্ষণ এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য যুদ্ধ করছিল। আজকের শাইতন প্রাণীগুলো শারী'য়াহ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, যা তারা প্রতিস্থাপন করেছে, এবং এই প্রতিস্থাপন ও এর ফলশ্রুতিতে যা আসে, তার সংরক্ষণ ও তত্বাবধানের জন্য যুদ্ধ বহাল রেখেছে।

যেই **আর্মিরা** মোঙ্গলদের পতাকার অধীনে অগ্রগমন করে, অতীতে ও বর্তমানে, তাদের স্বরূপ সম্পূর্ন একই, কিন্তু কর্মপদ্ধতি ভিন্ন। এর একটি উদাহরণ হল, হিজরী ৬৫৬ সনে (১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে), শাসক চেঙ্গিস খানের আর্মি গঠিত

হয়েছিল ইহূদী, খ্রীষ্টান, মুশরিক ও অন্যান্যদের মাধ্যমে। তারা এমন যে কারোও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, যারা তাদের মতবাদ ও মিশনের বিরোধীতা করেছিল। তাদের সাথে বর্তমান শক্তিগুলোর পার্থক্য হল, আজকের শক্তিগুলো সবাই মিলে কাফিরদের (ইহূদী, খ্রীষ্টান এবং মুশরিক) সাথে যুদ্ধ করা বন্ধ করে দিয়েছে, এবং তাদের সমস্ত শক্তি ও মনযোগ মুসলিমদের দিকে তাক করেছে। বস্‌নিয়া, ইন্ডিয়া, কাশ্মির বা চেচ্‌নিয়ার দিকে প্রকান্ড বিশালাকারের কোন আর্মিদের ধাবিত হতে পাওয়া যায় না। যাহোক, মুসলিম বিশ্বের সামরিক শাসনব্যবস্থার প্রতিরক্ষাকারীদের দেখা গিয়েছিল আসিউত, আসওয়ান, তুনিশ, আলজেরিস, রাবাত এবং আরোও অনেক জায়গায়। তাদের টার্গেট ছিল *বিশেষ/নির্দিষ্টভাবে* মুসলিমরা, মুসলিমরা তাদের অন্যতম টার্গেট ছিল না, বরং একমাত্র টার্গেট ছিল। এটাই প্রধান উপাদান, যা একপ্রকার তাতার থেকে অন্য প্রকারের তাতারকে পৃথক করে।

ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ رحمه الله-সহ ইসলামের ’**আলিমগণ,** এ ধরনের মানুষের গোষ্ঠীর ব্যাপারে কি করতে হবে, সে ব্যাপারে সম্পূর্ন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থেকেছেন,

“আমরা বলি যে, যে কোন গোষ্ঠী যা এমন যেকোন প্রকাশ্য অবিতর্কিত আইন থেকে বেড়িয়ে/বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যা মুসলিমদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন ব্যতীত হস্তান্তরিত হয়ে আসছে, তবে এরূপ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলিম ইমামদের (ইসলামিক আইনের স্কুলসমূহের নেতাগণ) ইজমা’ অনুসারে অবশ্য কর্তব্য। ব্যাপারটি এরূপই হবে, যদিও তারা দু’টি সাক্ষ্য আবৃত্তি করে।

সুতরাং যদি তারা শাহাদাতাইন (দু’টি সাক্ষ্য) [৫৭] *আবৃত্তি করে, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সলাহ্‌ পরিহার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না তারা সলাহ্‌ আদায় করে......*

وقاتلوهم حتى لا تكو ن فتنة ويكو ن الدين كله لله

‘আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষন না ফিত্‌নাহ্‌ (শির্‌ক) শেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।’ ***-সূরা আল-আনফালঃ ৩৯***

এভাবে, এমন সকল ক্ষেত্র, যেখানে দ্বীন আংশিকভাবে আল্লাহ্‌র এবং আংশিকভাবে অন্যদের, তখন মুসলিমদের উপর যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক, যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র জন্য হয়।” [৫৮]

অতীত এবং বর্তমানে, আমাদের শাসকদের অবস্থা, ’আলিমগণ যা তুলে ধরেছেন এর চাইতেও পরিষ্কার/স্বচ্ছ হওয়া কি সম্ভব??

---

[৫৭] প্রথম সাক্ষীটি হল, *‘আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া ‘ইবাদাতের যোগ্য কোন ইলাহ/উপাস্য নেই’,* এবং দ্বিতীয় সাক্ষীটি হল, *‘আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল’।*

[৫৮] মাজমু‘আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ০৪, বাব উল-জিহাদ

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার আইন দ্বারা শাসন/বিচার না করা বড় কুফ্‌র, এ সম্পর্কিত দলীল

এই নির্দিষ্ট অধ্যায়ে, আমরা চাই না যে, আমরা যা বোঝাতে চেয়েছি সে ব্যাপারে পাঠক ভুল বুঝুক, যখন সে এই অধ্যায়ের শিরোনামটি পড়ে। যখন আমরা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার আইন ব্যতীত শাসন/বিচার করার ব্যাপারে এটিকে বড় কুফ্‌র বলছি, তখন আমরা সে সকল শাসক/বিচারকদের কথা বলছি না, যারা কুচিন্তা/অসৎ উদ্দেশ্য দ্বারা তাড়িত হয়ে ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহ্‌র আইন ছাড়া বিচার/শাসন করে, যেমন, হয় তাকে ঘুষ দেওয়া হয়েছিল, ফলে ক্ষেত্রবিশেষে এরূপ করেছিল ইত্যাদি। যখন আমরা উপরোক্ত শিরোনামের ন্যায় উক্তি পেশ করছি, তখন আমরা সরাসরি সে সকল শাসক/বিচারকদের সাথে এটিকে সম্পর্কিত করছি, যারা **সব সময়ের জন্য** আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার/শাসন করে এবং তাদের বিচারকার্য সুরক্ষিত করার জন্য আইন তৈরী করে ও এর প্রয়োগ করে। যে এরূপ করে, তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম সাক্ষীস্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করছি,

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون

"আর যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী)।"- সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৪

ইব্‌ন 'আব্বাস (রদিঃ) এই আয়াতের ব্যাপারে একটি উক্তি করেছেন, যার মধ্যে তিনি বলেছেন যে, এই আয়াতটির কুফ্‌র হল **"কুফ্‌র দুনা কুফ্‌র (কুফ্‌র, যা কুফ্‌র অপেক্ষা ছোট।"**[৫৯]

কিন্তু, ইব্‌ন 'আব্বাস (রদিঃ) আরেকট উক্তি করেছেন, এই একই আয়াত সম্পর্কে, যেখানে তিনি বলেছেন, **"সেই কুফ্‌রটি তার জন্য যথেষ্ট কুফ্‌র,"**[৬০] মানে এটি হল বড় কুফ্‌র।

ইব্‌ন মাস'ঊদ (রদিঃ) 'ইরাক্বের মানুষদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, **"রাশওয়া (ঘুষ নেওয়া) কি?"** তিনি জবাব দিলেন, **"এটা হল সুহ্‌ত (হারাম উপার্জন)।"**

তারা বলল, **"না, আমরা বোঝাতে চেয়েছি শাসনের ক্ষেত্রে।"** তিনি তারপর বললেন, **"এটাই হল অতি/অত্যন্ত/ভারী/খুব কুফ্‌র।"**[৬১]

শুধুমাত্র এই আয়াতটি এবং এই আয়াতটির তাফসীর দেখার মাধমেই, আমরা এটা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা যা নাযিল করেছেন, তা দ্বারা শাসন/বিচার করতে শুধুমাত্র ব্যর্থ হওয়াটাই বড় কুফ্‌র, আর তার কথা তো বলাই বাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার পাশাপাশি আইন প্রণয়নও করে। যাহোক, আজ এটি বড়ই

---

[৫৯] তাফসীর ইব্‌ন কাসীর দেখুন, এই আয়াতটির অংশে

[৬০] দয়া করে দেখুন, আখবার উল-ক্বুদাআ', ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৪০-৪৫

[৬১] দয়া করে তাফসীর ইব্‌ন কাসীর দেখুন, এই আয়াতের অংশে

দুঃখজনক যে, কিছু ব্যক্তি বিচ্যুত হয়ে সত্য গোপনের উদ্দেশ্যে এই আয়াতের কঠোর আদেশ ও উপরে উল্লিখিত দু'জন সাহাবা (রদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর বর্ণনার ব্যাপারে বিকৃতি উদ্ভাবন করেছে। যা প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা হল ইব্ন 'আব্বাস (রদিঃ)-এর উক্তি, "কুফ্র দুনা কুফ্র," যা শারী'য়াহ-এর অপব্যবহারকারী ও বিকৃতিসাধনকারীদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করা হয়েছে। যাহোক, যারা এরূপ করতে চেয়েছিল, তারা প্রকৃতপক্ষে উসূল উল-ফিক্‌হ-এর ব্যাপারে এক গভীর গর্তে গিয়ে পড়েছে। তারা যে ভয়াবহ বিপর্যয়কারী ভুল করেছে, তা আমরা নিম্নে বর্ণনা করেছি,

শাইখ মুহাম্মাদ ইব্ন সলিহ আল 'উসাইমিন উল্লেখ করেছেন যে,

"একজন সাহাবীর উক্তির কোন অধিকার নেই একটি আয়াতকে নির্দিষ্ট করার যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা সাধারণ করেছেন।" [৬২]

সুতরাং, 'উলামাদের অনুসারে, এটা খুবই পরিচিত নিয়ম যে, একজন সাহাবীর উক্তি ক্কুরআন-এর একটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করে না, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা নির্দিষ্টভাবে সাধারণ করেছেন। আর না একজন সাহাবী পারেন ক্কুরআন-এর একটি নির্দিষ্ট আয়াতকে সাধারণ করতে, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা নিজে নির্দিষ্ট করেছেন, যতক্ষণ না এরূপ বিধি-নীতি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট/পর্যাপ্ত পরিমাণের দলীল পাওয়া যায়।

এমনকি আজকের শাসনব্যবস্থার 'আলিমগণ এই দলীলটি অস্বীকার করতে পারেন না। আর এখানে আমরা পেলাম শাইখ 'উসাইমিনকে তার বই উসূল উল-ফিক্‌হ-এ এই দলীলটিকে উল্লেখ করতে।

যেমনটি আমরা দেখলাম যে, ইব্ন মাস'ঊদ এবং ইব্ন 'আব্বাস (রদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর সকল বর্ণনাই সঠিক। তাই, আহ্ল উস-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্-এর মানুষ হিসেবে আমরা এগুলো গোপন করি না, যেহেতু সবগুলো দলীল সঠিক স্থানে বসিয়ে অনুসন্ধান করলে এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা মিলে।

তাছাড়া, এটিও 'উলামাদের বক্তব্য হতে জানা যায় যে, ***"যদি ক্কুরআন থেকে অন্য আরেকটি উক্তি না থাকে, তবে একজন সাহাবীর উক্তি গ্রহণ করতে হবে।"*** [৬৩]

আহ্ল উস্-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্-এর একটি 'গোল্ডেন রুল' রয়েছে, যেটি বলে, **'ক্কুরআন বা সুন্নাহ্-এর যে কোন আয়াতের প্রয়োগ হবার ও সেটি নিয়ে কাজ করার অধিকার রয়েছে, এমনকি যদিও তা জ্ঞানহীন ব্যক্তিবিশেষদের কাছে বিরোধীমত/অসদৃশ মনে হয়।'**

---

[৬২] আল উসূলু মিন 'ইল্ম ইল-উসূল, পৃষ্ঠাঃ ৩৩-৪৪

[৬৩] প্রাগুক্ত

শারী'য়াহ অনুসারে শাসন/বিচার না করা এবং কুফ্‌র-এর মধ্যে সম্পর্ক

আমাদের পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আয়াতটির বিস্তারিত আলোচনার ধারাবাহিকতা অনুসারে, কুফ্‌র এবং শারী'য়াহ ব্যতীত শাসন/বিচার করার মধ্যবর্তী সম্পর্ক প্রকাশের জন্য জন্য ঐ আয়াতটি অপেক্ষা উত্তম কিছু নেই। ঐ পবিত্র উক্তিটিতে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা প্রকৃতপক্ষে কুফ্‌র এবং তার শারী'য়াহ দ্বারা শাসন/বিচার না করার মাঝে একটি দৃঢ় সম্পর্ক করেছেন। এটি একটি ধারালো চ্যালেঞ্জের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে শুধু সে সকল শাসক/বিচারকদের দিকে নয়, যারা শারী'য়াহ পরিত্যাগ করে, বরং এমনকি সাধারণ মুসলিমদের দিকেও, যারা শারী'য়াহ নিজের হাতে তুলে নিয়ে আমাদের স্রষ্টা কর্তৃক নাযিলকৃত ইসলামিক আসমানী বিধানের এক বা একাধিক ফার্‌দ/বাধ্যতামূলক বিষয় বাদ দিতে পারে।

ইমাম আবূ বাক্কর আল জাস্‌সাস رحمه الله [৬৪] এই আয়াতের ব্যাখ্যা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

"এই আয়াতে একটি নিদর্শন/ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে কেউ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার হুকম/আদেশ থেকে কোন কিছু হটিয়ে দেয় বা পরিত্যাগ করে এবং যারা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা বা রসূল ﷺ-এর হুকম/আদেশ থেকে এমনকি কোন অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও পরিত্যাগ করে, সে ইসলাম পরিত্যাগ করেছে; হয় তা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে বা এর জন্য এরূপে কাজ করার মাধ্যমে যে, সে এটির ব্যাপারে সন্দিহান, অথবা এমনকি যদি সে এটি পরিত্যাগ করে, কারণ সে তা মেনে নিতে চায় না, অথবা তার এটির ব্যাপারে অসন্তোষ রয়েছে। এটা হল তা অনুসারে, যা সাহাবা Ê মত্‌ করেছিলেন তাদের রিদ্দাহ্‌-এর ব্যাপারে যারা যাকাহ্‌ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। সাহাবা Ê শুধু এই উপসংহারই টানেন নি যে, যাকাহ্‌ না দেওয়ার মাধ্যমে এই লোকেরা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, বরং তারা Ê তাদেরকে হত্যাও করেছিলেন এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাস/দাসী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর কারণ হল, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা আইন করেছেন যে, যারা রসূল ﷺ-কে তার শাসন ও বিচারকার্যে অনুসরণ করে না, তারা আহ্‌ল উল-ঈমান-এর অন্তর্ভুক্ত নয়।" [৬৫]

এই জায়গায় এই বাস্তবতাটি বিস্তৃত করা গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা ঈমান এবং কুফ্‌র-কে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যদি একটি ভূখন্ড ঈমানী আলোর আইন দ্বারা শাসিত না হয়, তবে কুফ্‌র-এর অন্ধকারের আইন সেটির শাসন করে। শাইখ আবূ 'আব্দুল্লাহ আল-মাক্কদিসী আল হান্‌বালী رحمه الله [৬৬]-এই পয়েন্টটি বিস্তারিত বর্ণনার সাহায্যে পরিষ্কার করেছেন,

---

[৬৪] এই ইমাম সবচাইতে বেশী পরিচিত তার কাজ, আহ্‌কাম উল-ক্কুরআন-এর জন্য এবং আহ্‌ল উল-'ইল্‌ম-দের (জ্ঞানী ব্যক্তিদের) মাঝে তিনি একজন প্রখ্যাত ইমাম।

[৬৫] আহকাম উল ক্কুরআন, ভলিউমঃ ০৩, পৃষ্ঠাঃ ১৮১

[৬৬] এই বিখ্যাত হান্‌বালী 'আলিম তার সময়ে একজন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং সব সময় সত্য কথা বলার জন্য পরিচিত ছিলেন। তার দার আল-কুফ্‌র সম্পর্কিত উক্তিসমূহ এবং যারা এটির কর্তৃত্বে বসবাস করছে তাদের ক্ষেত্রে তার বিধি-নীতি, আজকে আমাদের জন্য খুবই

"প্রত্যেক দার (বাড়ি/আবাস/জাতি) যার উপর মুসলিমদের আইন কর্তৃত্বশীল, তবে এটি দার উল-ইসলাম[৬৭]*। আর যদি একটি বাড়ি/আবাস-এর উপর কুফ্র-এর আইন কর্তৃত্বশীল হয়, তবে এটি দার উল-কুফ্র*[৬৮]*, আর উল্লিখিত এই দু'টি বাড়ি/আবাস ছাড়া আর কোন বাড়ি/আবাস নেই।"*[৬৯]

মানবরচিত বিধান দ্বারা শাসন/বিচার করার কুফ্র ও শির্ক

এই বিষয়ে সাহাবাগণ Ê কি বলেছেন?[৭০]

আযহারি উল-ক্বুদাআ' বইটিতে বর্ণিত আছে যে, মানবরচিত বিধান সম্পর্কে ইব্ন 'আব্বাস (রদিঃ) বলেছেন,[৭১]

জরুরী তাগিদ। তার ঘোষণা/বিবৃতিসমূহ এরূপ যে, যদি তার বইটি অনুবাদ করা হত, তবে সমগ্র উম্মাহ্ একটি স্বর্ণখনি পেত, যার উত্তরাধিকার তারা সবাই হত।

[৬৭] দার উল-ইসলাম পরিভাষাটি একটি শারী'ঈ পরিভাষা, যার দ্বারা এমন ভূখন্ডকে বোঝানো হয়ে থাকে, যার সম্পূর্নাংশে সম্পূর্নরূপে ইসলামিক আইন দ্বারা শাসন চলে, যেখানে মুসলিমরা শারী'য়াহ-এর দ্বারা কর্তৃত্বশীল/বিরাজমান, এবং ইহূদীরা জিযিয়া দেয়। এই জিযিয়া ইহূদীদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হওয়া এবং তাদের সম্পত্তির কেড়ে নেওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়, কারণ জিযিয়া হল ইসলামিক স্টেইট-এ তাদের স্বীকৃতি, এবং তাদের আত্মসমর্পনের স্বীকারোক্তি। এভাবে, এরূপ একটি স্টেইট-এ ইহূদী এবং খ্রীষ্টানদেরকে আহ্ল উয্-যিম্মি ধরা হয়, যারা ইসলামিক স্টেইট-এর নিরাপত্তায় থাকে। এখানে বোঝার জন্য প্রধান পয়েন্টটি হল, ভূখন্ডটিতে ইসলামিক আইনের সম্পূর্ন কর্তৃত্বই সেই অংশটিকে দার উল-ইসলাম করে।

[৬৮] দার উল-কুফ্র হল এমন একটি জায়গা যেখানে ইসলামের আইনসমূহ ভূখন্ডটির উপর কর্তৃত্বশীল নয়। এরূপ ক্ষেত্রে, এরূপ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং এটিকে দার উল-ইসলামে পরিণত করার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া মুসলিমদের জন্য হালাল।

[৬৯] আল আদাব উশ্-শারী'য়াহ ওয়াল-মিনাহ্ ইল-মার'ইয়্যাহ্, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ১৯২

[৭০] আমরা এই অধ্যায়ের প্রথম অংশ সাহাবা Ê -এর উদ্ধৃতির মাধ্যমে শুরু করেছি। পাঠকের মনে এটি একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, কেন আমরা প্রথমে সাহাবা Ê -দের উদ্ধৃতি দিয়েছি, এবং পরে 'উলামা-দের উদ্ধৃতি দিয়েছি। এর কারণ হল সাহাবা Ê -গণ ছিলেন এই উম্মাহ্-এর প্রথম 'উলামা। দ্বীন হতে 'আলিমগণ যা কিছু গ্রহন করেন এবং আহরণ করেন, তা সাহাবা Ê -দেরই উদাহরণ/দৃষ্টান্ত। এমন সবকিছু যা 'আলিমগণ বুঝেন, তা তাদের Ê -ই বুঝ থেকে আসে। আজকের 'আলিমদের হয়ত আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা-এর ব্যাপারে ৩ বা ৪ ভলিউম লিখতে হবে, যা কিনা সাহাবা Ê -গণ ১ ভলিউম বা তার কমেই বুঝে গিয়েছিলেন, কারণ তাদের বুঝ হল সমন্বিত। আজকের সকল 'উলামাগণ, যদিও আমরা তাদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান করি, তারা সাহাবা Ê -এর দৃষ্টিতে নিছক ছাত্র ও শিশু ছাড়া আর কিছুই নন।

[৭১] বর্ণনাকারী হলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন খালাফ ইব্ন হাইয়্যান رحمه الله, যিনি আখবার উল-ক্বুদাআ'-এর লেখক আল-ওয়াকি'আ رحمه الله (মৃত্যু হিজরী ৩০৬ সন/ ৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ) হিসেবে পরিচিত। ইব্ন হাজার আল-'আসক্বলানি رحمه الله বলেছেন, *"তিনি বিশ্বস্ত।"* আল-খতিব আল-বাগদাদি رحمه الله [এই শাইখ আত্-তারিক্ব কিতাব উশ-শারিফ ('সম্মানিত কিতাবের পদ্ধতি')-এরও লেখক, যা ক্বুরআন-এর আয়াতের সংখ্যা ও আবৃত্তিগত পার্থক্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করে] বলেছেন, *"তিনি জ্ঞানী, বিশ্বস্ত এবং ইতিহাস ও মানুষ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান রাখেন।"*

حدثنا عن حسن ابن أبي الربيع الجرجاني قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون قال : **كفى به كفره**

হাসান ইব্‌ন আবী আর-রাবী'আ আল-জুরজানী رحمه الله [৭২] *থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "আমরা 'আব্দুর্ রযযাক* رحمه الله [৭৩] *থেকে, তিনি মা'মার* رحمه الله [৭৪] *থেকে, তিনি ইব্‌ন তাঊস* رحمه الله [৭৫] *থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে শুনেছেন, যিনি বলেছেন, 'ইব্‌ন 'আব্বাস (রদিঃ) আল্লাহ্‌র এই উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন,*

'আর যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী) ।' -সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৪

তিনি [ইব্‌ন 'আব্বাস (রদিঃ)] বলেছেন, 'এটা যথেষ্ট কুফ্‌র।' [৭৬]

সা'ঈদ ইব্‌ন জুবাইর رحمه الله বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন 'আব্বাস (রদিঃ) নিরাশভাবে এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, *"তোমরাই সর্বোত্তম মানুষ যখন যা কিছু তোমাদের জন্য সুমিষ্ট তা ক্বুরআন-এ থাকে। আর যা কিছু রূঢ়, কঠোর ও টক্‌ তা কিতাবীদের জন্য থাকে (বর্ণনাকারী বলেছেন, 'ঠিক যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন* [৭৭] *যে, ৩টি আয়াত*

---

[৭২] তার নাম ইয়াহইয়া ইব্‌ন জা'জ رحمه الله। তিনিও বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। আবী হাতিম رحمه الله তার ব্যাপারে বলেছেন, তিনি বিশ্বস্ত এবং তিনি আমার শাইখদের মধ্যে অন্যতম। ইব্‌ন হিব্বান رحمه الله তার (ইয়াহইয়া) উল্লেখ করেছেন বিশ্বস্ত মানুষদের সাথে। ইব্‌ন হাজার رحمه الله-ও তাদের মধ্যে তার উল্লেখ করেছেন যারা বিশ্বস্ত। বর্ণনার বাকি অংশ সম্পূর্ন বিশ্বস্ত এবং সর্বোচ্চ গুণাবলির অধিকারী।

[৭৩] 'আব্দুর্ রয্‌যাক رحمه الله একজন বিশ্বস্ত ইমাম।

[৭৪] সকল 'আলিমগণ তাকে বিশ্বাস করেন।

[৭৫] তিনি এবং তার পিতা উভয়েই বিশ্বস্ত, এবং তার পিতা তাঊস, ইব্‌ন 'আব্বাস Ê -এর একজন ছাত্র।

[৭৬] আখবার উল-ক্বুদাআ'-ইমাম ওয়াকি'আ, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৪০-৪৫

[৭৭] এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এটাই সঠিক উপসংহার, যেহেতু এটা উসূল উল-ফিক্বহ-এর অন্যতম মূলনীতি যে, ওহী-এর মধ্যে যা কিছু সাধারণ, তা নাযিলের কারণের উপর ভিত্তি করে বর্জন করা যাবে না। আল 'আল্লামাহ্‌ আশ্‌-শাতিবি رحمه الله তার ৪ ভলিউমের কাজ, আল-মুয়াফ্‌ফিক্বত এবং তার অপর বই আল-'ইতিসাম-এ তার বিখ্যাত উক্তি করেছেন, যার ব্যাপারে সকল ফুক্বাহাআ একমত, **العام لا يقصر على سبب** *"সাধারণ বিষয়াদিকে তার নাযিলের কারণের উপর ভিত্তি করে বর্জন করা যাবে না (আসবাব উন্‌-নুযূল) ।"* আয়াত উল-আহকাম (বিচার/শাসন সম্পর্কিত আয়াতসমূহ) রসূল ﷺ-এর সময় যেদিন থেকে নাযিল হয়েছে, সেদিন থেকে এই বিধি-নীতিটি ব্যবহৃত/অনুশীলনকৃত হয়ে আসছে। বিচার/শাসন সম্পর্কিত সকল আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে, বিশেষ ঘটনাবলির জন্য, যা ঘটেছে একজন বা দু'জন সাহাবা Ê -এর সাথে, বা একজন ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে, কিন্তু তার বিধি-নীতি অবশ্যই আমাদের সময় পর্যন্ত সকল মুসলিমের মেনে চলতে হবে, শুধুমাত্র পথভ্রষ্টা ছাড়া, যারা বলবে, ***"এটা আমার কারণে নাযিল করা হয় নি।"*** রসূল ﷺ কখনোই বলেন নি, ***"এই বিচার বিধানটি শুধুমাত্র এই লোক ও তার স্ত্রীর জন্য অথবা এই ব্যক্তিটির জন্যই প্রযোজ্য।"*** এগুলোই হল সেসব মন্তব্য, যেগুলোর এই জায়গায় বিস্তৃত করে বলা প্রয়োজন।

মুসলিমদের জন্যও প্রযোজ্য') ।" [৭৮] আরোও বর্ণিত আছে যে, ইব্ন 'আব্বাস (রদিঃ) বলেছেন যে, *"তোমরাই সর্বোত্তম মানুষ যদি যা কিছু ক্বুরআন-এ সুমিষ্ট, তা তোমাদের জন্য থাকে।"* তারপর তিনি যোগ করলেন, *"যে কেউ আল্লাহ্‌র আইন/শাসন/বিচার পরিত্যাগ/বাতিল (জাহিদান) করে, এবং এরপর সে একজন কাফির।"*

ইব্ন 'আব্বাস (রদিঃ) যা বলেছেন, তা ছাড়াও আরোও একজন সাহাবী, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রদিঃ)[৭৯], এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, যখন তিনি কিছু মানুষের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন যে, রেশওয়া (একটি ঘুষ) কি? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, *"এটা সুহ্‌ত (অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ) ।"* তখন তারা বলল, *"না, আমরা বিচার এবং শাসনের ক্ষেত্রে বোঝাতে চাইছি।"* তিনি বললেন,

ذاك الكفر

"এটাই হল অতি/অত্যন্ত/ভারী/খুব কুফ্‌র।" [৮০]

এ সকল তথ্য ছাড়াও, আমাদের সাহাবা (রদিঃ)-এর শাসন/বিচার সম্পর্কিত ইজমা' সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিৎ যা নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে,

প্রখ্যাত সাহাবী, জাবির ইব্ন 'আব্দুল্লাহ (রদিঃ) বলেছেন,

أمرنا رسول الله p أن نضرب بهذا (وأشار إلى السيف) من خرج عن هذا (وأشار إلى المصحف)

"আল্লাহ্‌র রসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন এটা দিয়ে আঘাত করতে (এবং তিনি তার তরবারীর দিকে নির্দেশ করলেন) যে কেউ সেটার বাহিরে চলে যায় (এবং তিনি ক্বুরআন-এর দিকে নির্দেশ করলেন) ।" [৮১][৮২]

তাদের সম্পর্কে ঠিক এটাই আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আহ্ বলেছে, যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত শাসন করে, শারী'য়াহ পরিবর্তন করে বা আইন প্রণয়ন করে। এটা **বড় কুফ্‌র (কুফ্‌র আল-আকবার)** । যদি তারা *কিছু* ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়, তা কুফ্‌র যা কুফ্‌র অপেক্ষা ছোট (কুফ্‌র আল-আসগার) হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। অন্যভাবে আমরা এটাকে বলতে পারি যে, সেটা একটি ছোট কুফ্‌র।

---

[৭৮] প্রাগুক্ত, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৪১

[৭৯] 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ Ê সেই একই সাহাবী, যিনি আনন্দের সাথে বলেছিলেন, *"ক্বুরআন থেকে কোন একটি আয়াত নেই যা নাযিল করা হয়েছিল, এ ব্যতীত যে, আমি এর নাযিল হবার কারণ জানতাম (বুখারী দ্বারা বর্ণনাকৃত) ।"* ইব্ন 'আব্বাস Ê বড় হবার পূর্বে তিনিই ছিলেন ক্বুরআন-এর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচাইতে জ্ঞানী সাহাবী, এবং তিনি ওহীর জ্ঞানের পথে একজন শক্তিশালী শক্তি হিসেবে গণ্য হওয়া বহাল রেখেছিলেন।

[৮০] তাফসীর ইব্ন কাসীর, সূরাহ্ আল-মাইদাহঃ ৪৪ দেখুন,

সেই সাথে দেখুন, আখবার উল-ক্বুদাআ'-ইমাম ওয়াকি'আ, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৪০-৪৫

[৮১] মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ০৫-এ ইমাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ رحمه الله-ও এই একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৮২] মুসনাদ আহ্‌মাদ ইব্ন হান্‌বাল

এর কারণ হল, আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌ ওয়াল-জামা'আহ্‌-এর নিয়ম হল একটি বিচার নিবেদন করার পূর্বে সে সংশ্লিষ্ট সকল আয়াতসমূহকে ব্যবহার করা, যেখানে বিদ'ঈ মানুষেরা শুধুমাত্র সে সকল আয়াতসমূহকে ব্যবহার করে, যেগুলো তাদের পছন্দসই হয় এবং না বুঝেই বিচার করে। **এই বাস্তবতাকে সমর্থন করে, কেউ কখনো ইব্‌ন 'আব্বাস (রদিঃ) বা অন্য কারোও থেকে আইন প্রণয়ন (তাশরী'ঈ) সম্পর্কে এরূপ উক্তি খুঁজে পাবে না যে, *'একটি শির্‌ক যা শির্‌ক অপেক্ষা ছোট'***, যেহেতু আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা ক্বুরআন-এ বলেছেন,

أم لهم شركآء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله و لو لا كلمة الفصل لقضى بينهم و إن الظالمين لهم عذاب اليم

"তাদের কি এমন কতক শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক দ্বীনের বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ্‌ দেননি? আর যদি ফয়সালার বাণী না থাকত, তবে তো তাদের ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যলিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক 'আযাব।"-সূরা আশ্‌-শূরাঃ ২১

حدثنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن أبيه عن السدي قال: قال ابن عباس من جار في الحكم و هو يعلم و من حكم بغير علمه و من اخذ الرشوة في الحكم فهو من الكافرون

এটা ইবরহীম ইব্‌ন আল-হাকাম ইব্‌ন জাহির رحمه الله থেকে তার পিতা আস্‌-সুদ্দাই رحمه الله থেকে সম্পর্কিত যিনি বলেছেন, "ইব্‌ন 'আব্বাস (রদিঃ) বলেছেন, *'যে কেউ বিচার করার ক্ষেত্রে যলিম ছিল এবং এবং সে তা জানে, জ্ঞান ছাড়া বিচার করে অথবা বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষ নেয়, তবে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।'"* [৮৩]

যদিও এই উক্তিটি খুবই কঠোর দেখায়, আমাদের খুবই কাছ থেকে এটিকে দেখতে হবে। উপরে উল্লিখিত অপরাধসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত করলে, এই হাদীসটি আমাদের দেখায় যে, এটা হয় **বড় কুফ্‌র** অথবা **ছোট কুফ্‌র**। বিচারকার্যের তীব্রতা-এর উপর নির্ভর করে, আমরা কুফ্‌র-এর **মাত্রা** নির্ধারন করতে পারি যে, সেটা **বড়** নাকি **ছোট**। যুল্‌ম/অত্যাচার-এর ধরন এর উপর নির্ভর করে, আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাই। যদি যুল্‌ম/অত্যাচার মানুষ-এর হাক্ব/অধিকার-কে স্পর্শ করে, যেমন হয়েছিল যখন আল-হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ আস-সাক্বাফি-এর ব্যাপক যুল্‌ম/অত্যাচার সংঘটিত হয়েছিল, তবে এটি একটি বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ্‌), তবে তা কাউকে ইসলামের পরিধির বহির্ভূত করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এভাবে এটি ছোট কুফ্‌র; যাহোক, যে কোন মুহূর্তেই যুল্‌ম/অত্যাচার **আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা**-এর হাক্ব-কে স্পর্শ করে, যেমনঃ আইন প্রণয়ন, তবে কোন সন্দেহ ছাড়া এটি **বড়** কুফ্‌র এবং ততক্ষণ পর্যন্ত এটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি বিরত হয় বা প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিকে তার পদ থেকে সরানো হয়। আর জেনে বা না জেনে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার আইন দ্বারা সবসময় বিচার করাও একই নিয়ম-বিধি ও শর্তাবলির মধ্যে পড়ে।

আমরা এখন ঘুষ বিষয়টিকে সম্বোধন করব,

---

[৮৩] আখবার উল-ক্বুদাআ', ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৪১

حديث ابن مسعود أخرجه البيهقي بلفظ سألت عبد الله بن مسعود عن السحت فقال الرشا و سألته عن الجور فالحكم فقال ذلك الكفر

বাইহাক্বি رحمه الله থেকে নেওয়া একটি হাদীস-এ বর্ণিত আছে, 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রদিঃ) আস্-সুহ্ত-এর ব্যাপারে (অসৎ উপায়ে প্রাপ্ত হারাম উপার্জন) জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, এবং তিনি জবাব দিয়েছিলেন, *"এটা রাশ্ওয়া (ঘুষ)।"* এরপর তাকে বিচারকার্যে যুল্ম/অত্যাচার-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যার জবাবে তিনি বললেন, *"এটাই হল অতি/অত্যন্ত/ভারী/খুব কুফ্‌র।"* [৮৪]

أخرجه أيضاً عن مسروق سئل عبد الله عن السحت فقال هي الرشا فقال فالحكم قال عبد الله ذاك الكفر و تلا هذه الآية و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون: و أخرجه أيضاً بلفظ سألت ابن مسعود عن السحت أ هو الرشوة في الحكم قال لا و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون و الظالمون والفاسقون و لكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدى لك فتقبله فذلك السحت

মাসরুক্ব رحمه الله থেকে নেওয়া হয়েছে যে, তিনি মাস'ঊদ (রদিঃ)-কে আস্-সুহ্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যার প্রতি তিনি বললেন, *"এটা হল রাশ্ওয়া (ঘুষ)।"* তিনি (মাসরুক্ব) জানতে চাইলেন, *"আর বিচারকার্যে?"* 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রদিঃ) উত্তর দিলেন, *"এটাই হল অতি/অত্যন্ত/ভারী/খুব কুফ্‌র।"* এরপর তিনি সূরা মাইদাহ, আয়াতঃ ৪৪ তিলওয়াত করলেন।

ইব্‌ন মাস'ঊদ (রদিঃ) অপর এক ক্ষেত্রে সুহ্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন যখন বিচারকার্যে রাশওয়া ব্যবহৃত হয়েছে, ইব্‌ন মাস'ঊদ (রদিঃ) জবাব দিলেন, ***"না, যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী), যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই যলিম (অত্যাচারী), যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই ফাসিক্ব (বিদ্রোহী পাপী)।"*** [৮৫]

আমরা আরোও উল্লেখ করতে চাই যে, ইমাম-আত্-তাবারানি رحمه الله-এর **<u>আল-কাবীর</u>**-এ যখন বিচারকার্যে রাশওয়া-এর ব্যাপারে এসেছে, তখন এটিকে কুফ্‌র হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে, আর মানুষের ক্ষেত্রে সুহ্ত। ইব্‌ন মাস'ঊদ (রদিঃ) ও মাসরুক্ব رحمه الله ইতিমধ্যেই সুপারিশের উদ্দেশ্যে শাসকের নিকট যাওয়াকে সুহ্ত-এর ব্যাখ্যা করেছেন। আর তারা বলেছেন, *"যদি সে বিচারকার্যের জন্য রাশওয়া নিয়ে থাকে, এটা কুফ্‌র।"* 'আলী ইব্‌ন আবী

[৮৪] আখবার উল-ক্বুদাআ', ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৫১, ফুটনোট-এ

[৮৫] প্রাগুক্ত, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৫২-৫৩

তালিব (রদিঃ)[৮৬] এবং যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রদিঃ)[৮৭]-ও একমত্ হয়েছেন। এভাবে, বিচারকার্যের ক্ষেত্রে রাশওয়া নেওয়া কুফ্‌র হওয়া সম্পর্কিত বিধি-নীতি খুবই পরিচিত এবং সাহাবা Ê এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছাড়া একমত।[৮৮]

পূর্ববর্তী 'আলিমগণ এই ব্যাপারে কি বলেছেন?

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদ্‌রিস আশ্‌-শাফি'ঈ رحمه الله [৮৯] নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি করেছেন,

"যে কেউ ক্বুরআন ও সুন্নাহ্‌-এর দলীল ব্যতীত নিজের কথাকে অনুমোদন করে, সে একজন পাপী হবে। সে হবে একজন বদ্‌কার এবং ভুল, এমনকি যদিও সে ক্বুরআন-এর সাথে মাঝে মাঝে মিলে যায়, কারণ যখন সে এর সাথে মিলে যায় তখন সে এর জন্য নিয়্যাহ্‌ করে নি।"[৯০]

---

[৮৬] 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব Ê হলেন সেই সাহাবী যার সম্পর্কে রসূল ﷺ বলেছেন, *"আলী হল সর্বোত্তম ব্যক্তি যে বিচারকার্য সম্পর্কে জানে,"* আখবার উল-ক্বুদাআ', ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৪১-৫৩। যেহেতু এই বিষয়টি একটি বিচারকার্য সংক্রান্ত বিষয়, এটা শুধুমাত্র সঠিক যদি একজন ক্বাদি (বিচারক) এই বিষয়ে অভিমত/রায় দেন, আর 'আলী Ê ঠিক তা-ই করেছেন।

[৮৭] এই বিষয়ে যাইদ ইব্‌ন সাবিত Ê -এর বিচার বিশাল ওজন বহন করে। তিনি শুধুমাত্র ক্বুরআন-এর একজন অন্যতম সংগ্রহকই ছিলেন না, যিনি রসূল ﷺ-এর সময় ওহী লিখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, বরং তিনি হলেন তাদের একজন যাদের থেকে ফিক্বহ শিখা রসূল ﷺ সর্বোত্তম বলেছেন। তাছাড়াও তিনি সেই ৪ জনদের মধ্যে একজন, যাদের থেকে ক্বুরআন শিক্ষার জন্য রসূল ﷺ সাহাবা Ê -দের তাগিদ করেছেন, হোক তা তিলওয়াতসংক্রান্ত বা বিচারসংক্রান্ত বিষয়। বাকি ৩ জন হলেন, ইব্‌ন মাস'ঊদ, উবাই ইব্‌ন কা'ব এবং মু'আয ইব্‌ন জাবাল Ê ।

[৮৮] আমরা এটি জানিয়ে দিতে চাই যে, ঘুষ নেয় এমন প্রত্যেক পাপী বিচারকই কাফির নয়, কিন্তু যদি সে শারী'য়াহ ব্যতীত অন্য কোন কিছু দিয়ে বিচার/শাসন করে যার সংবিধানের আইনসমূহ শারী'য়াহ-থেকে নেওয়া হয় নি, তবে সে অতি নিশ্চিতভাবে কাফির। সেই সাথে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলার আইনকে পরিবর্তন করার জন্য ঘুষ নেওয়াও বড় কুফ্‌র, কিন্তু ঘুষ খেয়ে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলার বিচারকার্য-কে কিছু ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তন করা, পারিপার্শ্বিক/পরিস্থিতি ও ঘটনা/প্রকৃত অবস্থা-এর উপর ভিত্তি করে বড় কুফ্‌র বা ছোট কুফ্‌র হতে পারে। এখানে মূল উদ্দেশ্য হল, এটা দেখানো যে, সাহাবা Ê -দের উক্তি এই বিষয়গুলোতে কত ওজনদার। এই সময়ের 'আলিমগণ ও মুসলিমরা এই বুঝটিকে খুবই সহজ ও হাল্কাভাবে নিচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিষয়টি এরূপ হয়ে যায় যে, আমরা এই বিষয়েই অজ্ঞ হয়ে পড়ি যে, কোথায় গিয়ে শাসক/বিচারকদের শারী'য়াহ শেষ হয়, এবং কোথায় গিয়ে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলার শারী'য়াহ শুরু হয়।

[৮৯] হিজরী ১৫০-২০৪ সন। এই সম্মানিত ব্যক্তিত্ব সবচাইতে বেশী পরিচিত তার কাজ, আল-উম্ম্‌-এর জন্য। তিনি মিশরের গাযায় একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহন করেন এবং খুব অল্প বয়সেই তার পিতাকে হারান। তার মায়ের ভালোবাসা এতে কিছুমাত্র লোপ পায় নি, যেহেতু তিনি তার ছেলের সর্বোত্তম কামনা করতেন। তিনি তাকেসহ তাদের হাজ্জ-এর জন্য মাক্কাহ্‌-এ যান এবং তাকে মাদীনাহ্‌-এ নিয়ে আসেন ইসলামিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, যেখানে পরিচিতি ঘটে মহান ইমাম মালিক رحمه الله-এর সাথে। তিনি হাদীসক্ষেত্রে এবং আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌ ওয়াল-জামা'আহ্‌-এর বিধি-নীতি প্রয়োগের বিষয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তার সর্বোত্তম ছাত্র, আহ্‌মাদ ইব্‌ন হান্‌বাল رحمه الله ব্যতীত আর কেউ নন, যিনি পরবর্তীতে একজন মহান ইমাম হয়েছিলেন। ইমাম শাফি'ঈ رحمه الله তার অপর বই আর্‌-রিসালা-এর জন্যও ব্যাপক পরিচিত। তিনি মুসলিম বিশ্বের অনেক স্থানে ভ্রমন করেছিলেন, যেমনঃ বাগদাদ, কুফা, মাক্কাহ্‌, মাদীনাহ্‌, এবং অন্যান্য জায়গাসমূহ। তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তার কবর দেওয়া হয়েছিল মিশরে।

এটা ইমাম শাফি‘ঈ رحمه الله-এর একটি গোল্ডেন রুল, কিন্তু তিনি এই বিধিটি তাদের জন্য করেন নি যারা ইসলামিক শারী‘য়াহ ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার/শাসন করে। তার সময়ে মুসলিম ভূখন্ডসমূহ এই ময়লা/আবর্জনা থেকে মুক্ত ছিল। তিনি এই বিধিটি সে সকল ’আলিমদের জন্য করেছিলেন যারা ইজতিহাদ করেন।

ইমাম আশ-শাফি‘ঈ رحمه الله আরোও সম্পর্কিত করেছেন,

“মুসলিমরা সর্বসম্মতভাবে একমত্ যে, যে কেউ নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র রসূল ﷺ-এর একটি সুন্নাহ্ বা উক্তি জানে, তার সেটা অপর কারোও মত্-এর কারণে ত্যাগ করা উচিৎ নয়। কারোও-ই কোন উক্তি করা উচিৎ নয়, যেখানে আল্লাহ্‌র রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ্ ইতঃপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।” [৯১]

আল ‘আল্লামাহ্ ইব্‌ন কাসীর رحمه الله নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন,

و إن أطعتموهم إنكم لمشركون

“…যদি তোমরা তাদের মেনে চল/আনুগত্য কর, তবে তোমরাও মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।”- সূরা আল-আন‘আমঃ ১২১

“এর মানে হল, যখনই তুমি অন্য কারোও মত্/উক্তি-এর কারণে তোমার উপর দেওয়া আল্লাহ্ সুবহানাহু তা‘য়ালার আদেশ ও তার নাযিলকৃত আইনসমূহ থেকে কিছু পরিত্যাগ কর, এবং তাদেরকে তার উপর প্রাধান্য দাও, এটা হল শির্‌ক (বড় শির্‌ক), যেহেতু আল্লাহ্ সুবহানাহু তা‘য়ালা বলেছেন,

اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله

‘তারা তাদের রাব্বি (‘আলিমদের) এবং পীর-দরবেশদের আল্লাহ্‌র পাশাপাশি রব বানিয়ে নিয়েছে…’- সূরা আত্-তাওবাহঃ ৩১

ইমাম তিরমিযি رحمه الله ‘আদি ইব্‌ন আবী হাতিম আত্-তা‘ঈ (রদিঃ)-এর ঘটনাটির ব্যাখ্যার দ্বারা এই আয়াতের তাফসীর করেছেন, যেখানে তিনি (রদিঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেছিলেন,

‘হে আল্লাহ্‌র রসূল! তারা তো তাদের ‘ইবাদাত করত না।’ নবী ﷺ বললেন, ‘অতি নিশ্চিতভাবেই তারা তা করেছিল। তারা হারামকে তাদের জন্য হালাল করেছিল এবং হালালকে তাদের জন্য হারাম করেছিল, অতঃপর তারা তাদের আনুগত্য করেছিল। [৯২] *সুতরাং, এভাবেই তারা তাদের ‘ইবাদাত করেছিল।’ ”* [৯৩]

---

[৯০] আর্-রিসালা, বিষয় নং. ১৭৮

[৯১] ‘ই’লাম আল-মুওয়াক্ক্বইন, ভলিউমঃ ০২, পৃষ্ঠাঃ ২৮৩

মহান মালিকী উলামাগণ এবং ক্বদি, 'ইয়াদ ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন 'ইয়াদ ইব্‌ন 'আমরু আল-ইয়াহ্‌সাবি আল-আনদালুসিয়া رحمه الله [৯৪] নিম্নোক্ত উক্তিস্বরূপ মন্তব্য করেছেন,

"কারোও জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ বলা, একটা নিদর্শন/চিহ্ন যে, সে ঈমানের সাড়া/সক্রিয়জবাব দিয়েছে, এটা শুধুমাত্র সেসকল মানুষ থেকে গ্রহণযোগ্য যারা পূর্বে মুশরিক ছিল। কিন্তু যারা ইতিপূর্বেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে, তাদের নিরাপত্তা (রক্ত/জান ও অর্থ/সম্পদ/সম্পত্তি)-এর জন্য এটি যথেষ্ট নয় যে সে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং অন্যান্য কুফ্‌র-ও করে।" [৯৫]

আল 'আল্লামাহ্‌ আল-ফাক্বিহ্‌, আল-মুফাস্‌সির সুফিয়ান আস্‌-সাওরি আয্‌-যাইদি رحمه الله [৯৬]*, মহান ২য় প্রজন্মের উলামাগণ, মা'ইদাহঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭, সম্পর্কে বলেছেন,*

"প্রথমটি হল এই জাতির জন্য (মুসলিমরা যারা শারী'য়াহ দ্বারা শাসন/বিচার করে না), দ্বিতীয়টি হল ইহূদীদের জন্য (শারী'য়াহ দ্বারা শাসন/বিচার না করার জন্য) এবং তৃতীয়টি খ্রীষ্টানদের জন্য (শারী'য়াহ দ্বারা শাসন/বিচার না করার জন্য) ।" [৯৭]

ভারতবর্ষের 'আলিম, আল 'আল্লামাহ্‌ আবূ তাইয়্যিব মুহাম্মাদ আবাদি رحمه الله [৯৮], আস্‌-সাওরি رحمه الله দ্বারা উল্লেখকৃত একই আয়াতসমূহের ব্যাপারে নিম্নোক্ত উপসংহার করেছেন,

---

[৯২] তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে, যে কারণে রসূল ﷺ এই আয়াতে তাদেরকে মুশরিক বলেছিলেন, সেটা ছিল তাদের প্রতি আনুগত্য। আর হাদীসটিতে এটা ছিল তাদের অনুসরণ। এর থেকে বোঝা যায় যে, যারা বলে যে, 'আমাল/কাজ-এর মাধ্যমে কোন শির্‌ক বা কুফ্‌র হয় না, তারা বিদ'ঈ মানুষ, যেহেতু এটা ক্বুরআন এবং সুন্নাহ্‌-এ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এই আয়াতে এবং আরোও অনেক জায়গায়। এটা হল এই বিষয়টি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে যে, কিছু কুফ্‌র আল-'আমালী ('আমাল/কাজের দ্বারা সংঘটিত কুফ্‌র) একজন ব্যক্তিকে সহজেই ইসলামের পরিধির বহির্ভুক্ত করে দিতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, এমনকিছুর অনুসরণ করা, যা ক্বুরআন-এর পরিষ্কার আয়াতসমূহের বিরোধী এবং সুন্নাহ্‌-এর পরিষ্কার উক্তি/বর্ণনাসমূহের বিরোধী।

[৯৩] তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, ভলিউমঃ ০২

[৯৪] এই বিখ্যাত মালিকী 'আলিম-এর জন্মস্থান মিশরে, কিন্তু অবস্থান আনদালুস-এ। তিনি তার বিভিন্ন কাজ, যেমনঃ আশ্‌-শিফা' এবং অন্যান্য কৃতিত্বে পূর্ণ বই-এর জন্য পরিচিত।

[৯৫] আশ্‌-শিফা', ভলিউমঃ ০২, পৃষ্ঠাঃ ২৩০-২৫০

[৯৬] মৃত্যু হিজরী ১৬১ সনে/ ৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই মহান 'আলিম অনেক সাহাবা Ê -এর সাথে দেখা করেছিলেন, এবং তিনি তার সতর্ক আচরণ এবং শাসকদের দরজায় যেতে অস্বীকৃতির জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি যাইদিয়্যাহ্‌ গোষ্ঠীর দৃঢ়সমর্থক/অনুগামী ছিলেন, যার অধিকাংশই আজ ইয়েমেন-এ দেখা যায়। তার প্রধান মিশন ছিল 'ইরাক্ব-এর কুফায় যাইদ ইব্‌ন 'আলী-এর শিক্ষাসমূহকে সংকলন করা। যাইদিয়্যাহ-দের দ্বারা তার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়, এবং এমনকি তাদের তাফসীর-এর পদ্ধতি তার বিশ্লেষভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্যগত বোধশক্তির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। তার আচরণ-এর পন্থা এমনকি ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসকদের সাথেও এমন যে, এরপরও তাদের দিকে তিনি মনোনিবেশ/যত্ন করতেন না। এখন আজকের ব্যাপারে কি বলা যায়, যখন শাসকেরা শারী'য়াহ-এর পরিধি অতিক্রম করেছে এবং মুরতাদ হয়ে গিয়েছে??

[৯৭] তাফসীর সুফিয়ান আস্‌-সাওরি এবং আখবার আল-ক্বুদাআ', ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৪০-এর শুরুতে

"আর এই উক্তিটির সত্যবাদিতা যে, যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী), হল আল-বারা' এর হাদীসটি, যার মধ্যে তিনি বলেছেন যে, আয়াতসমূহ (সূরা আল-মা'ইদাহঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭) প্রেরিত হয়েছিল সকল কাফিরদের সম্পর্কে। আর যে কেউ দাবি করে যে, নবীদের আনিত আল্লাহ্‌র আইন/বিধানসমূহ থেকে কোন একটি আইন/বিধান মিথ্যা, তবে সে একটা ***কাফির।***"[৯৯]

শাইখ আবূল ফারাজ জামাল উদ্-দ্বীন 'আব্দুর্-রহ্মান ইব্ন আল-জাওযি আল-বাগদাদী আল-হান্বালী رحمه الله[১০০] তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন, যারা শারী'য়াহ নিয়ে খেলা করে বা এমনকি এটি দিয়ে শাসন/বিচার করতে ব্যর্থ হয়,

"যে কেউ আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করে না, এর সাথে জুহুদ (অস্বীকার) করে, এবং সে জানে যে আল্লাহ্ এটি নাযিল করেছেন, ঠিক ইহূদীরা যা করেছিল, তবে সে একজন কাফির। আর এটা তাল্হা থেকে সম্পর্কিত যে, ইব্ন 'আব্বাস বলেছেন, যে কেউ আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার সাথে জুহুদ (অস্বীকার) করে, তবে সে কাফির হয়ে গিয়েছে, কিন্তু যদি সে এটা স্বীকার/ক্কবুল করে নেয়, তবে সে একজন অত্যাচারী (যলিম), একজন বিদ্রোহী পাপী (ফাসিক্ব)।"[১০১]

আল 'আল্লামাহ্ ইব্ন কাসীর رحمه الله এই আয়াতের তাফসীর-এ বলেছেন,

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون با لله واليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا

"তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা প্রত্যর্পণ কর আল্লাহ্‌র প্রতি ও রসূলের প্রতি, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি। আর এটাই উত্তম এবং পরিণামে কল্যাণকর।"-সূরা আন্-নিসাঃ ৫৯

"আর এটা হল আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার পক্ষ থেকে আদেশ যে, এমন সবকিছু যা নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া/মতভেদ হয়, তা আমাদের ফিরিয়ে নেওয়া উচিত প্রকৃত বিষয় বুঝার জন্য এবং এটা দ্বীনের মূল বা শাখা-প্রশাখা, সবকিছুর জন্য প্রযোজ্য। এটা অবশ্যই আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা, তার কিতাব এবং সুন্নাহ্-এর দিকে

---

[৯৮] তিনি ইন্ডিয়ার একজন বিখ্যাত 'আলিম এবং তার বই 'আউন আল-মা'বূদ এর জন্য পরিচিত, যার মধ্যে তিনি বিচারের উদ্দেশ্যে সতর্কতার সাথে সকল অধ্যায়সমূহে তার মন্তব্য/টীকাসহ সমন্বিত করেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক যে, আজকে এমন একজন স্কলারের জন্মস্থান (ইন্ডিয়া), এমন লোকদের হাতে পড়েছে যারা গরুর প্রশংসা/মহিমান্বিত/উপাসনা করে এবং ব্যাপকহারে মুসলিমদের হত্যা করে।

[৯৯] 'আউন আল-মা'বূদ, ভলিউমঃ ০৯, পৃষ্ঠাঃ ৩৫৫-৩৫৬

[১০০] হিজরী ৫১০-৫৯৭ সন/১১১৬-১২০১ খ্রীষ্টাব্দ। একজন মহান হান্বালী 'আলিম। তিনি বিভিন্ন মহলে সর্বাধিক পরিচিত তার বই, *'তাল্বীস ইব্লীস' (ইব্লীস-এর প্রতারণা)*-এর দ্বারা, যেখানে তিনি তার সময়কার সকল বিদ'ঈ গোষ্ঠীসমূহের ভুল প্রকাশ করেছিলেন এবং সেগুলোর প্রত্যেকটির বিদ'আহ্-এর কার্যকর সমাধান প্রদান করেছিলেন। *'আত্-তাব্সিরা'* বইটির কৃতিত্বও তারই।

[১০১] যাদ উল-মাসির ফী 'ইল্ম ইত্-তাফসীর, ভলিউমঃ ০২, পৃষ্ঠাঃ ৩৬৬-৩৬৭

ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। যেহেতু আল্লাহ্ অপর আয়াতে বলেছেন, 'তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা প্রত্যর্পণ কর আল্লাহ্‌র প্রতি ও রসূলের প্রতি'।

যা কিছু ক্বুরআন এবং সুন্নাহ্ আইন করেছে এবং সাক্ষী দিয়েছে, সেই বিষয়টিই সত্য (হাক্ব) । সত্যের পর পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? এরপর আয়াতটি চলতে থাকে, 'যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি'।

এই সকল অজ্ঞতা ও ঝগড়া ফিরিয়ে নিয়ে যাও ক্বুরআন ও সুন্নাহ্-এর দিকে, যদি তোমরা আল্লাহ্-তে ঈমান রাখো। এটা একটা প্রমাণ যে, যারা তাদের ঝগড়া/মতভেদ-কে ক্বুরআন ও সুন্নাহ্ দিয়ে বিচার/শাসন করে না, তারা তার উপর এবং আখিরাতে ঈমান আনে নি।" -তাফসীর উল-ক্বুরআন আল-'আযীম, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৫১৮

আল 'আল্লামাহ্ ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ আল ক্বুরতুবি رحمه الله এই বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন,

" 'যে কেউ আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করে না, ক্বুরআন-এর সাথে জুহুদ (অস্বীকার) করে, এবং রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ্-এর সাথে রদ্ (প্রত্যাখ্যান) করে, তবে সে একজন কাফির।' এটাই হল ইব্‌ন 'আব্বাস ও মুজাহিদ-এর উক্তি যে, এই বিষয়ে এই আয়াতটি সাধারণ। ইব্‌ন মাস'ঊদ এবং আল-হাসান আরোও বলেছেন যে, 'এটা সকলের জন্য সাধারণ, যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করে না, হোক তা মুসলিম, ইহূদী বা অন্যান্য কুফ্‌ফার।'" [১০২]

আল 'আল্লামাহ্ ইব্‌ন ক্বয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ্ رحمه الله নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন,

"আর এটা সত্য যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোন কিছু দিয়ে বিচার দুইটি শ্রেনীতে পড়ে, বড় কুফ্‌র বা ছোট কুফ্‌র, বিচারকের অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই বিষয়ে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করার প্রয়োজনীয়তা/জরুরিয়্যাত সম্পর্কে যদি তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, এবং সে অবাধ্য হয়ে এর সীমালঙ্ঘন করে, একথা পরিষ্কারভাবে জেনে যে, সে শাস্তির প্রাপ্য, তবে এটা একটা ছোট কুফ্‌র।

আর যদি তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, এটা বাধ্যতামূলক নয়, তবে নিশ্চিতভাবে এটা বড় কুফ্‌র। আর যদি সে অজ্ঞ হয়ে থাকে বা পাপ করে থাকে তবে সে তাদের শ্রেণীতে পড়ে যারা পাপ করে।" [১০৩]

শাইখ ইব্‌ন ক্বয়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ رحمه الله, রসূল ﷺ-এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহ্‌র আইনকে গ্রহণ করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন,

"রসূল ﷺ-এর উপর নবী হিসেবে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হল, তুমি তাকে সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করবে। তোমার সবকিছু তুমি তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে যেন তিনি তোমার কাছে তোমার সত্বা ও তোমার নিয়মনীতি অপেক্ষা অধিক

---

[১০২] জামি' উল-আহ্‌কাম ফীল-ক্বুরআন, ভলিউমঃ ০৫, পৃষ্ঠাঃ ১৯০

[১০৩] মাদারিজ উস-সালিকীন, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৭

গুরুত্বপূর্ণ হন। আর তুমি রসূল ﷺ-এর হাদীস ছাড়া অন্য কোন হিদায়াতই গ্রহণ করবে না। আর সে (প্রসঙ্গ ব্যক্তি) কাউকে নবী ﷺ-ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করবে না।

আর নবী ﷺ-এর আইন/কানুন/নীতিমালা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উপর সে সন্তুষ্ট থাকবে না,

فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

'তবে না; আপনার রবের কসম! তাদের কোন ঈমান থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে সেসব বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারে যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়,...'- সূরা আন্-নিসাঃ ৬৫" [১০৪]

অন্য এক জায়গায়, শাইখ ইব্‌ন ক্বয়্যিম رحمه الله একই আয়াতের উল্লেখ করে এ বিষয়টিকে আরোও আলোকিত করেছেন,

"আল্লাহ্‌র আইনের উপর সন্তুষ্ট থাকা একটি অতি আবশ্যক কাজ। এটাই ঈমান ও ইসলাম-এর ভিত্তি/বুনিয়াদ। এই ব্যাপারে কোন প্রকার অসন্তুষ্টি ব্যতীত সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহ্‌র বান্দার জন্য এটি একটি অতি আবশ্যক বিষয়।

আল্লাহ্ কসম করেছেন যে, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অন্তরে কোন প্রকার বিরোধিতা/অসন্তোষ থাকে।

আল্লাহ্ এটিকে ৩ভাগে ভাগ করেছেনঃ

১। তোমাকে [মুহাম্মাদ ﷺ] তাদের মাঝে বিচারক বানানো হল ইসলাম, আর এভাবে তারা হল মুসলিম।

২। তাদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোন প্রকার বিরোধিতা/অসন্তোষ না থাকা হল ঈমান, আর এটি তাদেরকে মু'মিন করে।

৩। আল্লাহ্‌র আইনের কাছে সম্পূর্ন আত্মসমর্পণ করা, যদিও এটি তাদের বিরুদ্ধে যায়। এটা হল ইহসান এবং এটি তাদেরকে মুহসিন করে।" [১০৫]

আল-হাফিয ইব্‌ন কাসীর رحمه الله, ইবন ক্বয়্যিম رحمه الله-এর উল্লেখকৃত একই আয়াতের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন,

"আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তার মহা-পরাক্রমশালী সত্ত্বার কসম করছেন। রসূল ﷺ-কে সকল বিষয়ে বিচারক না করা পর্যন্ত কেউ ঈমান আনেনি। আর যা কিছু অনুযায়ী তিনি বিচার করেছেন তা-ই সত্য, যা পরিষ্কারভাবে অনুসরণ করতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন, তুমি [মুহাম্মাদ ﷺ] যা কিছু বিচার করেছ তার প্রতি তাদের দিলে/অন্তরে কোনরকম বিরোধিতা/অসন্তোষ থাকা যাবে না এবং তাদের সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পণ

---

[১০৪] মাদারিজ উস্-সালিকীন, ভলিউমঃ ০২, পৃষ্ঠাঃ ১১৮

[১০৫] মাদারিজ উস্-সালিকীন, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ২০৯

করতে হবে, যাতে যদি তারা তোমাকে তাদের মধ্যকার বিচারক বানিয়ে নেয়, তবে তুমি তাদের জন্য যা কিছু উদ্ধৃতি দাও সেগুলোর প্রতি তাদের কোনরকম বিরোধিতা/অসন্তোষ না থাকে। তাদের সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং এই আইনের প্রতি কোনরকম বিরোধিতা বা গঠনবিন্যাসের প্রতি কোনরকম চ্যালেঞ্জ না করে, এর অনুসরণ করতে হবে।

নবী ﷺ বলেছেন,

و الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به

'সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার চিন্তা/খেয়াল/দৃষ্টিভঙ্গি আমি যা প্রদান করেছি সেই অনুযায়ী না হয়।'"
-ইবন কাসীর তাফসীর ক্বুরআন আল-'আযীম, ভলিউমঃ০১, পৃষ্ঠা ৫২০

আল 'আল্লামাহ্ শাইখ উল-ইসলাম ইমাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ আল-হান্বালী رحمه الله-ও শারী'য়াহ ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন,

"ইসলাম মানে একমাত্র আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করা। সুতরাং, যে কেউ আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোও কাছেও আত্মসমর্পণ করে, সে একজন মুশরিক। আর যে কেউ আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করে না, সে উদ্ধত, যার ফলে সে আল্লাহ্র 'ইবাদাত করে না। মুশরিকদের দল এবং এই উদ্ধতদের দল উভয়েই কাফির। একমাত্র আল্লাহ্রই আনুগত্য করাও আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণের অন্তর্ভুক্ত। এটাই দ্বীন ইসলাম এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা এটি ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। যেকোন সময়ে আপনার উপর আল্লাহ্র যে আদেশ তার আনুগত্য করার মাধ্যমেই তা সম্পন্ন হয়।" -মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ০৩, পৃষ্ঠাঃ ৯১

আহল উস-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আহ্-এর ইমাম, শাইখ আবূ 'আব্দুল্লাহ্ আহ্মাদ ইব্ন হান্বাল আশ্-শাইবানি رحمه الله, সূরা তাওবাহ-এর ৩১নং আয়াতের তাফসীর দেওয়ার সময় এই পয়েন্টটি প্রমাণ করেছেন,

اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله

" 'তারা তাদের রাব্বি ('আলিমদের) এবং পীর-দরবেশদের আল্লাহ্র পাশাপাশি রব বানিয়ে নিয়েছে…'-সূরা আত্-তাওবাহঃ ৩১

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোও আনুগত্য করা শির্ক।"

قال قلت إنهم لم يعبدوهم فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال و حللو لهم الحرام فاتبعهم فذلك عبادتهم إياهم

*"আদি ইব্‌ন আবী হাতিম (রদিঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেছিলেন, '**সত্যি, তারা তাদের 'ইবাদাত করত না।'** নবী ﷺ বললেন,*

'অতি নিশ্চিতভাবেই তারা তা করেছিল। তারা হারামকে তাদের জন্য হালাল করেছিল এবং হালালকে তাদের জন্য হারাম করেছিল, অতঃপর তারা তাদের আনুগত্য করেছিল। সুতরাং, এভাবেই তারা তাদের 'ইবাদাত করেছিল।' "
-এই হাদীসটি হাসান এবং বর্ণিত হয়েছে আত্‌-তিরমিযি-এর দ্বারা, কিতাব উত্‌ তাফসীর-এ, হাদীস নং. ৩০৯৫ এবং আল বাইহাক্কি-এর দ্বারা তার সুনান-এ, ভলিউম নং. ১০, হাদীস নং. ১১৭

শাইখ ক্কয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ رحمه الله ইমামের শব্দাবলিকে আরোও বিস্তৃত করেছেন,

"এই হাদীসটি বলছে যে যদি তারা আনুগত্য করে, তবে তা শিরক। এখানে এমন কোনকিছুর উল্লেখ নেই যে, তারা 'বলেছিল' যে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি তারা রব।

মুসলিমের চিহ্ন যে, সে একজন প্রকৃত মুসলিম এবং সে তার ইসলামের ব্যাপারে সন্তুষ্ট, হল, যদি আল্লাহ্‌ শাসন করেন বা হুকুম করেন বা নিষেধ করেন, তবে তার অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তার অন্তরে কোন অসন্তুষ্টি নেই, এবং সে সম্পূর্ন আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য করে, যদিও তা তার চিন্তা-খেয়াল এবং স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় অথবা তা তার শাইখ বা দলের বিরুদ্ধে যায়।" [১০৬]

শাইখ উল-ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌ رحمه الله তার ফাতাওয়া-এ শক্ত কথা বলেছেন,

*"যখনই কোন 'আলিম শাসকের হুকুম (আইন/বিধান)-এর অনুসরণ করে, এবং নিজের জ্ঞান পরিত্যাগ করে, যা ক্কুরআন ও সুন্নাহ্‌ -এর বিরোধী, সে একটা কাফির (অবিশ্বাসী) এবং একটা মুরতাদ (দ্বীনত্যাগকারী), যে এই দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি প্রাপ্য/যোগ্য। এই বিধিটি সেসকল 'আলিম গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা ঝাঁপ দিয়েছে এবং যোগদান করেছে মোঙ্গলদের সাথে **তাদের ভয়ে** এবং তাদের থেকে **সুবিধা গ্রহনের** উদ্দেশ্যে। এই উলামাগণ কৈফিয়ত দেখিয়েছে যে, কিছু মোঙ্গল **শাহাদাহ্‌ (সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্‌ এক এবং মুহাম্মাদ তার রসূল) বলছে** এবং তারা মুসলিম ছিল।"* [১০৭][১০৮]

আল-মুহাদ্দিস, আল-ফাক্কিহ্‌, তার সময়কার **শাইখ উল-ইসলাম,** ইব্‌ন হাজার আল আস্‌ক্কলানী رحمه الله এরূপ বলেছেন,

"এরূপ বিশ্বাস করা বৈধ নয় যে, মাদীনাহ্‌-এর 'আলিমগণ অন্যান্য জায়গার চাইতে উত্তম, শুধুমাত্র রসূল ﷺ-এর সময়ে এবং সাহাবাগণ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে যারা এসেছিলেন তারা ব্যতীত। এর কারণ হল

---

[১০৬] মাদারিজ-উস্‌-সালিকিন, ভলিউমঃ ০২, পৃষ্ঠাঃ ১১৮

[১০৭] এটা যেন তিনি আজকের আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করছেন।

[১০৮] মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ৩৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৩

মুজতাহিদ্বীন ইমামদের সময়ের পর এরূপ বর্ণিত হয় নি যে, মাদীনাহ্‌-এর 'আলিমগণ অন্যান্য ভূখন্ডের অন্য যে কোন 'আলিম অপেক্ষা উত্তম।

*বরং **সবচাইতে** বিদ'ঈ পদ্ধতির লোকেরা এতে (মাদীনাহ্‌-এ) বসতি করেছিল।"* [১০৯]

আসুন আমরা বহু বছর পূর্বের মহান স্প্যানিশ মালিকী ইমাম আল 'আল্লামাহ্‌, আল-মুহাদ্দিস, আল-ফাক্বিহ্‌, শাইখ আবূ 'আব্দুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-ক্বুরতুবি رحمه الله-এর শব্দাবলি থেকে উপকৃত হই।

"'উলামাগণ বলেছেন, একব্যক্তি, যে অত্যাচারী/যলিম শাসকের ইমাম হয়, তার পিছনে সলাহ্‌ পড়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার কৈফিয়ত বা কারণ প্রকাশ করে (কেন সে অত্যাচারী/যলিম শাসকের ইমাম) অথবা এর (অত্যাচারী/যলিম শাসকের ইমাম হওয়া) থেকে তাওবাহ্‌ করে।" [১১০]

এটা শুধুমাত্র অত্যাচারী/যলিম শাসকের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে। তাহলে সেই শাসকের ব্যাপারটা কিরূপ হবে যে শারী'আহ-ই প্রতিস্থাপিত করে ফেলে?

আর **শাইখ উল-ইসলাম** ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌ رحمه الله কি বলেছিলেন এসব 'আলিমদের সম্পর্কে, যারা তাদের সমর্থন করে, যারা শারী'য়াহ-কে প্রতিস্থাপিত করে?

"আমরা বলি যে, যে কোন গোষ্ঠী যা এমন যেকোন প্রকাশ্য অবিতর্কিত আইন থেকে বেড়িয়ে/বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যা মুসলিমদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন ব্যতীত হস্তান্তরিত হয়ে আসছে, তবে এরূপ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলিম ইমামদের (ইসলামিক আইনের স্কুলসমূহের নেতাগণ) ইজমা' অনুসারে অবশ্য কর্তব্য। ব্যাপারটি এরূপই হবে, যদিও তারা দু'টি সাক্ষ্য আবৃত্তি করে।

সুতরাং যদি তারা শাহাদাতাইন (দু'টি সাক্ষ্য) আবৃত্তি করে, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সলাহ্‌ পরিহার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না তারা সলাহ্‌ আদায় করে। আর যদি তারা যাকাহ্‌ দেওয়া পরিহার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলিমদের উপর অবশ্য কর্তব্য, যতক্ষণ না তারা যাকাহ্‌ দেওয়া শুরু করে। একইভাবে যদি তারা রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা পরিহার করে অথবা আল্লাহ্‌র প্রাচীন ঘরে হাজ্জ করা পরিহার করে, অথবা ঘৃণ্য-কাজসমূহ বা ব্যাভিচার বা জুয়া খেলা বা মদ খাওয়া বা এমন যেকোন কাজ যা ইসলামিক শারী'য়াহ দ্বারা নিষিদ্ধ/হারাম, তা নিষিদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়, অথবা যদি তারা জান, মাল, 'ইয্‌যাত, কার্যাবলির ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য এরূপ বিষয়াদি সম্পর্কিত ক্বুরআন ও সুন্নাহ্‌-এর আইন প্রয়োগে অস্বীকৃতি জানায়, অথবা যদি তারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা (যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহণ করে বা আত্মসমর্পণ করে জিযিয়াহ্‌ দেয়) থেকে বিরত হয়।

একইভাবে, যদি তারা দ্বীনের মধ্যে নব্য আবিষ্কৃত বিষয়াদির সূচনা করে, যা ক্বুরআন, সুন্নাহ্‌ এবং ন্যায়পরায়ণ পূর্বপুরুষদের (সালাফে সলিহূন) পদ্ধতির এবং জামা'আহ্‌-এর ইমামদের বিরোধী হয়, উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্‌র

---

[১০৯] ফাত্‌হ উল-বারি, বাব ইতিসাম উস সুন্নাহ, ভলিউমঃ ১৩, পৃষ্ঠাঃ ৩১২

[১১০] জামি' উল-আহ্‌কাম উল-ফিক্বহিয়্যাহ্‌, ভলিউমঃ ০২, পৃষ্ঠাঃ ২২৭

নামসমূহ, নিদর্শনাবলি বা গুণাবলি নিয়ে কটাক্ষ/ঠাট্টা করা, বা পূর্বনির্ধারিত বিষয়াদি বা তাক্বদীরকে প্রত্যাখ্যান করা, বা খুলাফা রশিদূন-এর সময়কালে মুসলিম জামা'আহ্ যেরুপ আচরণ করত, অথবা সর্বাগ্রবর্তী মুহাজিরুনদের থেকে ও সাহায্যকারী (আল-আনসার)-দের থেকে ও যারা তাদের পদক্ষেপ ঈমানের সাথে অনুসরণ করেছিল তাদের থেকে কারোও উপর অপবাদ আরোপ করা। অথবা যদি তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে যাতে মুসলিমরা তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে, ইসলামিক শারী'য়াহ ত্যাগ করে, এবং অন্য সকল একই ধরনের ব্যাপারসমূহ, যার ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

وقاتلوهم حتى لا تكو ن فتنة ويكو ن الدين كله لله

'আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিত্‌নাহ্ (শির্‌ক) শেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র জন্য প্রতির্ষ্ঠিত হয়ে যায়।' -সূরা আল-আনফালঃ ৩৯

এভাবে, এমন সকল ক্ষেত্র, যেখানে দ্বীন আংশিকভাবে আল্লাহ্‌র এবং আংশিকভাবে অন্যদের, তখন মুসলিমদের উপর যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক, যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র জন্য হয়। আল্লাহ্ বলেছেন,

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربوا إن كنتم مؤمنون. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله

'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যা কিছু বকেয়া রয়ে গেছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাকো। তারপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তাহলে আল্লাহ্ ও তার রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে তৈরী হয়ে যাও।' -সূরা আল-বাক্বরাহঃ ২৭৮-২৭৯

এই আয়াতটি তা'ইফ-এর অধিবাসীদের জন্য নাযিল হয়েছিল, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, বাধ্যতামূলক (ফার্‌দ) সলাহ্ আদায় করত এবং সিয়াম পালন করত, কিন্তু তারা সুদি কার্যক্রমে লিপ্ত ছিল। এই আয়াতটি ঈমানদারদেরকে আদেশ করেছে যেন তারা রয়ে যাওয়া বকেয়া পরিত্যাগ করে, এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল, যদি তারা তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে তারা আল্লাহ্ ও তার রসূলের শত্রুতে পরিণত হবে। [১১১]

সুদ হল সর্বশেষ পাপ যা ক্বুরআন-এ হারাম করা হয়েছে, এমনকি যদিও আহোরিত অর্থ উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে হয়ে থাকে। যদি এর থেকে নিবৃত্ত হতে অস্বীকৃতি জানায় এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়, তবে তাদের ব্যাপারটি কিরুপ যারা ইসলামের অসংখ্য আইন বা অধিকাংশ আইনই পরিত্যাগ করেছে, যেমনটি করেছে তাতাররা?" [১১২]

শাইখ উল-ইসলাম অপর জায়গায় বলেছেন,

---

[১১১] মুসলিম ভূখন্ডসমূহে আজ এটাই ঘটছে। এসব জায়গাসমূহকে শির্‌ক ও সুদের খারাবী থেকে মুক্ত করার জন্য মুজাহিদ্বীনদের প্রচেষ্টাকে দোষী সাব্যস্ত/নিন্দা করার কোন অধিকার মানুষের নেই।

[১১২] মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ২৮, পৃষ্ঠাঃ ৫১০-৫১২

"এভাবে, এমন সকল ক্ষেত্র, যেখানে দ্বীন আংশিকভাবে আল্লাহ্‌র এবং আংশিকভাবে অন্যদের, তখন মুসলিমদের উপর যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক, যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র জন্য হয়।

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربوا إن كنتم مؤمنون. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله

'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যা কিছু বকেয়া রয়ে গেছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাকো। তারপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তাহলে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে তৈরী হয়ে যাও।' -সূরা আল-বাক্বরাহঃ ২৭৮-২৭৯

এই আয়াতটি তা'ইফ-এর অধিবাসীদের জন্য নাযিল হয়েছিল, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, বাধ্যতামূলক (ফার্‌দ) সলাহ্‌ আদায় করত এবং সিয়াম পালন করত, কিন্তু তারা সুদি কার্যক্রমে লিপ্ত ছিল। এই আয়াতটি ঈমানদারদেরকে আদেশ করেছে যেন তারা রয়ে যাওয়া বকেয়া পরিত্যাগ করে, এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল, যদি তারা তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে তারা আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের শত্রুতে পরিণত হবে।

শারী'য়াহ অনুসারে ইসলাম দ্বারা হারামকৃত শেষ জিনিস ছিল সুদ। যদি একজন ব্যক্তি এর থেকে নিবৃত্ত হতে অস্বীকার করে, তবে সে আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বলে ধোরে নেওয়া হয়। তবে তার ব্যাপারটি কিরূপ, যে অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে নিবৃত্ত হতে অস্বীকার করে, যেগুলো রিবা অপেক্ষা অনেক বেশী সাংঘাতিক?" [১১৩]

শাইখ উল-ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ رحمه الله আবারও তাঁর ফাতাওয়া-এর পৃষ্ঠাগুলো হতে গর্জন করে উঠেন,

*"যখনই কোন 'আলিম শাসকের হুকম (আইন/বিধান)-এর অনুসরণ করে, এবং নিজের জ্ঞান পরিত্যাগ করে, যা ক্বুরআন ও সুন্নাহ্‌-এর বিরোধী, সে একটা কাফির (অবিশ্বাসী) এবং একটা মুরতাদ (দ্বীনত্যাগকারী), যে এই দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি যোগ্য। এই বিধিটি সেসকল 'আলিম গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা ঝাঁপ দিয়েছে এবং যোগদান করেছে মোঙ্গলদের সাথে **তাদের ভয়ে** এবং তাদের থেকে **সুবিধা গ্রহনের উদ্দেশ্যে।** এই 'আলিমরা কৈফিয়ত দেখিয়েছে যে, কিছু মোঙ্গল **শাহাদাহ (সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্‌ এক এবং মুহাম্মাদ তার রসূল) বলছে** এবং তারা মুসলিম ছিল।"* [১১৪] [১১৫]

ألمص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به و ذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون

---

[১১৩] মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ০৪, বাব উল-জিহাদ, ফাতাওয়া মিসরিয়্যাহ্‌

[১১৪] এটা যেন তিনি আজকের আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করছেন।

[১১৫] মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ৩৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৩

" 'আলিফ, লাম, মীম, সদ। এটি একটি কিতাব, আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, আপনার মনে যেন এ সম্পর্কে কোন সংকীর্ণতা না থাকে এর সতর্কীকরণের ব্যাপারে, আর এটি মু'মিনদের জন্য যিক্র/স্মরণিকা। তোমরা অনুসরণ কর যা তোমার রবের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে এবং তাকে ছেড়ে অন্য আওলিয়া (সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী)-দের অনুসরণ কোরো না। তোমরা খুব সামান্য উপদেশই গ্রহণ কর।' -সূরা আল-আ'রফঃ ০১-০৩

এবং এমনকি যদি এই 'আলিমকে বন্দী করা হয়, জেলের ভিতর রাখা হয় এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা তাকে তার কিতাব হতে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা পরিত্যাগ করার জন্য কঠোর নির্যাতন করা হয়, তার এর প্রতি ধৈর্যশীল হতে হবে। যদি সে সবকিছু পরিত্যাগ করে এবং শাসকের অনুসরণ করে, তবে সে তাদের মধ্যে একজন, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার দ্বারা যাদের ধ্বংস অনিবার্য। তার ধৈর্যশীল হতে হবে, এমনকি যদি আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার জন্য তার ক্ষতি সাধিত হয়। এটাই হল সেই সুন্নাহ্ যা নবীগণ এবং যারা তাদের অনুসরণ করেন তাদের থেকে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা চেয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و هم لا يفتنون و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين

'আলিফ, লাম, মীম। লোকেরা কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তারা অব্যাহতি পেয়ে যাবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; অতএব আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন তাদেরকে যারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন মিথ্যাবাদীদেরকেও।'-সূরা আল-'আনকাবূতঃ ০১-০৩".[১১৬]

মহান 'আল্লামাহ্, তার সময়কার **শাইখ উল-ইসলাম**, তার সময়কার আল-ক্বুরআন হিফ্যকারীদের শাইখ, ফাক্বিহ্, মিশরের সকল শারী'য়াহ কোর্ট-এর বিচারকদের প্রধান, ইমাম বাদ্র উদ্-দ্বীন আল 'আয়নী رحمه الله[১১৭], এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন,

"যে কেউ নবীগণের শারী'য়াহ পরিবর্তিত করেছে এবং তার নিজস্ব শারী'য়াহ বানিয়েছে, তার শারী'য়াহ বাতিল। এসকল লোকদের অনুসরণ করা হারাম,

أم لهم شركآء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله و لو لا كلمة الفصل لقضي بينهم و إن الظالمين لهم عذاب اليم

[১১৬] মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ৩৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৩

[১১৭] মৃত্যু হিজরী ৮৫৫ সনে/১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি একজন মহান হানাফী 'আলিম, এই 'আলিম, তার কৃতিত্বসমূহ এবং তার জীবনী তার কাজ, 'উমদাত উল-ক্বারী, ভলিউমঃ ২৪, পৃষ্ঠাঃ ০১-এ উল্লেখ করা আছে।

‘তাদের কি এমন কতক শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক দ্বীনের বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? আর যদি ফয়সালার বাণী না থাকত, তবে তো তাদের ব্যাপারে মীমাংশা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যলিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক ‘আযাব।’-সূরা আশ্-শূরাঃ ২১

এই কারণে ইহূদী এবং খ্রীষ্টানরা কাফিরে পরিণত হয়েছিল। তারা শক্ত করে তাদের পরিবর্তিত শারী‘য়াহ আঁকড়ে ধরেছিল, এবং আল্লাহ্ মানবজাতির উপর মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারী‘য়াহ অনুসরণ করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন।” [১১৮]

স্প্যানিশ ‘আলিম, ইমাম আল ‘আল্লামাহ্ আবূ মুহাম্মাদ ‘আলী ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন সা‘ঈদ ইব্ন হায্ম আয্-যাহিরি رحمه الله [১১৯], যারা আল্লাহ্র বিচারবিধান ত্যাগ করে তাদের বিষয়ে, এবং এই কাজের অপরাধের বিশালতার বিষয়ে খুবই গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন,

“আল্লাহ্ সুবহানাহু তা‘য়ালা বলেছেন,

اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নি’মাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।’-সূরা আল-মাইদাহঃ ০৩

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা‘য়ালা আরোও বলেছেন,

و من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين

‘আর যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করে, কখনোও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না; আর আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।’ -সূরা আলি-ইমরনঃ ৮৫

সুতরাং যে কেউ দাবী করে যে, এমনকিছু যা রসূল ﷺ-এর সময়ে ছিল তা এখন আর বিচারবিধান নয়, এবং এটি তার মৃত্যুর পর পরিবর্তিত হয়েছে, তবে ইতিমধ্যেই সে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন পছন্দ করে নিয়েছে। এটা এই বাস্তবতার জন্য যে, সেসকল ‘ইবাদাত প্রক্রিয়াসমূহ, বিচারবিধানসমূহ, সেসকল বিষয়াদি যা হারাম হিসেবে

---

[১১৮] ‘উমদাত উল-ক্বারীঃ ভলিউমঃ ২৪, পৃষ্ঠাঃ ৮১

[১১৯] হিজরী ৩৮৪-৪৮৬সন/ ৯৯৪-১০৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। স্পেইন-এর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম, তার উপরোক্ত কাজের জন্য ভাল পরিচিত, সেই সাথে তিনি পরিচিত তার কাজ, *‘আল-মুহাললা’*-এর দ্বারাও। যদিও তিনি যাহিরী মাযহাব (যোরা ক্বুরআন এবং হাদীস-এর শব্দাবলি আক্ষরিকভাবে পড়ে)-এর দিকে ধাবিত হওয়ায়, তাফসীর এবং তার বিধিনীতিতে কিছু ভুল করেছিলেন, তবুও তিনি একজন মহান ’আলিম ছিলেন। তিনি সেই স্বল্প কয়েকজনদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, যারা দাঁড়িয়েছিলেন এবং সে সময়ে আন্দালুস (স্পেইন)-কে যে ফিত্নাহ্ ধ্বংস করছিল সে ব্যাপারে উম্মাহ-কে সতর্ক করেছিলেন। তিনি কোন শাসকের চেয়ারের নিচে থাকতেন না এবং তার ফাতাওয়ার দ্বারা এর প্রতিফলন ঘটে।

আইন করা হয়েছে, সেসকল বিষয়াদি যা হালাল হিসেবে আইন করা হয়েছে, দ্বীনের মধ্যে অবশ্য করণীয় বিষয়াদি, যা তিনি ﷺ-এর সময় ছিল, সেগুলোই ইসলাম, যা দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

সুতরাং, যে কেউ এর (ইসলাম) থেকে যে কোন কিছু পরিত্যাগ করে, তবে সে ইতিমধ্যেই ইসলাম ত্যাগ করেছে। আর যে কেউ সেটা ব্যতীত অন্য কোন কিছু বলে, তবে সে ইতিমধ্যেই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কিছু বলেছে। এ ব্যাপারে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি (আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা) ইতঃপূর্বেই এটা (ইসলাম)-কে পূর্ণাঙ্গ করেছেন।

আর যে কেউ দাবী করে যে, ক্বুরআন-থেকে কোন কিছু বা বিশ্বস্ত কোন হাদীস রহিত এবং সে কোন দলীল পেশ না করে, অথবা সেই শব্দাবলি নিয়ে না আসে যা অপরটিকে স্থগিত/রহিত করেছে, তবে সে আল্লাহ্র ব্যাপারে মিথ্যাবাদী এবং সে শারী'য়াহ পরিত্যাগ করার জন্য আহবান করছে, সুতরাং ইতিমধ্যেই সে ইব্লীস-এর দা'ওয়াহ্-এর দিকে ডাকছে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, আমরা আল্লাহ্র কাছে তা থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له الحافظين

'নিশ্চয়ই আমি যিক্‌র/স্মরণিকা নাযিল করেছি এবং আমিই স্বয়ং এর হিফাযাতকারী।' -সূরা আল-হিজ্‌রঃ ০৯

সুতরাং, যে কেউ দাবী করে যে, এটি রহিত হয়ে গিয়েছে, তবে সে ইতিমধ্যেই তার রবের উপর একটি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে দাবী করেছে যে, আল্লাহ্র দ্বারা এই যিক্‌র/স্মরণিকা-টি নাযিল হবার পর তিনি সেটা সংরক্ষণ করেন নি।" [১২০]

আল 'আল্লামাহ্ শিহাব উদ্-দ্বীন আল-আলুসী رحمه الله [১২১] নিম্নোক্ত বর্ণনা করেছেন,

"যে কেউ, যার আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করার ব্যাপারে কোন দৃঢ়বিশ্বাস নেই, তার কুফ্‌র-এর ব্যাপারে কোন মত্পার্থক্য নেই, এবং সেই সাথে যে কেউ আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করে না, তার বিশ্বাসের অস্বীকৃতির সাধারণ রূপরেখা-ও একই শ্রেণীভুক্ত। এভাবে এখানে কোন প্রকার সন্দেহ বা সংশয় নেই যে, যে কেউ আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে একটি বিষয় বা জিনিস বিচার করে না, তবে সে ওহীর ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস-পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার কুফ্‌র-এর ব্যাপারে কোন মত্পার্থক্য নেই।" [১২২][১২৩]

---

[১২০] আল ইহ্কাম ফী উসূল ইল-ইহ্কাম, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ২৭০-২৭১

[১২১] এই ব্যক্তি ছিলেন বাগদাদের একজন মুফ্তি এবং একজন বড় হানাফী 'আলিম, এবং বিভিন্ন অন্যান্য শারী'য়াহ কোর্ট-এর প্রধান। তার শব্দাবলি মুসলিম বিশ্বে বিশাল ওজন বহন করে এবং এখন পর্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাকে সম্মান করেন।

[১২২] তাফসীর রুহ্ আল-মা'আনি, ভলিউমঃ ০৩, পৃষ্ঠাঃ ১৪৫

আল 'আল্লামাহ, তাফসীর এর 'আলিমদের শাইখ, আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারির আত্‌-তাবারী رحمه الله [১২৪] নিম্নোক্ত উজ্জ্বল মন্তব্য করেছেন,

"আর যে কেউ আল্লাহ্‌র বিচারবিধান গোপন করে, যা রয়েছে তার কিতাবে এবং যাকে তিনি তার বান্দাদের মধ্যবর্তী আইন বানিয়েছেন, এরপর সে এটিকে লুকিয়ে ফেলে, এবং এটি ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে বিচার করে, তবে তার উদাহরণ হল ইহূদীদের ব্যাভিচারকারীর ক্ষেত্রে বিচারকার্যের ন্যায়...এবং তাদের পাথর নিক্ষেপের আয়াতকে লুকানো...এবং আল্লাহ্‌ ইতিমধ্যেই তাদের সবাইকে তোরাহ্‌ (তাওরাহ্‌)-এর বিচারবিধানে সমান করে দিয়েছেন,

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون

'আর যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী)।'- সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৪"

এই মহান ''আলিম অপর জায়গায় বলে চলেছেন,

"এরা হল তারা, যারা আল্লাহ্‌ তার কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা দিয়ে বিচার করে না, কিন্তু তারা প্রতিস্থাপিত করে, পরিবর্তন করে এবং তার বিচারবিধানকে বিকৃত করে। তারা সত্যকে গোপন করে, যা তিনি তার কিতাবে প্রেরণ করেছেন।" [১২৫]

"আল্লাহ্‌ উল্লেখ করেছেন যে, যারা মুশরিক এবং আল্লাহ্‌র সাথে শরীককারী, তাদের কি কোন শরীক আছে তাদের শির্‌ক ও পথভ্রষ্টতায়, যা তাদের জন্য এমন এক দ্বীন আবিষ্কার করে যার আবিষ্কার করার অনুমতি আল্লাহ্‌ দেন নি!!" [১২৬]

স্প্যানিশ সম্মাণিত হানাফী ইমাম, আল 'আল্লামাহ্‌ আবূ হাইয়্যান মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসূফ আল আন্‌দালুসী আল-গারনাতী رحمه الله [১২৭] এই আয়াতটি সম্পরর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন,

---

[১২৩] এই বক্তব্যে, শাইখ তাদের সম্পর্কে বলছেন, যারা সব সময় শারী'য়াহ ব্যতীত বিচার করে বা আইন প্রণয়ন করে। তিনি তাদের সম্পর্কে বলছেন না, যারা পাপ করছে অথবা যারা ক্ষেত্রবিশেষে বিচার করতে ব্যর্থ হচ্ছে, যেমনটি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তার সম্পূর্ন তাফসীর-এ, যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। এমনকি যদি তারা আংশিকভাবে শারী'য়াহ দ্বারা আইন প্রণয়ন করে, তবেও তারা বড় কুফ্‌র করেছে।

[১২৪] হিজরী ২২৫-৩১০ সন/৮৪০-৯২২ খ্রীষ্টাব্দ। এই মহান 'আলিম ইউরোপ-এর তাবিরিস্‌তান-এ জন্মগ্রহন করেছিলেন এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বড় হয়েছেন। তার পান্ডিত্য এতই ব্যাপক ছিল যে, তাকে তাফসীর-এর 'আলিমদের শাইখ বলা হত। তিনি ইসলামিক জ্ঞানের পান্ডিত্যে এতই ভরপুর ছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তার নিজেরই নিজস্ব মাযহাব ছিল, জারিরিয়্যাহ, যারা অধিকাংশই তাফসীর (কুরআন-এর ব্যাখ্যা)-এর ন্যায়পরায়ণ 'আলিম ছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

[১২৫] তাফসীর আত্‌-তাবারী, ভলিউমঃ ০৪, পৃষ্ঠাঃ ৫৯১-৫৯২

[১২৬] প্রাগুক্ত, ভলিউমঃ ১১, পৃষ্ঠাঃ ১৪১

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون

“আর যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী)।”- সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৪

“অর্থটি সুস্পষ্ট এবং সাধারণ এবং এটি এই উম্মাহ্‌-এর জন্য সর্বজনীন এবং অন্যান্যদের জন্যও যারা তাদের পূর্বে এসেছিল।” [১২৮]

এটা একটা ফাত্‌ওয়া তাদের জন্য, যারা কুফ্‌ফার ও মুনাফিক্বূন-দের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক তৈরী করে

তার সময়কার শাইখ উল-ইসলাম, শাইখ আহ্‌মাদ ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ رحمه الله [১২৯] নিম্নোক্ত বর্ণনা করেছেন,

“কুফ্‌ফারদেরকে [আহ্‌ল উল-কিতাব (খ্রীষ্টান ও ইহূদী) এবং মুনাফিক্বূনরা], যাদেরকে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা তিল/অভিযুক্ত করেছেন, মিত্র হিসেবে গ্রহণ করার অন্যতম চিহ্ন হল কিছু কুফ্‌রভিত্তিক মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া বা তাদের আইন দ্বারা বিচার করা এবং আল্লাহ্‌র কিতাব পরিত্যাগ করা,[১৩০]

ألم إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت و يقولوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً

‘তুমি কি তাদের দেখনি যাদের দেওয়া হয়েছিল কিতাবের এক অংশ, তারা ঈমান রাখে জিব্‌ত ও ত্বগুত-এ এবং তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলেঃ এরাই মু'মিনদের চেয়ে অধিকতর সরল-সঠিক পথে রয়েছে।’-সূরা আন্‌-নিসাঃ ৫১” [১৩১]

---

[১২৭] হিজরী ৬৫৪-৭৫৪ সন/১২৫৬-১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দ। এই মহান হানাফী 'আলিম সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন, যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক সামরিক অভিযান চলেছিল। তিনি উম্মাহ্‌-এর দ্বারা সম্মানিত এবং তিনি এসেছিলেন গ্রানাডা শহর থেকে, যা তার সময়ে ইসলামিক 'আলিমশীপ ব্যতীত আর কোন কারণে পরিচিত ছিল না।

[১২৮] আল-বাহ্‌র আল-মুহিত, ভলিউমঃ ০৩, পৃষ্ঠাঃ ৪৯২

[১২৯] হিজরী ৬৬১-৭২৮ সন/১২৬৩-১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই ‘আলিমকে তার ইসলাম বিষয়ক, অন্যান্য বাতিল ধর্ম ও ইতিহাসের উপর বিপুলায়তনের এবং বিস্তৃত জ্ঞানের জন্য ইসলামের এনসাইক্লোপিডিয়া-ও বলা হয়। তিনি অতুলনীয় এবং অন্যতম মহান হান্‌বালী 'আলিম। তিনি প্রকৃতপক্ষে সিরিয়ার হার্‌রান-এ জন্মগ্রহন করেছিলেন, এবং ব্যাপক/বিস্তৃতভাবে মুসলিম বিশ্ব ভ্রমন করেছিলেন। তিনি তার ইসলামের প্রতি উৎসর্গপরায়নতা এবং অত্যাচার/যুল্‌ম-এর প্রতি ঘৃণা-এর কারণের তার জীবনের অধিকাংশ সময়ই জেল-এ কাটিয়েছেন। তার জেল-এ মৃত্যুর সাথে তার সব নিঃশেষ হয়ে যেত, কিন্তু তার ছাত্ররা তার কাজসমূহকে এরূপ জীবন্ত ও সজীব রেখেছেন যে, এটা আজ আমাদের পর্যন্ত পৌছিয়ে গিয়েছে।

[১৩০] এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, সূরাহ্‌ আল-মাইদাহ্‌-এর সেসকল আয়াতসমূহ যেগুলোতে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলা আল-হাকিমিয়্যাহ-এর বিষয়াদি উল্লেখ করেছেন, এর পর আয়াত নং. ৫১-এর সম্পর্কে শাইখ কি বলছেন, এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে/জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণার জন্য কাদের সাথে আমরা বন্ধুত্ব/মৈত্রী-এর সম্পর্ক করতে পারব, আর কাদের সাথে পারব না।

"একজন ব্যক্তি, যাকে এমন বিষয়সমূহে আনুগত্য করা হয় যা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এবং একজন ব্যক্তি, যাকে আনুগত্য করা হয় আল্লাহ্‌র পথনির্দেশনা ব্যতীত অপর কিছুতে, সে একটা ত্বগুত। হয় তুমি তাকে গ্রহণ কর এমন খবর-এ যা আল্লাহ্‌র খবর-এর বিরোধী, অথবা যদি তুমি তার আদেশসমূহ মেনে চল যা তার (আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার) আদেশসমূহের বিরোধী, সে একটা ত্বগুত। এই কারণেই, যে ব্যক্তিটিকে ঈমানদারদের বিচারক হিসেবে নেওয়া হয়, এবং তার আল্লাহ্‌র আইনসমূহ ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে শাসন/বিচার করাকে আল্লাহ্‌র কিতাবে ত্বগুত বলা হয়েছে।" [১৩২]

ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌-এর দ্বারা 'আমাল এবং নিয়্যাহ্‌-এর ব্যাখ্যা

ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌ رحمه الله নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি করেছেন,

"আহ্‌মাদ ইব্‌ন হান্‌বাল-এর মাযহাব অনুসারে, তাদের ক্ষেত্রে কি হবে যারা যাকাহ্‌ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, যদি তারা ইমামের সাথে এটির জন্য যুদ্ধ করে, তারা কি কুফ্‌ফার এমনকি যদি তারা স্বীকার করে যে তাদের তা (যাকাহ্‌ দেওয়া) করা উচিৎ? তিনি এ ব্যাপারে দু'টি মত্‌ বলেছেন। একটি সময়ে তিনি বলেছেন যে, তারা ছিল কুফ্‌ফার, এবং আরেকটি সময়ে তিনি বলেছেন, তারা তা ছিল না।

এর মন্তব্য হল যে, সাহাবাগণ সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছেন এবং তাদের পরবর্তী ইমামগণও যে, এরূপ লোকেরা যারা যাকাহ্‌ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, এমনকি যদিও তারা পাঁচ ওয়াক্ত সলাহ্‌ আদায় করে এবং রমাদান মাসে সিয়াম পালন করে। এ ধরনের লোকদের তাদের 'আমালের জন্য কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নেই। এই কারণেই তাদেরকে মুরতাদ বলা হয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছিল, কারণ তারা যাকাহ্‌ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল এমনকি যদিও তারা স্বীকার করে যে তাদের যাকাহ্‌ দেওয়া উচিৎ, যেহেতু আল্লাহ্‌ আদেশ করেছেন।" [১৩৩]

"আর ইসলাম ও ইসলামের শারী'য়াহ পরিত্যাগ করে ফেলার ব্যাপারে মোঙ্গলরা এবং তাদের মতদের অবস্থান তাদের চাইতে অনেক বেশী খারাপ যারা যাকাহ্‌ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, খাওয়ারিজরা এবং তা'ইফ-এর অধিবাসীরা যারা রিবা-কে হারাম করা বন্ধ করে দিয়েছিল।

আর যে কারোও-ই সন্দেহ রয়েছে এই ধরনের মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে, সে ইসলাম সম্পর্কে সবচাইতে অজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম।[১৩৪] *আর যেখানেই তুমি তাদেরকে (মোঙ্গলদেরকে) দেখতে পাও, তোমার তাদেরকে*

---

[১৩১] মাজমু' ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ২৮, পৃষ্ঠাঃ ১৯১

[১৩২] মাজমু' ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ২৮, পৃষ্ঠাঃ ২০১

[১৩৩] মাজমু' ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ২৮, পৃষ্ঠাঃ ৫১৮

[১৩৪] লক্ষ্য করুন যে, তাক্বি উদ্‌-দ্বীন আহ্‌মাদ ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ رحمه الله এরূপ বলেন নি যে, *'যে কারও-ই সন্দেহ রয়েছে এই ধরনের মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে, সে একজন কাফির।'* এটা ঠিক এই কারণে যে, আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌ ওয়াল-জামা'আহ্‌-এর মানুষেরা, যখন তারা বাস্তবতা দেখেন, তারা অন্যান্য লোকেরা যারা তাদের মত চিন্তা করে না, তাদের দোষী/অভিযুক্ত করেন না। শাইখ رحمه الله-এর সময়ে অনেক 'উলামা ছিল, যারা মোঙ্গলদের (তাতার) বিরুদ্ধে জিহাদকে বৈধ মনে করতেন না, তবুও শাইখ উল-ইসলাম رحمه الله

হত্যা করা উচিৎ। এমনকি যদিও তাদের মধ্যে এমন লোকেরাও থাকে যারা যুদ্ধ করতে চায় না, মুসলিমদের ঐকমত্য অনুসারে। যেমন, বাদ্‌র-এর যুদ্ধে রসূল ﷺ-এর চাচা, যখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি তাদের সাথে যাবার জন্য বলপ্রয়োগকৃত হয়েছিলাম'। এরপর রসূল ﷺ বলেছিলেন,

'আপনার বাহ্যিক অবস্থা অনুসারে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে এবং আপনার নিয়্যাহ্‌ আপনি ও আল্লাহ্‌র মাঝে অবস্থিত।' " [১৩৫]

"আমরা জানি না যে কাকে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে আর কাকে নয়, আমরা তাদের মাঝে পার্থক্য করতে পারি না। আমরা যদি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার আদেশ অনুসারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, তাহলে আমরা তাঁর কাছ থেকে আজার (পুরস্কার) পাবো, আর যদি আমরা এরপর কোন ভুল করি, তাহলে তিনি আমাদের উপর ভারী বোঝা চাপিয়ে দিবেন। আর তারা (যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে) তাদের নিয়্যাহ্‌ অনুসারে পুনরুত্থিত হবে। যাদেরকে আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে মিলে ঈমানদার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার জন্য বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল, তারা বিচার দিবসে তাদের নিয়্যাহ্‌ অনুসারে আসবে। যদি আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে গিয়ে তাদের হত্যা করা হয়, তাহলে তাদের নিহত হওয়া আর ঐ মুসলিমের নিহত হওয়ার মর্যাদা মধ্যে কোন অংশে কম হবে না, যিনি আল্লাহর শারীয়াহ–এর জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন।" [১৩৬]

"এটা দ্বীন হতে অবশ্যম্ভাবীরূপে জানা যায়, এবং মুসলিমদের ঐকমত্য অনুসারে যে, এরূপ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যারা ইসলামিক শারী'য়াহ-এর একটি শারী'য়াহ বন্ধ করে দেয় যা প্রকাশ্য এবং কেউ এর ব্যাপারে কোন বিরোধ করে না।" [১৩৭]

"মুরতাদরা, তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তা থেকে ফিরে যায় যা তাদেরকে মুরতাদ করেছে এবং তাদের মধ্য থেকে যে-ই লড়াই করে, তাকে হত্যা করা উচিত [১৩৮]*। এমনকি অধিকাংশের (জামহুর)*

তাদেরকে কাফির বলে ডাকেন নি। এটা স্পষ্টত আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌ ওয়াল-জামা'আহ্‌-এর আদব/পন্থা যে, যখন তুমি কারোও সাথে ভিন্নমত্‌ পোষণ কর, এমনকি যদিও তুমি সঠিক, তুমি যথোচিত আদব/আচরণ রক্ষা করে চল। শাইখ-এর এই উক্তি তাকফীরী-দের অন্তরে ছুরিকাঘাত হানে, যারা যে কেউ তাদের সাথে ভিন্নমত্‌ পোষণ করে তাদেরকে কাফির লেবেল লাগিয়ে দেয়, আর খাওয়ারিজদের সদস্যরাও, যারা যে কেউ তাদের সাথে ভিন্নমত্‌ পোষণ করে, তাদেরকে কাফির হিসেবে হত্যা করে।

[১৩৫] প্রাগুক্ত, ভলিউমঃ ২৮, পৃষ্ঠাঃ ৫৪৬

[১৩৬] প্রাগুক্ত, ভলিউমঃ ২৮, পৃষ্ঠাঃ ৫৪৭

[১৩৭] প্রাগুক্ত, ভলিউমঃ ২৮, পৃষ্ঠাঃ ৫৫৬

[১৩৮] একজন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলাকে কি বলতে পারে যখন সে এই শব্দাবলি পড়ে এবং সে মুজাহিদ্বীনদের কথা স্মরণ করে যারা সারা পৃথিবী জুড়ে শারী'য়াহ-এর জন্য যুদ্ধ করছে? আমাদের মধ্যে কেউ কিভাবে তাদের অভিযুক্ত/দোষী করে, অথচ তারা ইসলামের জন্য কাজ করছে?

মতানুসারে তাদের মধ্য থেকে যারা লড়াই করে না, তাদেরকেও হত্যা করতে হবে, যেমনঃ বৃদ্ধ লোক, অন্ধলোক, খুবই দূর্বল লোক, তাদের মহিলারা ইত্যাদি।” [১৩৯]

‘ইমাদ উদ্‌-দ্বীন ইব্‌ন কাসীর رحمه الله শাসন/বিচার সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা করেছেন,

“এবং তিনি (আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালা) তাকে বাতিল ঘোষণা করেছেন, যে সর্বজনীন আইনের বিচার পরিত্যাগ করে, যা প্রতিটি ভাল কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকল প্রকার খারাপ কাজকে নিষেধ করে। আর এটাই প্রকৃত ন্যায়বিচার যার সাথে, নিছক কিছু আইডিয়া, সম্পূর্ন আকাংক্ষা ও দূর্নীতি যা মানুষ আল্লাহ্‌র শারী‘য়াহ-এর কোন প্রতিষ্ঠিত দলীল ব্যতীত তৈরী করে, তার কোন তুলনা হয় না। ঠিক যেমন জাহিলিয়্যাহ্‌-এর লোকেরা তাদের পথভ্রষ্ট আইডিয়া ও অজ্ঞ চিন্তা-ভাবনা থেকে বিচার করেছে, যা এসেছে তাদের নব্য আবিষ্কার, বিভিন্ন আইডিয়ার মিশ্রন এবং সম্পূর্ন আকাংক্ষা থেকে, তাতাররাও তাদের রাজা চেঙ্গিস খান থেকে নেওয়া রাজকীয় রাজনীতি দ্বারা বিচার করেছে, যে (চেঙ্গিস খান) তাদের জন্য একটি সমন্বিত বই তৈরী করেছিল, যা বিভিন্ন শারী‘য়াহ যেমনঃ ইহূদীধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম, ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের বিচারবিধানের মিশ্রনে তৈরী হয়েছিল।

আর এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিচারবিধান রয়েছে যা নিছক তার ডাহা চিন্তা-ভাবনা এবং আকাংক্ষা থেকে নেওয়া হয়েছে। এরপর এটি তার ছেলেদের জন্য একটি অনুসরণীয় আইনে পরিণত হয়, আর তারা এটিকে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ্‌-এর উপরে প্রাধান্য দেয়।

সুতরাং, যে কেউ এরূপ করে, তবে সে একজন কাফিরে পরিণত হয়েছে, এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌ এবং তার রসূল ﷺ-এর প্রণীত আইনসমূহে ফিরে আসে। সুতরাং, তিনি (আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালা) ব্যতীত আর কারোও কোন ব্যাপারে বিচার বা আইনপ্রণয়ন করা উচিত নয়, হোক তা ছোট অথবা বড়।” [১৪০][১৪১]

ইব্‌ন কাসীর رحمه الله অপর জায়গায় বলেছেন,

“যে কেউ মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারী‘য়াহ পরিত্যাগ করে, এবং অতীতের একটি শারী‘য়াহ-এর দ্বারা শাসিত হয় (তাওরাহ্‌, ইনজীল), মুসলিমদের ঐকমত্য অনুসারে সে একজন কাফির। তাদের ব্যাপারে কি হবে যারা কোন রহিত শারী‘য়াহ-এর দ্বারা শাসিত হয় না, বরং আল-ইয়াসা, এবং সে এটাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারী‘য়াহ-এর উপর প্রাধান্য

---

[১৩৯] মাজমু‘ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ২৮, পৃষ্ঠাঃ ৪১৪

[১৪০] ইব্‌ন কাসীর رحمه الله-এর এই বিচারটি প্রকৃতপক্ষে তার সূরাহ্‌ আল-মাইদাহ্‌-এর আয়াতঃ ৫০-এর ব্যাখ্যার পর এসেছে। যে কারণে তিনি ঠিক আয়াতঃ ৪০-৪৪-এর পরপরই এর উল্লেখ করেন নি, তা হল, শাইখ শুধুমাত্র একজন কমেন্টর (মন্তব্যকারী)-ই নন, বরং তিনি একজন ইসলামিক জুরিস্ট (আইনবিদ)-ও। আর জুরিস্টদের পদ্ধতি হল, সেই বিষয়ের সকল আয়াতসমূহ ও হাদীসসমূহকে সম্পর্কিত করা, এবং সেই সাথে সেই ব্যাপারে সাহাবাগণ-এর উক্তিসমূহকে পেশ করা। আর এরপর, তিনি তার উপসংহার পেশ করবেন, যা তিনি সূরাহ্‌ আল-মাইদাহ্‌-এর আয়াতঃ ৫০-এর পর করেছেন।

[১৪১] তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, ভলিউমঃ ০২, পৃষ্ঠাঃ ৬৭

দেয়? নিশ্চিতভাবে, যে কেউ এরূপ করে, সে মুসলিমদের ঐকমত্য অনুসারে, সর্বসম্মতভাবে একজন কাফিরে পরিণত হয়। [১৪২] *আল্লাহ্ বলেন,*

أفحكم الجاهلية يبغون و من أحسن الله حكماً لقوم يوقنون

'তবে কি তারা জাহিলিয়্যাহ-এর বিধান কামনা করে? কে উত্তম আল্লাহ্‌র চাইতে বিধান প্রদানে দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য?'-সূরা আল-মাইদাহঃ ৫০

فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً

'তবে না; আপনার রবের কসম! তাদের কোন ঈমান থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে সেসব বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারে যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়, তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ করে না আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়/আত্মসমর্পণ করে।' -সূরা আন্-নিসাঃ ৬৫

আল্লাহ্ এই বিষয়ে সত্য কথা বলেছেন।" [১৪৩]

শাইখ উল-ইসলাম বাদ্‌র উদ্-দ্বীন আল-'আয়নী رحمه الله, মহান হানাফী 'আলিম, আমাদেরকে এই বিষয়টি থেকে শিক্ষা গ্রহনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন,

"যে কেউ ইসলামের যেকোন একটি ফার্‌দ বিষয় বন্ধ করা বা কারোও অধিকার/হাক্ক্ বন্ধ করার ব্যাপারে নিজেকে রক্ষা/সমর্থন করার জন্য যুদ্ধ করে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং হত্যা করতে হবে। সে যদি নিজেকে রক্ষা/সমর্থন করে এবং ইসলামের যেকোন একটি ফার্‌দ বিষয় বন্ধ করা বা কারোও অধিকার/হাক্ক্ বন্ধ করার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি/জোর করে, তার রক্ত কিছুই নয় (হালাল)।" [১৪৪]

আল 'আল্লামাহ্ আবূ বাক্কর আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলী আর্-রাযি আল-জাস্‌সাস رحمه الله [১৪৫] আমাদের একটি কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য দিয়েছেন,

---

[১৪২] কোন মুসলিমের এই ঐকমত্যের সাথে ভিন্নমত্ পোষণ করা উচিৎ নয়, বর্তমান দিনের সালাফিয়্যাহ্ ('সালাফীগণ') ও সুফিয়্যাহ্ ('সুফীগণ') ব্যতীত, যাদের নিজেদের জন্য স্পেশাল ইসলাম রয়েছে।

[১৪৩] আল বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্, ভলিউমঃ ১৩, পৃষ্ঠাঃ ১১৯

[১৪৪] ইমাম আল-'আয়নী, 'উমদাত উল-ক্বরি ফী শারহি সাহীহ্ আল বুখারী, 'অস্বীকৃতি, প্রত্যাখ্যান-কে অভিযুক্ত/বাতিল করা একটি ফার্‌দ'-অধ্যায়ের ভলিউমঃ ২৪, পৃষ্ঠাঃ ৮১

[১৪৫] হিজরী ৩০৫-৩৭০ সন/৯১৭-৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি একজন মহান হানাফী 'আলিম এবং তার সুফলসমূহের জন্য তিনি এই উম্মাহ্-এ পরিচিত এবং সেই সাথে শারী'য়াহ-এ হারাম জিনিস সম্পর্কিত সুস্পষ্ট উক্তিসমূহের জন্য তিনি পরিচিত। আজকের সেই বিশাল হানাফিয়্যাহ্ (হানাফীগণ) কোথায় যাদের এইসব শয়তানি/খারাবী প্রতিরোধ করার কথা? কেন বিষয়টি এরূপ যে, শুধুমাত্র আহ্‌মাদ শাকির আল হানাফী এবং আরোও অল্প কয়েকজনই দাঁড়িয়েছেন, যেখানে উম্মাহ্-এর ২/৩-ভাগই হানাফী?

"রসূল নাজরান-এর কিতাবী লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'হয় তোমরা সম্পূর্নরূপে রিবা ত্যাগ কর, এটি দিয়ে সমঝোতা করা বন্ধ কর, অথবা আল্লাহ্ ও তার রসূলের থেকে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে একটি আক্রোশপূর্ণ যুদ্ধে লিপ্ত হব।' তিনি কিতাবী লোকদের দ্বারা রিবা-এর ব্যবহার হারাম করেছেন, যেমন তিনি মুসলিমদেরকেও এর থেকে হারাম করেছেন।" [১৪৬]

শাইখ উল-ইসলাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেছেন,

"এটা দ্বীন ইসলামের ঐকমত্য এবং মুসলিমদের হতে জানা যায় যে, যে কেউ শারী'য়াহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অনুসরণ হতে দেয়, সে একজন কাফির। আর তার কুফ্র-টি তার ন্যায় যে কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করে, এবং কিতাবের অপর কিছু অংশে বিশ্বাস করে না।" [১৪৭]

এটা ঠিক তা-ই, যা আমাদের আধুনিক দিনের শাসকেরা করছে। সুতরাং, কে আছে, যে বিশ্বাসীদেরকে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র ওয়াস্তে/জন্য যুদ্ধ করা থেকে থামানোর চেষ্টা করবে?

শাইখ رحمه الله আমাদেরকে অপর জায়গায় আদেশ করেছেন,

"যে কেউ বিদ'আহ্ অথবা পথভ্রষ্টতার দিকে ডাকছে এবং তার শয়তানি ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে হত্যা করা হয়, তবে তাকে হত্যা করতে হবে, এমনকি যদিও সে ভান করে যে, সে তাওবাহ্ করেছে এবং সে কাফির নয়। এটা শি'আহ্-দের নেতাদের ন্যায়, যারা মানুষদের পথভ্রষ্ট করে এবং এভাবে, মুসলিমরা গইলান আল-ক্বদারী, আল-জা'আদ ইব্ন দিরহিম এবং তাদের মতদেরকে হত্যা করেছে।" [১৪৮][১৪৯]

"জানা এবং স্পষ্ট ইসলামিক আইন থেকে, যেকোন গোষ্ঠী বা দল, যা শারী'য়াহ-এর একটি আদেশ থেকেও বিরত থাকে, তাদের সাথে যুদ্ধ করা, হালাল এবং এমনকি বাধ্যতামূলক।" [১৫০]

"যে কেউ নবীগণের শারী'য়াহ পরিবর্তিত করেছে এবং তার নিজস্ব শারী'য়াহ বানিয়েছে, তার শারী'য়াহ বাতিল। এসকল লোকদের অনুসরণ করা হারাম, যেমন আল্লাহ্ বলেছেন,

---

[১৪৬] আহ্কাম উল-ক্বুরআন, ভলিউমঃ ০৪, পৃষ্ঠাঃ ৮৯। সে সকল সুদি কার্যক্রম ও অন্যান্য শয়তানি/খারাবী-এর ব্যাপারে কি হবে যা আজকে মাক্কাহ্ এবং মাদীনাহ্-এ রয়েছে? আজকে রসূল এই সব শয়তানি/খারাবি সম্পর্কে কি করতেন?

[১৪৭] মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ২৮, পৃষ্ঠাঃ ৫২৪

[১৪৮] উল্লিখিত এই দুই চরিত্র তাদের নিজস্ব আন্দোলন তৈরী করেছিলেন, আল ক্বদারী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আল-ক্বদারিয়্যাহ্ আন্দোলন, যারা ইসলামের ক্বদ্র এর শক্তিকে অস্বীকার করে, এবং দিরহিম আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার নামসমূহ এবং গুণাবলি অস্বীকার করেছিল, নামসমূহ নিয়ে ফাসাদ ও বিকৃতি করেছিল।

[১৪৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৫২৮

[১৫০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৫৫৬

أم لهم شركآء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله و لو لا كلمة الفصل لقضى بينهم و إن الظالمين لهم عذاب اليم

'তাদের কি এমন কতক শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক দ্বীনের বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? আর যদি ফয়সালার বাণী না থাকত, তবে তো তাদের ব্যাপারে মীমাংশা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যলিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব।'-সূরা আশ্-শূরাঃ ২১

এই কারণে ইহূদী এবং খ্রীষ্টানরা কাফিরে পরিণত হয়েছিল। তারা শক্ত করে তাদের পরিবর্তিত শারী'য়াহ আঁকড়ে ধরেছিল...আর এটা হল সেই শারী'য়াহ যা সৃষ্টির সকলের অনুসরণ করতে হবে। আর কারোও-ই এর পরিধির বাহিরে যাবার অধিকার নেই। আর এটা হল সেই শারী'য়াহ যার সমর্থনের জন্য মুজাহিদ্বীনরা যুদ্ধ করে এবং মুসলিমদের তরবারীসমূহ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার কিতাব এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুন্নাহ্ প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিল, যেমন জাবির ইব্ন 'আব্দুল্লাহ (রদিঃ) বলেছেন,

أمرنا رسول الله ρ أن نضرب بهذا (وأشار إلى السيف) من خرج عن هذا (وأشار إلى المصحف)

'আল্লাহ্র রসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন এটা দিয়ে আঘাত করতে (এবং তিনি তার তরবারীর দিকে নির্দেশ করলেন) যে কেউ সেটার বাহিরে চলে যায় (এবং তিনি ক্বুরআন-এর দিকে নির্দেশ করলেন)।' "[১৫১][১৫২]

"যে বিদ'ঈ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারী'য়াহ ও তার সুন্নাহ্-এর কিছু অংশ থেকে বেড়িয়ে যায়, এরপর সে মুসলিমদের হত্যা করে এবং তাদের সম্পদ/সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, তবে ফাসিক্ব ব্যক্তির অপেক্ষা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার গুরুত্ব বেশী, এমনকি যদিও সে মনে করে যে, দ্বীনের মধ্যে এটি করা হালাল।"[১৫৩]

"যে কোন দল, যা ইসলামের স্পষ্টত প্রতীয়মান শারী'য়াহ-এর একটি আদেশ-এর অনুসরণ থেকেও বিরত হয়, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা শারী'য়াহ-এর সাথে শৃংখলাবদ্ধ/নিয়মানুবর্তি হয়ে যায়, এমনকি যদিও তারা দু'টি শাহাদাহ ঘোষণা দেয় এবং শারী'য়াহ-এর কিছু অংশের অনুশীলন/পালন করে।"[১৫৪]

---

[১৫১] মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ৩৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৬৫

[১৫২] এটা একটা প্রমাণ যে, আজকে যদি শাইখ আমাদের মাঝে থাকতেন, তবে আমরা জানি যে, কাদের তিনি বিদ'ঈ, মুজাহিদ এবং প্রতারক বলতেন। তার শব্দাবলি এরূপ, যেন তিনি এই মুহূর্তে কথাগুলো বলছেন।

[১৫৩] প্রাগুক্ত, ভলিউমঃ ২৮, পৃষ্ঠাঃ ৪৭১

[১৫৪] মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ২৮

এই ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও বর্তমান 'আলিমগণ কি বলেছেন?

আল 'আল্লামাহ্ আল-মুফাস্সির, মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ্-শানক্বিতি رحمه الله [১৫৫] আমাদেরকে শারী'য়াহ-এর গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,

"পূর্বে উল্লেখকৃত আমাদের এসকল পরিষ্কার উদ্ধৃতিসমূহের দ্বারা এটা পরিষ্কার হয়ে পড়ে যে, যারা অভিশপ্ত/জঘন্য মানবরচিত আইনসমূহের অনুসরণ করে, যা শাইতন তার মিত্র ও সমর্থনকারীদের মুখ/জিহবা দ্বারা প্রণয়ন করে, যা আল্লাহ্ তার রসূলের মুখ/জিহবা দ্বারা যা প্রণয়ন করেছেন তার বিরোধী, তাদের কুফ্র এবং শির্ক-এর ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, সে ব্যতীত, আল্লাহ্ যাকে তার পরিষ্কার দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং তাকে তাদের (যারা মানবরচিত বিধান অনুসারে চলে) ন্যায় তার ওহী সম্পর্কে অন্ধ করে দিয়েছেন।" [১৫৬]

إن هذا القران يهدي للتي أقوم و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً

"নিশ্চয়ই এই ক্বুরআন সেই পথের সন্ধান দেয় যা সর্বাধিক সরল এবং ঐসব মু'মিনদের যারা সলিহ 'আমাল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার"-সূরা আল-ইস্রা/বানী ইসরঈলঃ ০৯

---

[১৫৫] শাইখ আশ্-শানক্বিতি رحمه الله (মৃত্যু হিজরী ১৩৯৩ সন/১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) মাউরিটানিয়ার একটি বহুল পরিচিত 'আলিম পরিবারে জন্মগ্রহন করেন, যিনি ইসলামিক ইতিহাসে সব সময় একটি সম্মানিত অবস্থানে ছিলেন। তারা তাদের নাম শানক্বিতি নিয়েছে তাদের শানক্বিতি এলাকার নামানুসারে, যা তারা বহু বছর পূর্বে জিহাদের মাধ্যমে জয়লাভ করেছিল এবং এটিকে একটি ইসলামিক স্টেইট-এ পরিণত করেছিল। মুহাম্মাদ আল আমিন ১৯৪৯ সালে মাদীনাহ্-এ আসেন এবং সেই একই বছরে মাদীনাহ্-এর নবনির্মিত ইউনিভার্সিটি-এর প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন।

তিনি ১৯৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু পরিচিত ছিলেন তার স্পষ্টবাদী মন্তব্যসমূহ, শক্তিশালী স্পষ্ট বিধিনীতি এবং তার শারী'য়াহ বিষয়াদিতে গুরুত্ব প্রয়োগের জন্য। তিনি অনেকের দ্বারা ইসলামের একজন অন্যতম মহান 'আলিম হিসেবে পরিগণিত হন। মুহাম্মাদ মুখতার رحمه الله এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ যারা শানক্বিতি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, তারা আজ তাদের বিধিনীতিসমূহ এবং শির্ক-এর বিরোধী বিধিনীতিসমূহের জন্য 'আরব উপদ্বীপসমূহের জেল-এ দিন কাটাচ্ছেন। মুহাম্মাদ আল খিদ্র رحمه الله এই শতাব্দীর (বইটি ১৯৯৯ সালে সম্পাদিত হয়েছিল) একজন অন্যতম মহান 'আলিম।

যে কারণে আমরা এ সকল 'আলিমদের সম্পর্কে এত টীকা দেই তা হল, আজ অনেকেই এই মত্টি চালিয়ে দিতে চাচ্ছে যে, কোন 'প্রকৃত' 'আলিম তাদের প্রতিষ্ঠিত শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন না বা কখনোও বলেন নি। সেই সাথে তারা এরূপ ঘোষণা/দাবি-ও জানাচ্ছেন যে, 'ইল্ম/জ্ঞানের অধিকারী 'আলিমগণ কেউ-ই শাসন/বিচার-এর ক্ষেত্রে কুফ্র এবং শির্ক-এর কথা বলছেন না, কারণ এর কোন অস্তিত্ব নেই বা এটি একটি নতুন বিষয়। কিন্তু যা আমরা এ সকল 'ইল্ম/জ্ঞানের 'ছাত্র'-দের এবং তাদের 'শাইখ'-দের দেখাতে চাই তা হল, এটি বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। এটা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকে একটি রহ্মত যে এই 'আলিম, যদিও আজকের গভার্নমেন্ট 'আলিমরা তার সমসাময়িক ছিল, তিনি তাদেরকে তার 'ইল্ম/জ্ঞান শিক্ষাদানের অনুমতি দেন নি, কারণ তারা ছিল গভার্নমেন্ট প্রতিষ্ঠানের অংশ। এই গভার্নমেন্ট 'আলিমরা হল আজকের শাইখ ইব্ন বায, শাইখ মুহাম্মাদ ইব্ন সলিহ্ আল উসাইমিন, এবং রাবি'আ আল-মাদখালি।

[১৫৬] আদওয়া' উল-বাইয়ান, ভলিউমঃ ০৪, পৃষ্ঠাঃ ৯০-৯২

এই আয়াত অনুসারে ক্বুরআন সর্বোত্তম মানুষদের জন্য হিদায়াত। এভাবে, যে কেউ মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারী'য়াহ ব্যতীত অপর কোন শারী'য়াহ এর অনুসরণ করে, এটা খাঁটি এবং পরিস্কার কুফ্‌র এবং তারা সবচাইতে জঘন্য মানুষ। আর এটা হল সেই কুফ্‌র যা একজনকে ইসলামের পরিধির বহির্ভূক্ত করে।

শাইখ উল-ইসলাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আব্দুল ওয়াহ্‌হাব رحمه الله [১৫৭] এই বিষয়ে বলেছেন,

"দ্বিতীয় প্রকারের ত্বগুত [১৫৮] হল সেই অত্যাচারী বিচারক, যে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার বিচারে পরিবর্তন করে। এর দলীল হল আল্লাহ্‌ তা'য়ালার উক্তি,

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً

'আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাসী? অথচ তারা বিচারপ্রার্থী হতে চায় ত্বগুত-এর কাছে, যদিও তাদের বলা হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান/অস্বীকার করতে। আর শাইতন তাদের পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়।'-সূরা আন্‌-নিসাঃ ৬০

তৃতীয় প্রকারের ত্বগুত [১৫৯] হল, যে আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার করে। আর এর দলীল হল সেই মহামর্যাদাবান-এর শব্দসমূহ,

---

[১৫৭] হিজরী ১১১৫-১২০৬ সন/১৭০৩-১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ। এই বিখ্যাত 'আলিম ছিলেন হান্‌বালী মাজহাব-এর একটি অমূল্য সম্পদ। তিনি জন্মগ্রহন করেছিলেন এবং বড় হয়েছিলেন ('আরব) উপদ্বীপসমূহে এবং তিনি এসেছেন একটি মহান হান্‌বালী 'আলিমদের পরিবার হতে। তার সময়ে উপদ্বীপসমূহ কবরপূজা দিয়ে ভরে গিয়েছিল এবং সেখানকার লোকজন আল্লাহ্‌র সুবহানাহু তা'আলার উপাসনা ও রসূল ﷺ-এর অনুসরণ এর বদলে তাদের শাইখদের উপাসনা ও অনুসরণ করত। তিনি মানুষকে ইসলামে ফিরিয়ে আনার জন্য একটি অবিশ্রান্ত অভিযান শুরু করেছিলেন, যা ৫১ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এ সবকিছুর উপর, তিনি ব্রিটিশ এবং উপদ্বীপসমূহের অন্যান্য যারা শারী'য়াহ-দ্বারা বিচার করতে চাইত না, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। জাহ্‌মিয়্যাহ, মু'তাযিলা, আশাআ'রিয়া এবং অন্যান্যদের বিদ'আহ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি তার জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় পাড় করেছেন। তার বংশধরগণ তার পরবর্তীতে একই ঐতিহ্য বহন করেছেন, এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরহীম, 'আব্দুর-রহমান ইব্‌ন হাসান, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আব্দুল-লাতিফ, সুলাইমান ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ (রহিমাহুমুল্লাহ) এবং আরোও অনেক লীডিং (প্রধান) 'আলিমগণ এরই অন্তর্ভূক্ত।

[১৫৮] ত্বগুত হল একটা বাতিল/মিথ্যা আইনপ্রণয়নকারী এবং এটি এসেছে মূল 'ত্বগিয়ান' থেকে, যার মানে হল, "যথোচিত পরিধিসমূহ অতিক্রম করা"। ৩ প্রকার ত্বগুত সিস্টেম রয়েছে,

১. আইনপ্রণয়ন ব্যবস্থায় ত্বগুত

২. 'ইবাদাত –এর ক্ষেত্রে ত্বগুত

৩. আনুগত্যের ক্ষেত্রে ত্বগুত

দয়া করে আদ্‌-দারার আস্‌-সুন্নিয়্যাহ, ভলিউমঃ ১০, পৃষ্ঠাঃ ৫০২-৫২৪ দেখুন।

[১৫৯] যদিও ত্বগুত-এর ৩ ধরনের রয়েছে, এর নেতৃত্বস্থানে ৫ ধরনের রয়েছে, যা এটিকে আদেশ করে, যেমন ইব্‌ন ক্বয়্যিম رحمه الله বলেছেন,

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون

'আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী)।'- সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৪".[১৬০]

শাইখ উল-ইসলাম আল 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আশ্-শাওকানী رحمه الله[১৬১], যাইদী 'আলিম আইনপ্রণয়ন-এর ক্ষেত্রে শির্‌ক-এর ব্যাপারে নিম্নোক্ত উপসংহার করেছেন,

ألم لهم شركاؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله و لو لا كلمة الفصل لقضى بينهم و إن الظالمين لهم عذاب أليم

"তাদের কি এমন কতক শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক দ্বীনের বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? আর যদি ফয়সালার বাণী না থাকত, তবে তো তাদের ব্যাপারে মীমাংশা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যলিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব।"-সূরা আশ্-শূরাঃ ২১

---

১. শাইতন

২. যার 'ইবাদাত/উপাসনা/পূজা করা হয় এবং সে এটি নিয়ে সন্তুষ্ট।

৩. যে অপরকে তার 'ইবাদাত/উপাসনা/পূজা করতে আহবান করে বা ডাকে।

৪. যে গইব/অদৃশ্য-এর জ্ঞান দাবী করে।

৫. যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন/বিচার করে।

দয়া করে মাদারিজ আস্-সালিকীন দেখুন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আব্দুল ওয়াহ্হাব رحمه الله ৫ টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, কিন্তু ৫ম ভাগটিতে পার্থক্য রয়েছে,

১. শাইতন

২. যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে শাসন/বিচার করে।

৩. যে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি গইব/অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবী করে।

৪. যার 'ইবাদাত/উপাসনা/পূজা করা হয় এবং সে এটি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে।

৫. সেই অত্যাচারী বিচারক, যে আল্লাহ্‌র বিচারে পরিবর্তন করে।

দয়া করে আদ-দারার আস-সুন্নিয়্যাহ, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ১০৯-১১০ দেখুন।

[১৬০] আদ্-দারার আস্-সুন্নিয়্যাহ্ ফীল আজওয়াবাত উন্-নাজদিয়্যাহ্, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ১০৯-১১০

[১৬১] হিজরী ১১৭৩-১২৫০ সন/১৭৬০-১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই মহান 'আলিম মূলত ইয়েমেন থেকে এসেছেন এবং এই উম্মাহ্-এ সম্মানিত। তিনি যাইদিয়্যাহ্ সম্প্রদায়-এর অংশ ছিলেন, যা একমাত্র শি'আহ্ সম্প্রদায় যা আহ্‌ল উস্-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আহ্-এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি ছিলেন এর মূল প্রস্তাবক। তিনি ইসলামের জন্য জীবন পাড় করেছেন এবং সবসময় আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিষয়াদির হাক্ব পূরণের সর্বাত্মক চেষ্টায় নিমজ্জিত থাকতেন। তিনি হাক্বপন্থী মহান ইমামদের মধ্যে অন্যতম এবং আজ যে সকল 'উলামাগণ শয়তানি শাসকদের আশ্বস্ত করতে চায় তাদের গলার কাঁটা হয়ে বিঁধে আছেন। এছাড়াও তিনি 'নাইল আল-আতওয়ার' এবং অন্যান্য কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।

"যেখানে দুনিয়া ও আখিরাতের গঠনবিন্যাসের মাঝে মহাপ্রশংসিতের আইনসমূহ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, তিনি এর সাথে সাথেই সেই ব্যাপক পাপাচারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা আগুনকে নিকটবর্তী করে তুলে, এবং এই আয়াতের প্রশ্নবোধক ভাবটি হল তা সত্যায়িত করার জন্য এবং শব্দাবলির মাধ্যমে যন্ত্রনা ও তিরস্কার প্রকাশের জন্য।

আর শব্দটির ('বিধান দিয়েছে') সর্বনাম শরীকগুলোর দিকে ফিরে যায়, যখন অপর সর্বনামটি ('তাদের জন্য') কুফ্ফারদের সাথে সম্পর্কিত। আর 'যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি'-এর মানে হল শির্ক বা পাপকর্ম থেকে আল্লাহ্ যার অনুমতি দেন নি।" [১৬২][১৬৩]

শাইখ সালমান ইব্ন ফাহ্দ আল 'আওদাহ্ (হাফিঃ) [১৬৪] *এই আলোচনায় শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছেন,*

"কিছু পার্থক্যসমূহ যা সেটা থেকে পাওয়া যায়, সেগুলো নির্ভেজাল এবং চোখ ঝলসানো উজ্জ্বল কুফ্র যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, যেমনঃ রেইশলিস্ট (সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী) ও ন্যাশনালিস্ট (জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী) রাজনৈতিক দলসমূহ ও গোষ্ঠীসমূহের সভাসমূহে জাতীয়তাবাদের উত্তোলন এবং ঈমান-এর ফলে সৃষ্ট ভ্রাতৃত্ববোধকে অস্বীকার করা। আর সেই সাথে আইনপ্রণয়ন ও কর্তৃত্ব-এর অধিকারকে আল্লাহ্ হতে মানুষের দিকে নিয়ে যাওয়া।" [১৬৫]

আল 'আল্লামাহ্ আল-মোরাস্সেস মুহাম্মাদ আল আমিন আশ্-শানক্বিতি رحمه الله এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন,

و إن أطعتموهم إنكم لمشركون

"...যদি তোমরা তাদের মেনে চল/আনুগত্য কর, তবে তোমরাও মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।"- সূরা আল-আন'আমঃ ১২১

---

[১৬২] ফাত্হ উল-ক্বাদীর, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৫৩৩

[১৬৩] এই ফাত্ওয়াটি পরিষ্কার প্রমাণ যে, 'আলিমদের বুঝ হল, যেকোন প্রকার আইনপ্রণয়ন হল শির্ক। আর যারা এসকল প্রণীত আইনসমূহ গ্রহন করে তারা মুশরিক। 'ইবাদাতের জন্য আইনপ্রণয়ন ও অবাধ্যতা করার জন্য আইনপ্রণয়ন এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যেহেতু এটা একমাত্র আল্লাহ্রই অধিকার।

[১৬৪] তিনি আরব উপদ্বীপসমূহের একজন পরিচিত 'আলিম এবং এই উম্মাহ্-এর একজন নবীন 'আলিম। তিনি বহু বছর ধরে এই উম্মাহ্-এর জন্য বিপদসঙ্কেত বাজাচ্ছেন এবং মানুষকে শারী'য়াহ-এর দিকে ফিরে আসার জন্য আহবান করছেন। ১৯৯৫ সালে তিনি এবং আরোও ১৫০০ জন 'আলিমকে শৃংখলামূলক শাস্তির ব্যবস্থায় এবং শাসনব্যবস্থার বিরোধীতা করার দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ইব্ন বায ও উসাইমিন-এর ন্যায় বড় 'আলিমদের দ্বারা এসব 'আলিমদেরকে জেলবন্দী করা একটি ভাল কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। শাইখ সালমান একজন নবীন 'আলিম এবং আমরা যতদূর জানি, তিনি সবসময় সত্যের জন্য দাঁড়িয়েছেন। তার এবং অন্যান্য আরোও অনেকের যেমনঃ শাইখ সাফার ইব্ন 'আব্দুর্-রহ্মান আল হাওয়ালী, শাইখ নাসির আল 'উমার, আ'ইদ আল ক্বরনী, এবং অন্যান্যরা, তাদের মুক্তির পর তাদের সকলের শিক্ষাদান, ক্যাসেট্স, বই লিখা ইত্যাদির মাঝে অনির্দিষ্টভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

[১৬৫] সিফাত উল-গুরাবা, পৃষ্ঠাঃ ৬৪

"নিশ্চয়ই এটি সরাসরি সৃষ্টিকর্তা সুবহানাহু তা'য়ালা থেকে একটি ফাত্ওয়া যে, যে কেউ শাইতন এর প্রণীতআইন-এর অনুসরণ করে যা আর-রহ্মান-এর প্রণীতআইন-এর বিরোধী, সে একজন মুশরিক, আল্লাহ্র সাথে শরীক করে।" [১৬৬]

আরব উপদ্বীপসমূহের প্রাক্তন মুফ্তি, আল 'আল্লামাহ্ (দ্বীনি মতবাদে সবচাইতে জ্ঞানী 'আলিম), আল-মুহাদ্দিস (হাদীসের 'আলিম), ফাক্বিহ্ (ইসলামিক আইনবিদ), শাইখ মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরহীম رحمه الله [১৬৭] নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন,

"কুফ্র দুনা কুফ্র (একটি কুফ্র যার মাত্রা কম)-কথাটি সম্পর্কে বলতে গেলে, এটা হয় যখন বিচারক আল্লাহ্র দিকে বিচারকার্য নিয়ে যায় না, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, যে এটা অবাধ্যতা। সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ্র বিচার সঠিক/সত্য, কিন্তু সে একটি ব্যাপারে এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু, যে কেউ ক্রমান্বয়ে আইন তৈরী করতে থাকে এবং অন্যান্যদেরকে এর প্রতি আত্মসমর্পণ করায়, তবে এটি কুফ্র, যদিও তারা বলে থাকে, 'আমরা পাপ করেছি এবং নাযিলকৃত আইনই অধিক সঠিক।' এটা তারপরেও কুফ্র, যা দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত করে।" [১৬৮]

শাইখ অপর জায়গায় বিস্তৃত করেছেন,

"আর এটা (শারী'য়াহ প্রতিস্থাপিত করার বড় কুফ্র) শারী'য়াহ-এর প্রতি এর একগুঁয়ে বিরোধীতায় আরোও বেশী, আরোও সর্বজনীন, আরোও স্বতন্ত্র, এবং আরোও স্পষ্ট। আর তার বিচারের ব্যাপারে একগুঁয়েমি ও অহংকার, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে অসাবধান হওয়া, শারী'য়াহ কোর্টসমূহের সদৃশ কিছু তৈরী করা, আয়োজন করা,

---

[১৬৬] আদ্ওয়া' উল বাইয়ান। এই মহান ইমাম বলেছেন যে, যারা প্রণীতআইনসমূহ অনুসরণ করছে, তারা মুশরিকূন। এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না রেখে বুঝিয়ে দেয় যে, যারা আইনপ্রণয়ন করছে তারা আরোও বড় মুশরিকূন এবং শির্ক-এর মূল উৎস, যা তাদের অনুসারীদের পানের জন্য রিদ্দাহ্-এর ঝর্না প্রবাহিত করছে। এছাড়া, এর মানে আরোও দাঁড়ায় যে, এরা হল শাইয়াতিন, যেমন তুমি তার তাফসীরে সঠিক শব্দটিই দেখতে পাও। আমরা অতিমাত্রায় বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত যে, এত প্রচুর দালীল থাকা সত্ত্বেও এমন অনেকে আছে যারা শাইতনের জন্য যুদ্ধ করছে এবং তার প্রতিরক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত করছে। বিশেষভাবে, যদি তারা এরপরও এই শিরোনামে ফিরে আসতে চায় যে, তারা হল সালাফদের সঠিকপথপ্রাপ্ত অনুসারী। নিশ্চিতভাবে, এটা শুধুমাত্র উন্মাদ লোকদেরই উক্তি হতে পারে।

[১৬৭] তিনি একজন মহান 'আলিম (হিজরী ১৩১১-১৩৮৯ সন/১৮৯১-১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন। তিনি সর্বাধিক পরিচিত তার স্মরণীয় কাজ আল-ফাতাওয়া-এর জন্য।

শাইখ সবকিছুর উপর কথা বলেছেন, ড্রাগ্স থেকে শুরু করে কিভাবে মুরতাদকে হত্যা করতে হবে, যারা শারী'য়াহ-কে প্রতিস্থাপিত করে তাদের শাস্তি এবং অন্যান্য সবকিছু। তিনি অন্যতম জিহাদের 'আলিম যিনি এর আহবান করেছেন এবং এর জন্য লজ্জিত ছিলেন না। তার অন্যতম ছাত্র 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্দুর-রহ্মান আল জিবরিন, যিনি তার শ্রেষ্ঠ ছাত্র, যিনি এখনোও শিক্ষাদান করে চলছেন (এবং সেই সাথে তার শিক্ষকের ন্যায় তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্-এর উপর শিক্ষাদান করে চলছেন), তাকে উপদ্বীপসমূহের বড় 'আলিমদের থেকে দূরত্বে ঠেলে দেওয়া হয়েছে তার কিছু দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরহীম এর পুত্র, শাইখ ইবরহীম বিন মুহাম্মাদ (হাফিঃ) তার পিতার উত্তরাধিকারী এবং তার সত্যের জন্য উঠে দাঁড়ানোর জন্য বর্তমানে উপদ্বীপসমূহে নির্বাসিত অবস্থায় রয়েছেন। এটা আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, উপদ্বীপসমূহের 'উলামাদের মধ্যে সকলেই শাসনব্যবস্থার কোলে রাখা কুকুরে পরিণত হন নি।

[১৬৮] ফাতাওয়া শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরহীম, ভলিউমঃ ২১, পৃষ্ঠাঃ ৫৮০

তৈরী করা, প্রস্তুত করা, একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, প্রয়োগ ও ব্যবহারবিধি তৈরী করা, (শারী'য়াহ) পরিবর্তন করার (মডিফিকেশন প্রসেস) মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস ও বিষয়ের একটি মিশ্রনের আকার দান করা, আকৃতি দান করা এবং সংগঠিত করা, বিচারকার্য তৈরী করা, এটিকে বাধ্যতামূলক করা, এবং কর্তৃপক্ষ-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বিচারকার্য করা।

তাহলে ঠিক যেমন শারী'য়াহ কোর্টসমূহ কর্তৃপক্ষ-এর দিকে ফিরে যায়, তাদের সকলেই (কর্তৃপক্ষ/কর্তৃত্ব-সমূহ) আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ্-এর দিকে ফিরে আসে, তেমনি কর্তৃপক্ষ/কর্তৃত্ব-সমূহ এর (মিথ্যা/বাতিল শারী'য়াহ) মধ্যে যেগুলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সেগুলো নব উদ্ভাবন এবং প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শারী'য়াহ, বিভিন্ন আইনব্যবস্থা যেমনঃ ফ্রেঞ্চ ল, আমেরিকান ল, ব্রিটিশ ল ও অন্যান্য ল এবং অন্যান্য সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কতক বিদ'আহ্ ও অন্যান্য জিনিস শারী'য়াহ-এর উপর আরোপ করা হয়েছে।

এরপর এসব আদালত আজ ইসলামের বেশীরভাগ শহরকেন্দ্রে রয়েছে, আয়োজিত, নিখুঁত এবং সম্পূর্ন, দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে এবং মানুষেরা এগুলোতে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে, একের পর এক। তাদের শাসকেরা/বিচারকেরা মানুষের মাঝে বিচার করে এমন কিছুর দ্বারা যা সুন্নাহ্ ও আল-কিতাব-এর বিচারকার্যের সরাসরি বিপরীত ও বিরোধী, সেই আইনসমূহের (বাতিল/মিথ্যা শারী'য়াহ) বিচারকার্য থেকে এবং তাদেরকে এতে বাধ্য করে এবং শারী'য়াহ-এর উপর এটিকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাদের উপর এটা চাপিয়ে দিয়ে এবং তাদের জন্য এটা বাধ্যতামূলক করে। ***এরপর কোন কুফ্‌র (প্রশস্ততা ও স্বচ্ছতার ব্যাপারে) এই কুফরের উপরে?*** *আর এই শাহাদাহ্ যে মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল ﷺ-এর প্রতি কোন বিরোধীতা এই বিরোধীতা ও সীমালঙ্ঘনের উপরে?"* [১৬৯][১৭০]

আল 'আল্লামাহ্ ইবরহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবরহীম (হাফিঃ), আমাদের পূর্বে উল্লেখকৃত শাইখ-এর ছেলে, ইস্‌তিব্‌দাল (শারী'য়াহ প্রতিস্থাপিত করার কুফ্‌র)-নামক কুফ্‌র-এর উল্লেখ করেছেন, এখানে তিনি ৩ প্রকারের বড় কুফ্‌র-এর মাঝে এটিকে শ্রেণীবিভক্ত করেছেন। এই 'আলিম থেকে পড়া এবং শিক্ষা গ্রহণ করা যাক,[১৭১]

---

[১৬৯] তাহ্‌কিম আল ক্বওয়ানিন, পৃষ্ঠাঃ ০৬

[১৭০] শাইখ যে জরুরী ভিত্তিতে এই বার্তাটি লিখেছেন তাও আমাদের বুঝতে হবে। এই বক্তব্যটি মূলত হিজরী ১৩৮০ সনে (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে) টেলিভিশনে দেওয়া তার একটি বক্তব্য, যা আগত বিষয়ের সতর্কবাণী স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল। এটি আমাদের যুগে ব্যাপকভাবে অবহেলিত হচ্ছে, যার ফলে এই বার্তা/খবরটিকে ফিরিয়ে আনা অতি জরুরী। এতে অতি উচ্চ পর্যায়ের 'আরবী রচনা শৈলী ব্যবহার করা হয়েছিল, যার ফলে এর অনুবাদ করা একটি কঠিন কাজ ছিল, আর সেই সাথে এর প্রকৃত গঠনটি ছিল কাব্যিক। এগুলো নিয়ে এবং এর মাত্র আট পৃষ্ঠার অমূল্য তথ্য সম্পদ নিয়ে এটি শুধুমাত্র এক সেট ফাত্‌ওয়া-এর ন্যায়ই দাঁড়ায় না, বরং এই শাইখ-এর একটি ওয়াসিয়্যাহ্ (শেষ ইচ্ছা ও উইল)-ও, যেহেতু এটি ছিল তার মৃত্যুর (হিজরী ১৩৮৯ সন/১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ, ৭৮ বছর বয়সে) পূর্বে লিখা শেষ বই।এখানে আমরা স্বগুত সিস্টেমের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে একজন অন্যতম মহান স্কলারের শেষ অবস্থান দেখতে পেলাম।

[১৭১] তিনি মহান 'আলিম 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরহীম এর পূত্র। তিনি বর্তমানে নির্বাসিত এবং তার মানুষ হিসেবে মৌলিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত। আন্ডারগ্রাউন্ড ইসলামিক মুভমেন্ট (গোপন ইসলামিক আন্দোলন)-গুলো ব্যতীত তার বইগুলো আর কারোও মাধ্যমে ছাপানো হয় না, এবং তিনি উপদ্বীপসমূহ ত্যাগ করতে অথবা বাকি বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম নন। তার পিতার

ক. আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আইনকে প্রতিস্থাপিত (ইস্তিব্দাল) করা, মানবরচিত আইন দ্বারা। *এই ক্ষেত্রে একজন প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং এটিকে শারী'য়াহ-এর উপর আরোপ করে অথবা সে তার নিজস্ব বাতিল শারী'য়াহ তৈরী করে। এর উদাহরণ নিম্নে বলা হয়েছে,*

أم لهم شركآء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله و لو لا كلمة الفصل لقضى بينهم و إن الظالمين لهم عذاب اليم

'অথবা তাদের কি এমন কতক শরীক আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক দ্বীনের প্রণয়ন করেছে যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি? আর যদি ফয়সালার বাণী না থাকত, তবে তো তাদের ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যলিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।'-সূরা আশ্-শূরাঃ ২১

তাছাড়াও, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছেন, যারা আইনপ্রণয়ন করতে চায়, অথবা এমনকি আইনপ্রণেতার দিকে ধাবিত হয়,

أفحكم الجاهلية يبغون و من أحسن الله حكماً لقوم يوقنون

'তবে কি তারা জাহিলিয়্যাহ্-এর বিধান কামনা করে? কে উত্তম আল্লাহ্র চাইতে বিধান প্রদানে দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য?'-সূরা আল-মাইদাহঃ ৫০

খ. আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আইন পরিত্যাগ না করে, তা অস্বীকার করা। *এটি সেই ব্যক্তির কথার ন্যায় সমান ওজনদার যে বলে, 'এই নির্দিষ্ট আইনটি বর্তমান সময়ের সাথে মানানসই নয়, কিন্তু ওই অন্যান্য আইনগুলো এখনও সন্তোষজনক।' মূলত, এটি হল একটি আইনকে অস্বীকার করা, আবার অন্য একটিকে স্বীকার করা।*

أ فتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى في الحياة الدنيا و يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب و لا هم ينصرون

'তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে তাদের অসম্মান/দুর্গতি ছাড়া কোন পথ নেই, এবং ক্বিয়ামাতের দিন তাদের কঠোরতর শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে

মৃত্যুর পর মুফ্তির পদের জন্য তাকেই সবচাইতে জ্ঞানী বলে বিবেচনা করা হয়েছিল, কিন্তু তাকে খারিজ করা হয়েছিল এবং সড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার এই নির্দিষ্ট উক্তিসমূহ এবং একই ধরনের ঘোষণাসমূহ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর তাফসীর সূরাত উল-ফাতিহাহ্-এর সূচনায় (পৃষ্ঠাঃ ০১-০৫) পাওয়া যায়, আর সেই সাথে মুহাম্মাদ নাসিব আর-রিফা'ঈ-এর বাব উল-কুফ্র এবং বাব উয্-যুনুব-এর তাফসীর কিতাবে পাওয়া যায়, যা সিরিয়া, লেবানন এবং অন্যান্য জায়গাসমূহে বিতরণ করা হয়েছিল।

সম্পর্কে গাফিল/বে-খবর নন। এরাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে; সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।'-সূরা আল-বাক্বারাহঃ ৮৫-৮৬

গ. আল্লাহ্‌র আইনকে অস্বীকার করা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তা পরিত্যাগ করা। *এটা হয়, যখন কেউ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আইনকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করতে সবসময় ব্যর্থ হয়।*

এই ৩য় ধরনের ইসতিবদাল সেসকল আয়াতে বলা হয়েছে, যে সকল আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون

'আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী)।'- সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৪

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون

'আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই যলিম (অত্যাচারী)।'- সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৫

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الفاسقون

'আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই ফাসিক্ব (বিদ্রোহী পাপী)।'-সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৭"

আল 'আল্লামাহ্ শাইখ হাফিয ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-হাকামী رحمه الله [১৭২] এই বিদ'আহ্ যা কুফ্‌র, সেটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন,

"যে কেউ 'উলামাগণ-এর ইজমা' বাতিল ঘোষণা করে, ফার্‌দ অস্বীকার করার মাধ্যমে, বা এমন কিছু চাপিয়ে দেয় যা আল্লাহ্ চাপিয়ে দেন নি, অথবা হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করে, এর মধ্যে কতক লোক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ইসলামকে ধ্বংস করছে। এই ধরনের লোকেরা কুফ্‌ফার, কোন সন্দেহ ছাড়া। এ ধরনের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা ইসলামের সবচাইতে বড় শত্রু। কিছু অজ্ঞ মানুষকে প্রতারিত করা

---

[১৭২] হিজরী ১৩৪২-১৩৭৭/১৯২৪-১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। শাইখ আল হাকামি 'মা'আরিজ উল-ক্ববূল'-এর লেখক। যারা সত্য কথা বলেছিলেন এবং উম্মাহ্-এর জন্য সম্পদের ভান্ডার রেখে গিয়েছেন, তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম পরিচিত। আল্লাহ্ যেন এই হাক্বপন্থী 'আলিমকে পুরস্কৃত করেন।

হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে (যারা একটি ফারদ অস্বীকার করেছে) কুফ্ফার বলা যাবে, যখন তাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠা করা হয়ে যায়।" [১৭৩] [১৭৪]

শহীদ শাইখ সায়্যিদ ক্বুত্ব رحمه الله [১৭৫] আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন,

*"আল্লাহ্র কাছে অন্যতম প্রিয় বস্তু হল **হাকিমিয়্যাহ্।** যে কেউ কিছু লোকের একটি গোষ্ঠীর জন্য আইন প্রণয়ন করে, সে ইলাহ হিসেবে আল্লাহ্র অবস্থান গ্রহণ করেছে, যার অনুসরণ ও আনুগত্য করা হবে। আর সে আল্লাহ্র পবিত্র নামসমূহ তার নিজস্ব উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য ব্যবহার করছে। তারা তার দাস, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার দাস নয়। তারা তার দ্বীনে রয়েছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার দ্বীনে নয়। এই বিষয়টি আমার প্রিয় ভাইয়েরা, এটি সবচাইতে ভয়ংকর ও সবকিছুর চাইতে বিশাল, যখন 'আক্বীদাহ্-এর বিষয় আসে। এটি একটি উলূহিয়্যাহ্ (আল্লাহ্র ইলাহ হওয়া) এবং 'উবূদিয়্যাহ (আল্লাহ্র জন্য দাসত্ব নির্ধারন করা) সম্পর্কিত বিষয়। এটি জাহিলী ও ইসলাম এর ব্যাপারে একটি কুফ্র ও ঈমান সম্পর্কিত বিষয়। জাহিলিয়্যাহ্ কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নয়, বরং একটি অবস্থা। যে কোন জাহিলিয়্যাহ্-এর সময়কাল পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।"* [১৭৬]

আমরা আরোও বিবেচনা করব একজন শারী'য়াহ ও আল্লাহ্র রাস্তায় আহবানকারী ও উৎসাহদানকারীর কথা। আসুন শাইখ-এর কথাগুলোর উপর গভীরভাবে চিন্তা করি, যিনি আল-আযহার-এর প্রাক্তন তাফসীর শিক্ষক, আল 'আল্লামাহ্ শাইখ 'উমার 'আব্দুর্-রহ্মান আল-মাস্রী (হাফিঃ)[১৭৭],

---

[১৭৩] মা'আরিজ উল-ক্ববূল বাব-আল-বিদ'আহ্ মুকাফ্ফিরাহ, ভলিউমঃ ০৩, পৃষ্ঠাঃ ১২২৮

[১৭৪] কেন তাদের অনুসারীগণ, যারা নিজেদের সালাফী বলে, এই বিদ'আহ্-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না এবং অন্যদের বিদ'ঈ বলে? আল-হাকামি কি তাদের একজন মহান 'আলিম নন? এর বিপরীতে, যে কেউ এই ইমামের অনুসরণ করে এবং এই বিদ'আহ্-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তারা তাদেরই বিদ'ঈ বলে!

[১৭৫] সায়্যিদ ক্বুত্ব رحمه الله-কে তার শারী'য়াহ প্রয়োগ করার আগ্রাসী ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫ সালে মিশরের জামাল 'আব্দুন্-নাসির-এর শাসনব্যবস্থা খুন করে। তার পিছনে রেখে যাওয়া কার্যাবলি এবং অত্যাচারের মুখে তার বিনয়ী ও সাহসী উদাহরণ আজও তাওহীদের যুদ্ধে এক জীবন্ত ঘোষণা।

[১৭৬] ফী যিলাল ইল-ক্বুরআন

[১৭৭] এই নির্দিষ্ট বক্তব্যটি কোর্ট-এ করা হয়েছিল, যখন শাইখ (জন্ম ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)-কে গ্রেফতার করা হয় এবং বিচারের জন্য মিশরের মিলিটারী কোর্ট-এর মুখোমুখি করা হয়, তার পর। তার জীবন হারানোর অদম্য সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি বিচারক ও অন্য সকলে যারা ছিল তাদেরকে সত্য কথা বলেছিলেন। এই স্মরণীয় ঘটনার আগে ও পরে, তিনি দক্ষিন মিশরে বহু বছর জেল-এ কাটিয়েছেন, অবশেষে তার মুক্তির পূর্বে, মিশর থেকে পলায়ন, এবং পরবর্তীতে আমেরিকাতে ১৯৯৪ সালে গ্রেফতার। তাকে ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিজম ও ইউএস ল্যান্ডমার্ক ধ্বংসের (সর্বমোট ১৪টি) মিথ্যা অভিযোগে জেলবন্দী করা হয়। তার লিখিত ১০ টিরও বেশী কাজ রয়েছে এবং সবচাইতে বেশী পরিচিত তার তাফসীর আয়াত উল-হাকিমিয়্যাহ, তাফসীর সূরাত উত্-তাওবাহ্ (৪০০০ পৃষ্ঠা) এবং সূরাহ্ ইউসূফ, 'আনকাবূত ও মা'আরিজ-এর উপর তার অন্যান্য তাফসীরসমূহ। তাকে আজকের দিনের স্বল্প কয়েকজন আধুনিক মুফাস্সিরুনদের মাঝে অন্যতম একজন ধরা হয়।

"মানবরচিত বিধান দিয়ে শাসন/বিচার করা, যা কাফির রাষ্ট্রসমূহ থেকে ধার নেওয়া হয়েছে মুসলিম ভূখন্ডসমূহে প্রয়োগ করার জন্য, বিশেষ করে এমন সব বিষয়ে, যা স্পষ্টভাবে ও বাহ্যত পরিষ্কারভাবে কিতাব ও সুন্নাহ্-এর শারী'য়াহ-এর বিরোধী, তা কোন সন্দেহ ব্যতীত কুফ্‌র এবং পথভ্রষ্টতা।

এই দলীল নিয়ে, আমরা বলছি যে, আল্লাহ্‌র আইন ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে শাসন করা এবং আল্লাহ্‌র আইন ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে বিচার করা, কুফ্‌র।

ও হে বিচারক! কোর্ট-এর প্রধান, আমি তোমাকে সত্য প্রদান করেছি এবং সত্য স্পষ্টত প্রতীয়মান। ফাজ্‌র (ভোর) এবং সুবাহ্ (সকাল) সকলের কাছে পরিষ্কার। তোমার অবশ্যই আল্লাহ্‌র আইন দিয়ে শাসন করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান প্রয়োগ করতে হবে। যদি তুমি তা না কর তবে তুমি কাফির, যলিম এবং ফাসিক্ব।" [১৭৮]

'উমার 'আব্দুর্-রহ্‌মান[১৭৯], নাজাহ্ ইবরহীম[১৮০], 'ইসাম উদ্-দ্বীন আল-দারবালাহ্ এবং 'আসিম 'আব্দুল-মাজিদ[১৮১]-এই ভাইয়েরা এই যুগের মুসলিম ভূখন্ডের শাসকদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন,

---

[১৭৮] কালিমাত উল-হাক্ব, পৃষ্ঠাঃ ৬৪-৬৫

[১৭৯] এই শাইখ আল-আযহার-এ তাফসীর-এর শিক্ষক ছিলেন, এবং এমনকি এখন পর্যন্তও তিনি সম্মানিত হন। তার একটি অন্যতম স্মরণীয় কাজ হল, ৪০০০ পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ সূরাহ আত্-তাওবাহ্-এর তাফসীর, যার ধারালো ও তীক্ষ্ণ জ্ঞানের তরবারী, তার শত্রুদেরকে আতংক ও ভয় দ্বারা বশীভূত করে ফেলছিল। তিনি আজকের দিনের সেই স্বল্পসংখ্যক মুফাস্সিরদের মধ্যে অন্যতম, যারা সর্বজনস্বীকৃত/অনুমোদনপ্রাপ্ত। কিছু মিথ্যা অভিযোগ/চার্জ এর অজুহাতে বর্তমানে তাকে ইউনাইটেড স্টেইট্স (আমেরিকা)-এর জেল এ বন্দী করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা যেন তার মুক্তি সহজ করে দেন, যেন আমরা তার জ্ঞান থেকে পুনরায় উপকৃত হতে পারি-আমীন।

[১৮০] এই নির্দিষ্ট 'আলিমকে একের অধিকবার জেল-বন্দী করা হয়েছে। তিনি ভাই 'আব্দুস্-সালাম ফারাজ-এর পরিচিত, আর সেই সাথে আরোও অনেক একনিষ্ঠ ভাইদেরও পরিচিত, যারা জীবন দিয়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। অপর দুই ভাইয়েরাও ইসলামিক জ্ঞানের ব্যাপারে সুদক্ষ, যারা বইটি লিখেছেন। তারা সকলেই আইনের আশ্রয় থেকে বহিষ্কৃত জামা'আতুল ইসলামিয়্যাহ্-এর সদস্য। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য একটি 'উইচ হান্ট' (ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা) চলছে, পূর্বে এবং পশ্চিমে, আর সেই সাথে এর 'মিলিটারী উইং' (সামরিক/জঙ্গী অংশ) জামা'আত উল-জিহাদ-কে আফগানিস্তানের পর্বতমালায় নির্বাসিত করা হয়েছে। এটা হল, যখন নেতৃত্বে থাকা কিছু লোক গভার্নমেন্ট-এর সাথে আলোচনা/পরামর্শ করা শুরু করল। যা আরোও দূষণ/দূর্নীতি এবং ব্যাপক খারাবীর দিকে ধাবিত করল। নেতৃত্বে থাকা যেসব সদস্য তরবারী নামিয়ে রেখেছে, তাদের ব্যতীত তখন এই গোষ্ঠীর সদস্যরা জিহাদ বহাল রাখল। শাইখ 'উমার 'আব্দুর্-রহ্‌মান, এই গোষ্ঠীর প্রধান, জেল থেকে জবাব দিলেন যে, তিনি এটিকে (গভার্নমেন্ট-এর সাথে আলোচনা/পরামর্শ এবং এরপর তরবারী নামিয়ে রাখা) সমর্থন করেন না, আর না এটি তার দা'ওয়াহ্ বা ইসলামের দা'ওয়াহ্।

[১৮১] এই 'আলিমগণ জেল-এ থেকে এই বইটি (আল-মিসহাক্ব আল ইসলামী আল 'আমালী-*In Pursuit of Allah's Pleasure*) লিখেছেন, মিশরের অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার নির্যাতনে। তাদেরকে কেন এই বীভৎস ও কদাকার অত্যাচার/নিপীড়ন করা হল? এটা এ ব্যতীত আর কোন কারণে নয় যে, তারা শারী'য়াহ-এর দিকে আহবান করছিলেন এবং 'তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্' পরিভাষাটিকে পুনরুদ্ধার/ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছিলেন। বইটি ১৯৮৪ সালে তাদের 'শেয়ার্ড জেল সেল' (একটি সেল-এ কয়েকজন ভাগাভাগি করে থাকে)-এ থেকে লিখা হয় এবং পরবর্তীতে তা শাইতন শাসকদের মুখের উপর বজ্রপাতের ন্যায় আঘাত হানে।

"আর আজকের শাসকেরা পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতি তাদের আনুগত্য স্থাপন করেছে, যাদের উভয়েই কাফির। আর ভালোবাসার সম্পূর্ণাংশ দেওয়া হয়েছে ইহূদী ও খ্রীষ্টানদের। এবং খাঁটি শত্রুতাসমৃদ্ধ ঘৃণা, যুদ্ধকৌশল, ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণা প্রয়োগ করা হচ্ছে ইসলাম ও এর মানুষের প্রতি। এবং তারা এই সময়ে আল্লাহ্‌র কিতাবের বিচার বিধান ত্যাগ করেছে। তারা পবিত্র আসমানী আইনকে প্রতিস্থাপন করেছে, আর এই সবকিছুর উপরে, তারা দাবী করে যে তারা মুসলিম। তাদের আরোও আছে পথভ্রষ্ট 'আলিম, যারা তাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, তাদেরকে 'খলীফাহ্' এবং 'আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে আইনপ্রণয়ক বিচারক) শিরোনামা দিচ্ছে।

যুবক-দেরকে শাসকদের কাছে আনুগত্য স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের কুফ্‌রের প্রতি সন্তুষ্টি প্রদর্শনের এবং তাদের নতুন দ্বীন সেকুলারিজম এর সংবিধান দ্বারা সৃষ্টির মাঝে বিচার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা এর খবর তৈরী করে, তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয় এবং শিশুদের মনের মাঝে এটি প্রবেশ করিয়ে দেয়। এই নতুন দ্বীনের আহবান হল, মাসজিদ হল আল্লাহ্‌র, আর শাসকেরা আইনপ্রণেতা।" [১৮২]

ভাইয়েরা অপর জায়গায় বলছিলেন,

"আর আমরা বিচারক ও আইনপ্রণেতা হিসেবে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারোও উপর সন্তুষ্ট নই, ঠিক যেমন আমরা রব হিসেবে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারোও উপর সন্তুষ্ট নই। এভাবে, যিনিই সৃষ্টি করেন, তবে সমস্ত কর্তৃত্ব/আধিপত্য তারই, আর যিনিই মালিক, তবে তিনিই বিচার করেন, হারাম করেন, আদেশ করেন, পূর্বনির্ধারিত বিষয়াদি নির্ধারণ করেন, আইন প্রণয়ন করেন, আর তিনি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, সকল বিষয়াদি সম্পর্কে সম্পূর্ন জ্ঞাত/ওয়াকেফহাল।

এভাবে যে কেউ-ই আল্লাহ্‌র পাশাপাশি আইন প্রণয়ন করে, এবং আল্লাহ্‌র শারী'য়াহ-কে অন্য কোন আইনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে, তবে ইতিমধ্যেই সে আল্লাহ্‌র আইনে তার বিরোধিতা করেছে। সে নিজেকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করেছে এবং নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়েছে এবং সে ইসলামের পরিধি ত্যাগ করেছে। তাদের থেকে বেড়িয়ে আসা বাধ্যতামূলক এবং তারা আজকের দিনের শাসক, যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছে।" [১৮৩]

এই যুগের হাদীস-এর 'আলিমদের ইমাম, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, আল 'আল্লামাহ্‌ শাইখ আহ্‌মাদ মুহাম্মাদ শাকির رحمه الله [১৮৪] নিম্নের এ সকল হতবুদ্ধিকর পয়েন্টসমূহ বর্ণনা করেছেন,

---

[১৮২] আল-মিসহাক্ক আল ইসলামী আল 'আমালী, পৃষ্ঠাঃ ২২, এই কাজটি ইংলীশ-এ ***"In Pursuit of Allah's Pleasure"*-নামে পরিচিত।**

[১৮৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ২৬-২৭

[১৮৪] হাদীস ও তাফসীর-এর এই মহান 'আলিম, আহ্‌মাদ শাকির এই উম্মাহ্‌-এ বহুল পরিচিত এবং এই যুগের প্রথম ক্বদি যিনি সাহসী ও স্পষ্টবাদী উপায়ে মানবরচিত বিধান দ্বারা ইসলামিক আইনের প্রতিস্থাপনের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি তার পিছনে অনেক কাজ রেখে গিয়েছেন, যার মধ্যে অন্যতম হল হুকম উল-জাহিলিয়্যাহ, 'উমদাত উত্‌-তাফসীর, এবং আস্‌-সামা' ওয়াত্‌-তা'আ ইত্যাদি। এটি সত্যিই আশার বাণী যে, সকল হাদীস-এর শাইখ বা 'আলিমই তার চেকবুক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই শয়তানি শাসনব্যবস্থা বা তার মালিকের পিছনে গিয়ে লুকান না। এই শাইখের মত অনেকে আসলেই উঠে দাঁড়াবেন (ইনশাআল্লাহ্‌)।

"আর তারা, যাদের আইনপ্রণয়নের জন্য প্রচেষ্টা ইসলামিক বিধি-বিধান অনুসারে নয়, সে একজন মুজতাহিদ বা একজন মুসলিম হবে না, যদি সে একটি আইন প্রণয়ন করতে চায়।

আমরা অনেক মানুষকে দেখতে পাই, যাদেরকে মুসলিম হিসেবে আইনসমূহ প্রণয়নের বা বিচারকার্যের বা ব্যাখ্যা করার বা রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়, কারণ তারা সলাহ্ আদায় করছে, সিয়াম পালন করছে, যাকাহ্ দিচ্ছে এবং হাজ্জ পালন করছে। তুমি তাদের 'ইবাদাহ্-এর বিরুদ্ধে/ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারো না। কিন্তু, যখন তুমি তাদেরকে তাদের কর্মক্ষেত্রে দেখেছ, এসকল আইনসমূহ তাদের ক্বলব-এর অনেক গহীনে গিয়ে প্রবেশ করেছে, যেমন শাইতন তাদের রক্তে।

তারা এ সকল আইনসমূহের প্রয়োগ ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। তারা এই সময়ে ইসলামের ব্যাপারে এবং আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে যেকোন কিছুই ভুলে যায়, এ ব্যতীত যে, তাদের মধ্যে কতক নিজেদের সাথেই চালাকি করে যে, তারা বলে, আমাদের আইনপ্রণয়নের জন্য ফিক্বহ ব্যবহার করতে হবে। তারা যখন আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে আসে, তখন তারা অনুভব করে যে, ইসলামে আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই এবং তারা এসকল জাহিলী আইনসমূহের ব্যাপারে খুবই কঠোর ও কড়া হয়ে থাকে।

নতুন আইনপ্রণয়নের গন্তব্য জাহান্নাম! আমি এটা আগেও বলেছি এবং সবসময় বলতে থাকব যে, ৩ প্রকারের মানুষ রয়েছেঃ

১। আইনপ্রণেতা

২। বিচারকমন্ডল

৩। সমর্থক/রক্ষক

কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের জন্য একই হুকম (আইন) প্রযোজ্য এবং তাদের গন্তব্যও (জাহান্নাম) একই। যারা আইনপ্রণয়ন করে, সে নিশ্চিতভাবে আইনসমূহ তৈরী করে এবং সে বিশ্বাস করে যে সেগুলো সঠিক, এবং বিশ্বাস করে যে, সে যা করছে তা সঠিক। যারা আইনপ্রণয়ন করছে, তারা কুফ্ফার, যদিও তারা সলাহ্ আদায় করে বা সিয়াম পালন করে।

বিচারকের ক্ষেত্রে, তার পরিস্থিতির অনুসন্ধান করার প্রয়োজন রয়েছে। তার ওজর থাকতে পারে, যদি আইনটি ইসলামিক আইনের সাথে মিলে যায়। তুমি যদি সতর্কভাবে তাকাও, এই ওজর/কৈফিয়ত-টি দাঁড়াতে পারে না। যদি সে তা দিয়ে শাসন করে যা ইসলামের বিরোধী, তবে সে নিশ্চিতভাবে এই হাদীসটির একজন,

'যে কেউ মানুষকে হারাম কাজ করতে আদেশ করে, আমরা তার আনুগত্য করব না।'

এই বিচারকের জন্য, আইনপ্রণেতার কথা শোনা ও আনুগত্য করা, অথবা তাদের রক্ষা করা যারা আল্লাহ্র আইন ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে বিচার করে, অথবা এমন বিষয় যা ইসলামিক শারী'য়াহ-এর বিরোধী, যদি সে তা শুনে এবং আনুগত্য করে, তবে তার সেই একই পাপ ও শাস্তি হবে, যা সেসকল লোকের হবে যারা তাকে আদেশ দিয়েছিল, সে ঠিক তাদের মতই হবে।

যে সকল লোকেরা আজ আইন (বাতিল শারী'য়াহ) তৈরী করে, তারা আইনের (শারী'য়াহ-এর) ক্ষেত্রে নব্য আবিষ্কার করেছে। যদি দুইটি আইন থাকে যা পরস্পর বিরোধী, যার মাঝে একটি ইসলামিক, তবে কোর্ট-এর সেই আইনটি (বাতিল শারী'য়াহ থেকে) আইনপ্রণেতার কাছে প্রয়োগ করতে হবে, স্বাভাবিকটি (ইসলামিক আইন) নয়।" [১৮৫]

শাইখ তার অপর একটি কাজে এই পয়েন্টটি আরোও বিস্তৃত করেছেন,

"তবে কি এটা আল্লাহ্‌র শারী'য়াহ-এ হালাল যে, সে মুসলিমদের ভূখন্ডে মুসলিমদের বিচার করে মুশরিক, নাস্তিক ইউরোপ-এর আইন দ্বারা? অন্যদিকে এই প্রণীত আইনসমূহ এসেছে মিথ্যা ও বাতিল মতবাদ থেকে। তারা এর পরিবর্তন করেছে এবং প্রতিস্থাপন করেছে তাদের খেয়াল অনুসারে।

না, এর আবিষ্কারক শারী'য়াহ বা এর লঙ্ঘন সম্পর্কে নির্বিকার বা তা থেকে বহুদূরে। আমরা যতদূর জানি, এটা মুসলিমদেরকে তাদের সময়ে আক্রান্ত করে নি, শুধু সেই সময় ব্যতীত, তাতারদের সময়। আর এটা ছিল একটা খারাপ সময়, বিশাল অত্যাচার ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়।

এভাবে এই স্পষ্ট আবিষ্কৃত আইনসমূহ, যা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, এটা পরিষ্কার কুফ্‌র, এতে কোন সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে এখানে তার কোন ওজর নেই, তা যে কেউ-ই হোক না কেন, যদি সে এর উপর কাজ করে, আনুগত্য করে বা প্রতিষ্ঠিত করে।" [১৮৬]

আল 'আল্লামাহ্‌ আল-হাফিয শাইখ মুহাম্মাদ তাক্বি উদ্‌-দ্বীন আল হিলালী رحمه الله [১৮৭] তাওহীদ রুবূবিয়্যাহ্‌, উলূহিয়্যাহ্‌ এবং আসমা ওয়াস্‌-সিফাত-এর উল্লেখ করার পর, ৪র্থ তাওহীদ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন,

---

[১৮৫] আস্‌-সামা' ওয়াত্‌-তা'আ, পৃষ্ঠাঃ ১৬-১৯

[১৮৬] হুকম উল-জাহিলিয়্যাহ্‌

[১৮৭] হিজরী ১৩১৫-১৪০৯ সন/১৮৯৭-১৯৮৮/৯ খ্রীষ্টাব্দ। এই মহান 'আলিম ইল্‌ম-এর ছাত্রগণ ও মানুষগণ-এর কাছে বহুল পরিচিত। তিনি মরক্কো-এ একটি খুবই দীনী পরিবারে জন্মগ্রহন করেছিলেন এবং তিনি সরাসরি নবী ﷺ-এর বংশধর, 'আলী Ê -এর বংশধারা দিয়ে তার পুত্র হুসাইন Ê -এর মাধ্যমে। যখন তিনি ৯ বছরের ছিলেন তখন তিনি ক্বুরআন হিফ্‌য করেছিলেন এবং মালিকী ফিক্বহ-এর প্রারম্ভিক জ্ঞানের শিক্ষা শুরু করেন। যাহোক, তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর তাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়েছিল, যার মধ্যে একটি হল 'আরব উপদ্বীপসমূহ। শাইখ আল হিলালী উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মানুষকে ইসলামের দিকে আহবানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমে গিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে তিনি বিমানপথে জার্মানীতে যান, জার্মান ও ইংলিশ-এর উপর শিক্ষা গ্রহন করেন, আর সেইসাথে তিনি মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট-থেকে বক্ষব্যাধির উপর ডক্টোরেট করেন। এমনকি এই সময়েও তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করছিলেন। যখন হিট্‌লার ক্ষমতায় আসলো, তখন তাকে জার্মানী থেকে পলায়ন করে মাদীনাহ্‌-এ ফিরে আসতে হল। সেখানে তিনি অনেকজন মহান 'উলামাগণ-এর সাথে পরিচিত হন, শাইখ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরহীম رحمه الله থেকে শুরু করে শানক্বিতি رحمه الله পর্যন্ত। সময়ের সাথে সাথে তিনি বেশ কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হন, যেমনঃ শাইখ উল হাদীস মুহাম্মাদ আল আমিন আল-মাস্‌রী, যিনি বর্তমানে মিশরের জেল-এ আছেন, আর সেই সাথে তার বোন 'আরব উপদ্বীপসমূহে যৌন হামলার শিকার।

"আল্লাহ্‌র রসূল ﷺ-কে অনুসরণের ক্ষেত্রে একত্ব, তাওহীদ আল-ইত্তিবা'আ আর এটি 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল'-এর অর্থের মধ্যে পড়ে, এবং এর মানে হল আল্লাহ্‌র কিতাব আল-ক্বুরআন-এর পরে অনুসরণীয় হবার অধিকার কারোও নেই, রসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত।"

শাইখ অপর জায়গায় তাওহীদ আল-ইত্তিবা'আ-এর অর্থ কি সে সম্পর্কে বলেছেন,

"তোমার ক্বল্‌ব দিয়ে একটি স্বীকারোক্তি যে তোমার বলতে হবে, 'হে আল্লাহ্‌! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আপনার রসূল।' এর মানে হল আল্লাহ্‌র পরে অনুসরণীয় হবার যোগ্য কেউ নেই নবী মুহাম্মাদ ﷺ ব্যতীত, যেহেতু তিনি তাঁর সর্বশেষ রসূল। আর মুহাম্মাদ ﷺ ব্যতীত অপরদের ক্ষেত্রে, তাদের উক্তিসমূহ আল্লাহ্‌র কিতাব বা রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ্‌-এর অনুসারে গ্রহণ বা বর্জন করা হবে। সুতরাং, যে কেউ এর স্বীকারোক্তি করেছে, সে ডাকাতি, খুন, চুরি, অবৈধ যৌনমিলন, শূকরের গোশ্‌ত খাওয়া, মাদক পানীয় পান, অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পত্তি থেকে সুবিধা গ্রহণ, ব্যবসা-বানিজ্যে ঠকানো, ঘুষ ও অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন ইত্যাদি পাপকর্ম করবে না, অন্যথায় তার দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গসমূহ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে যে, সে তার কথার ব্যাপারে একজন মিথ্যাবাদী ছিল, যা সে আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল।" [১৮৮]

আল হিলালী আল-ক্বুরআন-এর অনুবাদ ও তাফসীর করার, আর সেই সাথে সাহীহ্‌ আল-বুখারী-এর অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, যখন তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন যেখানে তিনি বলেছেন যে, রসূল ﷺ তাকে আদেশ করেছেন মানুষের কাছে জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে। এরপর তিনি আরোও কয়েকজন 'আলিম নিয়ে অনুবাদের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করলেন। যার ফলাফল দাঁড়ালো একটি ৯ ভলিউমের তাফসীর ক্বুরআন আল-কারীম, যা ইংলিশ, 'আরবী ও জার্মান ভাষায় করা হয়েছিল। এখানে তিনি ফিক্বহ থেকে শুরু করে তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্‌ পর্যন্ত সবকিছু আলোচনা করেছেন, এবং শারী'য়াহ-এর দিকে আহবান করেছেন,এবং শি'আহ্‌, তার সময়কার শাসকগণ এবং আর অনেক খারাবীর বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান চালিয়েছিলেন। যে সকল সালাফীরা তাওহীদের ৪র্থ বিষয় হিসেবে আল-হাকিমিয়্যাহ্‌ বা আল-ইত্তিবা'আ-কে বিদ'আহ্‌ বলে অস্বীকার করেন, তাদের তার ক্বুরআন, বুখারী বা আলু' লু' ওয়াল-মারজান-এর ইংলিশ ভার্সন পড়া উচিত না, যেহেতু এসবকিছুই আল-হিলালী-এর দ্বারা অনুবাদ করা, যিনি তাওহীদ-এর এই বিষয়টিতে বিশ্বাস করতেন। তার জীবদ্দশায়, তিনি আলু' লু' ওয়ার-মারজান-এর ইংলিশ অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা মূলত একটি হাদীসের বই বুখারী ও মুসলিমের সম্মতিক্রমে।

তিনি শি'আহ্‌-দের বিরুদ্ধেও প্রচুর বই লিখেছেন, যারা মরক্কোতে তাদের মিশনারি পাঠাচ্ছিল, আর কেউই কিছুই বলছিল না। তার ইসলামের প্রতি উৎসর্গপরায়নতা এতই ব্যাপক ছিও যে, তার উত্তর আমেরিকা ভ্রমনের ফলে সেখানে তা শীর্ষে পৌছায়, যা বর্তমানের অনেক 'আলিমদের চাইতে পৃথক, যারা আজ তাদের রক্ষিতাদের ভোগ নিয়ে এবং তাদের দাড়ি কামিয়ে ফেলা নিয়ে এত ব্যস্ত যে উম্মাহ্‌-কে নিয়ে তাদের চিন্তার সময় নেই। কিন্তু 'আলিমগণ ও অত্যাচারী শাসকগণ, তার দা'ওয়াহ্‌ কার্যাবলি বেশীদূর শয্য করতে পারেন নি। ১৯৮০-তে তার মরক্কোতে পৌছানোর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তাকে আরোও অসংখ্যবার গ্রেফতার করা হয় এবং অবশেষে ১৯৮৮/৯ সালে তিনি খাদ্য ও অন্যান্য কিছুর অভাবে জেল-এ মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলা তার উপর রহম করুন এবং তাকে অনুগ্রহ করুন, উম্মাহ্‌-এর প্রতি তার কাজের জন্য, বিশেষ করে ইংলিশ ও জার্মান ভাষী মানুষদের জন্য। তার নাম পবিত্র ক্বুরআন-এর অনুবাদে ব্যবহার করা হয়েছে, যাহোক, তার উক্তিসমূহ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং নরম/সুমিষ্ট করা হয়েছে, যেন তিনি যেই হাকিমিয়্যাহ্‌-এর ব্যাপারে জোর দিয়েছেন, তা নরম ও শান্ত হয়ে যায়। অতি শীঘ্রই আমরা ইনশাআল্লাহ্‌, পবিত্র ক্বুরআন-এর কিছু সহায়িকা করব, যেন ইংলিশভাষী মুসলিমদের 'আক্বীদাহ্‌ রক্ষা হয়।

[১৮৮] তাফসীর আল-ক্বুরআন আল-কারীম, পৃষ্ঠাঃ ১৪-১৭

কুয়েতী শাইখ 'আব্দুর্-রয্যাক ইব্ন খলীফাহ্ আশ্-শায়িজি (হাফিঃ)[১৮৯] শাসন/বিচারের বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন,

*"আর ইতিমধ্যেই সেই তথাকথিত শিক্ষিত জনদের মধ্য থেকে দাবী চলে এসেছে যে, **তাওহীদ আল-হুকম (আল্লাহ্র বিচারকার্যের ক্ষেত্রে একত্ব)** তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার করা শুধুমাত্র কুফ্‌র দুনা কুফ্‌র (একটি ছোট কুফ্‌র) । যাহোক, যারা মানুষের বিচারকার্যকে আল্লাহ্র বিচারকার্যের উপরে বা সমান মর্যাদা/প্রাধান্য দেয়, আর যারা পাপ করে, ব্যাখ্যা করে বা একটি ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকিছুর দিকে বিচারকার্য করে, এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে যে, আল্লাহ্র বিচারকার্যই সত্য, যার ব্যাপারে কোন বিরোধীতা থাকা উচিত নয়, তাদের মধ্যে বিশাল/ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।"*[১৯০]

আল 'আল্লামাহ্ শাইখ মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফিক্বহী رحمه الله ব্যাখ্যা করেছেন,

"যে কেউ ইউরোপিয়ান আইন থেকে শব্দগ্রহণ করে, রক্ত সম্পর্ক, যৌনসম্পর্ক ও সম্পত্তি সম্পর্কিত বিচারকার্যাবলি সে এর দ্বারাই করে, এবং সে এটাকে সে যা জানতো তার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, এবং আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্ অপেক্ষা এটা তার কাছে পরিষ্কার, তবে নিঃসন্দেহে সে একটা কাফির, একটা মুরতাদ, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিচারকার্যে ফিরে আসে। তার যে নামই হোক না কেন, এটা তার কোন কাজেই আসবে না, তার বাহ্যিক কোন 'আমালও তার কোন কাজে আসবে না, যেমনঃ সলাহ্, সিয়াম, হাজ্জ্ব ও অন্যান্য।"[১৯১]

শহীদ[১৯২] শাইখ 'আব্দুল্লাহ্ 'আয্যাম رحمه الله তাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আইনসমূহ ত্যাগ করে,

---

[১৮৯] এই ভাই সম্প্রতি নিজেকে কর্তৃপক্ষ/কর্তৃত্বের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন, যখন তিনি মেকি/মিথ্যা সালাফিয়্যাহ্ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং মুসলিম বিশ্বে শারী'য়াহ প্রতিষ্ঠার দাবী জানালেন। এছাড়া, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে, শারী'য়াহ সরাসরি তাওহীদের সাথে জড়িত এবং তিনি কুওয়াইত-এর সালাফী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে এবং মুসলিমবিশ্বের অন্যান্যগুলোর বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধে অবতীর্ন হন। তার বইসমূহ এবং পান্ডিত্য, আহ্‌ল উস্-সুন্নাহ্ দ্বারা সম্মানিত। তার সবচেয়ে জনপ্রিয় কাজ হল আল-খুতূত আল 'আরিদাহ্, যা যারা অত্যাচারী শাসকদের কাজে নিয়োজিত, তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে উন্মুক্ত করে। যদিও তিনি আমাদের একজন নবীন শাইখ, এটা সত্যিই আশার বাণী যে, কাপুরুষত্বের রোগ দ্বারা আজকের দিনে এই উম্মাহ্-এর সকল 'উলামাগণই আক্রান্ত নন।

[১৯০] আদওয়া' 'আলা ফিক্‌র ইদ্-দু'আত ইস্-সালাফিয়্যাহ্ ইল-জাদিদা, পৃষ্ঠাঃ ৪১

[১৯১] ফাত্হ উল-মাজীদ, শারহ্ কিতাব ইত্-তাওহীদ, পৃষ্ঠাঃ ৩৯৬

[১৯২] হিজরী ১৩৬০-১৪০৯ সন/১৯৪১-১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি একজন মহান শাফি'ঈ 'আলিম এবং আল্লহর রাস্তায় মুজাহিদ। তিনি দিমাস্ক ইউনিভার্সিটি থেকে শারী'য়াহ-এর উপর একটি ডিগ্রী লাভ করেন, আল-আযহার থেকে শারী'য়াহ-এর উপর মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন, উসূল উল-ফিক্হ-এর উপর আল-আযহার হতে একটি ডিগ্রী লাভ করেন এবং যখন মিশরে ছিলেন, সেখানে সায়্যিদ ক্কুত্ব رحمه الله-এর পরিবারের সাথে তার ভালো পরিচয় হয়। তিনি প্রথমে কিছুকাল ফিলিস্তিনের জিহাদের সাথে জড়িত ছিলেন, এবং এরপর কিছুসময় পর তিনি পাকিস্তানের দিকে যান, আফগান জিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য। তার পাকিস্তানে অবস্থান করার পর, তিনি আফগানিস্তানে হিজ্‌রাহ্ করেন এবং তার সাহসীকতা ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার জন্য কাজ করার মাধ্যমে প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

“যে কেউ শারী‘য়াহ-এর দিকে বিচারকার্য নিয়ে যাওয়া পরিত্যাগ করে বা আল্লাহ্‌র প্রণীত আইনসমূহের উপর অপর কোন বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে অথবা আল্লাহ্‌র প্রণীত আইনসমূহের মধ্যে তাদের কাঙ্খিত মানবরচিত আইনের শরীক করে এবং অপর একটি বিধানের দ্বারা নাযিলকৃত আইনের প্রতিস্থাপনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে ইতিমধ্যেই এই দ্বীন থেকে বেড়িয়ে গিয়েছে, ইসলামের পরিচ্ছদ তার ঘার থেকে নামিয়ে নেবার মাধ্যমে। এভাবে তার নিজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা উচিত যে সে দ্বীন ত্যাগ করেছে সম্পূর্ন কাফির হিসেবে।”

এই শাইখ অপর জায়গায় বিস্তারিত বলেছেন,

“নেপোলিয়ন-এর আইন বা অপর কোন আইনকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল আল্লাহ্‌র দ্বীনের জায়গায়, এবং রাজনীতি, ‘ইয্যাত, সম্পত্তি ও রক্তসম্পর্কের বিষয়াদিতে এই প্রণীত আইনসমূহ সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। আর এটি কুফ্‌র ব্যতীত অপর কোন ব্যাখ্যা বহন করে না।” [১৯৩]

শাইখ ‘আব্দুর-রয্‌যাক ইব্‌ন খলীফাহ্‌ আশ-শায়িজি (হাফিঃ) আমাদের এই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন,

“আর এটি (তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্‌) দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ‘আহ্‌ নয়, ঈমান বা তাওহীদ। বরং, এটি তাওহীদের স্তম্ভসমূহের মধ্যে একটি, আর সেটি হল আল্লাহ্‌কে তার হাকিমিয়্যাহ্‌-এ এক করে নেওয়া এবং আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের বিধানকে এবং আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের আনুগত্যকে অন্য যে কারোও বিধি-বিধানের উপর প্রাধান্য/অগ্রাধিকার দেওয়া।

আর এতে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ যে, আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং যে কেউ জীবনের যে কোন বিষয়াদির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ব্যতীত অপর আইনসমূহ গ্রহণ করার সুযোগ নিয়ে সন্তুষ্ট, তবে সে একটা কাফির, ঠিক যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেন,

ألم تر الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به

তার আফগানিস্তানের সময়কালে তিনি অন্যান্যদেরকে এই জিহাদে অংশগ্রহন করার জন্য আহবান করেন, আর যারা তার জিহাদের আহবানে সাড়া দিয়েছিল, তারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে এসেছিল। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সন্ধানে আফগান জিহাদে এসেছিলেন এর মধ্যে রয়েছে শাইখ ‘উমার ‘আব্দুর-রহ্‌মান এবং তার সমগ্র জামা‘আহ, বহিরাগত আরোও অনেক ’আলিমগণ এবং আরোও এক যুবক, যে পরবর্তীতে আবূ হামযা হিসেবে পরিচিত হয়। এই সকল মানুষেরা সরাসরি শাইখ-এর কাজ ও প্রচেষ্টার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার সকল পান্ডিত্যপূর্ণ অর্জন এবং যুদ্ধময়দানে কাজের শেষে তাকে শাহীদ করা হয়, যখন ১৯৮৯-এর ২৪ নভেম্বরে মোসাদ তার গাড়িতে লাগানো বোমা রিমোট কন্ট্রোল-এর সাহায্যে বিস্ফোরিত করে, যখন তিনি পাকিস্তানের পেশোয়ারে শুক্রবারের জুমু‘আহ্‌-এর উদ্দেশ্যে গাড়ি চালিয়ে মাস্‌জিদে যাচ্ছিলেন, এতে যারা মারা যান তারা হলেন শাইখ এবং তার দুই পুত্র, ইবরহীম ও মুহাম্মাদ। এই মহান ব্যক্তির স্মৃতি একটি মডেল ও পথনির্দেশনা হয়ে রয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘আলার আহবান অনুসরণ করতে চায় এবং তার জন্য আত্মত্যাগ ও কাজ করতে আগ্রহী।

[১৯৩] আল ‘আক্কীদাহ্‌ ওয়া আসারিহা ফী বানা’ আল-জাইলী শাইখ ‘আব্দুল্লাহ ‘আয্‌যাম, পৃষ্ঠাঃ ১১৬ ও ১৩৫

'আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাসী? অথচ তারা বিচারপ্রার্থী হতে চায় ত্বগুত-এর কাছে, যদিও তাদের বলা হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান/অস্বীকার করতে।'-সূরা আন্-নিসাঃ ৬০

فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً

'তবে না; আপনার রবের কসম! তাদের কোন ঈমান থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে সেসব বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারে যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়, তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ করে না আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়/আত্মসমর্পণ করে।' -সূরা আন্-নিসাঃ ৬৫"

আল 'আল্লামাহ্ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ক্ব'উদ رحمه الله [১৯৪] 'আরব উপদ্বীপসমূহের এক সম্মাণিত 'আলিম নিম্নোক্ত বর্ণনা করেছেন,

"ইসলামের বিচারকার্য থেকে সে সকল প্রণীত আইনসমূহের বিলোপসাধন ও বর্জন, যা ইসলামের বিচারবিধানে অতি আবশ্যকীয়ভাবে বহুল পরিচিত, এবং মানুষের রচিত মিথ্যা ও বাতিল আইনসমূহ এর (শারী'য়াহ) বিরুদ্ধে হালাল/প্রচলিত করা, এর (শারী'য়াহ) প্রতিস্থাপন করা এবং মানুষের মাঝে এর (নতুন আইনসমূহ) দ্বারা বিচার করা এবং বিচারকার্য সাধনের উপায় হিসেবে এটিকে তাদের উপর স্থাপন করা, তবে সত্যিই, সেটা আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক ফী হুক্‌মিহী (তার আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে)।" [১৯৫]

হে সমগ্র বিশ্বের মুসলিমগণ, এই পরিষ্কার আয়াত, সাহাবা Ê -এর কথা ও 'আমাল-এর মাধ্যমে স্পষ্ট ব্যাখ্যা, 'আলিমদের থেকে আসা সুন্দর ও শক্ত শব্দাবলি এবং এই বিষয়ে তাদের ইজ্‌মা'-এর পর কোন মুসলিমের কি তাদের কুফ্‌র-এর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে, যারা শারী'য়াহ-এর যে কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে আইনপ্রণয়ন করে? কারোও কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে যে, এসকল মানুষদের অবশ্যই হটাতে হবে, ক্ষমতা থেকে উন্মোচন করতে হবে এবং তাদের দ্বারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার অপর শত্রুদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ তৈরী করতে হবে?

আমাদের এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, যে সকল 'আলিমদের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছেন এর মধ্যে কতক-কে হত্যা করা হয়েছিল তাদের বক্তব্যসমূহের জন্য, যেমনঃ সায়্যিদ ক্বুত্‌ব, 'আব্দুল্লাহ 'আয্‌যাম, মুহাম্মাদ তাক্বি উদ্-

---

[১৯৪] তিনি ইসলামের একজন মহান 'আলিম এবং তিনি আইনপ্রণয়নের বিরুদ্ধে তার ফাত্‌ওয়া-এর ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। তিনি উপদ্বীপসমূহের নাজরান-এর শেষ অবশিষ্ট শারী'য়াহ-কোর্ট-এর প্রধান ছিলেন। তিনি সবসময় আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে কুফ্‌র-এর বিরোধীতা করেছিলেন এবং আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে শির্‌ক-এ অংশগ্রহন করতে অস্বীকার করেছিলেন। আজকে এটা খুবই খারাপ যে, অনেক 'আলিমই আইনপ্রণেতার প্যানেলে বোসে শাসকদেরকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে নিজেদেরকে টার্গেট ক্ষেত্রে ঠেলে দিচ্ছেন।

[১৯৫] আশ্-শারী'আত উল-ইসলামিয়্যাহ্ লা আল-ক্বওয়ানিন উল-ওয়াদা'ইয়্যাহ, পৃষ্ঠাঃ ১৭৯-১৮৩

দ্বীন আল-হিলালী, হাসান আল বান্না এবং অন্যান্য অনেকে (رحمه الله) । যে সকল মুসলিমগণ এসকল বাতিল শারী'য়াহ প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের শত সহস্র আজ মুরতাদ অত্যাচারী শাসকদের জেল-এ বন্দী, যেখানে আমাদের ভূখন্ডসমূহ এখন ইহূদী ও খ্রীষ্টানদের জন্য একটি খেলার মাঠ।

আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা এসকল লোকদের শত্রু এবং আমরা তাদের কুফ্র-এর সত্যতার সাক্ষ্য দেই এবং তাদেরকে ক্ষমতা থেকে হটানোর জন্য ও তাদের বিরুদ্ধে মানুষদের সতর্ক করার জন্য আমরা প্রত্যেক আন্তরিক মুসলিমকে আহবান করব। এ কারণে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

وقاتلوهم حتى لا تكو ن فتنة ويكو ن الدين كله لله

"আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিত্নাহ্ (শির্ক) শেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্র জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" *-সূরা আল-আনফালঃ ৩৯*

মুসলিমদের প্রতি আমাদের দা'ওয়াহ্ হল সংশোধনমূলক ও তথ্য অবহিতকরণ সংক্রান্ত, যেহেতু 'আলিমদের দ্বারা তথ্য দেওয়া হচ্ছে। আমাদের মিশনের সাথে তথ্য জানানো-এর চাইতে সংশোধন-এর সম্পর্কই বেশী। কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, আমরা আমাদের 'ইল্ম-এর দ্বারা কি করেছি। এটা আজকের তাওহীদের যুদ্ধ, আর আমরা এটা কখনোও পরিত্যাগ করব না।

সে সকল 'আলিমগণ, যারা এমনকিছু বলছেন, যা তারা অনুশীলন করেন না

প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা,

এই অংশটি আমরা সেই সকল 'আলিমদের পক্ষ থেকে বলছি, যারা জেলে ভুক্তভোগী এবং যাদেরকে সত্যের জন্য হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু, শাসকদের 'আলিমগন যারা আমাদের মধ্যভাগে অবস্থান করেন, তারা এই একই ফাত্ওয়া মুখে উচ্চারণ করছেন, কিন্তু অন্য উপায়ে 'আমাল করছেন এবং আহ্ল উস্-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্-এর 'আলিমগণ যা বলেছেন তার পুনর্ব্যাখ্যা করছেন, এবং এভাবে সত্যের উপহাস করছেন। এভাবে প্রত্যেক ঘটনাক্ষেত্রে তাদের একটি ভিন্ন কথা দেখা যায় এবং এভাবে তারা কুফ্র-এর বিভিন্ন ভাষার ব্যাপারে দ্বিমুখী এবং ত্রিমুখী।

তাদের এই বহুমুখীতা ছাড়াও, তারা মানুষদের যে চেহারা দেখিয়ে থাকেন, তা-ও বিভিন্ন। কখনোও, যখন তাদেরকে আদেশ করা হয়, তারা শাসকদেরকে কুফ্র-এর চেহারা দেখান, এবং তাদের দিকে বিচার করেন। যখন তাদেরকে বলা হয় মানুষকে শান্ত করতে, তখন তারা সাধারণ মানুষদেরকে ইসলামের পবিত্র চেহারা দেখান, যা চোখ থেকে অশ্রুর ধারায় পরিপূর্ণ এবং দ্বীনের জন্য কান্নার সুরমূর্ছনায় আচ্ছন্ন।

এসকল 'আলিমগণ তা-ই বলেন যা ইসলাম বলে, কিন্তু তারা শত্রুকে সমর্থন করছেন এবং ইসলামের বিরোধীতা করছেন। তারা একদল ঈমানদারকে যা বলেন, ঠিক তা-ই তাদের রাজাদেরকে ও জালাবিয়্যাহ্-পরিধিত শাসকদেরকে বলেন না। তাই আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا
خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾
ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ
يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

"আর যখন তারা ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাত করে তখন তারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। আবার যখন তারা একান্তে তাদের শাইয়াতীন (শাইতন-এর বহুবচন)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তখন বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। আমরা তো শুধু ঈমানদারগণের সঙ্গে তামাশা করে থাকি'। আল্লাহ্ই তামাশা করছেন তাদের সাথে। আর তাদের তিনি অবকাশ দিয়েছেন, ফলে তারা নিজেদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।"-সূরা আল-বাক্বারাহঃ ১৪-১৫

এটা জানা বিষয় যে, আমাদের অনেক 'আলিমরাই ইহূদীদের 'আলিমদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, সুতরাং দয়া করে তাদের বিরক্তিকর ব্যবহারে বিস্মিত হবেন না। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা এসকল শাসনব্যবস্থার চাকরিজীবী/কর্মচারী-দের জিজ্ঞেস করেছেন,

أ فتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى في الحياة الدنيا و يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে তাদের অসম্মান/দুর্গতি ছাড়া কোন পথ নেই, এবং ক্বিয়ামাতের দিন তাদের কঠোরতর শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে গাফিল/বে-খবর নন। এরাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে; সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।"-সূরা আল-বাক্বারাহঃ ৮৫-৮৬

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা দ্বীনের এ সকল এ্যাকাডেমিকসমূহ, যারা বিকৃত ফাত্ওয়া প্রদানের কলঙ্কপূর্ণ চাকুরিতে লিপ্ত, তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

"তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদের ভুলে যাও! অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। তবে কি তোমাদের জ্ঞান নেই?"-সূরা আল-বাক্বারাহঃ ৪৪

এই অংশটিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, কারণ আজ কতক 'আলিম এক নিঃশ্বাসে অদ্ভূত ফাত্ওয়া দিচ্ছেন এবং অপর নিঃশ্বাসে আহ্ল উস্-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্-এর সাথে মিলে যাচ্ছেন। এটা সম্ভবত এমন যেন, এক সময় এ সকল 'আলিমগণ খুবই ভালো ছিলেন এবং জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলেন। এরপর, কিছু সময় ব্যবধানে খুবই অশুভ কিছু ঘটলো। এই অশুভ কৌশল ও ফাত্ওয়া-ই হল সেই বিষয় যা আমরা পাঠকের সামনে অনাবৃত করার সঙ্কল্প করেছি।

'আরব উপদ্বীপসমূহের প্রাক্তন প্রধান ও দ্বীনী শিক্ষার মন্ত্রী, শাইখ 'আব্দুল 'আযিয ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন বায নিম্নোক্ত ফাত্ওয়া দিয়েছেন,

" উলামাগণ ইতঃপূর্বেই এই বাস্তবতার উপর ইজমা' করেছেন যে, যে কেউ দাবী করে যে, আল্লাহ্র বিধান অপেক্ষা অপর কোন বিধান উত্তম, বা রসূলুল্লাহ-এর হিদায়াত অপেক্ষা অপর কোন হিদায়াত উত্তম, তবে সে একটা কাফির। ঠিক যেমন তারা ইজমা' করেছেন যে, যে কেউ দাবী করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারী'য়াহ-এর বাহিরে যাওয়া হালাল বা এটি ব্যতীত অপর কোন কিছুর দিকে বিচার করা, তবে সে একটা কাফির, এবং বহুদূরের পথভ্রষ্ট।

আর আমরা উল্লেখ করেছি যে, যারা ক্যাপিটালিজম, কমিউনিজম বা অপর যে সকল ইসলাম বিরোধী ধ্বংসাত্মক মতাদর্শ রয়েছে, সেগুলোর দিকে আহবান করে, তারা কুফ্ফার, পথভ্রষ্ট এবং তাদের কুফ্র ইহূদী ও খ্রীষ্টানদের চাইতেও খারাপ।" [১৯৬][১৯৭]

শাইখ ইব্ন বায অপর জায়গায় বলেছেন,

"আর আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন, তা থেকে যে কেউ হালাল করে নেয় এমন যেকোন কিছু, যা সকল মুসলিম হারাম হিসেবেই জানে, যেমনঃ জিনা, মাদক ও রিবা, এবং আল্লাহ্র শারী'য়াহ ব্যতীত অপর কোন কিছু দিয়ে শাসন করা, তবে সে একটা কাফির, মুসলিমদের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে।" [১৯৮][১৯৯]

শাইখ ইব্ন বায-এর বক্তব্যটি পড়ুন, যখন তাকে আজকের শাসকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যাদের ব্যাপারে আমরা জানি যে তারা শারী'য়াহ-এ হস্তক্ষেপ/পরিবর্তন করেছে এবং এর ভিতর আইনপ্রণয়ন করেছে (এবং এখনো করছে),

---

[১৯৬] মাজমু'আ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বলাতি মাত্নু'আ, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ২৭৪

[১৯৭] বাহ্যত শাইখ সম্ভবত এখানে তার অপর ফাত্ওয়াটি ভুলে গিয়েছেন, যেখানে তিনি ইহূদী ও খ্রীষ্টানদের এই উপদ্বীপসমূহে আসার বৈধতা/হালাল হওয়া এবং সেই সাথে উপদ্বীপসমূহের ব্যাংকসমূহের সাহায্যার্থে আইনপ্রণয়ন করা সম্পর্কে বলেছেন।

[১৯৮] আল 'আক্বীদাত উস্-সাহীহাতু ওয়া নাওয়াক্বিদুহা, পৃষ্ঠাঃ ৩১

[১৯৯] সে সকল সুদি ব্যাংকসমূহের কি হবে যা সমগ্র মাক্কাহ্ ও মাদীনাহ্-কে ঘিরে রয়েছে? সেই সাথে মানুষকে এই কাজে বাধ্য করা এবং এই ব্যাপারে আইনপ্রণয়ন করা ও অস্ত্রদ্বারা এর রক্ষা করা? সে সকল কুফ্ফার-দের ব্যাপারে কি হবে, যাদের এখন উপদ্বীপসমূহে থাকার ও এখানকার জমির মালিক হবারও অধিকার রয়েছে, আর সর্বশেষ আইনানুসারে, এমনকি মহিলাদেরও তাদের পুরুষ অভিভাবক ব্যতীত এই অধিকারগুলো রয়েছে।

<u>প্রশ্নঃ</u> (সাক্ষাতকার গ্রাহক) *"কিছু মানুষ এই মতের অধিকারী যে, উম্মাহ্-এর স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এর কার্যাবলি এবং দুর্নীতিযুক্ত ও করুণ অবস্থার পরিবর্তন, শাসকদের বিরুদ্ধে কঠোর শক্তিপ্রয়োগ ও বিদ্রোহ ব্যতীত সম্ভব নয়। কতক এমন আছে, যারা এই পদ্ধতির অনুসরণ করে এবং অন্যদেরকেও এরূপ করতে যেতে বলে। আপনি এ সম্পর্কে কি বলেন?"*

<u>উত্তরঃ</u> (ইব্‌ন বায) *"শারী'য়াহ-এর থেকে এ ধরনের চিন্তার কোন প্রতিষ্ঠিত কিছুই পাওয়া যায় না, বরং এতে যা আছে তা ক্বুরআন-এর কথার সরাসরি বিরুদ্ধে চলে যায় যা আমাদেরকে সঠিক কাজে শোনা ও আনুগত্য করার আদেশ দেয়। রসূল ﷺ বলেছেন,*

'যে কেউ তার আমীর থেকে এমন কিছু দেখে যা আল্লাহ্‌র প্রতি অবাধ্যতা, তবে তাকে সে বিষয়ে আনুগত্য করতে দিও না, যা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা হতে আসে। আর আনুগত্য থেকে তাদেরকে এক হাত পরিমাণও তর্ক/বিভেদ করতে দিও না।'

তিনি ﷺ আরোও বলেছেন,

'যে সকল আদেশ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার জন্য করা হয় না, সেগুলোতে শোনা ও আনুগত্য করা ব্যক্তির অবশ্য করণীয়, যখন সে পছন্দ করে এবং যখন সে অপছন্দ করে, সহজ পরিস্থিতিতে এবং কষ্টকর পরিস্থিতিতে।'

সাহাবাগণ ইতঃপূর্বেই নবীকে শোনা ও আনুগত্যের বাই'আ দিয়েছেন, ভাল ও মন্দের ব্যাপারে, কষ্টকর ও সহজ পরিস্থিতিতে, এবং যে, আনুগত্য থেকে তারা এক হাত পরিমাণ তর্ক/বিভেদ-ও করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পরিষ্কার কুফ্‌র দেখতে পান, যেখানে তারা আল্লাহ্ থেকে একটি পরিষ্কার প্রমাণ পেয়ে যান। আর এই বিষয়ে হাদীসসমূহ অসংখ্য।

আর এই ব্যাপারটিতে বিধান হল আনুগত্য করা এবং তাদের সহযোগিতা করা ন্যায়পরায়ণতা ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে এবং তাদের সাফল্যের জন্য দু'য়া করা এবং তাদের ভাল চাওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত না খারাবী হ্রাস পায় এবং কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দু'য়া করি যেন তিনি সকল মুসলিম শাসকদেরকে এই দিকে সংস্কার করে নিয়ে আসেন।" [২০০] [২০১]

---

[২০০] হুক্‌ম উস্-সুল্‌হ মা' আল ইয়াহূদ ফী দু'ঈ ইশ্-শারী'আত ইল-ইসলামিয়্যাহ,পৃষ্ঠাঃ ০৫-০৭

[২০১] আমরা এসকল অত্যাচারী শাসকদের সাথে কি করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সহযোগিতা করতে পারি, অথচ তারা মুসলিমদের জীবনের বিরুদ্ধে? তাছাড়া, আমাদের পক্ষে এমন শাসকের জন্য দু'আ করা সম্ভব নয়, যে শাসক আইনপ্রণয়ন করছে, কারণ সে ইতমধ্যেই দ্বীন ইসলামের বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। তুমি এই ব্যক্তির ফাত্‌ওয়া হতে আরোও দেখতে পাও যে, সে সেই শাসকের আনুগত্য করতে বলছে, যে শাসক শারী'য়াহ-এর প্রতিস্থাপন করেছে, যা ক্বুরআন-এর আয়াতসমূহ, সুন্নাহ্-এর শব্দাবলি, সাহাবাগণ Ê -এর ইজ্‌মা' এবং 'আলিমদের বিরোধী। সে মুসলিমদেরকে কুফ্‌র-এর প্রণেতাকে সহযোগিতা করতে বলছে। এই সহযোগিতায় বড় কুফ্‌র-এর ৪ টি পয়েন্ট রয়েছে,

ক. এটা আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্‌ক, যা আমরা পূর্বে বলেছি, যেখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন, *"...যদি তোমরা তাদের মেনে চল/আনুগত্য কর, তবে তোমরাও মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে," (সূরাহ্ আল-আন'আমঃ ১২১)* এবং আরেকটি জায়গায়, *"তারা তাদের রাব্বি ('আলিমদের) এবং পীর-দরবেশদের আল্লাহ্‌র পাশাপাশি রব বানিয়ে নিয়েছে..." (সূরাহ্ আত্-তাওবাহঃ ৩১)* হারামকে অনুমোদন ও

অপর একটি বই-এ, শাইখ ইব্‌ন বায এমন সব জিনিস উল্লেখ করেছেন যা ইসলাম বিরোধী (একজনকে কাফিরে পরিণত করে), আর যখন তিনি ৮ম বিষয়টিতে আসলেন, তিনি বললেন,

"মুশরিকদের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে।" [২০২]

প্রচলনের মাধ্যমে এবং হালালকে আইনপ্রণয়নের মাধ্যমে সমাজে ধ্বংস করার মাধ্যমে। সুতরাং, মুসলিমরা কি করে তাদের আনুগত্য করতে পারে, যখন এটি করা বড় শির্‌ক?

খ. এটি রসূল ﷺ-এর বক্তব্যের সম্পূর্ন বিরোধী, যেখানে তিনি বলেছেন, *"ন্যায়পরায়ণতায় আনুগত্য।"* মুসলিমরা কি করে এমনসব লোকের আনুগত্য করতে পারে, যারা উপদ্বীপসমূহে সুদি ব্যাংকসমূহ নিয়ে আসছে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণের জন্য আইনপ্রণয়ন করছে?

গ. এই শাসকেরা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলার সাথে তাদের কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে, আর এই কর্মের ফলে তারা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলার শত্রু-তে পরিণত হয়েছে, যেহেতু তারা প্রতারণা করেছে। তাদের আনুগত্য, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলার সাথে আমাদের চুক্তিকে বাতিল করে দিবে, যা হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ উর-রসূলুল্লাহ্‌।

ঘ. কাফির শাসকদের সহযোগিতা ও আনুগত্য-এর মানে হল আমরা বিজয়দৃপ্ত দল (মুজাহিদ্বীন)-এর বিরুদ্ধে যাব, যারা তাদেরকে ক্ষমতা থেকে সড়ানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করছে, যেমন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন এবং আদেশ করেছেন। যদি আমরা শাসকদের সাথে তাদের (মুজাহিদ্বীন) বিরুদ্ধে সহযোগিতা করি, তবে এর মানে দাঁড়ায়, আমরা অমুসলিমদেরকে মুসলিমদের হত্যার জন্য সহযোগিতা করছি। একজনকে ইসলামের বহির্ভুক্ত করার জন্য এই কাজই যথেষ্ট, ইব্‌ন বায-এর সেই ফাত্‌ওয়া অনুসারে, যা তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহযোগিতা সম্পর্কে লিখেছেন।

আমরা তার ফাত্‌ওয়া হতে দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি এখনোও যারা শাসন ও আইনপ্রণয়ন করছে, তাদের মুসলিম বলছেন, যা তার নিজের ফাত্‌ওয়ার বিরুদ্ধে যায়, আরোও বিরুদ্ধে যায় আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলার কথার, সেই সাথে সাহাবা Ê -এর এবং 'আলিমদের, যা প্রমাণ করে যে, তিনি উন্মাদ অথবা অসৎ। যে সকল 'আলিমদের আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তারা আমাদের দেখিয়েছেন যে, এই ধরনের মানুষদের সাথে আমাদের কিরূপ করা উচিৎ।

[২০২] আল 'আক্বীদাত উস্‌-সাহীহাতু ওয়া নাওয়াক্বিদুহা, পৃষ্ঠাঃ ৩১। সে সকল মুসলিমদের কি হবে, যাদেরকে 'ইরাক্ব-এ অবস্থানরত কুফ্‌ফার ট্রুপ্‌স (আর্মি)-এর দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে? বছরের পর বছর ধরে 'ইরাক্ব-এর মুসলিমদের জবাই করা হচ্ছে এবং আর সবকিছু খুবই শান্ত/স্বাভাবিক হয়ে রয়েছে। আর সেই সাথে মুসলিম বিশ্বের তেল-এর মূল্য হ্রাস করে কুফ্‌ফার-দের সাহায্য করা এবং চেচনিয়া ও আফগানিস্তান-এর মুজাহিদ্বীন-দের গ্রেফতার করে উপদ্বীপসমূহের দখলকারী শক্তিসমূহকে সন্তুষ্ট করা এক দৈনন্দিন কর্মে পরিণত হয়েছে। আর এই সবকিছুর উপরে, দুই বছর আগে, কাফির ক্রিস্‌মাস-এর সময়ে, সৌদী রাজ প্রিন্স চাইনীজ-এ ভ্রমন করেছিলেন এবং হাত মিলিয়েছিলেন এবং একটি বানিজ্য চুক্তি ও আর্মস/অস্ত্র চুক্তি করেছিলেন, নাস্তিকদের সাথে।

এছাড়াও, তারা খাতামি-এর সাথেও হাত মিলাচ্ছিল, এবং 'আব্দুল্লাহ্‌ এরূপ বলছিল, *'ইরান এবং সৌদি আরব, আফগান টেরোরিজম/সন্ত্রাসবাদ থামাতে নিয়োজিত/উৎসর্গকৃত এবং খাতামি আমাদের ভাই।'* প্রকৃতপক্ষে, প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা, 'আলিমগণ যখন এরূপ বক্তব্য করলেন, তখন আমরা ক্বুরআন-এর সেই মজবুত আয়াত ছাড়া আর কোন কিছুই স্মরণ করতে পারলাম না যেখানে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন, *"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে তাদের অসম্মান/দুর্গতি ছাড়া কোন পথ নেই, এবং ক্বিয়ামাতের দিন তাদের কঠোরতর শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে গাফিল/বে-খবর নন। এরাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে; সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।"-সূরাহ্‌ আল-বাক্বরাহঃ ৮৫-৮৬*

কিন্তু, চলুন ১৯৯০ সালের তার একটি ফাত্ওয়া দেখি, যেখানে তিনি পবিত্র ভূখন্ডে বহিরাগত (কুফ্ফার) ট্রুপ্স (আর্মি)-এর প্রবেশকে অনুমোদন দিলেন,

*“সৌদি গভার্নমেন্ট-এর থেকে যা হয়েছে, এর কারণসমূহ হল, কুয়েতী স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এর প্রতি ‘ইরাক্বি স্টেইট (সাম্রাজ্য)-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে সকল **আর্মিদের** থেকে **সবকিছু নিয়ে সাহায্য চাওয়ার** মাধ্যমে ভাল ধরনের উন্নয়ন, যাদের মধ্যে রয়েছে কিছু সংখ্যক **মুসলিম** এবং **তারা ব্যতীত অন্যান্য (কুফ্ফার)-রা,** যেন ‘ইরাক্বি মিলিটারী আগ্রাসনের প্রতিরোধ ও ভূখন্ডসমূহের (উপদ্বীপসমূহ) প্রতিরক্ষা করা যায়।”*

“এভাবে সেটা (ফাত্ওয়াটি) একটা বৈধ/হালাল আদেশ, এবং অপরদিকে এর বিচার/রায় একটি জরুরী প্রয়োজন, আর এটা কিংডম/রাজ্য-এর জন্য অতি জরুরী প্রয়োজন যে, এটা (কিংডম/রাজ্য) ইসলামের ভূখন্ডসমূহ ও মুসলিমদের প্রতিরক্ষার জন্য এই অবশ্যপালনীয় কাজটির প্রতিষ্ঠা করে। সেই সাথে ভূখন্ডটি ও এর মানুষদের পবিত্রতা রক্ষা করা একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। অপরদিকে এটা সম্পূর্নরূপে অপরিহার্য এবং একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব।”

*“সুতরাং, এটি (কিংডম/রাজ্য) অব্যাহতিপ্রাপ্ত, এবং ভূখন্ডটি ও এর মানুষদের খারাবী থেকে নিরাপত্তা এবং এটি (ভূখন্ড)-কে প্রত্যাশিত মিলিটারী আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য এটির (কিংডম/রাজ্য) বিচক্ষণ ও উৎসুক আকাঙ্খার দিকে আকস্মিক, স্বতঃস্ফূর্ত কর্মোদ্যোগ প্রশংসনীয়। আর এটা ইতঃমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে যে, ‘ইরাক্ব-এর প্রেসিডেন্ট, কুয়েতের সাধারণ মানুষদের কাছে বিশ্বস্ত নয়। সুতরাং, তার থেকে প্রতারণা প্রত্যাশিত। সুতরাং এই কারণে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কিছু সংখ্যক পর্যন্ত **বহিরাগত আর্মিদের** দ্বারা ভূখন্ডটি ও এর মানুষের নিরাপত্তা প্রদান এবং এই ভূখন্ডটি ও এর মানুষের সবকিছু থেকে সুরক্ষা ও কল্যাণের উৎসুক আকাঙ্খার জন্য এই প্রয়োজনীয়তাকে আহবান করা হয়েছিল।”*

“আর আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা’য়ালার কাছে দু’য়া করি যেন তিনি এটাকে সাহায্য করেন এবং তিনি এটাকে প্রত্যেক কল্যাণের উপর রাখেন এবং তিনি যেন অভিপ্রায়সমূহকে কল্যাণ দান করেন, ফলাফলকে উত্তম করেন, তিনি যেন প্রত্যেক খারাবীকে বন্ধ করেন এবং তিনি যেন আল্লাহ্র শত্রুদের পরিকল্পনাকে পথভ্রষ্টতার দিকে চালিত করেন এবং তিনি যেন মুসলিমদেরকে তাদের খারাবী থেকে বিশুদ্ধ করেন এবং তিনি, মহাপরাক্রমশালী ও মহামর্যাদাবান-ই দায়িত্বশীল হিসেবে সর্বোত্তম।” [২০৩][২০৪][২০৫]

---

[২০৩] এই ফাত্ওয়াটি শাইতনের পেপারওয়ার্ক (কাগজ-কলমের কাজ) ব্যতীত আর কিছুই নয়, যা লিখা হয়েছে উম্মাহ্-কে ধ্বংস করার জন্য। নিম্নোক্ত কারণসমূহের জন্য এটি জানা যায়,

ক. এই ফাত্ওয়া, তুমি যদি খেয়াল করে থাকো, ক্বুরআন-এর একটি মাত্র আয়াতও এর মধ্যে নেই, কারণ একটি আয়াতও এটিকে সমর্থন করে না, যেহেতু যেকোন আয়াতই এর বিরুদ্ধে যাবে।

খ. একটি মাত্র হাদীসও এর সমর্থনে পেশ করা হয় নি, কারণ সকল হাদীস এটির বিরুদ্ধে যায়।

গ. তার কাছে অতীতের ’আলিমগণদের থেকে কোন দালীল নেই, যা সে তার শয়তানি ফাত্ওয়ার সমর্থনে পেশ করবে।

রসূল ﷺ কি বলেন নি যে, যারা পবিত্র ভূখন্ডে হারাম কাজ করে তারা অভিশপ্ত?

المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين

ঘ. রসূলুল্লাহ ﷺ আরব উপদ্বীপসমূহ থেকে ইহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে যা বলেছেন, এই ফাত্ওয়াটি তার ব্যাঘাত ঘটায় ও অস্বীকার করে। এই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে উপদ্বীপসমূহে নিয়ে আসছে এবং রসূল ﷺ ও মুসলিমদের কথার বিরোধীতা করছে। এটা শুধুমাত্র একটি অনাবৃত কুফ্‌র এবং রসূল ﷺ-এর বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধীতাই হতে পারে।

ঙ. এটা দেখাচ্ছে যে, তিনি হালালকে হারাম করছেন এবং হারামকে হালাল করছেন, এবং তিনি এই ফাত্ওয়ার পূর্বোক্ত ফাত্ওয়াটির বিরুদ্ধে যেতে আগ্রহী। সেই ফাত্ওয়াটি জোর গুরুত্বারোপ করেছে যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফ্‌ফারদেরকে সামান্যতম সাহায্য করাও বড় কুফ্‌র। উপদ্বীপসমূহের 'আলিমগণ কখনোও সাদ্দামকে কাফির বলেন নি, এবং তারা এমনকি তাকে *'শি'আহ্-দের বিরুদ্ধে পূর্ব-দ্বার-এর অভিভাবক'*-বলেও সম্বোধন করতেন। এরপরও তারা এই সকল কুফ্‌ফার ট্রুপ্‌স-দের উপদ্বীপসমূহের বাহির থেকে আমদানি করেছেন সাদ্দাম ও 'ইরাকি মানুষদের হত্যা করার জন্য, আর এটা পরিষ্কার কুফ্‌র, কারণ আল্লাহ্ বলেছেন,

"তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহন করবে সে তাদেরই একজন হবে," *-সূরাহ্ আল মাইদাহঃ ৫১*

চ. আমরা তার খারাবী আরোও দেখতে পাই, যখন তিনি কাফির আর্মিদেরকে কোমল রূপে পেশ করলেন, যখন তিনি কুফ্‌ফার না বলে লিখলেন 'ফরেইন ট্রুপ্‌স' (বহিরাগত আর্মিগণ) । আর তিনি জানেন যে, এ সকল ট্রুপ্‌স-রা আর্মড ক্রুসেইডার ব্যতীত আর কিছুই নয়, সমকামী দ্বারা ভর্তি, যারা উপদ্বীপসমূহে প্রবেশ করতে পেরে অতি আনন্দিত। এই আর্মিদের ভিতরে রয়েছে ইহূদী এবং খ্রীষ্টানরা, যারা তাদের সৈন্যদের স্বস্তির জন্য চার্চ (খ্রীষ্টানদের গির্জা) ও সিনাগগ্ (ইহূদীদের উপাসনালয়) প্রতিষ্ঠা করেছে, এমনকি যদিও রসূল ﷺ অতি পরিষ্কার বক্তব্যে তাদের বহিষ্কারের জন্য আদেশ দিয়েছেন। এই ফাত্ওয়াটি এমনকি ক্বুরআন-এর পরিষ্কার আয়াতসমূহের বিরুদ্ধে যায়, যা তাদের উপদ্বীপসমূহে উপস্থিতিরও বিরুদ্ধে যায়। আর এই সবকিছুকে একত্রিত করে, ১৪০০ বছরের মধ্যে এই প্রথম, ইহূদীরা উপদ্বীপসমূহের ভিতর শোফার (ভেড়ার শিং থেকে বাজানো শব্দ, যা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাজানো হয়) বাজিয়েছে, তাদের খাইবার থেকে বহিষ্কৃত হবার পর উপদ্বীপসমূহে পুনঃপ্রবেশের আনন্দ উদ্‌যাপন-এর খুশীতে, যেখানে তারা বসবাস করতো। সেই সাথে খ্রীষ্টানরাও সক্রিয় রয়েছে, আর রেডিও স্টেশনগুলোতে তাদের খারাবী/শয়তানি প্রচার করা একটুও বন্ধ করে নি, যা অনেক বোনকেই পথভ্রষ্ট করেছে এবং তাদের রিদ্দাহ্ করিয়েছে। এছাড়াও কিছু রিপোর্ট দেখা গিয়েছে, যেখানে নবীন মুসলিম মেয়েরা এই 'ফরেইন' সৈন্যদের সাথে নিরাপত্তার দাবী করতে পশ্চিমা দেশগুলোতে পালিয়ে যাচ্ছে। এই সকল অর্জনের জন্য ধন্যবাদ জানাতে হলে আমাদের সাথে রয়েছে শাইখ ইব্‌ন বায ও উপদ্বীপসমূহের সিনিয়র 'আলিমগণ।

ছ. ইব্‌ন বায তার অপর একটি বিখ্যাত ফাত্ওয়ার বিরুদ্ধে গিয়েছেন, যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, কোন মুসলিমের জন্য, মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য কোন মুশরিকের সাহায্য নেওয়া বৈধ নয়, যেহেতু রসূল ﷺ বিশুদ্ধ/সাহীহ বর্ণনাসমূহে এরূপ আদেশ করেছেন। কিন্তু দেখুন, তিনি কোনদিকে ঘুরে গিয়েছেন এবং কি করেছেন, যখন পবিত্র ভূখন্ডসমূহ ব্যবহার করে মুসলিমদের হত্যাকার্যে মুশরিকদের সাহায্য করলেন।

জ. এই ফাত্ওয়াটি পাঠকের উপর জাদুমন্ত্র আরোপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেহেতু শেষাংশটি আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার নিকট দু'আ দিয়ে ভর্তি। এটা ফির'আউন-এর কোর্ট-এর জাদুকরদের পরিষ্কার চালাকি। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যেন হাক্ব-কে বাতিল-এর পোশাক পরানো না হয়। তবুও এই ব্যক্তি করেছেন, এবং এই বাতিল-কে ইসলামিক রূপে দেখানোর প্রচেষ্টা করেছেন, যেখানে এটা সম্পূর্ন ইসলামের বিপরীত।

[২০৪] আল ফিক্বহিয়্যাত উল-মা'আসিরা, নং. ০৬, ১৯৯০ সালে গাল্‌ফ (প্রায় স্থলবেষ্টিত উপসাগর)-এর সঙ্কটকাল/সন্ধিক্ষণ সম্পর্কিত।

[২০৫] এখন পর্যন্ত, 'ইরাক্ব-এ এখনোও শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে এই ফাত্ওয়ার জন্য। এই সবকিছুর উপরে, ইব্‌ন বায তাওবাহ্ ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই ফাত্ওয়ার একটি অংশও তুলে ফেলা ব্যতীত। তাকে হয়ত তার মিনিস্টার দ্বারা এরূপ করতে বলা হয়নি।

"মাদীনাহ্ পূত এবং পবিত্র, এভাবে যে কেউ এর মধ্যে একটি নব্য-আবিষ্কার/বিদ'আহ্ আবিষ্কার/উদ্ভাবন করে, অথবা নব্য-আবিষ্কারক-কে নিরাপত্তা প্রদান করে, তবে তার উপর অভিশাপ আল্লাহ্‌র, ফিরিশতাকূলের এবং মানবজাতির।" [২০৬]

প্রত্যেকেই এই সুদি ব্যাংকসমূহের বিদ'আহ্-দেখতে পাচ্ছে এবং তাদের প্রণীত আইনসমূহ, যা রসূল ﷺ-এর ভূখন্ডে এক সিরিজ বিদ'আহ্। আর তবুও এ জায়গাসমূহের 'আলিমগণ শুধুমাত্র সেই শির্ক-এর কথা বলেন, যা হল কবর-এর ক্ষেত্রে শির্ক এবং তাদের, যারা পৃথিবীর কর্তৃত্বে নেই!

যদিও আমরা ফুটনোট্-এ উল্লেখ করেছি যে, উপোরক্ত ফাত্ওয়াটি কুফ্র, এর মানে এই নয় যে, আমাদের এই ব্যক্তিকে কাফির বলতে হবে। এর কারণ হল, একজন ব্যক্তিকে কাফির বলে সম্বোধন করা, তাকফীর (একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাকফীর এর অভিযোগ আনা) করার নিয়ম অনুসারে করতে হবে, আহ্ল উস্-সুন্নাহ্-এর পদ্ধতি ও আদব অনুসারে।

প্রধানত, ব্যক্তিটির ব্যক্তিগত বিষয়াদি অবশ্যই এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু গবেষণার উদ্দেশ্যে এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র শাসনের কল্যাণের উদ্দেশ্যে, আমাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে যে, কুফ্র কি, ঈমান কি, যদিও আমাদের সবসময় কে কাফির আর কে কাফির নয়, এতদূর যাবার প্রয়োজন নেই। তবে, আমরা একজন আলেমের নিছক পদস্খলন বা ভুলের অনুসারী হতে পারি না, কারন তাওহীদ-এর যুদ্ধ অতি দীর্ঘ এবং রক্তাক্ত। আমাদেরকে নিজেদের প্রতিরক্ষা করা শিখতে হবে, যখন 'আলিমদেরকে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃতভাবে। আর, আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে তার সরল পথে পরিচালিত করেন।

দুঃখজনকভাবে, আমরা এই রিপোর্ট-টি করতে বিষন্ন বোধ করছি যে, এই ধরনের ফাত্ওয়া বিরল নয়। আরেকজন 'আলিমও আছেন, যিনি হাকিমিয়্যাহ্-এর বিষয়টি নিয়ে ভয়াবহ ভুল করেছেন। ইব্ন বায-এর পর কর্তৃত্বশীল পদের দ্বিতীয় 'আলিম, শাইখ সলিহ্ আল উসাইমিন আদেশ করেছেন,

"যে কেউ আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা বিচার করে না, এটিকে হাল্কা করে, এটির প্রতি ঘৃণা/অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, অথবা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এটি ব্যতীত অপর কিছু অধিক হাক্ব/ন্যায় ও মর্যাদাবান বা সৃষ্টিকূলের জন্য অধিক কল্যাণকর, তবে সে সেই কুফ্র-এর কাফির, যা একজনকে দ্বীনের বহির্ভূত করে। আর সেই সাথে যে কেউ মানবজাতির জন্য একটি মানহাজ (সম্পুর্ন পদ্ধতি/কর্মপদ্ধতি)-এর স্বরূপ আইন বের করে আনছে, যা শারী'য়াহ-এর বিরোধী, এবং মানুষকে এর অনুসরন করাচ্ছে।

---

[২০৬] বুখারী ও মুসলিম দ্বারা সম্পর্কিত। আমরা সকল বিদ'আহ্ দেখতে পাচ্ছি মাক্কাহ্ ও মাদীনাহ্-এ, আর সেই সাথে সুদি ব্যাংকসমূহ এবং কুফফারদের জন্য কনসিউলেইট নিয়ে আসা হয়েছে পবিত্র ভূখন্ডে। এ সবকিছুই বিদ'আহ্, আর আমরা জানি না যে, কি করে এ সকল লোকদের প্রতিরক্ষা/নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে, যেখানে রসূল ﷺ ওহীর মাধ্যমে তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। অপরদিকে, মুসলিমদেরকে সেই ভূখন্ডে যাবার অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না, যেই ভূখন্ডকে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা হিজরাহ্-এর ভূখন্ড বলেছেন।

আর তারা শারী'য়াহ-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভেজাল আইনসমূহ এ ব্যতীত তৈরী করে না যে, তাদের এগুলোর (বাতিল আইনসমূহ) প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, এগুলো সৃষ্টিকুলের জন্য উত্তম ও অধিকতর কল্যাণকর, যখন মানব-বোধশক্তি ও মানবমনের প্রাকৃতিক স্বরূপ হতে এটা সহজেই জানা যায় যে, মনুষ্য এ ব্যতীত একটি পদ্ধতি থেকে ফিরে অপর একটি পদ্ধতিতে যায় না যে, সে যা ছেড়ে এসেছে তার গুরুত্বহীনতা ও যার দিকে এগিয়ে গিয়েছে তার গুরুত্ব ও অগ্রগামিতা সম্পর্কে তার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।" [২০৭][২০৮]

শাইখ উসাইমিন অপর জায়গায় বলেছেন,

"যদি কোন 'আলিম এমন শাসকের অনুসরণ করেন, যে শারী'য়াহ-এর দ্বারা শাসন/বিচার করে না, তবে সেই 'আলিম নিজেই ত্বগুত।" [২০৯]

কিন্তু, পরবর্তী ঘটনাটিতে, যেখানে ইব্‌ন উসাইমিন প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে আদেশ করলেন, তার পূর্বোক্ত ফাত্‌ওয়ার বিরুদ্ধে, যখন তিনি বললেন,

"و إذا فرضنا على التقدير البعيد أنا ولي الأمر كافر فهل يعني ذلك أن نوغر الصدور الناس علي"

"আর আমরা যদি সবচাইতে দূরবর্তী সম্ভাবনার কথা চিন্তা করি যে, কর্তৃত্বশীল শাসক একটা কাফির, তবে কি এর মানে এই দাঁড়ায় যে, আমাদের মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করতে হবে?" [২১০] [২১১]

---

[২০৭] মাজমু'আ সাইমিন, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৪১, থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানকার এই বক্তব্যটিতে উসাইমিন, যারা প্রকৃতপক্ষে (বাতিল) শারী'য়াহ তৈরী করছে আর যারা শারী'য়াহ ব্যতীত অপর কিছুকে হাক্ব/ন্যায় বলছে, তাদেরকে একই শ্রেণীভুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তারা কুফ্‌ফার। এটা যুক্তিসঙ্গত, এই বাস্তবতার জন্য যে, আমরা 'আমাল (কাজ)-এর মাধ্যমেই চলি, এবং মানুষ একটির উপরে অপরটিকে নির্বাচন করে বা কাজ করে, যদি সেই নির্দিষ্ট বিষয়টিকে সে অধিকতর শ্রেয় মনে করে। যদি কেউ আইনপ্রণয়ন করে, তবে এটা এ ব্যতীত আর কোন কারণে নয় যে, তারা মনে করে যে অন্য কোন কিছু শারী'য়াহ-এর মতই বা এর চেয়ে উন্নত, তা না হলে সে আইনপ্রণয়ন করতো না।

[২০৮] এখানে এগুলো খুবই সুন্দর কথা, যা আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌-এর মানহাজ (কর্মপদ্ধতি)-এর সাথে মিলে যায়, কিন্তু তিনি কি এই ফাত্‌ওয়াটির দাবী পূরণ করছেন এবং এটি কি তার এই বিষয়ক পূর্বোক্ত ফাত্‌ওয়ার সাথে মানানসই? না, এর কারন হল উপদ্বীপসমূহে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে শির্‌ক হচ্ছে। তিনি একের অধিক ক্ষেত্রে মুজাহিদ্বীনদের রাস্তায় বাধা দিয়েছেন, যারা (মুজাহিদ্বীন) শারী'য়াহ-এর মধ্যে যারা আইনপ্রণয়ন করছে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে, এবং যারা শারী'য়াহ-কে উপরে তুলে ধরার ও এর প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। তিনি প্রকৃতপক্ষে কুফ্‌ফারদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, যা ক্বুরআন-এর আয়াতসমূহ, হাদীসসমূহ এবং 'আলিমদের ইজমা' অনুসারে একটি বিশাল হারাম ও মারাত্মক পাপকাজ।

[২০৯] ফিক্বহ উল-'ইবাদাত-মুহাম্মাদ সলিহ্‌ আল উসাইমিন, টেইপঃ ০২

[২১০] শাইখ ইব্‌ন উসাইমিন-এর সাথে প্রশ্ন ও উত্তর, ইস্যুঃ ৬০২, তারিখঃ ০২/০৪/১৪১৭ হিজরী, আল মুসলিমূন নিউজপেপার। এই ফাত্‌ওয়াটি প্রকৃতপক্ষে ক্বুরআন, সুন্নাহ, সাহাবা Ê -এর বক্তব্যসমূহ, 'আলিমগণ এবং সেই সাথে মুসলিম উম্মাহ-এর সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরও বিরুদ্ধে যায়, আর সাধারণ মানুষ এ সম্পর্কে কি মনে করে তা বলা বাহুল্য।

আসুন দেখা যাক, সর্বশেষ ফাত্ওয়াটির অনুশীলনের মাধ্যমে আলজেরিয়াতে কি ঘটেছে। যদিও উসাইমিন-এর বক্তব্যের অনুসারে আলজেরিয়ার নেতাগণ কুফ্ফার (যেহেতু তারা শারী'য়াহ-এর পরিবর্তন করেছে), এই ব্যক্তির ফাত্ওয়ার প্রয়োগ/অনুশীলন প্রকৃতপক্ষে তাদের আনুগত্যেরই আহবান করছে। আলজেরিয়ার জিহাদের জন্য এমন ভাইদের প্রয়োজন যারা কাজ ও যুদ্ধে অবতীর্ন হবে। এই সাহায্য এসেছে, সকল প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র, কিছু ভাইদের মাধ্যমে যারা যুদ্ধ ও দা'ওয়াহ্-এর একটি সালাফী গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। আর যখন এ সকল ভাইয়েরা জিহাদ ও শারী'য়াহ-এর প্রয়োগের জন্য উঠে দাঁড়ালো, ইব্ন উসাইমিন প্রকৃতপক্ষে সেখানকার জিহাদের আমীরকে বললেন,

"আর ইতঃমধ্যেই, আল্লাহ্ আলজেরিয়ার অনেক ভাইদেরকে তাদের অস্ত্রসমূহের হস্তান্তর/সমর্পন ঘটিয়েছেন এবং ফিত্নাহ্‌র অবসান ঘটিয়েছেন এবং তাদের ধৈর্যশীলতার জন্য আলজেরিয়ার নবীনদের আজ অনেক কল্যাণ রয়েছে। আর আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার কাছে আশা করি যে, তুমিও অতি শীঘ্রই তাদের মত একজন আমীর হবে।

---

(২১১) এই বক্তব্যটি বড় অক্ষরে লিখার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যেন এটি পবিত্র। প্রকৃতপক্ষে, আমরা এটি এরূপে লিখেছি ইসলামের শত্রুদের সমর্থনের ব্যাপকতা দেখানোর জন্য, স্পষ্ট ও কোন আপত্তিবিহীন। তাদের অসততার জন্য আর্তনাদ ও বিলাপ করাই হয়ত তাদের বক্তব্যের ব্যাপারে সুচনা করার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি, যেহেতু যে ধরনের উদ্বেগজনক ও ধ্বংসাত্মক কথাবার্তা তারা বলছেন। এই একই প্রচ্ছদের একই ব্যক্তির পূর্বোক্ত বক্তব্যসমূহে তুমি দেখতে পাও যে, তিনি শনাক্ত করছেন যে, কুফ্র কি। তিনি আহ্ল উস্-সুন্নাহ্-এর মত্ অনুসারে কুফ্র শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহও রাখেন নি। কিন্তু, সর্বশেষ বক্তব্যে তিনি পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কুফ্র-এর সাথে এবং যারা এর তত্ত্বাবধান করছে তাদের সাথে কিরূপ আচরন করতে হবে।

তাদের (শাইতন শাসকদের) নিজেদের জন্য হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করার ফলাফল বিবেচনা না করে এবং তাদেরকে মুসলিম গোষ্ঠীর কর্তৃত্বশীল মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার মাধ্যমে (যেমনঃ তাদেরকে মুসলিম নারীদের বিয়ে করতে দেওয়া, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের শাস্তি দেওয়া-আহত ও নিহত করা, তাদের চুক্তিসমূহকে সম্মান করা, এবং সবসময় তাদের পক্ষে থাকা), এটা তাদের জন্য কুফ্র হতে পারে যারা এটি করছে, শুধু সেই ব্যক্তিরই কুফ্র হবে না যে ভূখন্ডটি শাসন করছে। তারাও এই কুফ্র-এর অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে (শাইতন শাসক) একটি উপযুক্ত ও আইনসঙ্গত শাসক হিসেবে পদমর্যাদা ও আনুগত্য দিয়েছে।

সম্ভবত সবচাইতে দুঃখজনক বিষয় হল এটা জানা যে, যখন আমরা এসকল 'আলিমদের বক্তব্যসমূহকে একই বিষয়ে অতীত ও বর্তমানের 'আলিমদের সাথে তুলনা করে থাকি, অতীতের বিশ্বস্ত 'আলিমগণ কুফ্র শনাক্ত করার পর উপযুক্ত আদেশ ও ফাত্ওয়া দিয়েছিলেন, যেন মানুষের সর্বাত্মক সামর্থ্য দিয়ে এটিকে অপসারণ যায়। কিন্তু, আমাদের সময়কার 'আলিমগণ এই বিষয়টিকে অন্ধকারের মধ্যে রাখেন, আর যদি তাদেরকে এই বিষয়ে কথা বলতে হয় এবং প্রকাশ করে দিতে হয়, তারা আরোও পরামর্শ দেন এর সাথেই বসবাস করতে এবং এই বিষয়ে কোন কিছুই না করার জন্য। আমরা এখন বুঝতে পারছি যে, কেন এই ধরনের কুফ্র আমাদের পূর্ববর্তীদের সাথে বেশী সময় স্থায়ী হয় নি, এবং কিভাবে এটি আমাদের সময়ে আরোও শক্তিশালী শিকড় ও শাখা-প্রশাখা গজাচ্ছে। এর কারণ হল, এটা শনাক্তকরণে ব্যর্থতা ও এটার ব্যবস্থাগ্রহনে অবহেলা। এই মানুষেরা শুধু এই উম্মাহ্-কেই ব্যর্থ করছে না, বরং তারা আল্লাহ্, মহাপরাক্রমশালী ও মহামর্যাদাবান-এর অধিকারকেও ধ্বংস করছে, যা হল এই সকল লোকদেরকে শাস্তি দেওয়া ও তাদেরকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা। এই হল কিছু খ্যাতিসম্পন্ন 'আলিমদের উদাহরণ, যারা কুফ্র-কে ছড়িয়ে দিচ্ছেন ও ত্বরান্বিত করছেন এবং মানুষের বিরুদ্ধে তাদের কপটতাসমৃদ্ধ চালাকি ব্যবহার করছেন যেন তারাও তাদের মত চিন্তা শুরু করে।

যে সকল বিষয়াদি তোমাদের মধ্যে পার্থক্যপূর্ণ, এটা সম্ভব শান্তি ও সমঝোতার রাস্তায় দৃঢ়ভাবে চলার মাধ্যমে, এবং যে, তুমি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এই রাস্তায় নির্ভেজাল নিয়্যাহ্‌ ও উৎসর্গপরায়নতা নিয়ে ভুল সংশোধন করবে এবং শান্তির দিকে ধাবিত হবে।” [২১২]

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ সকল বক্তব্যসমূহ পৃথিবীতে আরোও কুফ্‌র এবং আরোও মিথ্যাচার ব্যতীত আর কিছু ছড়াবে না এবং মুজাহিদ্বীনদের দুঃখ ও বিষন্নতা বাড়াবে, যারা কিনা এই দুঃখজনক বাস্তবতার পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে এবং তাদের ফার্‌দ পালন করছে। আর এই ধরনের সকল ক্ষেত্রে, এই ধরনের 'আলিমদেরকে অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে, কারণ তারা পূর্ববর্তী 'আলিমদের থেকে যা শিখেছেন তার ব্যবহার করে শুধুমাত্র কর্তৃত্বশীল মুরতাদ শাসকদেরকে সাহায্য করছেন।

আর যদি তাদেরকে আমাদের কোনকিছুর জন্য জিজ্ঞেস করতেই হয়, তবে আমাদের অনুসন্ধানকে এরূপে দেখতে হবে যেন আমরা মরুভূমিতে শূকর খাচ্ছি। অন্য ভাষায়, এটি হবে আমাদের যাবার শেষ জায়গা। আমাদের কখনোই হাকিমিয়্যাহ্‌ বা জিহাদ-এর বিষয়ে তাদের কাছে আবেদন করা যাবে না, যেহেতু এরা হলেন শাসনব্যবস্থার ভাড়া করা বন্দুক। এই 'আলিমদের থেকে একটি বা দু'টি উত্তপ্ত বক্তব্য বাস্তবতাকে পরিবর্তিত করে দিবে না, অথবা বাস্তবতার বিষয়কে পরিবর্তিত করবে না যে, তারা এ সকল শাসকদেরকে তাদের অত্যাচারে সমর্থন করবেন। এ সকল 'আলিমগণ মুসলিম জনসাধারণ-এর সাথে কুফ্‌র-এর যে নাড়ির সংযোগ করেছেন, ক্লাসিকাল 'আলিমদের কিতাবাদি পড়ার মাধ্যমে তা কাটা/ছিন্ন করা যেতে পারে।

শির্‌ক আল-হাকিমিয়্যাহ্‌-এর ব্যাপারে সত্য না বলার ফলাফল

শারী'য়াহ-এর দুশমন বা যারা শারী'য়াহ-এ হস্তক্ষেপ করছে, তাদের ব্যাপারে যে সকল 'আলিমগণ সত্য কথা বলছেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াচ্ছেন না, তাদের এরূপ করার সম্ভাব্য পরিণতি হল এরূপ যে, বিষয়টি আপোস-এর দিকে ধাবিত হতে পারে, যা তাওহীদের ক্ষেত্রে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

কর্তৃত্বশীল হওয়া এবং শাইতন লোকদের ফিত্‌নাহ্‌ ও খারাবী অপসারণ-এর ফিক্‌হ-এও এটি গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষদের থেকে যারা আপোস করছে তাদের মধ্যে কতক-কে আমরা দেখেছি, মানুষকে পার্লামেন্ট-এ যোগদানের অনুমোদন দিচ্ছে, এ কথা জেনে যে, এটা (পার্লামেন্ট) কি এবং এটা কি করে। আমরা আরোও দেখেছি রাজনৈতিক দল করা এবং বিদ্রোহ করা এবং মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার ফাত্‌ওয়া। কিছু ফাত্‌ওয়া

---

[২১২] আশ্‌-শারক্ব আল-আওসাত ম্যাগাজিন থেকে নেওয়া হয়েছে, রবি' আল আওয়্যাল, ১৪২১। অনেকে বলতে পারেন যে, এটা এই আলেমের খ্যাতি নষ্ট করার একটি খারাপ প্রচার। এমনকি অনেকে বলতে পারেন যে, এটি একটি প্রপাগান্ডা (রটনা)। যাহোক, যারা এরূপ ভাবছেন, তারা ভুল করছেন। এই ম্যাগাজিনটি একটি সৌদি ভিত্তিক ও সৌদি তহবিলে চালিত ম্যাগাজিন, যা এই কথাগুলো রিপোর্ট করেছে এবং বর্তমানে কর্তৃত্বশীল সৌদি গভার্নমেন্ট-দ্বারা সম্পূর্নরূপে স্বীকৃতপ্রাপ্ত ম্যাগাজিন। এভাবে, যদি এই কথাগুলো উসাইমিনের মর্যাদার যথাযথ না হত, তবে সৌদি গভার্নমেন্ট অবশ্যই এরূপ আর্টিকেল (অনুচ্ছেদ)-এর বিরোধীতা করতো, অথবা উসাইমিন নিজেই এর বিরোধীতা করতেন। এই ফাত্‌ওয়ার বহু বছর পর, এই ব্যক্তি আজও তাওবাহ্‌ করে নি। এই ধরনের আবেদনের ফলাফল হল, আলজেরিয়ায় আরোও বেশী পরিমাণে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে শির্‌ক এবং ভূখন্ডে আরোও অধিক পরিমাণে খারাবী। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে, শয়তানি/খারাবীর সাহায্যকারী কারা, আর কিভাবে উচ্চপদস্থ লোকেরা 'আলিমদের ইজমা'-এর বিরোধীতা করতে পারে।

মুসলিম ভূখন্ডসমূহে কুফ্ফারদেরকে প্রধান অবস্থান প্রদান করছে, এবং আরোও কিছু ফাত্ওয়া রয়েছে যা কুফ্ফার শক্তিসমূহের অপসারণকে হারাম করছে।

আজকাল এমন কিছু বিধিও রয়েছে, যা এমনকি আক্রমনাত্মক জিহাদ বা এর নিকটবর্তী বিষয়াদিকেও হারাম করছে। কিছু মানুষ ইসলামের চাইতে ইউনাইটেড নেইশন (জাতিসংঘ) প্রদত্ত নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার-কেই অধিক কর্তৃত্ব প্রদান করছে। এছাড়াও কিছু ফাত্ওয়া রয়েছে যা 'স্টেইট (সাম্রাজ্য) লেজিস্লেশন' নামে পরিচিত। এই সকল ফাত্ওয়া ও আপোস মুসলিমদের 'আক্কীদাহ্-কে শুধুমাত্র অস্পষ্ট, বিদ্ধ এবং কিছুক্ষেত্রে সম্পূর্নরূপে অপসারিতই করতে পারে। এটা দ্বীনকে উন্মোচন করার একটি নিদর্শন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যেন ইসলামের 'আলিমগণদের এই দ্বীনের জন্য শক্ত ভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করেন এবং জিহাদ চালিয়ে যাবার জন্য তাদেরকে প্রকৃত মুজাহিদ ছাত্র দান করেন, যেমন তাদের 'আলিমগণ কথার মাধ্যমে জিহাদ চালিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যেন মুজাহিদীনদের শক্তি প্রদান করেন যেন তারা নিরুৎসাহিত না হয় বা এই চাপের মুখে নিজেদের সড়িয়ে না নেয়।

প্রিয় ভাইয়েরা এবং বোনেরা,

আপনাদেরকে অতীত এবং বর্তমানের 'আলিমদের বক্তব্যসমূহের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যাহোক, এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। আর তা হল এই বাস্তবতা যে, অতীতের 'আলিমগণ যখন আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে শির্ক-এর উল্লেখ করতেন এবং শনাক্ত করতেন, তারা এর বিরুদ্ধে জিহাদের আহবানের মাধ্যমে তাদের ফাত্ওয়া শেষ করতেন। এটি হল এই বাস্তবতার জন্য যে, তারা শারী'য়াহ-এর ছায়ায় বসবাস করেছেন এবং শির্ক-কে তাদের মূল পরিসীমার বাহির থেকে দেখেছেন।

আজকের বেশীরভাগ ক্লাসিকাল 'আলিমদের ফাত্ওয়াটি কিঞ্চিত আলাদা।

যদিও তারা শাসকদের আইনপ্রণয়নকে বড় শির্ক হিসেবে লেবেল করেন এবং যে কেউ এরূপ করে তাকে কাফির বিবেচনা করেন, তাদের আদেশ মানুষকে যুদ্ধ করার আদেশের মাধ্যমে শেষ হয় না। এটা এই বাস্তবতার জন্য যে, তারা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বড় হয়েছেন শির্কসমৃদ্ধ পরিবেশে এবং তারা রয়েছেন শত্রুর কর্মক্ষেত্র-এ, আর তাই তারা শুধু ভিতর থেকেই দেখতে পান। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মানুষকে যুদ্ধ করার আদেশ দেন না, কারণ, হয় তারা তা করতে অক্ষম অথবা তারা ঠিক তাদের মধ্যখানে কুফ্র-কে শনাক্ত করতে সক্ষম নন। এভাবে, সময় যতই যেতে থাকে এবং মানুষ মুশরিক শাসকদের সাথে যুদ্ধ করে না, শির্ক ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর সেই সাথে বৃদ্ধি পায় বিশ্বস্ত 'আলিমদের উপর অত্যাচার এবং পরবর্তীতে তাদের বিলুপ্তী।

আমরা যদি ইচ্ছা করতাম, আমরা আহ্ল উস্-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্-এর 'আলিমদের উদ্ধৃতি দিয়ে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে শির্ক ও কুফ্র-এর প্রমাণ করা চালিয়ে যেতে পারতাম এবং সেই সাথে গভার্নমেন্ট 'আলিমদের স্বরূপের প্রকাশ। যাহোক, বিষয়টি সংক্ষিপ্ত করার জন্য এবং এই বইটিকে চেকবুক 'আলিমদের উদ্ধৃতি দিয়ে নিষ্প্রভ না করার জন্য এবং পাঠককে ক্লান্ত না করার জন্য, আমরা গবেষণার এই অংশটির উপসংহার এখানেই টানছি। কারণ, আইনপ্রণয়ন এবং বিচারকার্য সম্পর্কিত এ সকল আয়াতসমূহ এবং তাদের ব্যাখ্যাসমূহ প্রদানের পর, যদি সাহাবাগণ

Ê এবং অতীত ও বর্তমানের 'আলিমদের বক্তব্যসমূহ আমাদের প্রতিপক্ষ ও বিরোধীদের জন্য যথেষ্ট না হয়, তবে আমরা এ সকল মানুষদেরকে এই আয়াতটিই দিতে পারি যা তাদের রোগকে তাদের কাছে ব্যাখ্যা করবে,

بل يريد كل امرء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة

"বরং তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত লিপিকা প্রদান করা হোক।"-সূরা আল-মুদাস্সিরঃ ৪৯-৫২

যে সকল 'আলিমগণ শয়তানি শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করছেন তাদের সম্পর্কে বিধান

কিবার আল 'উলামা (সিনিয়র উলামাগণ) এবং মুফ্‌তিগণ (শারী'য়াহ কোর্টসমূহের প্রধান বিচারকগণ), যারা সেসকল শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করছেন যেগুলো শারী'য়াহ-এর বিরোধী/শত্রুভাবাপন্ন

এটা খুবই দুঃখজনক যে, যারা তাদের জ্ঞানকে এই উম্মাহ্-এর দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এবং দুনিয়াবী অর্জনের জন্য ব্যবহার করে থাকে, তারা আজ আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার সুযোগ নিচ্ছেন। আমরা যেই পরিস্থিতিতে বসবাস করছি, এটাই হল তার প্রকৃত অবস্থা। আর এ সবকিছুই হচ্ছে ইসলামিক শারী'য়াহ-এর অনুপস্থিতিতে। আমরা আজ কুফ্‌ফারদের শক্তি ও তাদের আইনের উত্তাপ এবং যে সকল অত্যাচারী শাসকেরা অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিকভাবে ইসলামকে ধ্বংস করছে, তাদের প্রতি মুফ্‌তিগণ ও কিবার আল-'উলামাগণের অন্ধ সমর্থনের প্রবল চাপে আচ্ছন্ন। কিন্তু, তাদের প্রতি শারী'য়াহ বিধির দিকে যাবার আগে আমাদেরকে বাস্তবতাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।[২১৩]

১। এ সকল প্রতিষ্ঠানের বাস্তবতা কি?

এ সকল মুফ্‌তিগণ ও 'আলিমদের প্রতিষ্ঠানসমূহ হল সেই কর্তৃপক্ষ/কর্তৃত্ব, যা মুসলিম ভূখন্ডসমূহে হারাম জিনিসের ত্বরান্বিত করার জন্য শাসনব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধান তৈরীর ফাত্ওয়া ও বৈধতা দেয়। তাছাড়াও এরা এটাকে একটি শারী'ঈ পবিত্রতা ও গ্রহণযোগ্যতার আবরণ দান করে এবং এসব হারামের নিরাপত্তা, প্রচলন এবং গভার্নমেন্ট-এর ইচ্ছামত সবজায়গার মানুষের জীবনের মাঝে এগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটানোর (যেন এটা ইসলামে হালাল!) জন্য গভার্নমেন্ট-এর গৃহীত কর্মসূচিকে সমর্থন করে।

---

[২১৩] এই বিষয়টি বুঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, শুধুমাত্র একটি অত্যাচারী শাসকের দ্বারা কারোও কর্মে নিযুক্ত হবার মানে এই নয় যে, সে একটা কাফির। কিন্তু, যদি একজন অত্যাচারী শাসক একদল মানুষকে কর্মে নিযুক্ত করে এবং তাদেরকে শাসনব্যবস্থার জন্য ফাত্ওয়া দেওয়ার জন্য বেতন দেওয়া হয়, তবে তারা একটি কুফ্‌র-এর গোষ্ঠী। একজন মুরতাদ শাসকের তত্বাবধানে কারোও নিছক চাকরি কাউকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইসলামের বহির্ভূত করে না, যদিও এটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপজ্জনক।

যে কেউ এসকল হারাম বিষয়াদি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া, নির্যাতন করা এবং নিশ্চুপ করানোর জন্য (যেন শাসকটি হলেন মুসলিমদের প্রকৃত শাসক, আর যারা তার বিরোধীতা করে তারা হল খাওয়ারিজ) গভার্নমেন্ট-এর গৃহীত কর্মসূচিকে এসকল প্রতিষ্ঠান সমর্থন ও একমত্ পোষণ করে। তারা এই স্বীকারোক্তি করছেন না যে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে শারী'য়াহ-এর অপব্যবহার করছে। এই মুফ্‌তিগণই হল মূল উৎস যার উপর গভার্নমেন্ট তার বহির্বিশ্বের সাথে কর্মসূচির জন্য নির্ভর করে। তারা (মুফ্‌তিগণ) তাদের (শাসকদের) বৈধতার জন্য মিথ্যা ফাত্‌ওয়া প্রদান করেন এবং ইসলামের শত্রুদের প্রতি তাদের আনুগত্যকে আশীর্বাদ করেন, এই শত্রুরা হল কুফ্‌ফার, মুনাফিক্বূন বা অগ্নিউপাসক।

যদি এ সকল অত্যাচারী শাসকদের মুসলিম ভূখন্ড দখলের জন্য কুফ্‌ফারদেরকে আনতে হয়, মুসলিমদের সম্পদের অপচয় করতে হয়, ধীরে ধীরে আক্রমণকারী কুফ্‌ফারদের বিধানের অনুকরণ করতে হয়, অথবা মুসলিমদেরকে তাদের অপর জায়গার ভাই ও বোনদের প্রতিরক্ষা করতে এগিয়ে যাওয়া থামাতে হয় এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ বন্ধ করতে হয়, তখন এই বড় মুফ্‌তিগণ এ সকল অন্যায়কারী শাসকদের সমর্থন করেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই ফাত্‌ওয়াগুলো ব্যাকডেইটেড (পুরানো), কারণ শাসকেরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করার পূর্বেই তাদের কাজ করে ফেলে, এরপর এটা তারা (শাসকেরা) তাদেরকে (মুফ্‌তিগণকে) জানান যেন এটিকে বৈধতা দান করা হয়। এই একই 'সিনিয়র 'উলামা'-গণ মুসলিম শিশুদেরকে কুফ্‌ফারদের হাতে হত্যার জন্য অনুমোদনস্বরূপ ফাত্‌ওয়া প্রদান করেছেন, যেমনঃ 'ইরাক্ব।

তারা এমনকি কুফ্‌ফার ও কাফির প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা শত কোটি সম্পদের নিঃশেষ সাধন সম্ভব করেছেন। এটা একটা পরিষ্কার বাস্তবতা যে, এই প্রতিষ্ঠানসমূহ, যদিও তাদের মধ্যে কোন সৈন্য নেই, তারা ত্বগুত প্রতিষ্ঠানের বাসার একটি ইট, এবং তাদের মূলনীতি ও গঠন-এর দিক থেকে সম্পূর্ন অত্যাচারী। এটা মাথার উপরে পাগড়ি পরা তগূতের একটি চেহারা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই তগূতের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে যে সকল 'আলিমগণ মাসাজিদ (মাস্‌জিদ-এর বহুবচন)-এ রয়েছেন, তারা কুফ্‌র-এর সুমিষ্ট সুর গাচ্ছেন, কিন্তু তাজয়ীদ (উপযুক্ত উপায়ে ক্বুরআন-এর তিলওয়াতের পদ্ধতি)-এর নিয়মানুসারে, যেন অজ্ঞরা মনে করে যে, এটা ক্বুরআন-এর থেকে কোন অংশ।

সুতরাং, এ সকল কিবার আল 'উলামা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ একদল দুর্বৃত্ত ব্যতীত আর কিছুই নয়, যারা ক্বুরআন-এর এবং হাদীস-এর শব্দাবলি দ্বারা সজ্জিত। এটা ঠিক আর্মি ও পুলিশের ন্যায়, যারা অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত। এটা পুরোপুরি আর্মিদের ন্যায় শাসকদের দ্বারা ভাড়া করা একটি দল। এসকল ল্যাপ্‌টপ শাইখ এবং চেক্‌বুক মুফ্‌তিগণ অন্ধ আনুগত্যের সাথে এই শাসনব্যবস্থার অনুসরণ করছেন, এই গভার্নমেন্ট হতে খাচ্ছেন এবং সেই সকল অবৈধ দানবদেরকে শক্তিপ্রদান করছেন, যাদের কাছে তারা প্রধান আনুগত্য প্রদান করেছেন।[২১৪] তাদের ব্যাপক

---

[২১৪] অনেকে হয়ত যুক্তি দেখাবেন যে, এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের আনুগত্যের চুক্তি, আর্মি বা পুলিশের আনুগত্যের চুক্তির চাইতে আলাদা, যারাও কিনা শাসকের সাথে চুক্তিবদ্ধ। এটা ঠিক, আর সেটা বেঠিক। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এটা সঠিক যে, আর্মি এবং এই প্রতিষ্ঠানসমূহের 'আলিমগণ শাসককে সমর্থন করে এবং মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ও বিদ্রোহ করার অনুমোদন দেয় না। এটা বেঠিক এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে যে, 'আলিমদের আর্মিদের অপেক্ষা আরোও বেশী সুযোগ রয়েছে। একভাবে দেখলে, আর্মি ও পুলিশেরা

শাসক যা বলে ও করে তাতে শাসককে বিজয় দিবে এবং যে সকল বিষয়ে শাসক আহবান করে সে সবের দিকে ধাবিত হবে। যদি তারা তা না করে, তবে তা বিদ্রোহ ও সামরিক বিদ্রোহ/অভ্যুত্থান হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু, প্যানেল 'আলিমদের জন্য বিষয়টি এরূপ নয়। এটা শাসকের বলা সবকিছুকেই সমর্থন করতে পারে না, যেহেতু বিষয়টির বাহ্যিকভাবে ইসলামিক হওয়া জরুরী, এছাড়াও কেউ সেই নির্দিষ্ট কর্মসূচি/বিষয়টির সাথে দ্বিমত্ পোষণ করতে পারে। এর ফলে বিষয়টি এরূপ যে, কখনো কখনো এটা শাসক ও গভার্নমেন্ট-এর বক্তব্যের সাথে দ্বিমত্ পোষণ করে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তারা যে কাজ শাসক বা শাসনব্যবস্থার জন্য করে, তা অনুসারে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ, প্যানেল 'আলিমদের কাজ হল শুধুমাত্র,

১. শাসককে বৈধতার আবরণে আবৃত করে মানুষকে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করা, যার মানে দাঁড়ায়, শাসককে ইসলামের নাম ব্যবহার করে তার শত্রুদের হত্যা করতে সাহায্য করা। এই ধরনের কাজ নিজেই কুফ্‌র-এর কাজ, ক্বুরআন-এর সকল আয়াত এবং 'আলিমদের ঐকমত্য অনুসারে। এটা অন্যতম একটি বস্তু যা একজনের ইসলামকে বিনষ্ট করে, যা হল মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিক বা মুরতাদ-দেরকে সাহায্য করা।

২. আমরা এটা প্রমাণ করতে চাইছি না যে, এই 'আলিমগণ মুরতাদ অত্যাচারী শাসকদের উপাসনা করছে, এবং প্রত্যেক কাজে তাদের অনুসরণ করছে। কারণ, এটি প্রমাণ করার মানে হল যে, তারা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলার পাশাপাশি তাকে রব বানিয়ে নিয়েছে, সকল বিষয়ে তার আনুগত্য করার জন্য। এখানে এরূপ কিছু বলা হচ্ছে না। আমরা শুধুমাত্র প্রমাণ করার চেষ্টা করছি যে, এখানে একটি নির্দিষ্ট ধরনের কুফ্‌র বিদ্যমান, আর তা হল মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুরতাদদের সমর্থন করা।

৩. এটা 'আলিমদের দ্বারা সর্বসম্মত যে, একটা কাফির হবার জন্য তোমার সকল প্রকারের কুফ্‌র করার প্রয়োজন নেই, কারণ একটাই যথেষ্ট। তাই একটা কুফ্‌র প্রমাণ করতে হলে সকল কুফ্‌র প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। এক প্রকারের কুফ্‌র প্রমাণ করা, যা হল মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুরতাদ বা কুফ্‌ফার-দেরকে সাহায্য ও শক্তিপ্রদান করা, এটাই যথেষ্ট কুফ্‌র।

৪. যদিও, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফ্‌ফার-দেরকে সাহায্য করার দৃষ্টিকোণ থেকে, আর্মি ও সৈন্য-উভয়ই কুফ্‌র-এর গোষ্ঠী, কিন্তু হতে পারে যে, তাদের মধ্যে কতক অন্যান্যদের চাইতে অনেক বেশী কুফ্‌র করছে, এটা আমাদের এই গবেষণার মূল বিষয় নয়।

৫. 'আলিমগণ যেই চুক্তিটি অত্যাচারী শাসকদের সাথে করেছেন, তা দেখার জন্য ও অধ্যয়ন করার জন্য যারা পীড়াপীড়ি করছেন, তারা বাস্তবতার কথা চিন্তা করছেন না, কারণ এই প্রতিষ্ঠানসমূহ কাফির শাসকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদেরকে সমর্থন ও তাদের শক্তিসমূহকে উৎসাহ প্রদানের জন্য। আর তাছাড়াও, কিছু শব্দাবলির সাথে আটকে থাকা অর্থহীন, যেখানে বাস্তবতা সেই শব্দাবলি হতে ভিন্ন, এমনকি যদিও তারা শারী'য়াহ-এর অনুসারে কাজ করার জন্য শপথ করেছেন। এমনকি যদিও তাদের এই শপথটি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট উপস্থিত থাকতো, তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তারা এরপরও ইসলামিক মূলনীতিসমূহ লংঘন করছেন এবং এই শাসককে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক যুদ্ধে সহযোগিতা করছেন, এমনকি যদিও তারা মানুষদের মধ্যে সবচাইতে সাধু হয়ে থাকেন।

৬. আমরা দেখতে পাই যে, 'আলিমগণ শাসকদেরকে যে সকল শিরোনামা দিচ্ছেন তার সাথে তাদের চুক্তির মধ্যকার বক্তব্যসমূহের কোন গুরুত্ব আমাদের কাছে নেই। কখনো কখনো শাসকদেরকে এরূপ উপাধি দেওয়া হচ্ছে, যেমনঃ 'দুই পবিত্র জায়গার রক্ষক/জিম্মাদার', যেখানে তারা জানেন যে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলা কুফ্‌ফার-দেরকে ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের নিয়ন্ত্রনের অনুমোদন দেন না। কখনো কখনো হয়ত শাসকদেরকে বলা হয়, 'সেই/তিনি, যিনি সকল আদেশের দায়িত্বশীল', বা 'মু'মিনীন/বিশ্বাসীদের নেতা'। এটা একটা প্রমাণ যে, এ সকল লোকদের ইসলামের প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই, এবং তারা এটাকে ইসলামের শত্রুদের কাছে বিক্রয় করার জন্য আগ্রহী। তারা নিছক কিছু ফাঁপা গঠন এবং তারা কোন ব্যবহারোপযোগী নয়।

৭. মাজহাব-সমূহে এটা একটা সাধারণ জ্ঞান যে, দুই ধরনের চুক্তি রয়েছে, ১) দ্বীনি চুক্তি, যা সম্পূর্নরূপে ইসলামের বিধি অনুসারে হয়, ২) লেন-দেন ও দুনিয়াবি বিষয়াদি সম্পর্কিত চুক্তি, এ ধরনের চুক্তিসমূহ ফিক্বহ-এর বিধি অনুসারে হয়ে থাকে। গভার্নমেন্ট 'আলিমগণ বা 'আলিমদের বিশাল গোষ্ঠীসমূহ যারা ফাত্ওয়া দেন, তারা শুধুমাত্র সম্পূর্ন দ্বীনি চুক্তি করতে পারেন, কারণ তারা একটি গোষ্ঠী। তারা কখনো একটি গোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও ফ্রী এজেন্ট (মুক্ত প্রতিনিধি) হতে পারেন না। তাদের এই কাজ, শাসককে তার শত্রুর বিরুদ্ধে সমর্থন, তাকে উৎখাত হতে রক্ষা, তার শত্রুদের বিরুদ্ধে মিত্রদেরকে সমর্থন, ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর এটা যদি কোন কাফির শাসকের সাথে

হয়ে থাকে, তবে এটা একটা কুফ্‌র-এর চুক্তি। এটাকে বুঝার একটি সহজ উপায় হল, খলীফাহ্‌ মা'মুন-এর সময়ের কথা স্মরণ করা, যিনি মু'তাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। যদিও তিনি একটা কাফির শাসক ছিলেন না, তার নিকটবর্তী 'আলিমদের কথা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের জন্য ব্যবহার করা যায়। এর কারণ ছিল, তার পারিপার্শ্বিকের 'আলিমগণ তাকে এরূপ বলছিল। সে সকল 'আলিমগণ ছিলেন একটি বিদ'আহ্‌-এর গোষ্ঠী, আর এভাবে এই চুক্তিটি ছিল প্রথম প্রকারের চুক্তি, এর কারণ হল, তাদেরকে গঠিত করা হয়েছিল এবং একটি প্যানেল দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র এই কারণে যে, মা'মুন-এর শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করে ফাত্‌ওয়া দেওয়া হবে। আরেকটি উদাহরণ হবে, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার ফাতিমী 'আলিমদের গঠন। এই 'আলিমগণ ও তাদের প্যানেলসমূহকে শুধুমাত্র এই কারণে গঠিত করা হয়েছিল যেন তারা শি'আহ্‌ মতবাদের জন্য ফাত্‌ওয়া দেন। এভাবে তাদের চুক্তি প্রথম প্রকারের মধ্যে পড়ে। তারা দ্বীনি ফাত্‌ওয়া প্রদান করছেন শাসনব্যবস্থাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। এটা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন গোষ্ঠীর মূল-ই বলে যে সে কোন কর্মসূচি গ্রহন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন আলেমের গোষ্ঠী মূলত উম্মাহ্‌-এর কল্যাণের জন্য গঠিত হয়ে থাকে, এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে দূর্নীতিগ্রস্ত হতে থাকে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, অবশেষে এমন অবস্থায় এসে পৌছে যে, শুধু পথভ্রষ্ট 'আলিমই অবশিষ্ট থাকে, তবে এটা একটা ভিন্ন আলোচনার বিষয় হবে। এর কারণ হল, মূল চুক্তিটি হালাল সম্পদ ও শারী'য়াহ-এর সমর্থন অনুসারে হয়েছিল।

কিন্তু, যদি শারী'য়াহ-এর বিরোধীতা করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে গঠন করা হয়, অথবা কোন কাফির শাসককে সমর্থন করা এর মূল হয়ে থাকে, তবে এর কর্মসূচি কুফ্‌র ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। এর ভিতরে ভাল 'আলিম আছে নাকি খারাপ 'আলিম আছে তা বিবেচনার বাহিরে, যেহেতু শাসনব্যবস্থা এটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে শাসনব্যবস্থাকে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার জন্য। সুতরাং, বিরোধীসূচক ফাত্‌ওয়াসমূহকে এড়িয়ে যাওয়া হবে, অপব্যাখ্যা দেওয়া হবে বা একত্রে উপেক্ষা করা হবে। এই পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে বেশীরভাগ চেয়ারগুলোকে ডেস্ক-এর চারিদিকে রাখার জন্য, যেখানে 'আলিমদের প্যানেল সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। এর ফলে যারা কর্তৃপক্ষ/কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করে বা বিরোধীতা করে, তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করা হয়।

৮. অপরদিকে আমরা প্রত্যেক স্বতন্ত্র/পৃথক 'আলিমকে এ কারণে কাফির বলতে পারি না যে, কাফির শাসকটি তাকে নিয়োগ করে। কারণ প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির চুক্তিসমূহ দুনিয়াবী চুক্তি, যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। আমরা এটা এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বলি যে, অতীতের সময়ে, কিছু আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌-এর 'আলিমগণ এমন ছিলেন, যারা শি'আহ্‌ গভার্নমেন্ট-এ প্রবেশ করেছিলেন এবং এটিকে ভিতর থেকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ভিতরে থাকাকালীন সময়ে তারা শি'আহ্‌ মতবাদকে অভিশাপ দিতেন, নিন্দা করতেন এনং তুচ্ছ করতেন, এবং মানুষের অন্তর-এ পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতেন, আর সেই সাথে গভার্নমেন্ট কর্মসূচিসমূহকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করতেন তাদের ব্যক্তিগত চুক্তিসমূহের দ্বারা। এটা একটা প্রতিষ্ঠান হতে পৃথক, কারণ শাসক এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি হতে বিভিন্ন ঘটনাক্ষেত্রে তার ট্রুপ্‌স/সৈন্যগণ-এর জন্য ফাত্‌ওয়া চাইবে। কিন্তু, তিনি একটি পৃথক 'আলিমকে এ ধরনের ফাত্‌ওয়া প্রদান করতে বলবেন না। যখন ফাতিমিয়্যাহ্‌ মিশর শাসন করেছিল, ইসলামের মহান নায়ক, সলাহ্‌ উদ্‌-দ্বীন আল-আয়্যুবী শাসনব্যবস্থার ভিতরে ছিলেন। তার উপস্থিতি পরিস্থিতিকে বদলায় নি। এটা একটা কুফ্‌র এর গোষ্ঠীই ছিল। কিন্তু এতে প্রমাণিত হয় যে, শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সকলেই প্রকৃতপক্ষে কাফির ছিল না।

২য় প্রকারের চুক্তির ব্যাখ্যাস্বরূপ আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেখানে মানসুর-এর সময়কালে আবূ ইউসুফ رحمه الله-কে ক্বদি-এর পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এখানে মানসুরের এমন কেউই ছিল না যে তাকে তার কর্তৃত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করবে। এর মধ্যে 'আলিমগণও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে একটি 'আলিমবর্গ গঠিত হয়েছিল শুধুমাত্র তাকে ও তার পদ্ধতির সমর্থনের জন্য। কিন্তু আবূ ইউসুফ رحمه الله ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন, সত্য কথা বলেছিলেন এবং তার অবস্থান হতে বিচ্যুত হন নি। যদিও যেই প্যানেলের মধ্যে তিনি ছিলেন, তা অত্যাচারী মানসুর এরই তৈরী ছিল। আবূ ইউসুফ رحمه الله কাফির ছিলেন না এবং একটি কুফ্‌র গোষ্ঠীতে থাকার কারণে তাকে কাফির হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করাও সম্ভব নয়, এর কারণ হল তার ক্বদি হিসেবে ফাত্‌ওয়া পেশ করার চুক্তিটি সেসকল প্যানেল 'আলিমদের মত ছিল না, যাদেরকে প্রথমেই নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেসকল 'আলিমদের কাজ ও তার কাজ ভিন্ন ছিল, যেহেতু তাদের চুক্তিও ভিন্ন ছিল। আবূ ইউসুফ رحمه الله একজন ফ্রী এজেন্ট (মুক্ত প্রতিনিধি) ছিলেন, তিনি প্যানেলের ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের সক্ষমতা নিয়ে এবং বিশেষ কিছু বিষয়ে ফাত্‌ওয়া দিয়েছিলেন।

শাসনব্যবস্থার 'আলিমদেরকে ভাড়া করা হয়েছিল, এবং চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছিল শুধু এই কারণে যেন শাসনব্যবস্থা জায়গামত থাকে। সুতরাং তারা ফ্রী এজেন্ট (মুক্ত প্রতিনিধি) ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন পূর্বনির্ধারিত একটি পদ/অবস্থান বিশিষ্ট ভাড়া করা চাকরিবদ্ধ। আজ অনেক ব্যক্তিবিশেষ 'আলিম আছেন যারা ব্যক্তিগত চুক্তিবদ্ধ, তারা সত্য কথা বলেন। কিন্তু তারা কখনো এ সকল প্রতিষ্ঠানে চাকরি মেনে নিবেন না, যেগুলো ও যেগুলোর 'আলিমগণ সম্পূর্নরূপে গভার্নমেন্ট-এর। এভাবে এ সকল প্রতিষ্ঠানে যদি কোন 'আলিম চেয়ার ভরার কাজে না এসে থাকেন বা যথার্থ ফাত্ওয়া দিতে ব্যর্থ হন, তবে সাথে সাথেই তাকে প্রতিস্থাপিত করা হবে এমন 'আলিম দিয়ে, যে এই প্যানেলকে যেই উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল সেই প্রোগ্রাম-এর সাথে খাপ খাইয়ে চলবে। এমন ধরনের 'আলিমগণ আজও আছেন এবং একই ধরনের পথভ্রষ্টতা করছেন, কিন্তু সেখানে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীও রয়েছে, যারা তাদের প্রভাবে ব্যাঘাত ঘটান। এমনকি আজকেও এ সকল বিশাল প্রতিষ্ঠানসমূহে এমনসব 'আলিমগণ আছেন যারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তারা সত্যে বিশ্বাস করেন, তারা ইসলামের প্রতিরক্ষা করেছেন, এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।

কিন্তু আমাদেরকে এটা অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। যদিও আমরা তাদের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাকে বাহবা দেই, কিন্তু আমরা এই ধরনের বিপজ্জনক আচরণকে সমর্থন করতে পারি না, যেহেতু এটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং এতে পার্লামেন্ট-এ প্রবেশের মতই পাপ রয়েছে। আমরা এই ফুট নোট-টি অনেক দীর্ঘ করেছি এবং এতে অনেক দালীল অন্তর্ভুক্ত করেছি, দুটি বিষয় করার জন্য। প্রথমটি হল, তাকফীরী ও খাওয়ারিজ মানুষদেরকে তাদের তাক্ফীরের মেশিন গান থেকে নিরস্ত্র করা, যারা যেকোন বস্তুর উপরই তাক্ফীর করে বসে। আমাদের এটা দেখানো প্রয়োজন যে, এ সকল কুফ্র গোষ্ঠীর ভিতর অনেক ইখলাসওয়ালা মানুষও রয়েছে এবং সকল কুফ্র-কারী ব্যক্তিই কাফির নন। আর দ্বিতীয়টি হল, সে সকল অজ্ঞ ও মুরজি'আ লোকদেরকে থামানো, যারা বিশ্বাস করে যে, এখানে কোন কুফ্র বর্তমান নেই, অথবা, যে সকল লোকেরা এই উম্মাহ-এর বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক ভয়াবহ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, তারা নিন্দনীয় নয়। সুতরাং, যদিও গভার্নমেন্ট গোষ্ঠীর পদসমূহে কিছু ভাল অন্তর এবং বুঝ-এর মানুষ রয়েছে, তাওহীদের যুদ্ধ অবশ্যই কারোও জন্য থামানো যাবে না, এবং শক্তিশালী ঈমানদারদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার জন্য বহাল থাকতে হবে। এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা যেন ইসলাম ও মুসলিমদেরকে বিজয়ী করেন।

অনেকে বলতে পারেন যে, *'কেন তুমি তাদেরকে একটি কুফ্র-এর গোষ্ঠী বলছো, যেখানে অন্যান্যরা বলছে যে, হয়ত তারা তোমাদের সাথে এই ব্যাপারে একমত্ নয় যে, শাসক একটা কাফির?'* এর উত্তর হল ক্বুরআন, সুন্নাহ্ এবং সাহাবা Ê -এর আচরণ, এর কারণ হল খুব কম মানুষই বড় কুফ্র করতে চায়। বেশীর ভাগ বড় কুফ্রকারীই কুফ্র-এর 'আমাল করে, বড় কুফ্র করার নিয়্যাহ্ ব্যতীত, কিন্তু তাদের কিছু 'আমাল তাদেরকে কুফ্ফার বানিয়ে দেয়, এমনকি যদিও তারা কুফ্র করতে চায় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যারা ঈমানদার ছিল এবং জিহাদ করতে গিয়েছিল এবং তারা 'ইল্মওয়ালা সাহাবা Ê -এর ব্যাপারে উপহাস করা শুরু করলো,

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন,

قل أ با لله و آياته و رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذبكم طائفة بأنهم كانوا مجرمون

"বলুনঃ তবে কি তোমরা আল্লাহ্, তার আয়াতসমূহ ও তার রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ (ইসতিহ্যাআ) করছিলে? তোমরা এখন ওজর পেশ কোরো না; তোমরা তো কুফ্র করেছ নিজেদের ঈমান প্রকাশের পর। তোমাদের মধ্যে কোন দলকে আমি ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেবই, কেননা তারা ছিল অপরাধী।" -সূরাহ্ আত্-তাওবাহঃ ৬৫-৬৬

এভাবে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তাদেরকে একটি কুফ্র-এর দল/গোষ্ঠী বলেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তাদের বক্তব্যের সাথে একমত্ হয়েছেন যে, তারা কুফ্র-এর নিয়্যাহ্ করে নি, অর্থাৎ, কুফ্র করতে চায় নি, যদিও 'আমালটির পিছনে নিয়্যাহ্ ছিল, অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবেই কাজটি করেছিল। যখন তিনি (সুবহানাহু তা'আলা) বলেছেন, *"তোমরা এখন ওজর পেশ কোরো না; তোমরা তো কুফ্র করেছ নিজেদের ঈমান প্রকাশের পর।"* আমাদের আরোও স্মরণ করা উচিৎ যে, সাহাবা Ê -এর সময়কালের মুরতাদরা মনে করেছিল যে, তারা অনেক ভাল মুসলিম এবং তারা যাকাহ্ দেওয়ার মত একটি ছোট্ট জিনিস চাইলেই বন্ধ করে দিতে পারে (এমনকি যদিও তারা

আকারের ‘ইল্‌ম, বিশাল পরিমাণের যিক্‌র ও ‘ইবাদাত থাকুক বা না থাকুক, এটা গোষ্ঠী হিসেবে তাদের উপর বিচার-কে পরিবর্তিত করে না। উদ্দেশ্যের দিক থেকে তারা ঠিক ত্বগুতের আর্মিদেরই মত। আর বাস্তবে, তারা ত্বগুতী ব্যবস্থাপনার সবচাইতে বিপজ্জনক কুফ্‌র গোষ্ঠী।

২। তাদের উপর শারী‘য়াহ-এর বিধি কি?

বাস্তবতার পর, আসুন দেখা যাক শারী‘য়াহ কি বলে। শারী‘য়াহ মুফ্‌তিদেরকে সমাজের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচনা করে থাকে, যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মানুষকে আদেশ করে। এটা ঠিক এই বাস্তবতার কারণে যে, মুফ্‌তিগণ মানুষদের প্রধানদের মধ্য থেকে হয়ে থাকেন, ঠিক যেমন ফির‘আউনের মানুষদের প্রধানদের মধ্যে ছিল।

قال الملأ من قوم فرعون إن هذا الساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون

“ফির‘আউনের ক্বওমের মালা (উচ্চপদস্থ প্রধানগণ/সর্দারগণ) বলল, ‘নিশ্চয়ই এ অবশ্যই একজন বিজ্ঞ জাদুকর, সে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে চায়, এখন তোমরা কি আদেশ কর?’”-সূরা আল-আ’রফঃ ১০৯-১১০

এমনকি যদিও এ সকল লোকেরা ’আলিম ও উচ্চপদস্থ প্রধানদের মধ্য থেকে ছিল, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে একই সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালা আরোও বলেছেন,

قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري

“সে (বিলক্বিস, সাবা-এর রাণী) বলল, ‘ও হে মালা (মানুষদের মধ্য থেকে প্রধানগণ), আমাকে ফাত্‌ওয়া দাও এ ব্যাপারে’।”-সূরা আন্‌-নাম্‌লঃ ৩২

এটা পরিষ্কার দলীল যে, মুফ্‌তিগণের ফাত্‌ওয়ার অবশ্যই ক্ষমতা রয়েছে।

ইউসুফ ﷺ-এর সময়কালে মিশরের রাজা বলেছিলেন,

يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون

জনতো যে, এটা ফার্‌দ/বাধ্যতামূলক)। আর যখনই তারা একটি গোষ্ঠী গঠন করলো এবং তাদের এই ভারসাম্যহীন বুঝ-কে তলোয়ার দ্বারা রক্ষা করতে শুরু করলো, সাহাবা Ê তাদেরকে একটি কুফ্‌র-এর গোষ্ঠী হিসেবেই বিবেচনা করলেন। আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌-এর দ্বারা তাদেরকে কাফির গোষ্ঠী ডাকার জন্য এটা জরুরী নয় যে, সেসকল মানুষকে জানতে হবে বা স্বীকার/ক্ববূল করতে হবে যে, তারা কুফ্‌র করছিল। তারা যেই কুফ্‌র করছে তা শনাক্ত করা এবং এটা দেখা যে, তাদের থেকে তাদের জন্য এই কাজের কোন যথার্থ ব্যাখ্যা নেই, এগুলোই যথেষ্ট তাদেরকে একটি কুফ্‌র-এর দল/গোষ্ঠী ডাকার জন্য। আরোও তথ্যের জন্য, দয়া করে শাইখ উল-ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌-এর মাজমু‘আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ০৭ দেখুন।

"ও হে মালা (মানুষদের মধ্য থেকে প্রধানগণ), 'আমাকে ফাত্ওয়া দাও আমার স্বপ্নের ব্যাপারে, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারো'।"-সূরা ইউসুফঃ ৪৩

দুর্নীতির 'আলিমগণ তাদের লোকদের বলল,

و انطلق الملأ منهم أن امشوا و اصبروا على آلهتكم

"আর তাদের মালা (মানুষদের মধ্য থেকে প্রধানগণ) একথা বলে চলে যায় যে, 'তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের ইলাহদের প্রতি অটল থাকো'।"-সূরা সদঃ ০৬

এভাবে মুফ্তিগণ ক্বুরআন-এর সংজ্ঞা অনুসারে, মানুষদের প্রধানদের মধ্য থেকে হয়ে থাকেন, এটা তারা পছন্দ করুক বা না করুক। তাদের যতই 'ইল্ম বা ব্যক্তিগত গুনাবলি থাকুক না কেন, যদি তারা একটা কাফির বা শারী'য়াহ-এর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন অত্যাচারী শাসকের জন্য মুফ্তি হয়ে থাকেন, তবে এর তীব্র ফলাফল রয়েছে, এই দুনিয়ায় এবং আখিরাতে।

আমরা এটা ক্বুরআন-এ যা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে বুঝতে পারি যে, পূর্বেকার যুগের মুফ্তিগণের ধরন আজকের যুগের কিবার আল 'উলামা ও 'আলিমদের প্যানেলের মতই ছিল। এরা সেই একই ধরনের মুফ্তি, যাদের আর্মিদেরকে নিষ্ক্রিয় অবস্থা থেকে আক্রমনাত্মক অবস্থায় যাবার আদেশ করার ক্ষমতা রয়েছে। এ সবকিছু খুব সহজেই হতে পারে, হয় তাদের কলমের টোকার দ্বারা, বা কথার মাধ্যমে স্বীকারোক্তির দ্বারা, অথবা যেই শাসককে তারা উপদেশ দেন সেই শাসকের প্রতি কথাবিহীন নীরবতা প্রদর্শনের দ্বারা। যদি এটা তারা নিজেরাই করে থাকেন, বা সিদ্ধান্তটি তাদের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়ে থাকে এবং পরে তারা সম্মতিস্বরূপ সেই স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করেন, উম্মাহ্-এর জন্য এর শেষ ফলাফল একই। যেকোন সময়ে, যদি কোন উলামাবর্গ, কোন মুরতাদ বা কাফির শাসকের সাথে এই অবস্থায় পতিত হয়ে থাকেন, তবে তারা একটি কুফ্র গোষ্ঠীতে পরিণত হন। এই ধরনের শাসকদের সাথে তাদের একই কাতারে শামিল হবার ফলেই এই ধরনের ফলাফল হয়ে থাকে, কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা ইতঃপূর্বেই সতর্ক করেছেন,

يا ايها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتولهم منكم فإنه منهم

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন হবে।"-সূরা আল-মাইদাহঃ ৫১

আমাদের উপর কুফ্ফারদেরকে বন্ধু ও মিত্র রূপে গ্রহণ না করার জন্য কঠোর আদেশ রয়েছে। কিন্তু, যে সকল 'আলিমগণ কাফির বা মুরতাদ শাসককে সমর্থন করেন, তারা শুধু তা করার মাধ্যমেই কিছু পরিমাণে সাহায্য-সহযোগিতা বা সেই কাজে অংশগ্রহণ করবেন। এই কারণেই তারা একটি কুফ্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন।

এটা ব্যাপক সতর্কতামূলক ও জোর উপদেশমূলক যে, আমরা উম্মাহ্-কে এই প্যানেলসমূহে, দ্বীনি সিদ্ধান্তগ্রহনের জন্য, অথবা, ভালবাসা ও ঘৃণার পদ্ধতি, আনুগত্য ও অবাধ্যতার পদ্ধতি, ইসলামিক নিয়মানুবর্তিতা এবং শারী'য়াহ-এর বিষয়াদির ব্যাপারে তাদের থেকে সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক করি।

যারা গভার্নমেন্ট 'আলিমদের ভয়াবহতা, তাদের সাধারণ হুম্কিসমূহ এবং তাদের শয়তানি/খারাবীতে পতিত হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কবাণীসমূহ সম্পর্কে আরোও জানতে চান, আমরা নিম্নোক্ত দলীলসমূহ পেশ করছি,

و لا تركوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار

"আর তোমরা যলিমদের দিকে ঝুঁকে পড়বে না, এতে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।"-সূরা হূদঃ ১১৩

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা পুনরায় 'আলিমদের দিকে কথা বলছেন, যারা মানুষদের মধ্য থেকে প্রধান, আর তাদেরকে তাদের পরিণতির বর্ণনা করছেন তাদের কর্মের ফলাফলস্বরূপ,

إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب و يشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار و لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم

"নিশ্চয়ই যারা গোপন করে সেসব বিষয় যা আল্লাহ্ কিতাবে নাযিল করেছেন, এবং বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ব্যতীত তাদের পেটে আর কিছুই ভর্তি করছে না। ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।"-সূরা আল-বাক্বরাহঃ ১৭৪

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা পুনরায় শাসনব্যবস্থার 'আলিমদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন,

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون

"আমরা যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন এবং হিদায়াত মানুষের কাছে নাযিল করেছি, কিতাবে তা বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও যারা তা গোপন করে, তাদেরকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত দেন এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীরাও তাদেরকে অভিসম্পাত দেন।" -সূরা আল-বাক্বরাহঃ ১৫৯

অনেকে বলতে পারেন যে, *'কিন্তু এ সকল বিশাল মুফ্তিগণ এবং 'আলিমগণ শাহাদাহ্ (ঈমানের সাক্ষী) উচ্চারণ করছেন এবং তাদের মধ্য থেকে কতক ঈমানদারগণদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম।'* চলুন দেখা যাক, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা এই বিষয়ে কি বলেছেন,

و لو كانوا يؤمنون با لله و النبي و ما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء و لكن كثير منهم فاسقون

"যদি তারা ঈমান আনতো আল্লাহ্‌র প্রতি এবং নবীর প্রতি, আর তার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে, তবে তারা কুফ্‌ফারদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই ফাসিক।"- সূরা আল-মাইদাহঃ ৮১

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা সে সকল 'আলিমদের ব্যাপারে একটি শক্তিশালী রূপক প্রদান করেছেন, যারা নিজেদের 'ইল্‌ম/জ্ঞান থেকে উপকৃত হন না,

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار

"যাদেরকে তাওরাহ্‌ অনুসারে 'আমাল করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তদানুযায়ী 'আমাল করে নি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার ন্যায়, যে পুস্তক বহন করে।" -সূরা আল-জুমু'আহঃ ০৫

আমরা এরূপ আরোও অনেক আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে পারি, যা থেকে পাঠক উপকৃত হবেন, কিন্তু সংক্ষেপ-এর জন্য আমরা অপর একটি জায়গায় সড়ে যাচ্ছি।

রসূল ﷺ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট 'আলিমদের সম্পর্কে অনেক হাদীসে সতর্ক করেছেন, এর মধ্যে অন্যতম ভুলে যাওয়া হাদীসটি হল,

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَكْثَرَ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا

'আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন আল-'আস (রদিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, *আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "আমার উম্মাহ্‌-এর বেশীর ভাগ মুনাফিক্বই হবে ক্বুরআন-এর 'আলিম।"*

-মুস্‌নাদ আহ্‌মাদ, হাদীস নং. ৬৫০৯, ৬৫১০, ৬৫১৩, ১৬৮৯২, ১৬৯৩৪ এবং ১৬৯৩৫ এবং সহীহ্‌ হিসেবে শ্রেণীভুক্ত।

রসূল ﷺ এই হাদীসে গভার্ন্‌মেন্ট 'আলিমদের আবির্ভাব সম্পর্কে বলেছেন,

و ما ازداد أحد من السلطان دانوا إلا ازداد من الله بعداً

"আর এ ব্যতীত কেউ শাসকের (সুলতনের) সাথে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি করে না যে, সে আল্লাহ্‌র থেকে দূরে যাওয়া বৃদ্ধি করে।" -আবূ দাঊদ এবং আহ্‌মেদ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং আবূ হুরাইরা (রদিঃ)-এর দ্বারা একটি সহীহ বর্ণনার চেইন দ্বারা সম্পর্কিত।

নবী ﷺ আমাদেরকে অপর একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন,

أن اناساً من أمتي يقرؤون القرآن و يتعمقون في الدين يأتيهم الشيطان يقول: لو أتيتم الملوك فأصبتم من دنياهم و اعتزلتموهم بدينكم ألا و لا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا

"আমার পরে এমন মানুষেরা আসবে যারা আল-ক্বুরআন ক্বিরাআত করবে এবং নিজেদেরকে নিমজ্জিত করবে এবং দ্বীনের গভীরে প্রবেশ করবে। আশ্-শাইতন তাদের কাছে আসবে এবং বলবে, 'যদি তোমরা শুধুমাত্র রাজাদের একটু নিকটে যেতে এবং দুনিয়ার এক অংশ হতে উপকৃত হতে এবং তোমাদের দ্বীন হতে পৃথক থাকতে।' [২১৫] *কিন্তু ব্যাপারটি এরূপ হবে না, ঠিক যেমন কাঁটার ঝোপ/ঝাড়-থেকে কাঁটা ব্যতীত আর কোন ফসল আসে না, একইভাবে তাদের (শাসকদের) নৈকট্য হতে পাপ ব্যতীত আর কিছুই অর্জিত হয় না।"*

অপর একটি সূত্রে, শাইতন-এর পরিবর্তে শাসকদের 'আলিমরা নিজেরাই বলছেন, *"যদি আমরা শুধুমাত্র শাসকদের দিকে আসি এবং তাদের সম্পদ হতে উপকৃত হই এবং আমাদের দ্বীন হতে পৃথক থাকি।"* [২১৬]

রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিম্নোক্ত হাদীসে সবচাইতে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন,

سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم و أعانهم على ظلمهم فليس مني و لست منه و ليس بوارد على الحوض و من لم يدخل عليهم و لم يعنهم على ظلمهم و لم يصدقهم بكذبهم فهو مني و أنا منه و هو وارد على الحوض

"আমার পরে শাসকেরা আসবে [২১৭]*, সুতরাং যে কেউ তাদের উপস্থিতিতে যোগদান করে এবং তাদের সাথে তাদের মিথ্যাচারে এবং সত্যের অস্বীকারে একমত্ হয় এবং তাদের সাথে তাদের অত্যাচারে সাহায্য করে, তবে সে আমার থেকে নয় এবং আমি তার থেকে নই। সে আমার কাছে হাওদ (বিচার দিবসে একটি মুক্তির পুকুর/নদী)-এ আসবে না। আর যে কেউ তাদের উপস্থিতিতে যোগদান করবে না এবং তাদের মিথ্যাচারে এবং সত্যের অস্বীকারে একমত্ হবে না এবং তাদেরকে তাদের অত্যাচারে সাহায্য করবে না, তবে সে আমার থেকে এবং আমি তার থেকে। সে আমার কাছে হাওদ-এ আসবে।"*

---

[২১৫] এই বক্তব্যটি একটি সতর্কবাণী। হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে *'তোমাদের দ্বীন হতে পৃথক থাকতে'* । এরূপ বলা হয় নি যে, *'তোমাদের দ্বীনকে সাথে নিয়ে পৃথক থাকতে'* । এর কারণ হল, উল্লেখকৃত শাসকেরা ইসলাম থেকে নয়। এই কারণে শাসকদেরকে 'আলিমদের সাথে একই দ্বীনস্বরূপ একই দলভুক্ত বিবেচনা করা হয় নি। আর তাই, যে সকল 'আলিমগণ তাদের নিকট যাচ্ছে, তারা একটি কুফ্‌র-এর দল হবে, তাদের প্রতারণাস্বরূপ।

[২১৬] মা যা'ইবান জা'ই'আন, পৃষ্ঠাঃ ৪৯, থেকে নেওয়া হয়েছে।

[২১৭] এটা রসূল ﷺ-হতে একটি খুবই শক্ত উক্তি যা অনেকেই উপেক্ষা করে যান। এই হাদীসটিতে তিনি 'উমারা' (শাসকগণ)-শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার মানে হল খিলাফা সিস্টেম এক সময়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

-আহ্‌মাদ, আন-নিসা'ঈ, আত্‌-তিরমিযী, ইব্‌ন হিব্বান, আল-খতিবী, তাবারানী এবং আল-বাইহাক্বী থেকে নেওয়া হয়েছে এবং হাদীসটি সাহীহ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ।

নবী ﷺ আরোও বলেছেন,

من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار

"যে কাউকে তার 'ইল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এনং সে তা গোপন করে, আল্লাহ্‌ তাকে বিচার দিবসে আগুনের তৈরী একটি লাগাম পরিয়ে দিবেন।" -সুনান আবূ দাঊদ, হাদীসঃ ৩৬৫৮

সুফিয়ান আস্‌-সাওরী এবং 'আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আল-মুবারক (রেহিমাহুমাল্লাহ্‌), দুই বিখ্যাত তাবি'ঈ নিম্নোক্ত উক্তিটি করেছেন,

"যখনই তুমি একজন 'আলিমকে শাসকদের উপস্থিতিতে যোগদান করতে দেখতে পাও, তবে জেনে রাখো যে সে একটা চোর।" [২১৮]

সুতরাং, মানবরচিত আইন দ্বারা শাসিত সকল মুসলিম ভূখন্ডসমূহে এ সকল 'উলামাগণের প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিচার ও শাসনের জন্য সেই একই বিধি প্রযোজ্য, যা শাসক, তার গোষ্ঠী এবং আর্মির জন্য প্রযোজ্য [২১৯]। ঠিক যেমন

---

[২১৮] আল-খুতুত আল-'আরিদাহ্‌, পৃষ্ঠাঃ ২৭, এবং, মা যা'ইবান জা'ই'আন, পৃষ্ঠাঃ ১৪-২০

[২১৯] তবে এর মানে এই নয় যে, আমরা সবসময় 'আলিমদের ব্যাপারে একই কর্মপদ্ধতি ব্যবহার করবো, যা আমরা শাসকদের ক্ষেত্রে করি (উদাহরণস্বরূপ, তাদের সকলের সাথে যুদ্ধ করা, তাদের গনীমাহ্‌ নেওয়া এবং তাদের সকলকে হত্যা করা, যদিও কিছু 'আলিম যুক্তি দেখাবেন যে, তারাও একই শাস্তিপ্রাপ্য) । এ সকল 'উলামাগণের জন্য সেই একই বিধি প্রযোজ্য, যা শাসক এবং তার আর্মির জন্য প্রযোজ্য- এই কথার দ্বারা আমরা যা বোঝাতে চাই তা হল, উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে 'আলিমগণ ঠিক আর্মিদের মতই। তারা অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত এবং তারা এগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। এই অস্ত্রসমূহ হল আল-ক্বুরআন-এর আয়াতসমূহ এবং সুন্নাহ্‌-এর হাদীসসমূহ। আর তাই, আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে একই অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করতে হবে, এবং উম্মাহ্‌-এর কাছে এই 'আলিমদের সম্পর্কে বুরহান (দালীলভিত্তিক এবং স্পষ্ট সত্য প্রতিষ্ঠিত করা) পর্যন্ত প্রকাশ করতে হবে এবং শাসনব্যবস্থার 'উলামাদের বিরুদ্ধে সেই হাতিয়ার দিয়েই যুদ্ধ করতে হবে, যা তারা ব্যবহার করে। এই কারণে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলা রসূল ﷺ-কে বলেছেন,

يا ايها النبي جاهد الكفار و المنافقين

"ও হে নবী! জিহাদ কর কুফ্‌ফার (কাফির-এর বহুবচন) ও মুনাফিক্বূন (মুনাফিক্ব-এর বহুবচন)-এর বিরুদ্ধে," -সূরা আত্‌-তাওবাহঃ ৭২

এটা হল প্রমাণ, যে আমরা এ সকল 'উলামাদের বিরুদ্ধে বুরহান দিয়ে যুদ্ধ করতে পারি। আর সকল তাফসীর কিতাবে, এই আয়াত সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুনাফিক্বূনদের বিরুদ্ধে জিহাদ হল বুরহান-এর দ্বারা। এছাড়াও, তাদের কথার মধ্যে শক্তি রয়েছে এবং তাদেরকে হত্যা করা হলে, তারা শাসকদের দ্বারা প্রতিস্থাপনযোগ্য, আর্মিদের মত নয়। এ সকল 'আলিমদেরকে প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে মনযোগ দিতে হবে এবং সেই সাথে মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার করে দিতে হবে যে, এই ধরনের 'আলিমদের বক্তব্য শোনার ক্ষেত্রে বা তাদের কাছে চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে তাদের ভীত হওয়া উচিত। এখন যখন আমরা শাসনব্যবস্থার আর্মিদের সাথে যুদ্ধ করি, আমরা আবারও সেই একই হাতিয়ার ব্যবহার করি, যা তারা করে, যা হল, রাইফেল, ছুরি, লাঠি এবং এরূপ অন্যান্য সবকিছু। এভাবে, আর্মি এবং

সিংহাসন ও বাতিল সংবিধান-এর রক্ষার জন্য আর্মিরা যুদ্ধ করছে, তেমনি এই 'আলিমগণ তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহে সেই সিংহাসন ও তার কর্মসূচিসমূহের প্রতিরক্ষা করছে। পথভ্রষ্ট 'আলিমগণ শাসনব্যবস্থার পক্ষে ঢেকে রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেন, কারণ তারা জানেন যে, শাসকদের 'আলিমদের জন্য সেই একই বিধি প্রযোজ্য, যা শাসকদের প্রধানের জন্য প্রযোজ্য। শাসকের পাপকর্মটি 'আলিমদেরও পাপকর্ম হবে, এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই 'আলিমদের পাপ এমনকি অধিকতর জঘন্য। এই কারণেই আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা, যে সকল শাসকেরা তার আইন দ্বারা শাসন/বিচার করে না তাদের তাওয়াগিত (ত্বগুত-এর বহুবচন), ফির'আউন, কুফ্ফার, যলিম এবং ফাসিক্ব বলেছেন।

কিন্তু যখন তিনি সুবহানাহু তা'য়ালা পথভ্রষ্ট 'আলিমদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তার আয়াতসমূহের বিনিময়ে এক শোচনীয় মূল্য কিনে নেয়, তিনি তাদেরকে কুকুর, বানর, অভিশপ্ত, পশু, জাদুকর এবং আরোও অন্যান্য অবমাননাকর নামে ডেকেছেন, মানুষকে এ সকল গোষ্ঠীর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য। এটা এ কারণেও ছিল যাতে মানুষকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা যায় যে, মানুষ যেন তাদেরকে দলীল এবং বাস্তবতা দ্বারা বিচার করে, যেখানে তারা তা প্রতিস্থাপন করছিল এবং তাদের এরূপ কর্মকে সত্যতা প্রদান করছিল। এ সকল পীড়াদায়ক নামসমূহ, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা তাদের মর্যাদার হানির জন্য দিয়েছেন, তা আল্লাহ্ দ্বারাই প্রদত্ত এবং তাদের সাথে আচরণের বিচক্ষন পদ্ধতি। এটা মূলত এই কারণে যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা জানেন যে, কথার সৌন্দর্য্যের সাথে সাথে 'ইল্ম/জ্ঞান-এর জন্য এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মানের অনুভূতি কাজ করে।

বাহ্যিক 'ইবাদাতও বেশীরভাগ মানুষকে এ সকল 'আলিমদের কদর্য বাস্তবতা সম্পর্কে প্রতারিত করে। তুমি এরূপ অনেক 'আলিমকেই পাবে যারা বিপুল পরিমাণের বাহ্যিক 'ইবাদাত করছে, এবং দুঃখজনকভাবে, তুমি আরোও অনেক অজ্ঞ লোককেও পাবে যারা ক্বুরআন ও সুন্নাহ্ এবং ন্যায়পরায়ণদের বিধি ও কর্মপদ্ধতি-এর উপর তাদের কথাকে গ্রহণ করছে। তিনি (আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা) অতঃপর আদেশ করলেন যেন তারা অবমানিতদের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং প্রকৃত 'ইল্ম ও 'আমাল-এর মানুষদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে, যখন তিনি বললেন,

---

প্রতিষ্ঠানসমূহের 'আলিমদের উদ্দেশ্য একই। আরেকটি যে কারণে আমাদের এই সকল 'উলামাদের হত্যা করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা উচিত না, তা হল, তাদের মধ্যে অনেকেই মানসিক ও শারীরিকভাবে দূর্বল, এর ফলে মানুষ তাদের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করে।

কারোও এরূপ বলা আহ্ল উস্-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্-এর আদব থেকে নয় যে, *'আসলে, অমুক এবং অমুক এখানকার বা সেখানকার শাসকদেরকে কুফ্ফার বলেন নি, আর তাই তারা কুফ্ফার নন।'* আমরা কিতাব এবং সুন্নাহ্-এর স্পষ্ট দালীলকে একজন ব্যক্তিবিশেষের দালীল দ্বারা ধ্বংস বা অপসারণ করি না। দালীল প্রতিষ্ঠিত, কেউ সমর্থন করুক বা না করুক। কোন ব্যক্তিবিশেষের এরূপ দালীল যা যেকোনভাবেই হোক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়, সেটির জন্য আমরা এরূপ দালীলকে ত্যাগ করি না, যা দালীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

আরেকটি বিষয় হল, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যা করা তাদেরকে মানুষের ক্বলব-এ স্মরণীয় করে রাখবে। যাহোক, মিলিটারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যাদেরকে মানুষ অত্যাচারের জন্যই চিনে, এটা মানুষের প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ। এটা সত্যিই এই পরিস্থিতির মুকাবিলা করার যথার্থ উপায়। সুতরাং, পানির মিস্ত্রি এবং কাঠমিস্ত্রিকে অবশ্যই তাদের নিজ নিজ হাতিয়ারকেই তাদের বাক্সের ভিতর বহন করে আনতে হবে। সুতরাং, প্রতিটি ঘটনা ও পরিস্থিতি, যা আবির্ভূত হতে পারে, তার জন্য মুসলিমদেরকে অবশ্যই সঠিক হাতিয়ারই হাতিয়ারের বাক্সে রেখে চলতে হবে। আর আল্লাহ্ই সবচাইতে ভাল জানেন।

و من يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها و له عذاب مهين

“আর যে কেউ আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের নাফরমানী করবে এবং তার সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে দাখিল করবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।”- সূরা আন্‌-নিসাঃ ১৪

সুতরাং, অমর্যাদা ও অবমাননা সবসময় আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার সাথে সীমালংঘনের সাথে সম্পর্কিত থাকে। আর ক্কুরআন-এর আয়াতের চাইতে কোন ব্যক্তিবিশেষকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া সীমালংঘনের একটি অন্যতম নিদর্শন।

তাহলে এটি সত্যিই একটি কুফ্‌র গোষ্ঠী, এই কিবার আল 'উলামা এবং তাদের মত যারা আছেন। কিন্তু, এটা আবারও তাদের প্রত্যেককে কাফির না বলে। আমরা এরূপ আপত্তি এই কারণে করি যে, তাদের মধ্যে কতকের তা'য়িল (ব্যাখ্যা) রয়েছে, অন্যান্য কতক তাওহীদের এই অপরিহার্যতা সম্পর্কে জাহিল (মারাত্মক অজ্ঞ), তাদের মধ্যে এক গোষ্ঠী অনেকটা বার্ধক্যপীড়িত এবং তাদের মধ্যে অনেকেই এমন ফুস্‌সাক্ব [ফাসিক্ব (বিদ্রোহী পাপী)-এর বহুবচন] যে তারা শুধুমাত্র সুবিধাই চায়, এর মূল্য যা-ই হোক না কেন। তাছাড়াও এখানে আরেকটি গোষ্ঠী রয়েছে যারা এই প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবেশ করেছে, সত্য কথা বলার মাধ্যমে এগুলোর সংশোধন করার উদ্দেশ্যে। যদিও আমরা তাদের জন্য দু'য়া করতে পারি যেন, তারা তাওবাহ্‌ করেন এবং এই পেশায় কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করেন এবং আখিরাতে যেন অবমাননার শিকার না হন, তারপরেও আমাদেরকে তাদের বাহ্যিক 'আমাল-এর ভিত্তিতেই বিচার করতে হবে।

আর এটা অবশ্যই আমাদেরকে তাদের চালাকি ও ভন্ডামি অনাবৃত করার কাজে শামিল করবে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই কঠোর থাকতে হবে, যখন আমরা তাদের কথা বলি, যেহেতু তারা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার দ্বীনে বিদ'আহ্‌ করছে। তারা দ্বীনের প্রতি ঢিলা ও অলস আচরণ করছে এবং তারা নিজেদেরকে ত্বগুতের পণ্যে পরিণত করেছে। যদিও তারা দেখতে পাচ্ছেন যে, অত্যাধিক পরিমাণের হারাম কাজকে অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে মুসলিমদের রক্তের সেই নদীতে যা তাদের পাপী ও ভোঁতা দৃষ্টির সামনে ক্রমাগত প্রবাহিত করা হচ্ছে। তাদের বা তাদের বিশাল পাগড়ি বা শাসকদের বিশাল ভুড়ির জন্য ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ থেমে থাকবে না। যদি অত্যাচারী শাসকেরা তাদেরকে (শাসনব্যবস্থার 'আলিমগণ) ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, তবে তারা ক্রসফায়ার-এর মাঝে পড়তে পারেন, যদি শাসককে টার্গেট করা হয় এবং 'আলিমগণ পথে বাঁধা সৃষ্টি করেন। যারা মুজাহিদূনদের বিরুদ্ধে বা জিহাদে বিলম্ব করানোর ফাত্‌ওয়া দেন, তাদেরকেও অবমানিত ও অনাবৃত করা উচিত, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না, শারী'য়াহ-এর প্রতিষ্ঠার গতি হ্রাস, কাফির শাসনব্যবস্থার প্রতি তাদের সমর্থন, এবং তাদের অন্যান্য ক্ষেত্রের খারাবী সম্পূর্নরূপে অপসারিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি হিসেবে তাদের সাথে কঠোর আচরণ করতে হবে।

আমরা সকল আমানতদার 'আলিমগণদেরকে উপদেশ দেই, তারা যেন এ সকল শাইতন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে স্বচ্ছ থাকেন। আর যখন তারা কথা বলেন, আমরা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার কাছে আশা করি, তারা যেন একটি

নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে কথা বলেন এবং তারা যেন শারী'য়াহ-এর সমর্থনকারীদের (মুজাহিদূন) এবং শারী'য়াহ-এর বিকৃতকারীদের (মুরতাদ শাসকেরা ও তাদের সমর্থকেরা) ক্রসফায়ারের ফাঁদ পরিহার করে চলেন, যাদের ব্যাপারে শাইখ উল-ইসলাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ উল্লেখ করেছেন,

"যখনই কোন 'আলিম শাসকের হুকুম (আইন/বিধান)-এর অনুসরণ করে, এবং নিজের জ্ঞান পরিত্যাগ করে, যা কুরআন ও সুন্নাহ্-এর বিরোধী, সে একটা কাফির (অবিশ্বাসী) এবং একটা মুরতাদ (দ্বীনত্যাগকারী), যে এই দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি প্রাপ্য/যোগ্য। এই বিধিটি সেসকল 'আলিম গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা ঝাঁপ দিয়েছে এবং যোগদান করেছে মোঙ্গলদের সাথে ***তাদের ভয়ে*** *এবং তাদের থেকে* ***সুবিধা গ্রহনের উদ্দেশ্যে।*** *এই 'আলিমরা কৈফিয়ত দেখিয়েছে যে, কিছু মোঙ্গল* ***শাহাদাহ্ (সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ এক এবং মুহাম্মাদ তার রসূল) বলছে*** *এবং তারা মুসলিম ছিল।"* [২২০][২২১]

এই ফাত্ওয়া থেকে আমরা আমাদের 'ইল্মওয়ালা-কে জানিয়ে দিতে চাই যে, সত্য একটি দুধারী তলোয়ার হতে পারে এবং ঈমানদারদের সেই তলোয়ারটি ব্যবহার করার সময় নিজেদের হাতই কেটে ফেলা উচিত নয়। আমরা কোন প্রকার অশ্রদ্ধাকে সমর্থন এবং ব্যক্তিবিশেষ আলেমের বিরুদ্ধে শিশুতোশ অভিযোগকে উৎসাহ দেই না, বরং আমরা এমন একটি সমস্যার বিশ্লেষণ করছি, যা উম্মাহ্-এর উন্নতিসাধন প্রতিহত করছে। আমরা উম্মাহ্-এর নিরাপত্তা ও কল্যাণ-এর চাইতে বেশী কিছু চাই না, আঞ্চলিকভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে, এবং চাই তাদের সুখনিদ্রা থেকে ঈমান ও তাদেরকে ফিরিয়ে আনার কর্মপদ্ধতির সংরক্ষণ।

'আলিম-এর সংজ্ঞা এবং পথভ্রষ্ট 'আলিমগণ অবমানিত হওয়ার দলীলসমূহ

ইসলামের বেশীর ভাগ 'আলিমগণই 'আলিমকে এরূপে ব্যাখ্যা/বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালাকে ভয় করে। কিন্তু, এই ধরনের ভয় নির্ভেজাল 'ইল্ম-এর ফলাফলস্বরূপ হয়ে থাকে, উদাহরণস্বরূপ, জিবরীল ﵇-এর ভীতি, যখন তিনি সর্বাপেক্ষা বাহিরের পরিধির গাছ (সিদরাত উল-মুন্তাহা)-এর নিকটবর্তী আসমানে আরোহণ করলেন। এই স্তরে পৌছে রসূল ﷺ বিস্ময়ের উক্তি প্রকাশ করলেন, *"আমি সে দিন অধিবাসীদের অতিক্রম করেছিলাম, যেদিন আমি আরোহণ করেছিলাম, এবং জিবরীল আল্লাহ্‌র ভয়ে একটি পুরানো কাপড়ের ন্যায় হয়ে পড়েছিল, যা বাড়ির প্রবেশদ্বারে থাকে।"* [২২২] ঠিক এই হাদীসটির কারণেই কতক 'আলিমগণ বলেছেন, *"দ্বীনের 'ইল্ম হল আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়।"* আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা এই ব্যাপারটির সম্পর্কে বলেছেন,

إنما يخشى الله من عباده العلماؤا

"আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরা ('উলামা)-ই তাকে ভয় করে" ***-সূরা আল-ফাতিরঃ ২৮***

---

[২২০] এ যেন তিনি আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকেই অক্ষরে অক্ষরে বর্ণনা করছেন।

[২২১] মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ৩৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৩

[২২২] জাবির ইব্ন 'আব্দুল্লাহ Ê -এর কর্তৃত্বে আত্-তাবারানি-এর দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

‘উমার ইব্‌ন আল-খাত্তাব (রদিঃ) এবং অন্যান্য সাহাবা Ê , যখনই তাদেরকে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালাকে ভয় করতে বলা হত, তারা তাদের ‘আমলে এই উক্তির প্রতিফলন ঘটাতেন। কিন্তু, দুই প্রকারের প্রকৃত আল্লাহ্‌ভীতি রয়েছে,

১. স্থিতিশীল ভয়ঃ এই ধরনের ভীতি ব্যক্তিকে ধরে রাখে এবং তাকে এরূপ করে যে, সে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালার রাহে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালার দ্বীনের দিকে দা‘ওয়াহ্‌ দেওয়ার জন্য এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালার দ্বীনের সমৃদ্ধি ও এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নিজের অধিকারের কথা ভুলে যায়, নিজের অর্থ, অবস্থান এবং এমনকি মর্যাদারও পরোয়া করে না। এই কারণে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালা বলেছেন,

و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون لومة لائم

“আর তারা মু’মিনদের প্রতি নম্র-কোমল হবে এবং কাফিরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর। তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না,”-সূরা আল-মাইদাহঃ ৫৪

আর যখন মানুষ দুনিয়ার দিকে ছুটে যায়, তারা পিছে অবস্থান করে, যেমন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালা তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً

“আর আর-রহ্‌মান-এর ‘ইবাদ (বান্দাগণ) তো তারাই, যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে এবং যখন জাহিলূন (অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা) তাদেরকে সম্বোধন করে, তখন তারা বলে ‘সালাম’,”-সূরা আল-ফুরক্বানঃ ৬৩

২. গতিশীল ভয়ঃ এই ভীতিটি সর্বোচ্চ রকমের ‘আমলের ফলাফল, যখন আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তি দেখে যে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালার অধিকারের অমর্যাদা ঘটানো হচ্ছে এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালার মানুষদের অত্যাচার করা হচ্ছে, অথবা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালার শত্রুরা এগিয়ে আসছে। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালার ভীতি গতিশীল হয়ে পড়ে এবং, ইসলাম ও মুসলিমদের নিরাপত্তা ও ইসলামের পবিত্রতা রক্ষার জন্য যে কোন কিছুর বিসর্জন দেওয়ার আত্ম-অস্বীকৃতির স্থিতিশীল ভয় অবিরাম হয়ে পড়ে। এই দুই ধরনের উদাহরণ, নবী ﷺ, সাহাবা Ê এবং মালাইকাহ্‌ (ফিরিশতাকূল)-এর মধ্যে দেখা যেতে পারে, আর তুমি দেখবে যে, তারা এটি খুব ভাল করেই করেছিলেন, তারা নিজেদেরকে অস্বীকার করেছিলেন এবং তাদের নিজেদের অর্জনের ব্যাপারে কোন আওয়াজ করেন নি। তুমি তাদেরকে দেখতে পাও ক্রন্দনরত, সলাতে দাঁড়ানো অবস্থায়, কাউকে কিছু দিচ্ছেন এরূপ অবস্থায় এবং কখনো কখনো কোন কিছুই বিনিময় নিচ্ছেন না। কিন্তু, যখন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালার দ্বীন অত্যাচারিত হয়, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা‘য়ালার অধিকারের অমর্যাদা ঘটানো হয়, অথবা কিছু ফার্‌দ (বাধ্যতামূলক) বিষয় গোপন করা হয়, তারা হিংস্র সিংহে পরিণত হয়ে যান এবং কখনোই থামেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সবকিছু পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে

আনা হয় এবং প্রত্যেক অত্যাচার ও অত্যাচারীকে অক্ষম করা হয়, প্রায়ই শাস্তি দেওয়া হয় এবং অপসারিত করা হয়।

এটা বুঝা কঠিন নয় যে, কোন ধরনের ভীতি আজ অনুপস্থিত, যেহেতু উভয় প্রকারের ভীতিই আজ আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। এই উভয় প্রকার আল্লাহ্‌ভীতির এই সুন্নাহ পদ্ধতি আজ প্রতিস্থাপিত হয়েছে অবাস্তব ও উপহাসমূলক আল্লাহ্‌ভীতির দ্বারা, যা আজ 'আলিমরা করছেন। 'ইল্‌ম-এর মাধ্যমে দুনিয়া হাসিল করা, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার দ্বীনের অমর্যাদার প্রতি শিথিল দৃষ্টিভঙ্গি থাকা, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার ভয় ও কান্নার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মূল বিষয়াদিকে উপেক্ষা করা, এ সবকিছুই তাদের কাজের অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামকে ধ্বংস করছে এবং মুসলিমদের দূর্বল করছে। এই ধরনের পদ্ধতির বৃদ্ধি আমাদের উম্মাহ্‌, সম্পদ ও আমাদের দ্বীনের প্রতি একটি ক্রমানুসারী ধ্বংস বয়ে এনেছে।

শাইখ উল-ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌ رحمه الله বলেছেন, *"চার প্রকারের 'উলামা ('আলিম-এর বহুবচন) রয়েছে,*

১. একজন 'আলিম, যিনি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার সম্পর্কে জানেন এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার শারী'য়াহ-এর আইনসমূহ সম্পর্কে জানেন। [২২৩] *তারা সর্বোৎকৃষ্ট প্রকারের 'উলামা।*

২. একজন 'আলিম, যিনি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা সম্পর্কে জানেন এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার শারী'য়াহ সম্পর্কে জানেন না। [২২৪]

৩. একজন 'আলিম, যিনি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার সম্পর্কে জানেন না, কিন্তু আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার শারী'য়াহ সম্পর্কে জানেন। [২২৫]

---

[২২৩] এটা হল এমন কেউ, যিনি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলার নামসমূহ ও সিফাতসমূহ জানার সাথে সাথে পরিকল্পনাসমূহ, সুন্নাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলার বিশ্বাস/ভরসা সম্পর্কেও জানেন। এটা হল 'ইল্‌ম, যা একজনকে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলার দ্বীনে কোন নব্য আবিষ্কার করা থেকে ধোরে রাখে, এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলার সামনে তার দায়িত্ব পালনে তাকে সদাসর্বদা সতর্ক রাখে। তার কাছে শারী'য়াহ-এর যে 'ইল্‌ম রয়েছে, তা আত্ম-ব্যাখ্যামূলক।

[২২৪] এরা সে সকল মানুষ, যাদের কাছে তাওহীদের 'ইল্‌ম ও সুফল রয়েছে। এটা জরুরী নয় যে, তারা শারী'য়াহ-এর সম্পর্কে জানবে, কিন্তু তারা জিজ্ঞেস করবে, এবং তারা উদ্ভাবন করবে না, কারণ তারা তাওহীদের 'ইল্‌ম ও তার সুফল দ্বারা সুরক্ষিত। যখন তারা জানে না, তখন তারা 'ইল্‌ম-এর অধিকারী মানুষদেরকে জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবে।

[২২৫] এরা হলেন সকল যুগের হতভাগা/জঘন্য শাসকদের 'আলিম। এরা হল সে সকল মানুষ, যারা অবস্থান ও দুনিয়াবী বিষয়াদির জন্য অধ্যয়ন করে থাকেন। আর সেই সাথে তারা সত্যের বিরুদ্ধে তাদের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করেন। এই ধরনের মানুষদের জন্য মূল বৈশিষ্ট্য ও মানদন্ড হল, তুমি তাদেরকে সেই ফিত্‌নাহ্‌-এর সময়কালে তাদেরকে শাসকদের ও এর মধুর অনেক নিকটবর্তী পাবে, যখন আমানতদার 'আলিমগণ বিলুপ্ত হতে থাকেন এবং তাদেরকে নাজেহাল করা হয়। কিন্তু, শাসকদের 'আলিমগণ সেই সময় খুবই নিরাপদ থাকেন এবং খুব ভাল করেই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলার আয়াতসমূহ ও তার রসূল ﷺ-এর থেকে উপার্জন করতে থাকেন। যাহোক, ক্রন্দন, আর্তনাদ এবং সুন্নাহ্‌ পোশাকাদি পরা, সকলকে প্রতারিত করতে পারবে না। এটা তাদের মূল গল্পের কিছু অংশ, কিছু পোশাকাদি ও আবহাওয়া, যা

৪. একজন 'আলিম, যিনি আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার সম্পর্কে জানেন না, আর তার শারী'য়াহ-এর সম্পর্কেও জানেন না। [২২৬]

ঈমানদার হিসেবে নিম্নোক্ত উক্তিটি দেখে আমাদের অবশ্যই সতর্ক ও চিন্তাশীল হতে হবে,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ كُنْتُ مُخَاصِرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى مَنْزِلِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ الدَّجَّالِ فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَدْخُلَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِكَ مِنْ الدَّجَّالِ قَالَ الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ

আবূ যার (রদিঃ) বলেছেন, *"আমি নবী ﷺ-এর নিকটে একদিন উপস্থিত ছিলাম এবং আমি তাকে বলতে শুনেছি, 'এমনকিছু রয়েছে যেটির ব্যাপারে আমি আমার উম্মাহ্-এর জন্য দাজ্জালের অপেক্ষাও অধিক ভয় করি।' তখন আমি ভীত হয়ে পড়লাম, তাই আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র রসূল! এটি কোন জিনিস, যার ব্যাপারে আপনি আপনার উম্মাহ্-এর জন্য দাজ্জালের চাইতেও অধিক ভয় করেন?' তিনি [নবী ﷺ] বললেন, 'পথভ্রষ্ট 'আলিম গণ।'"-মুসনাদ আহ্মাদ, হাদীস নং. ২০৩৩৫*

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ

قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ فَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

নবী ﷺ বলেছেন,

শাসকদের 'আলিমদের চারিদিকে বিদ্যমান। তাদের মধ্যে কতক মানুষদেরকে এই পর্যন্ত প্রতারিত করেন যে, তারা নিজেদেরকেও প্রতারিত করেন যে, তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং তারা সর্বোত্তম হবার চেষ্টা করছেন।

'শাসকদের নিকটে থাকা, শাসকদের থেকে নিরাপদ থাকা এবং শাসকদের থেকে উপার্জন করা' –এটাই এই গোষ্ঠীর আদর্শ, যখনই শারী'য়াহ সম্পূর্ন নয় এবং প্রয়োগ করা হয় নি। আমরা তাদেরকে আরোও দেখতে পাই, শাসকদের পক্ষে যুক্তি দেখাতে। যাহোক, তারা সবচাইতে নিকৃষ্টতম প্রাণী। তাদের প্রতি সেই একই বিচার/রায় প্রযোজ্য, যা শাসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি শাসক একটা কাফির হয়ে থাকে, তবে তারা একটি কুফ্র-এর গোষ্ঠী। যদি শাসক একটা যলিম হয়ে থাকে, তবে তারা একটা যুল্ম-এর গোষ্ঠী [তাদের কোন একজনকে কাফির শিরোনামা দিতে হলে পূর্বের সেই নিয়ম-বিধি অনুসরণ করতে হবে। এটির একটি উপসংহারে পৌছাতে হলে খুবই সতর্ক চিন্তা-বিবেচনা প্রয়োজন। কিন্তু, তাদেরকে একটি কুফ্র-এর গোষ্ঠী-এর লেবেল দেওয়া অপেক্ষাকৃত বেশী নিরাপদ, কারণ তাদেরকে যেভাবেই হোক অপসারণ করতে হবে, যেন আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তাদের সাথে বোঝা-পড়া করতে পারেন]।

[২২৬] এরা হল 'আলিমদের আর্মি, যাদের কোন ভয়, 'ইল্ম নেই এবং সেই সাথে তারা শারী'য়াহ-এর সম্পর্কে একটি অতি দূর্বল 'ইল্ম-এর অধিকারী হয়, যা অসম্পূর্ন, এর ফলে তারা কিছু নবাগতদের কাঁধে ভর দিয়ে দ্বীন-কে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই নবাগতরা এমন কিছু ইউনিভার্সিটি হতে আসে, যেগুলো শাসকের প্রতি আনুগত্যকারী, আর এভাবে নবাগতরাও শাসকের প্রতি আনুগত্যস্থাপনকারী হয়ে পড়ে। ৩য় ও ৪র্থ প্রকারের 'আলিমদের প্রকৃতপক্ষে কোন 'আলিমই বলা উচিত নয়, বরং তারা নিছক কিছু ধার্মিক মানুষ বা কিছু ভোঁতা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানুষ।

"নিশ্চয়ই আমি আমার উম্মাহ্-এর জন্য কোন কিছুরই ভয় করি না, পথভ্রষ্ট 'আলিমগণ ব্যতীত। এভাবে, যখন আমার উম্মাহ্-এর বিরুদ্ধে তলোয়ার উঠানো হবে, এটা তুলে নেওয়া হবে না বিচার দিবস পর্যন্ত।"
-মুসনাদ আহ্মাদ, হাদীসঃ নং. ১৬৪৯৩, ২১৩৬০, ৩১৩৫৯, ২০৩৩৪, এবং, আদ্-দারিমী, হাদীস নং. ২১১ ও ২১৬, এবং এ সবগুলো সংগ্রহই যথার্থ/খাঁটি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

এখন যখন আমরা মূল দলীলসমূহ দেখেছি, আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, ইসলামের 'আলিমগণ এই ধরনের 'আলিমদের আচরণ সম্পর্কে কি বলেন? আমরা এখন আমাদের প্রথম সাক্ষীর কথা স্মরণ করব,

আল-মুহাদ্দিস, আল-ফাক্বীহ্, **তার সময়কার শাইখ উল-ইসলাম**, শাইখ ইব্ন হাজার আল-আস্ক্বলানী رحمه الله নিম্নোক্ত কথা বলেছেন,

"এরূপ বিশ্বাস করা বৈধ নয় যে, মাদীনাহ্-এর 'আলিমগণ অন্যান্য জায়গার চাইতে উত্তম, শুধুমাত্র রসূল ﷺ-এর সময়ে এবং সাহাবাগণ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে যারা এসেছিলেন তারা ব্যতীত। এর কারণ হল মুজতাহিদ্বীন ইমামদের সময়ের পর এরূপ বর্ণিত হয় নি যে, মাদীনাহ্-এর 'আলিমগণ অন্যান্য ভূখন্ডের অন্য যে কোন 'আলিম অপেক্ষা উত্তম।

বরং সবচাইতে বিদ'ঈ পদ্ধতির লোকেরা এতে (মাদীনাহ-এ) বসতি করেছিল।" [২২৭]

ইসলামের মহান 'আলিম , আল 'আল্লামাহ্ শাইখ হাফিয ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন 'আলী আল-হাকামী رحمه الله [২২৮] এই বিদ'আহ্ যা কুফ্র, সেটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন,

"যে কেউ 'উলামাগণ-এর ইজমা' বাতিল ঘোষণা করে, ফার্দ অস্বীকার করার মাধ্যমে, বা এমন কিছু চাপিয়ে দেয় যা আল্লাহ্ চাপিয়ে দেন নি, অথবা হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করে, এর মধ্যে কতক লোক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ইসলামকে ধ্বংস করছে। এই ধরনের লোকেরা কুফ্ফার, কোন সন্দেহ ছাড়া। এ ধরনের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা ইসলামের সবচাইতে বড় শত্রু। কিছু অজ্ঞ মানুষকে প্রতারিত করা হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে (যারা একটি ফার্দ অস্বীকার করেছে) কুফ্ফার বলা যাবে, যখন তাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠা করা হয়ে যায়।" [২২৯][২৩০]

---

[২২৭] ফাত্হ উল-বারি, বাব ইতিসাম উস্ সুন্নাহ্, ভলিউমঃ ১৩, পৃষ্ঠাঃ ৩১২

[২২৮] হিজরী ১৩৪২-১৩৭৭/১৯২৪-১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। শাইখ আল হাকামি 'মা'আরিজ উল-ক্ববূল'-এর লেখক। যারা সত্য কথা বলেছিলেন এবং উম্মাহ্-এর জন্য সম্পদের ভান্ডার রেখে গিয়েছেন, তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম পরিচিত। আল্লাহ্ যেন এই হাক্বপন্থী 'আলিমকে পুরস্কৃত করেন।

[২২৯] মা'আরিজ উল-ক্ববুল বাব-আল-বিদ'আহ্ মুকাফ্ফিরাহ, ভলিউমঃ ০৩, পৃষ্ঠাঃ ১২২৮

[২৩০] কেন তাদের অনুসারীগণ, যারা নিজেদের সালাফী বলে, এই বিদ'আহ্-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না এবং অন্যদের বিদ'ঈ বলে? আল-হাকামি কি তাদের একজন মহান 'আলিম নন? এর বিপরীতে, যে কেউ এই ইমামের অনুসরণ করে এবং এই বিদ'আহ্-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তারা তাদেরই বিদ'ঈ বলে!

আসুন আমরা বহু বছর পূর্বের মহান স্প্যানিশ মালিকী ইমাম আল 'আল্লামাহ্, আল-মুহাদ্দিস, আল-ফাক্বীহ্, শাইখ আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-ক্বুরতুবি رحمه الله-এর শব্দাবলি থেকে উপকৃত হই।

" 'উলামাগণ বলেছেন, একজন, যে অত্যাচারী/যালিম শাসকের ইমাম হয়, তার পিছনে সলাহ্ পড়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার কৈফিয়ত বা কারণ প্রকাশ করে (কেন সে অত্যাচারী/যালিম শাসকের ইমাম) অথবা এর (অত্যাচারী/যলিম শাসকের ইমাম হওয়া) থেকে তাওবাহ্ করে।"[২৩১]

যদি এটা শুধুমাত্র অত্যাচারী শাসকদের জন্য হয়ে থাকে, তবে চিন্তা করে দেখুন, আরোও কত গুরুতর অবস্থা হবে কাফির বা মুরতাদ শাসকদের ক্ষেত্রে?

শাইখ উল-ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্ رحمه الله আবারও তার ফাতাওয়া-এর পৃষ্ঠাগুলো হতে গর্জন করে উঠেন,

"যখনই কোন 'আলিম শাসকের হুকুম (আইন/বিধান)-এর অনুসরণ করে, এবং নিজের জ্ঞান পরিত্যাগ করে, যা ক্বুরআন ও সুন্নাহ্-এর বিরোধী, সে একটা কাফির (অবিশ্বাসী) এবং একটা মুরতাদ (দ্বীনত্যাগকারী), যে এই দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি প্রাপ্য/যোগ্য। এই বিধিটি সেসকল 'আলিম গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা ঝাঁপ দিয়েছে এবং যোগদান করেছে মোঙ্গলদের সাথে ***তাদের ভয়ে*** *এবং তাদের থেকে* ***সুবিধা গ্রহনের উদ্দেশ্যে।*** *এই 'আলিমরা কৈফিয়ত দেখিয়েছে যে, কিছু মোঙ্গল* ***শাহাদাহ্ (সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ এক এবং মুহাম্মাদ তার রসূল) বলছে*** *এবং তারা মুসলিম ছিল।"*[২৩২][২৩৩]

ألمص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به و ذكرى للمؤمنين
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون

" 'আলিফ, লাম, মীম, সদ। এটি একটি কিতাব, আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, আপনার মনে যেন এ সম্পর্কে কোন সংকীর্ণতা না থাকে এর সতর্কীকরণের ব্যাপারে, আর এটি মু'মিনদের জন্য যিক্র/স্মরণিকা। তোমরা অনুসরণ কর যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে এবং তাকে ছেড়ে অন্য আওলিয়া (সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী)-দের অনুসরণ কোরো না। তোমরা খুব সামান্য উপদেশই গ্রহণ কর।' -সূরা আল-আ'রফঃ ০১-০৩

এবং এমনকি যদি এই 'আলিমকে বন্দী করা হয়, জেলের ভিতর রাখা হয়, এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা তাকে তার কিতাব হতে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা পরিত্যাগ করার জন্য কঠোর নির্যাতন করা হয়, তার এর প্রতি ধৈর্যশীল হতে হবে। যদি সে সবকিছু পরিত্যাগ করে এবং শাসকের অনুসরণ করে, তবে সে তাদের মধ্যে একজন, আল্লাহ্

---

[২৩১] জামি' উল-আহ্‌কাম উল-ফিক্বহিয়্যাহ্, ভলিউমঃ ০২, পৃষ্ঠাঃ ২২৭

[২৩২] এটা যেন তিনি আজকের আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করছেন।

[২৩৩] মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ৩৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৩

সুবহানাহু তা'য়ালার দ্বারা যাদের ধ্বংস অনিবার্য। তার ধৈর্যশীল হতে হবে, এমনকি যদি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার জন্য তার ক্ষতি সাধিত হয়। এটাই হল সেই সুন্নাহ্‌ যা নবীগণ এবং যারা তাদের অনুসরণ করেন তাদের থেকে আল্লাহ্‌ সুবহানুহু তা'য়ালা চেয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্‌ বলেন,

ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و هم لا يفتنون و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين

'আলিফ, লাম, মীম। লোকেরা কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তারা অব্যাহতি পেয়ে যাবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; অতএব আল্লাহ্‌ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন তাদেরকে যারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন মিথ্যাবাদীদেরকেও।'-সূরা আল-'আনকাবূতঃ ০১-০৩" [২৩৪]

আল 'আল্লামাহ্‌, মিশরের মহান ক্বদি, আহ্‌মাদ মুহাম্মাদ শাকির رحمه الله নিম্নোক্তভাবে মন্তব্য করেছেন,

"না, ইসলাম তা নয়, যা তারা মনে করে। ইসলাম হল দ্বীন, রাজনীতি, সংবিধান এবং শাসনব্যবস্থা। ইসলাম হল শক্তি/ক্ষমতা। ইসলাম এটা গ্রহণ করে না এ ব্যতীত যে, এর সম্পূর্ণাংশের অনুসরণ করা হয় এবং এর আইনসমূহ মেনে চলা হয়। আর যারা এর কিছু হুকম (আইন-কানুন) অস্বীকার করে, তারা এর সম্পূর্ণাংশকেই অস্বীকার করেছে। আর যারা এর কিছু অংশ ত্যাগ করে, তারা এর সম্পূর্ণাংশকেই ত্যাগ করেছে। আর তারা, যারা এর কিছু বিধি-বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করে, তারা এর সম্পূর্ণাংশকেই অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার শব্দাবলি শোনো,

و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً

'কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা কোন মু'মিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ্‌ ও তার রসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন সে কাজে তাদের কোন নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে। আর যে কেউ আল্লাহ্‌ ও তার রসূলকে অমান্য করলো, তবে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হল।'-সূরা আল-আহ্‌যাবঃ ৩৬

[২৩৪] মাজমু'আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ৩৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৩

و يقولون آمنا با لله و بالرسول و أطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك و ما أولئك بالمؤمنين. و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين . أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم و رسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذ دعوا الله و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا و أولئك هم المفلحون

'তারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি এবং আমরা আনুগত্য করি,' কিন্তু এরপর তাদের মধ্য থেকে একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর তারা আসলেই মু'মিন নয়। আর যখন তাদেরকে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের দিকে ডাকা হয়, তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তাদের একদল সম্পূর্ন অস্বীকৃতির সাথে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যদি তাদের প্রাপ্য (হাক্ব) থাকে, তবে তারা একান্ত বিনীতভাবে রসূলের কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, নাকি তারা সন্দেহ পোষণ করে, নাকি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্‌ ও তার রসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই হল প্রকৃত যলিম। মু'মিনদের কথা তো কেবল এ-ই, যখন তাদেরকে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।' আর তারাই প্রকৃত সফলকাম।' *-সূরা আন্‌-নূরঃ ৪৭-৫১*

يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون با لله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلاً ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً. و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون با لله إن أردنا إلا إحساناً و توفيقاً. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم و عظهم و قل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً. و ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً. فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً

'ও হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ফয়সালার অধিকারী। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা প্রত্যর্পণ কর আল্লাহ্‌র প্রতি ও রসূলের প্রতি, যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি। আর এটাই উত্তম এবং পরিণামে কল্যাণকর। আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে, তাতে তারা

বিশ্বাসী? অথচ তারা বিচারপ্রার্থী হতে চায় ত্বগুত-এর কাছে, যদিও তাদের বলা হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান/অস্বীকার করতে। আর শাইতন তাদের পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে, তখন আপনি মুনাকফিক্বদের দেখবেন আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ন বিমুখতার সাথে মুখ ফিরিয়ে সরে যাচ্ছে। তাদের কি দশা হবে যখন তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের উপর কোন মুসিবত আপতিত হবে? তারপর তারা আপনার কাছে এসে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবে, 'আমরা তো কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছু চাইনি।' তারা এমন লোক যাদের অন্তরের বিষয়ে আল্লাহ্‌ জানেন। সুতরাং আপনি তাদের উপেক্ষা করুন এবং তাদের সদুপদেশ দিন এবং এমন কথা বলুন যা তাদের মর্ম স্পর্শ করে। আমি তো রসূল শুধু এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে। আর যদি তারা নিজেদের উপর যুল্‌ম করার পর আপনার কাছে আসতো, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো, এবং রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্‌কে অতিশয় তাওবাহ্‌ কবুলকারী ও পরম দয়ালু পেত। তবে না; আপনার রবের কসম! তাদের কোন ঈমান থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে সেসব বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারে যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়, তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ করে না আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়/আত্মসমর্পণ করে।'-সূরা আন্‌-নিসাঃ ৫৯-৬৫

ও হে মানুষেরা! এ সকল আয়াতসমূহ, যা তোমরা পূর্বেও শুনেছ এবং পূর্বেও পড়েছ এবং আমরা এগুলোর ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি না। এই আয়াতসমূহ খুবই দৃঢ় ও পরিষ্কার। তোমরা যদি চিন্তা করে থাকো, এখানে তোমাদের শিক্ষা, আনুগত্য স্থাপন ও উপদেশগ্রহনের জন্য অনেক কিছু রয়েছে। এখন এই আয়াতসমূহের প্রতি অবাধ্যতার সাথে তোমাদের সম্পর্কের কথা চিন্তা করে এবং এই আয়াতসমূহ মেনে চলার জন্য তোমাদের যা কিছু করার প্রয়োজন পড়ে তার প্রেক্ষিতে তোমাদের অবস্থানের কথা চিন্তা কর।

তোমরা এমন আইনসমূহের দ্বারা শাসন করছো, যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। বরং, সেগুলো ইসলামের সম্পূর্ন বিপরীতে যাচ্ছে। যদি আমি উচ্চস্বরে বলি যে, এ সকল আইনসমূহ, যেগুলোর দ্বারা তোমরা তোমাদের মধ্যে শাসন করছো, সেগুলো ইসলামের চাইতে খ্রীষ্টধর্মেরই নিকটবর্তী, তাহলে তা অতিরঞ্জন হবে না।

আমি দিবাস্বপ্ন দেখি না। আমি এ সকল আইনের বিরুদ্ধে এক বিশাল বিপ্লব করার জন্য ডাকছি না। আর আমি বিশ্বাস করি যে, এখন শক্তির দ্বারা অগ্রসর হওয়া, শান্তিপূর্ণভাবে অগ্রসর হওয়ার থেকে অধিক ক্ষতিকর। আমি তোমাদের কাছে এসেছি যেন, আমরা আমাদের সকলকে ধীরে ধীরে সুন্নাহ্‌-এর উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

ও হে মিশরের আইনের লোকেরা! আমি তোমাদের দ্বারা আমার আহবানের শুরু করছি। তোমরা এই ভূখন্ডে ক্ষমতার অধিকারী মানুষ। তোমাদের হাতে রয়েছে আইন ও আদেশ। তোমাদের কমিটিসমূহ আজ আধুনিক প্রণীত আইনসমূহের অনুসারে আইন প্রণয়ন করছে। আমাদের মধ্যে একটি যথার্থ ইসলামিক পদ্ধতিতে সমঝোতায় আসো

এবং আমাদের একসাথে হাত লাগাতে দাও এবং আল্লাহ্‌র রাহে নির্ভেজালভাবে কাজ করতে দাও। বিদেশী আইনসমূহ ও মতামতসমূহের জন্য তোমাদের বদ-অভ্যাস-সমূহ রাখো।

আমি তোমাদেরকে এরূপ বলবো না যে, আমরা ইসলাম নিয়ে অনেক শক্ত হয়ে পড়বো। আমি তোমাদেরকে আমাদের সাথে ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে আহবান করছি। যদি তোমরা প্রত্যাখ্যান কর, আমি আল-আযহার-এর 'উলামা-দের আহবান করবো এবং তারা আনুগত্য করবে এবং এই কঠিন কাজের ভার বহন করবে এবং আল-ক্বুরআন-এর পতাকা উত্তোলন করবে। তারা তাদের উভয় হাতের দ্বারা ইসলামের পতাকা বহন করবে, যা ১০০০ বছর ধরে ইসলামের আলো বহন করেছিল। এ সকল 'উলামা-দের মধ্যে কতক আমানতদার, শক্ত এবং 'ইল্‌ম অধিকারী।

আমরা যুক্তি দেখাচ্ছি না যে, কিছু আইনসমূহ শারী'য়াহ-এর বিরোধী এবং কিছু নয়। আমরা যুক্তি দেখাচ্ছি যে, এ সকল আইনসমূহেরর উৎস হল এমন একটি উৎস যাকে ইমাম বানানো কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়, যখন সে আইনপ্রণয়ন করে, এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা তাকে আদেশ করেছেন যেন, সবকিছু, বড় ও ছোট, ক্বুরআন ও সুন্নাহ্‌-এর সাথেই সম্পর্কিত করা হয়। তাদেরকেই (ক্বুরআন ও সুন্নাহ্‌) অবশ্যই প্রধান (ইমাম) হতে হবে, যার থেকে আমরা প্রত্যেক আইন বের করে আনি, তাদের (ক্বুরআন ও সুন্নাহ্‌) সীমারেখা অনুসারে এবং তাদেরকে (ক্বুরআন ও সুন্নাহ্‌) অবশ্যই আনুগত্য করতে হবে, সকল সময় ও জায়গায়।

মানুষেরা যে পদ্ধতিতে এ সকল আইনের সাথে চলছে, তা আমরা অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করি। যে সকল মানুষেরা এ সকল আইনের প্রণয়ন করছে, তারা ক্বুরআনের বাহিরে যাওয়ার, অথবা ক্বুরআনের সাথে বিরোধী হবার ব্যাপারে কোন পরোয়া করে না। তাদের মূল বিষয় হল, এটিকে ইউরোপিয়ান আইনের সাথে মিলিয়ে দেওয়া, এটা ইসলামের সাথে মিলে যাক, বা না যাক। শারী'য়াহ-এর অনুসারে, যদি এ সকল আইনসমূহের কিছু ইসলামের সাথে মিলেও যায়, এরপরেও তারা অন্যায়কারী।" [২৩৫]

আল-ক্বদি (বিচারক), শাইখ আহ্‌মাদ শাকির رحمه الله *অপর জায়গায় বলেছেন,*

"আমরা দেখতে পাই যে, কিছু আইন মানুষকে হারাম কাজ করতে অনুমোদন দেয়, যে সকল লোক সেই হারাম বস্তুর লেন-দেন-এর সাথে সম্পৃক্ত, তাদের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়, একটি লাইসেন্স, যা একটি প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া হয়। আর সেই নিয়োগকারী ব্যক্তি, যাকে লাইসেন্স দিতে জাহিলী আইন আদেশ করেছে, সেই ব্যক্তির শর্তাবলি তাদের জন্য পূরণ করা হয়ে থাকে, যারা এর লাইসেন্স চেয়েছে।

তার জন্য এই লাইসেন্স দেওয়া হারাম, যদিও জাহিলী আইন তাকে লাইসেন্স দিতে আদেশ করে। এর মানে হল, তাকে অন্যায় কাজ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সে কিছু অন্যায় অনুমোদিত করবে। তার শোনা ও আনুগত্য করা উচিত হবে না। যদি সে মনে করে যে, তাকে লাইসেন্স দেওয়া হালাল, তবে সে একটা মুরতাদ এবং সে ইসলাম পরিত্যাগ করেছে, কারণ সে বাহ্যিকভাবে পরিষ্কার হারামকে হালাল করেছে, এই হারাম, যা মুসলিমরা অপরিহার্যভাবে জানে।

---

[২৩৫] আল-কিতাব ওয়াস্‌-সুন্নাহ্‌ ইয়াজিব মাস্‌তুর ক্বওয়ানিন

আমরা দেখি যে, ইউরোপ থেকে আসা কিছু আইন ইসলামের মূল-এর সাথে পার্থক্য সৃষ্টি করে। এ সকল আইনসমূহের মধ্যে কতক সামগ্রিকভাবে ইসলামকে ধ্বংস করে দেয়, আর এটা পরিষ্কার। এ সকল আইনসমূহের মধ্যে কতক ইসলামিক আচরণের সাথে মিলে যায়। এ সকল আইনসমূহের দ্বারা মুসলিমদের ভূখন্ডসমূহে কাজ করা হালাল নয়, এমনকি এমন বিষয়াদিতেও, যেগুলোর ব্যাপারে তারা ইসলামের সাথে একমত, কারণ যখন তারা আইনপ্রণয়ন করে, তাদের উৎস ইসলাম নয়। যে কেউ এরূপ করে, সে একটা পাপী এবং একটা মুরতাদ, সে ইসলামের সাথে মিলে যায় এরূপ আইন প্রণয়ন করুক, বা না করুক।" [২৩৬]

মহান 'আল্লামাহ্, **তার সময়কার শাইখ উল-ইসলাম,** তার সময়কার আল-ক্বুরআন-এর হিফ্যকারীদের শাইখ, ফাক্বীহ্, মিশরের সকল শারী'য়াহ কোর্ট-এর বিচারকদের প্রধান, ইমাম বাদ্র উদ্-দ্বীন আল 'আয়নী رحمه الله [২৩৭], এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন,

"যে কেউ নবীগণের শারী'য়াহ পরিবর্তিত করেছে এবং তার নিজস্ব শারী'য়াহ বানিয়েছে, তার শারী'য়াহ বাতিল। এসকল লোকদের অনুসরণ করা হারাম,

أم لهم شركآء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله و لو لا كلمة الفصل لقضى بينهم و إن الظالمين لهم عذاب اليم

'তাদের কি এমন কতক শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক দ্বীনের বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? আর যদি ফয়সালার বাণী না থাকত, তবে তো তাদের ব্যাপারে মীমাংশা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যলিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব।'-সূরা আশ্-শূরাঃ ২১

এই কারণে ইহূদী এবং খ্রীষ্টানরা কাফিরে পরিণত হয়েছিল। তারা শক্ত করে তাদের পরিবর্তিত শারী'য়াহ আঁকড়ে ধরেছিল, এবং আল্লাহ্ মানবজাতির উপর মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারী'য়াহ অনুসরণ করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন।" [২৩৮]

এই উম্মাহ্-এর প্রতি 'ইল্ম-এর অধিকারী মানুষদের দায়িত্ব কিরূপ এবং তারা যখন তাদের দায়িত্ব ত্যাগ করেন বা অপব্যবহার করেন, তখন দিগন্তে যে ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক ধারাবাহিকতার আবির্ভাব ঘটে, সে সম্পর্কে আমাদের মনের মধ্যে এখন আর কোন সন্দেহই থাকা উচিত নয়।

---

[২৩৬] আস্-সামা' ওয়াত্-তা'আ

[২৩৭] মৃত্যু হিজরী ৮৫৫ সনে/১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি একজন মহান হানাফী 'আলিম, এই 'আলিম, তার কৃতিত্বসমূহ এবং তার জীবনী তার কাজ, 'উমদাত উল-ক্বারী, ভলিউমঃ ২৪, পৃষ্ঠাঃ ০১-এ উল্লেখ করা আছে।

[২৩৮] 'উমদাত উল-ক্বরীঃ ভলিউমঃ ২৪, পৃষ্ঠাঃ ৮১

কিছু সংশয়-এর উত্তর

মহান ইমাম আত্-তাহায়ী رحمه الله-এর একটি কাজ-এর আবিষ্কার

হাকিমিয়্যাহ্-এর ব্যাপারে পূর্বোক্ত অধ্যায়ের শক্তিশালী দলীলসমূহ পেশ করার পর, আমাদের সামনে যে কাজ পড়ে আছে, সে ব্যাপারে কারোও পক্ষে আর কোনও ওজর পেশ করার সুযোগ নেই। যাহোক, সম্প্রীতি বছরসমূহে, পাপী ও অশুভ লোকেরা তাদের জাদুকর্ম করেছে এবং একজন মহান আলেমের কতক উক্তি অপ্রাসঙ্গিকভাবে বিধির ব্যাপারে ব্যবহার করেছে। উক্তিটিকে শির্ক আল-হাকিমিয়্যাহ্-এর ব্যাপারে একটি সংশয়রূপে পেশ করা হয়েছিল এবং আল্লাহ্র আইনের ভিতরে কোন আইনপ্রণয়ন করা কি সত্যিই কোন বড় শির্ক, কুফ্র এবং যুল্ম, নাকি না।

পাঠকের সুবিধার জন্য, আমরা প্রথমে সেই বইটির ইতিহাস দিতে চাই, যা থেকে ইমাম তাহায়ীর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছিল, আর কিভাবে এটিকে কুফ্র-এর ওজর হিসেবে শারী'য়াহ-এর অপব্যবহারকারীরা ব্যবহার করেছিল।

প্রথমত, প্রথম যে ব্যক্তি ইমাম আত্-তাহায়ীর বইটির ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি হলেন 'আল্লামাহ্ আহ্মাদ শাকির, যিনি 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরহীম (রহিমাহুমাল্লাহ)-এর দ্বারা বইটির ভাষ্যকার-এর সম্পর্কে জানার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইমাম আহ্মাদ শাকির ভাষাগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখতে পেলেন যে, গ্রন্থকর্তৃত্ব-এর রেখা সরাসরি ইমাম আবূ 'ইযয আল-হানাফী رحمه الله-এর পর্যন্ত চলে যায়। এই সাফল্য অর্জিত হয়েছিল শাইখ আল-হানাফী رحمه الله-এর শব্দাবলি, কবিতা, এবং তার বাচনভঙ্গি ও দলীল মিলিয়ে দেখার মাধ্যমে, যেগুলোর মধ্যে কতক, তার আত্-তাহায়ী رحمه الله-এর মূল কাজের ব্যাখ্যামূলক নোট্সমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৩৯]

দ্বিতীয়ত, যখন এই দুই মহান 'আলিম এই ব্যাখ্যাটি পেলেন এবং এর সত্যতা যাচাই করলেন, এরপর তারা এটিকে সক্রিয় করে দিলেন এবং এতে মন্তব্য করলেন। পরবর্তীতে, এই বইটির মুদ্রন-এর পর শাসকগোষ্ঠীর 'আলিম রা আসলেন এবং এর শব্দাবলি ও ব্যাখ্যার উপর অনধিকার হস্তক্ষেপ করলেন এবং এটিকে শাসক ও দূর্নীতিগ্রস্ত শাসকদের শাসনব্যবস্থার মানানসই করে ব্যবহার করা শুরু করলেন।

আমরা এই কারণে এই সূচনা করেছি যেন, আমরা হাকিমিয়্যাহ্-এর ব্যাপারে এই দুই মহান আলেমের বিবরণী এবং সিংহাসনের 'আলিমগণ-এর বিবরণী-এর মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, তা দেখাতে পারি। যখন তুমি এই সম্পর্কে শাইখ ইব্ন ইবরহীম ও ইমাম শাকির (রহিমাহুমাল্লাহ)-এর শব্দাবলি পড়, তখন তুমি খুব সহজেই দেখতে পাও যে, কত স্পষ্ট ও মূল বিষয় কেন্দ্রিক তারা বলেছেন, যখন তারা তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্-এর ব্যাপারে বিপদ সংকেত দিয়েছেন। প্রকৃত জ্ঞান-এর প্রধান শত্রুরা এই কাজটি ব্যবহার করে মুদ্রণ করে এবং এর কৃতিত্ব নিজেদের উপর আরোপ করে এবং অর্থ উপার্জন করে, যেহেতু তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাই হল বিকৃত বিবরণীর মাধ্যমে শাসকদের সিংহাসনগুলো চকচকে করা।

---

[২৩৯] এই মহান কাজটির আবিষ্কারের পিছনের ব্যাখ্যার জন্য, আপনি আবূ 'ইযয আল-হানাফী رحمه الله রচিত শার্হ উত্-তাহায়িয়্যাহ্ ফীল 'আক্বীদাত ইস-সালাফিয়্যাহ, 'আল্লামাহ্ আহ্মাদ শাকির رحمه الله-এর টীকা/মন্তব্য-সহ, শিরোনামের বইটির সূচনা দেখতে পারেন।

যারা এই কিতাবের বিবরণী করেন, তাদের উচিত নয় শাসকগোষ্ঠীর 'আলিমদের ব্যাখ্যাটি দেওয়া। বরং, সে সকল 'আলিমদের বিবরণীটি দেওয়া উচিত, যারা এর উপর কঠোর পরিশ্রম করেছেন, কোন প্রকার পদোন্নতির প্রতিশ্রুতি ছাড়াই। শারী'য়াহ-এর অপব্যবহারকারীরা আজ কিতাবটিকে অস্পষ্ট করার জন্য এবং মানুষকে শির্ক আল-হাকিমিয়্যাহ্-এর শিক্ষার্জন থেকে বিচ্যুত করার জন্য কিছু লোভী 'আলিমদের নিযুক্ত করেছে। সৌভাগ্যক্রমে, সেই দুই মহান 'আলিম মূল পান্ডুলিপির সাথে হাকিমিয়্যাহ্-এর বিষয়টিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করেছেন, এবং আমরা সত্যের জন্য তাদের এরূপ অবস্থানকে শ্রদ্ধা করি।

ইমাম আত্-তাহায়ী رحمه الله কি বলেছিলেন এবং ইমাম আবূ 'ইয্য আল-হানাফী رحمه الله কিভাবে এই উক্তিটির ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন?

যেহেতু এই উক্তিটি ইসলামের অনেক বিষয়কে স্পর্শ করে, আমরা শুধু সেই সকল উক্তিসমূহকে উল্লেখ করবো, যেগুলো এখানে আমাদের প্রসঙ্গের সাথে প্রাসঙ্গিক, আল্লাহ্র শাসন এবং তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্।[২৪০] যেই বিবরণী আমরা এখন দিব, তা ইমাম আত্-তাহায়ী رحمه الله-এর একটি উক্তির উপর ভিত্তি করে, যেখানে তিনি বলেছেন,

"আমরা ক্বিব্লা-এর মানুষদের থেকে কাউকে কাফির বলি না, একটি যান্‌ব[২৪১] (পাপ)-এর কারণে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এটিকে হালাল করে। আর, আমরা এরূপও বলি না যে, যারা ঈমান এনেছে, একটি যান্‌ব (পাপ) করায় তাদের কোন ক্ষতি হবে না।"

ইমাম আবূ 'ইয্য আল-হানাফী رحمه الله বলেছেন,

"তোমার জানা উচিত, আল্লাহ্ তোমার ও আমার উপর রহম করুন যে, তাকফীর করা ও না করার অধ্যায়টি একটি বিশাল অধ্যায়, যাতে অনেক ফিত্নাহ্ এবং দুর্ভোগ রয়েছে, এবং অনেক বিভেদ ও মতামত রয়েছে এবং অনেক মনস্কামনা রয়েছে, যা এই অধ্যায়ের সবক্ষেত্রে চলে গিয়েছে।"

তিনি এরপর ইমাম আত্-তাহায়ী رحمه الله-এর উক্তিটির মন্তব্য করেছেন,

"আমরা ক্বিব্লা-এর মানুষদের থেকে কাউকে কাফির বলি না। এভাবে এটা সকল তাকফীরকে সাধারণভাবে অস্বীকার করে, এমনকি যদিও এটা ভাল করেই জানা আছে যে, ক্বিবলা-এর মানুষদের মধ্যে রয়েছে মুনাফিক্ব, যারা কুফ্র-এর দিক থেকে খ্রীষ্টান ও ইহূদীদের থেকেও বেশী। এটা হল ক্বুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা'-এর অনুসারে। তাদের মধ্য থেকে কতক তাদের কুফ্র-এর নিফাক্ব প্রকাশ করে দিবে, যখন তারা অনুভব করে যে, তারা এটা নিয়ে সটকে পড়বে।"

---

[২৪০] অন্যান্য বিষয় এবং এই উক্তিটি সম্পর্কিত সম্পূর্ন ব্যাখ্যার জন্য 'আক্বীদাত উত্-তাহায়িয়্যাহ্ দেখুন, যা ইমাম আত-তাহায়ী رحمه الله রচিত, আবূ 'ইয্য আল-হানাফী رحمه الله-এর দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত এবং মন্তব্য/টীকা আল-ইমাম আহ্মাদ শাকির رحمه الله-সহ একদল 'আলিমদের দ্বারা করা হয়েছে এবং আল-হাদীস-এর কাজসমূহ আল-আলবানি দ্বারা সংগৃহীত হয়েছে।

[২৪১] এখানে যান্‌ব বলতে কাবীরাহ্ গুনাহ (বড় পাপ) বা সগীরাহ্ গুনাহ (ছোট পাপ) বোঝানো হয়েছে। তবে স্বাভাবিকভাবে এর দ্বারা বড় কুফ্র-ও বোঝানো যেতে পারে।

"যদিও তারা দু'টি সাক্ষ্য বলার ভান করে, মুসলিমদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি ব্যক্তিটি ইসলামের কোন বাধ্যতামূলক, স্বচ্ছ কর্তব্যের প্রতি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করে, অথবা, কোন স্পষ্টত প্রতীয়মান হারাম বিষয় বা এরূপ কোনকিছুর প্রতি, তবে তাকে তাওবাহ্ করার নির্দেশ দিতে হবে। যদি সে তা না করে, তবে তাকে একটি মুরতাদ হিসেবে হত্যা করতে হবে..."

তিনি আরোও মন্তব্য করেছেন,

"তাই 'আলিমদের থেকে অনেকে নিজেদেরকে এ কথা সাধারণভাবে বলা থেকে বিরত রেখেছেন যে, আমরা কারোও উপর একটি যান্‌ব-এর কারণে তাক্‌ফীর করি না, কিন্তু, সঠিক কথাটি হল, আমরা তাদের উপর প্রত্যক যান্‌ব-এর কারণে তাক্‌ফীর করি না। সাধারণ অস্বীকৃতি এবং সাধারণের প্রতি অস্বীকৃতি-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এখানে যা ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) তা হল, সাধারণের প্রতি অস্বীকৃতি।" [২৪২][২৪৩]

ইমাম আল-হানাফী رحمه الله [২৪৪] যুক্তি দেখিয়েছেন,

"যদি আমাদের এরূপ সিদ্ধান্তমূলক শিরোনামা দেওয়া পরিহার করার প্রয়োজন পড়ে যে, ব্যক্তিটি জান্নাহ্ থেকে নাকি জাহান্নাম থেকে, তাহলেও, এটি আমাদেরকে তার এই দুনিয়াতে বিদ'আহ্-এর জন্য তাকে এই দুনিয়ায় শাস্তি দেওয়া ও তাওবাহ্ করার নির্দেশ দেওয়া থেকে থামিয়ে রাখবে না। যদি সে তা না করে, আমাদের তাকে হত্যা করতে হবে। এবং, সেই সাথে, সে যা বলে, যদি স্বয়ং তা-ই কুফ্‌র হয়, [২৪৫] *তবে সেই সাথে আমাদেরকে এটাও বলতে হবে যে, এটা কুফ্‌র। আর যে ব্যক্তিটি এরূপ কুফ্‌র বলেছিল, তার উপর শর্তাবলি আরোপ করার পর এবং এরূপ শিরোনামা আরোপ করাতে যে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, তা নিশ্চিত করার পর সে কাফির হয়ে যায়। আর এটা কোন ব্যক্তি*

---

[২৪২] এখানে সাধারণ অস্বীকৃতির মানে হল যে কোন যান্‌ব-এর কারণে তাদেরকে কাফির বলে সম্বোধন করা। কিন্তু এখানে যেটা বাধ্যতামূলক তা হল, সাধারণের প্রতি অস্বীকৃতি। এর মানে হল আমরা প্রত্যেক যান্‌ব-এর জন্য তাকফীর করি না, কিন্তু আমরা কিছু যান্‌ব-এর জন্য তাকফীর করতে পারি।

[২৪৩] আল-'আক্বীদাত উত্-তাহায়িয়্যাহ্, পৃষ্ঠাঃ ৩১৬-৩১৭

[২৪৪] তিনি ইমাম আত্-তাহায়ী এর সমকালীন একজন প্রখ্যাত 'আলিম, এবং তিনি এই বইটির প্রথম ব্যাখ্যাকারী। সেই সাথে তিনি ছিলেন একজন হানাফী 'আলিম এবং তিনি 'ইল্‌ম দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলেন।

[২৪৫] আমাদের গবেষণার সাথে সম্পর্কিত করে যে সকল কথা কুফ্‌র-এর শ্রেণীভুক্ত এরকম উদাহরণ হল, *"আমরা চোরকে জেল-এ আটক করি, আমরা চোরদের হাত কাটি না, আমরা ব্যভিচারকে বৈধ মনে করি, সেই সাথে নগ্নতাও।"* এই সকল বক্তব্য নিশ্চিতভাবে আসমানী ইসলামের মূলনীতির বিরুদ্ধে। অন্যান্য কুফ্‌র বক্তব্যের উদাহরণ হল, *"জুয়া খেলা, মাদক ক্রয় ও বিক্রয় বৈধ। আমরা একটি নতুন আইন প্রণয়ন করবো; আমরা সুদী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করবো এবং আইন তৈরী করে তার দ্বারা একে রক্ষা করবো,"* এরূপ আরোও অনেক কিছু। এই ধরনের বক্তব্যের মাঝে এবং এগুলো স্বয়ং কুফ্‌র, যেহেতু এগুলো ক্বুরআন-কে বিকৃত করছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা-কে চ্যালেঞ্জ করছে, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে অস্বীকার করছে, তার বার্তা এবং তার ইচ্ছাকে অস্বীকার করছে। এই ধরনের বক্তব্য অনেক বেশী অভদ্র আমাদের রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলার চাইতে, যা কিনা আমাদের সকল সৎকর্ম ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ সবকিছুর উপরে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা এটিকে সূরাতুশ্-শূরা-এর আয়াত নং. ২১-এ শির্‌ক আত্-তাশরী'ঈ (যা শিরক আল-হাকিমিয়্যাহ্ হিসেবে পরিচিত) বলেছেন।

থেকে কখনোও ঘটবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রকৃত যিন্দিক্ব হয়ে যায়। আর আল্লাহ্‌র কিতাব এই ব্যাপারে বিস্তারিত বলেছে যে, আল্লাহ্‌ মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

কতক হল মুশরিকূন ও কিতাবী লোকদের থেকে কুফ্‌ফার, যারা দু'টি সাক্ষ্য বলে না। অন্যান্যরা হল ভিতর ও বাহিরে ঈমানদার এবং ৩য় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল, যারা বাহ্যিকভাবে ঈমানদার, কিন্তু তাদের অন্তর-এ নয়। এসব কিছুই সূরা আল-বাক্বরাহ্‌-এ ব্যাখ্যা করা আছে। এমন যে কেউ, যার ব্যাপারে এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, সে কাফির, কিন্তু এরপরও সে দু'টি সাক্ষ্য বলে, তবে সে যিন্দিক্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর যিন্দিক্বটি হল মুনাফিক্ব।"[২৪৬]

শাইখ رحمه الله এরপর সতর্কবাণী দেন,

"যাহোক, 'আলিমগণ সকলে একমত্‌ যে, যে কাউকে আল্লাহ্‌ ও তার নবী কাফির বলেছেন, আমাদের অবশ্যই তাকে কাফির বলতে হবে। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা তার শারী'য়াহ ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে শাসনকারী শাসককে কাফির বলেছেন এবং রসূল তাদেরকে কাফির বলেছেন যারা একটি 'আমাল করেছে, আর আমরা এমন ধরনের মানুষদেরকে কাফির শিরোনামা দিব না, এটা যে কারোও জন্য হারাম।"[২৪৭]

তিনি বলে চলেছেন,

"আর কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে মানুষদের সতর্ক থাকা উচিত, এগুলো হল যে, আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তা ব্যতীত অপর কোন কিছু দিয়ে শাসন করা কুফ্‌র হতে পারে, যা মানুষকে ইসলামের পরিধি থেকে স্থানান্তরিত করতে পারে এবং এটা একটা বড় পাপ (কাবীরাহ্‌) বা ছোট পাপ (সগীরাহ্‌) হতে পারে, যেটিকেও কুফ্‌র বলা হয়..."

---

[২৪৬] প্রত্যেক যিনদিক্ব একটা মুনাফিক্ব, তবে প্রত্যেক মুনাফিক্ব একটা যিনদিক্ব নয়, কিন্তু তারা উভয়েই কুফ্‌ফার। এর কারণ হল, একজন মুসলিম একটা মুনাফিক্বকে চিনতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই (মুনাফিক্ব) ব্যক্তি তার কুফ্‌র জোড়ালো ভাবে প্রকাশ করে যা তার সাথে মিলে যায় অথবা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলা তাকে বিচার দিবসে উন্মুক্ত করে দেন। যখন সে এরূপ করে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান করে, তখন তাকে যিনদিক্ব শিরোনামা দেওয়া হয়। যিনদিক্ব ব্যক্তি তার পরিষ্কার ইসলাম বিরোধী অবস্থান অস্বীকার করে, যখন তাকে মুখোমুখি জিজ্ঞেস করা হয়। এ কারণে অনেক 'আলিম যিনদিক্ব ব্যক্তিকে ক্বতল করেছেন তাকে তাওবাহ্‌ করার সুযোগ না দিয়েই, কারণ তারা জানতেন যে, সে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুক্ষীন হলে তার কুফ্‌র অস্বীকার করতেই থাকবে। 'আলী Ê সে সকল লোকদেরকে তাওবাহ্‌ করার প্রস্তাব না দিয়েই ক্বতল করেছিলেন, যারা কুফ্‌র বলতো এবং পরবর্তীতে অস্বীকার করতো। এটা আমাদেরকে পরিষ্কার কর্মপদ্ধতি দেখিয়ে দেয় যে, যিনদিক্ব ব্যক্তির সাথে কিরূপ আচরণ হওয়া উচিত। কিন্তু, সাধারণ মুরতাদ্‌ বা কাফির ব্যক্তি যে কিনা ইসলাম গ্রহনের পর খ্রীষ্টান বা ইহূদী ধর্মে প্রবেশ করেছে, তাদেরকে 'আলী Ê তাওবাহ্‌ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আর এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, মহান আল-হানাফী জানেন যে, মানুষ শাহাদাহ্‌ বলতে পারে এবং সেই সাথে ঠিক সেই মুহূর্তে সে একই সাথে কাফিরও হতে পারে, তাই তিনি এই পরিস্থিতির ব্যাপারে সতর্ক করছেন। এর কারণ হল, যানাদিক্বা-এর শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড। একটা মুনাফিক্ব ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে যিনদিক্ব হিসেবে প্রমাণিত হয়ে যায়, এরপর মৃত্যুদন্ডের শাস্তি তার উপর আপতিত হয়।

[২৪৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৩২৩

"এটা হল শাসকের পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুসারে। যদি সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌র শারী'য়াহ-এর দ্বারা শাসন করা বাধ্যতামূলক নয়, এবং তার এটির একটি বিকল্প রয়েছে, অথবা এটির মর্যাদার হানি করে, যদিও সে জানে যে, এটি আল্লাহ্‌র থেকে, তবে এটি হল বড় কুফ্‌র।" [২৪৮]

"আর যদি সে বিশ্বাস করে যে, শারী'য়াহ-এর দ্বারা শাসন করা বাধ্যতামূলক এবং সে ঘটনাটির [২৪৯] *সময় এটি জানে, কিন্তু সে এর থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, এটা স্বীকার করে যে, সে শাস্তির প্রাপ্য, তবে সে অবাধ্য এবং তাকেও কাফির বলতে হবে, ছোট অর্থে।"* [২৫০]

এই কমেন্টটির ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসংহার হল, আমরা এখন লক্ষ্য করছি যে, ক্বুরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদীসের অপব্যাখ্যা সে রকমই বিরোধ বয়ে আনতে পারে, যা এনেছে এই উক্তিটি, যখন এটিকে একটি বিচার/রায় হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। এই উপরোক্ত উক্তিটি ঈমান-এর বিচার করার জন্য আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার দ্বারা বাছাইকৃত হয় নি। আর উপরোল্লিখিত সকল বিরোধ থেকে, আমরা এখন উক্তিটির দিকে আরোও কাছের থেকে লক্ষ্য করতে পারি।

উক্তিটির প্রথম অংশটি *("আমরা কাফির ঘোষণা করি না")* পরিষ্কার এবং এর মানে হল, আমরা কুফ্‌র-এর কোন শিরোনামা উদ্ভাবন করি না, যদি কুফ্‌র-এর কোন অস্তিত্ব না থাকে। কিন্তু একই সাথে, এর মানে এই নয় যে, আমরা একটি কুফ্‌র-এর বিদ্যমান শিরোনামাকে লুকিয়ে রাখি, যা কিছু মানুষ করার চেষ্টা করছে।

---

[২৪৮] এই পয়েন্টে ইমাম আহ্‌মাদ শাকির رحمه الله বলেছেন যে, *"এটা হল বড় কুফ্‌র। আর ঠিক এই দুর্ভোগই মুসলিমরা আজকে ভোগ করছে, মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা ইউরোপিয়ান ল (আইন) পড়ছে, পুরুষ হোক বা মহিলা। যারা নিজেদের অন্তরকে ইউরোপিয়ান ভালোবাসা দ্বারা পূর্ণ করেছে, একে রক্ষা করেছে, এর দ্বারা শাসিত হয়েছে, এর প্রচার করেছে এবং ধ্বংসাত্মক মিশনারী কার্যকলাপের আলোকে বড় হয়েছে, যেগুলো ইসলামের শত্রু। তাদের মধ্যে কতক, তারা তদের বিশ্বাস জোড়ালো ভাবে প্রকাশ করে, আবার কতক এই আইনের ব্যাপারে নিজেদের বিশ্বাসকে গোপন করে। তারা সকলে এর দ্বারা শাসন ও উপার্জন করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রজি'উন..."*

[২৪৯] এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যখন 'আলিমগণ বলেছেন, 'ঘটনা', তখন তারা এর দ্বারা কখনোই এমন সময় বোঝান নি যখন সমগ্র শারী'য়াহ অপর কোন আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে পড়েছে। তারা শুধুমাত্র ভেবেছিলেন যে, কতক বিচারক হয়ত নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপারের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে কোন গোপন জায়গায় ঘুষ নিয়েছিল। এটা হল সেই প্রমাণ যে, শাসনকার্য সম্পর্কিত ছোট কুফ্‌র বিষয়ে বিশ্বস্ত 'আলিমদের কথা কোনভাবেই আমাদের বর্তমান সময়ের সাথে মিলে না। এই বিশ্বস্ত 'আলিমগণ আইনপ্রণয়ন প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন না, বরং বিচারকার্যে সংঘটিত কিছু ঘটনার ব্যাপারে কথা বলছিলেন, যেখানে শারী'য়াহ-ই মূল আইনব্যবস্থা রূপে বিদ্যমান ছিল, অন্য কোন বাতিল আইনব্যবস্থার প্রণয়ন হচ্ছিল না। 'আলিমগণ কখনোও এমন ব্যক্তির কথা বলেন নি, যে একটা বাতিল আইনব্যবস্থার দ্বারা কোন আনুগত্যের চুক্তি বা শাসনকাল লিখে প্রাসঙ্গিক শাসকের ক্ষমতার মেয়াদ পর্যন্ত। এই ধরনের ব্যক্তি কাফির, কোন ঘটনা ঘটার আগেই। আর এরাই হল সে সব লোক, যাদের ব্যাপারে ইমাম আবূ 'ইয়য رحمه الله বলেছেন যে, তারা শাহাদাহ্‌ বলছে এবং কুফ্‌র করছে। তাই তারা একটা যিনদিক্ব-এর শাস্তির উপযুক্ত। কারণ তারা জোড়ালোভাবে তাদের কুফ্‌র প্রকাশ করে এবং এরপর গোপন করে।

[২৫০] এটা অবশ্যই সেই কুফ্‌র নয় যা একজনকে ইসলামের বহির্ভূত করে।

পরবর্তী উক্তিটি *("কাউকে")* তাকফীর আল-মু'আয়্যিন[২৫১]-এ একটি ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপারে। এটা কোন কুফ্‌র বা যান্‌ব-এর গোষ্ঠীর শিরোনামাটি বহন করার ব্যাপারে বলছে না।

এর পরবর্তী উক্তিটিও *("ক্বিবলা-এর মানুষদের থেকে")* [২৫২] একটি বিতর্কিত বিষয়। এটা জানা বিষয় যে, সাহাবা Ê কিছু ক্বিবলা-এর মানুষদেরকে মুরতাদ বলে ডেকেছেন এবং বন্দী করেছিলেন। সেই সাথে তারা সে সকল মানুষদেরকে হত্যা করেছিলেন, শারী'য়াহ-এর একটি অংশকে ত্যাগ করার জন্য এবং তাদের সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছিলেন, যা রিদ্দাহ্‌-এর যুদ্ধে (যারা যাকাহ্‌ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল) এবং আত্‌-তাইফ-এর মানুষদের সাথে যুদ্ধে (যারা সুদি কার্যক্রম বন্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল) হয়েছিল।

এরপরের উক্তিটি *("একটি যান্‌ব/পাপ-এর জন্য")* একটি বিতর্কিত বিষয় হিসেবে ইমামগণ স্বীকার করেছেন। এটা এরূপে বলা উচিত যে, একটি যান্‌ব/পাপ-এর জন্য, যেই যান্‌ব/পাপ-টিকে কুফ্‌র বলা হয় না। এটা এখনকার মত নয়, যখন মানুষ এই উক্তিটিকে ব্যবহার করে এমন সব উক্তি বা পাপ-এর ক্ষেত্রে, যেগুলোকে ক্বুরআন-এ পরিষ্কারভাবে কুফ্‌র বলা হয়েছে। আমরা এই শিরোনামাগুলো উদ্ভাবন করি নি, বরং এগুলো আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালাই শ্রেণীভুক্ত করেছেন একটি নির্দিষ্ট 'আমালকারী ব্যক্তিকে শনাক্ত করার জন্য।

পরবর্তী উক্তিরও *("যতক্ষণ না সে এটাকে হালাল করে")* একটি বিতর্কিত বিষয়বস্তু রয়েছে। এটা শুধুমাত্র পাপ ও বড় পাপ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, যেহেতু, মুরতাদরা এবং যারা যাকাহ্‌ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, সাহাবা Ê তাদেরকে এমনকি জিজ্ঞেসও করেন নি যে, তারা কি এরূপ মনে করে যে, তারা যা করেছে তা হালাল, বা তারা কি এটাকে হালাল করেছে, নাকি করেনি। আরেকটি উদাহরণ হল, সেই লোকদের, যারা দ্বীন ইসলামকে উপহাস করেছিল। কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নি যে, তারা কিরূপ চিন্তা করে, অথবা তারা কি মনে করে যে, তাদের উক্তিটি হালাল ছিল। এটা জরুরী নয়, যেহেতু শারী'য়াহ এই ঘটনাটির জন্য নির্দেশাবলি ঠিক করে দিয়েছে এবং এটাকে অবিলম্বে কোন দ্বিধা ব্যতীত কুফ্‌র বলে দিয়েছে। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা বোকামি হবে।

কিছু পাপ/ভুল রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে যে, সেটি শারী'য়াহ-এর অনুসারে কুফ্‌র কিনা। এরপর ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, সে ঐ 'আমাল/কাজটি-কে হালাল মনে করে, নাকি করে না, উদাহরণস্বরূপ, মদ পান করা, ব্যভিচার এবং এরূপ অনেক কিছু, যা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা বড় পাপ (কাবীরাহ্‌ গুনাহ) হিসেবে শনাক্ত করেছেন। 'উমার (রদিঃ)-এর ঘটনাটিকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যাক। তিনি কিছু সাহাবা Ê, যারা মদ পান করেছিল, তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, *'তোমরা কেন এরূপ করেছিলে?'* যখন তারা বলল, *'আমরা ভেবেছিলাম যে, এটা হালাল ছিল,'* তাদেরকে তাওবাহ্‌ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, অন্যথায় তাদেরকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করতে হত। এই বিধিটিতে সাহাবা Ê -গণ নিশ্চিতভাবে একমত্। যখন তারা তাওবাহ্‌ করলো, এরপর তাদেরকে পাপী হিসেবে চাবুকাঘাত করা হয়েছিল, মদ পান করার জন্য।

---

[২৫১] এটা হল প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিটির নাম উল্লেখ করে তাকফীর করা, যেমনঃ অমুক ঐ কুফ্‌র-টি করার কারণে সে কাফির।

[২৫২] ক্বিবলা-এর মানুষ মানে হল সে সকল মানুষ, যারা দু'টি সাক্ষ্য দিয়েছে এবং মাক্কাহ্‌-এর দিকে সলাহ্‌ আদায় করে।

দ্বিতীয় উদাহরণটি দেখুন, যেখানে ব্যক্তিটি তার শাশুড়িকে বিয়ে করেছিল। তাকে হত্যা করা হয়েছিল। যাহোক, যেই ব্যক্তিটি তার শাশুড়িকে বিয়ে করেছিল, রসূল ﷺ সেই ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞেস করেন নি যে, 'তুমি এটা কেন করেছিলে? অথবা তুমি কি মনে কর যে সেটা হালাল ছিল নাকি হারাম ছিল? বরং, এই ব্যক্তিটিকে হত্যা করার জন্য এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে বাইত আল-মাল-এ রাখার জন্য তিনি ﷺ বার্‌রা (রদিঃ)-এর চাচা-কে পাঠিয়েছিলেন। [২৫৩]

এছাড়াও, যে সকল মানুষেরা তাবুকের যুদ্ধে সাহাবাগণ ও হুফ্‌ফায (যারা ক্বুরআন হিফ্‌য করেছিল) Ê -দেরকে উপহাস করছিল, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা তাদেরকে ঈমান আনার পর কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাদেরকে একথা জিজ্ঞেস না করে যে, তারা কিরূপ চিন্তা করেছিল বা তারা এরূপ কেন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, তারা উচ্চস্বরে স্বীকার করেছিল যে, তারা কুফ্‌র করতে চায় নি, কিন্তু আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা তাদেরকে কুফ্‌ফার হিসেবে লেবেল করেছিলেন,

قل أ با لله و آياته و رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذبكم طائفة بأنهم كانوا مجرمون

"বলুনঃ তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌, তার আয়াতসমূহ ও তার রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ (ইস্‌তিহ্‌যাআ) করছিলে? তোমরা এখন ওজর পেশ কোরো না; তোমরা তো কুফ্‌র করেছ নিজেদের ঈমান প্রকাশের পর। তোমাদের মধ্যে কোন দলকে আমি ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেবই, কেননা তারা ছিল অপরাধী।" -সূরা আত্‌-তাওবাহঃ ৬৫-৬৬

সুতরাং, আমরা এখানে এমনসব ভুল/পাপ-এর দিকে তাকাচ্ছি, যেগুলোকে কুফ্‌র বলা হয়, কিন্তু মানুষদেরকে এটা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই যে, তারা কিরূপ চিন্তা করেছিল অথবা তারা কেন এরূপ করেছিল। যদি তারা 'আমল-টি করতে ইচ্ছা করে থাকে, তবে তারা কুফ্‌র-টি করতেই ইচ্ছা পোষণ করেছে, এবং এটির জন্য আর কোন বিকল্প পদ্ধতি নেই। এটা তাদের ক্ষেত্রেও একই, যারা রসূল ﷺ-কে গালি দেয়, ক্বুরআন-এ থুতু নিক্ষেপ করে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালাকে গালি দেয় অথবা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার আইনের বিরুদ্ধে একটি আইন প্রণয়ন করে। এসব 'আমল শুধুমাত্র একটি জিনিসই বুঝায়, আর তা হল যে, ইসলামের আর কোন অবশিষ্ট নেই এবং কুফ্‌র সেই ব্যক্তির অন্তর/ক্বল্‌ব/দিল-এ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, যে ব্যক্তি 'আমল-টি করেছে। এটা ক্বুরআন-এর সে সকল আয়াতসমূহ, যেগুলো এই বিষয়টির ব্যাপারে কথা বলে, সেগুলোর দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। রসূল ﷺ-এর কাজ/'আমালসমূহ এবং তার পরে সাহাবা Ê -গণের 'আমলসমূহ সম্পূর্নরূপে এই বুঝ-এর অনুসারেই হয়েছিল। আরেকটি দলীল, যা আমাদের গবেষণাকে সাহায্য করতে পারে, তা হল 'আলী (রদিঃ)-এর ঘটনাটি,

[২৫৩] আবূ দাঊদ, ইমাম আহ্‌মাদ এবং তিরমিযি দ্বারা বর্ণিত

যেখানে একজন ব্যক্তি বলেছিল যে, কা'ব ইব্‌ন আল-আশরাফ[২৫৪]-কে একটি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছিল, এবং 'আলী (রদিঃ) সেই ব্যক্তিটিকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।[২৫৫]

আমাদের এই আলোচনার সাথে সম্পর্কিত আরেকটি বিষয় হল, কেন শাইতন-কে কাফির বলে ঘোষণা দেওয়া হল? সে তো তার ভুল আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার সামনেই স্বীকার করে নিয়েছিল, এবং সে এটি (নিজের ভুল)-কে তার নিজের জন্য হালাল বলেও ঘোষণা দেয় নি। সে শুধুমাত্র তার কাজটি বিচার দিবস পর্যন্ত বজায় রাখতে চেয়েছিল। আর এটাকে বলা হয়, কুফ্‌র আল-'ইনাদ (একগুঁয়ে/জেদি কুফ্‌র), যার সাথে উক্তির কোন সম্পর্ক নেই, অথবা উক্তির দ্বারা কোন কিছুকে হালাল করার কোন সম্পর্ক নেই। এই কারণে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা শাইতনের 'আমল সম্পর্কে বলেছেন,

أبى و استكبر و كان من الكافرين

"সে অমান্য করলো, এবং অহংকার করলো, তাই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।"-সূরা আল-বাক্বরাহঃ ৩৪

সুতরাং, এই আয়াত থেকে, আমরা জানি যে, শাইতন রিদ্দাহ্ করেছিল, একটি আদেশ প্রাপ্ত হবার পর, সেই আদেশের প্রতি অবাধ্যতা জোরদার রাখার মাধ্যমে। তবুও, আজকে কোন সচেতন সৃষ্টি শাইতনকে মুসলিম বলে ঘোষণা দেয় না এবং তাকে অব্যাহতি দেয় না।

তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্! বিদ'আহ্ নাকি না?

আল-হাকিমিয়্যাহ্ তাওহীদ কি?

তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্ এর কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, তাওহীদের এই বিশেষ অংশটির প্রতি বিপুল পরিমাণের বিরোধীতা গড়ে উঠেছে। এই বিরোধীতা তাদের থেকে আসে, যারা বলে যে, তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্ পরিভাষাটি একটি বিদ'আহ্ (নব উদ্ভাবন) । এই যুক্তিটির ভিত্তি হল যে, তাওহীদের অন্যান্য পরিভাষাসমূহ বহু দিন আগে থেকে উল্লেখকৃত হয়ে আসছে, কিন্তু এই তাওহীদটি আজ নতুন এবং এটি পূর্ববর্তী 'আলিমদের থেকে আসেনি। এভাবে, مص طلح (পরিভাষায় প্রকাশ)-এর ব্যাপারটি, 'তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্' এটা কি একটা বিদ'আহ্ নাকি না? যদি এটা একটা বিদ'আহ্ হয়ে থাকে, তবে কেন? আর যদি এটা একটি বিদ'আহ্ না হয়ে থাকে, তবে কে এরূপ উক্তি করেছে এবং এর অনুসরণ অমান্য করার দলীলসমূহ কি? প্রতিপক্ষ হতে হাকিমিয়্যাহ্-এর প্রতি এরূপ আপত্তিসমূহের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে, এটা এরূপে উত্তর দেওয়া উচিত,

১. প্রকৃত পরিভাষাটি কোত্থেকে এসেছে, মানে কে এটা বলেছিল এবং এটা কিভাবে ইসলামের সাথে জড়িত?

---

[২৫৪] এই লোক ইহূদি গোষ্ঠীর অন্যতম ধর্মীয় নেতা ছিল এবং সে প্রকাশ্য ইসলামের বিরোধীতা করেছিল এবং নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে সে প্রচারাভিযানে সাহায্য করেছিল।

[২৫৫] আল-জামি' উল-আহকাম ফীল-ক্বুরআন, ভলিউমঃ ০৮, পৃষ্ঠাঃ ৮২

২. আমরা কি বুঝাতে চাই, যখন আমরা বলি 'তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্' এবং এর তাৎপর্যসমূহ কি?

৩. দ্বীনের মধ্যে নতুন পরিভাষার সূচনা করার আর উদাহরণ আছে কি?

হাকিমিয়্যাহ্ সরাসরি তাওহীদের সাথে জড়িত

হাকিমিয়্যাহ্-এর পরিভাষাটি, আরোও নির্দিষ্ট করে বলতে হলে, ক্বুরআন হতে এসেছে, যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন,

إن الحكم إلا لله

"আল্লাহ্ ছাড়া কারোও বিধান দেওয়ার অধিকার/কর্তৃত্ব নেই।" সূরা ইউসুফঃ ৪০, আল-আন'আমঃ ৫৭

و لا يشرك في حكمه أحداً

"আর তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।"-সূরা আল-কাহ্ফঃ ২৬

و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

"আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী)।"-সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৪

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার নামসমূহ ও গুণাবলি থেকেই এই বিষয়টি এসেছে, যেমনঃ আল-হাকাম, আল-'আদ্ল, আল-মুতাকাব্বির এবং আল-মালিক। তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্-কে অস্বীকার করা হল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার নামসমূহ ও গুণাবলিকে ইলহাদ[২৫৬] করা। এটা খুবই বিপজ্জনক এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون

"আর আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ; অতএব তোমরা তাকে সেসব ধরেই ডাকো। আর তাদের বর্জন করে চল, যারা তার নামসমূহ ইলহাদ (বিকৃত) করে। অচিরেই তাদেরকে দেওয়া হবে তাদের কৃতকর্মের ফল।"-সূরা আল-আ'রফঃ ১৮০

ইব্‌ন 'আব্বাস (রদিঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, ***'তারা শির্‌ক করেছিল।'*** কতক একথা বলে যুক্তি দেখায় যে, ***"আমরা আল-হাকাম নামটিতে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমরা হাকিমিয়্যাহ্-এ বিশ্বাস করি না,"*** যা আজ কতক মানুষ বলছে। কিন্তু এই যুক্তিটি সেরূপই, যেরূপ হল একথা বলা যে, ***"আমরা আল্লাহ্-তে বিশ্বাস***

---

[২৫৬] এটা হয় যখন কেউ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার কোন একটি নামের অর্থকে অস্বীকার করে। প্রসঙ্গ ব্যক্তি শুধুমাত্র নামটিকে অস্বীকার করতে পারে অথবা নাম ও শিরোনামা উভয়কেই অস্বীকার করতে পারে। এটা পথভ্রষ্ট দলগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য, যেমনঃ জাহমিয়্যাহ্।

করি, কিন্তু আমরা উলূহিয়্যাহ্-এ বিশ্বাস করি না।" এটা গ্রহণযোগ্য নয়, যেহেতু তোমার নামটিতে বিশ্বাস করতে হবে, সেই সাথে তার তাৎপর্যেও বিশ্বাস করতে হবে। আর প্রকৃতপক্ষে একটি মূলনীতি হিসেবে তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্-কে অস্বীকার করা, বড় শির্ক ও বড় কুফ্র-এর অতি নিকটবর্তী। এর কারণ হল, যদি এই তাওহীদ বিদ'আহ্ হয়ে থাকে, তবে এর মানে হল শির্ক আল-হাকিমিয়্যাহ্ হালাল/বৈধ। এর দলীল হলঃ

و لا يشرك في حكمه أحداً

"আর তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।"-সূরা আল-কাহ্ফঃ ২৬

এই আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা তার আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা এবং এতে কাউকে শরীক করার ফলে বড় শির্ক-কে সরাসরি সম্পর্কিত করেছেন। তাওহীদের সাথে সম্পর্কিত কোন কিছু কখনোই বিদ'আহ্ হতে পারে না এবং এরূপ কোন কিছুকে কখনোই এই দৃষ্টিতে দেখা উচিত না। যারা তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্ পরিভাষাটি অস্বীকার করেন, তারা অনেক সংকীর্ণ মনের অধিকারী, কারণ তারা এটা উপলব্ধি করেন না যে, উলূহিয়্যাহ্ হল একটি মূলনীতিকে বুঝার সুবিধার্থে একটি পরিভাষা, ঠিক যেমন হাকিমিয়্যাহ্ একটি পরিভাষা।

'হাকিমিয়্যাহ্' পরিভাষাটির দ্বারা আমরা কি বুঝাতে চাই?

যখন আমরা একটি পরিভাষা বলি, তখন অবশ্যই আমাদের তার জন্য একটি অর্থ থাকতে হবে। আর যখন ব্যাখ্যা করতে বলা হয়, এটা একটা ইসলামিক দায়িত্ব যে, যে পরিভাষাটি আমরা ব্যবহার করছি, তার একটি ব্যাখ্যা দেওয়া। কারণ যদি এরূপ পরিভাষা ব্যবহার করার কোন অধিকার আমাদের না থেকে থাকে, তবে আমাদের এর ব্যবহার ভিত্তিহীন। যখন আমরা হাকিমিয়্যাহ্ পরিভাষাটি বলি, আমরা এর দ্বারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার সেই হাক্ব-এর সংরক্ষণ বুঝিয়ে থাকি, যা তিনি তার শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে আমানাত স্বরূপ দান করেছেন। সেই হাক্ব/অধিকার-টি হল আইনপ্রণয়ন, বিচার করা এবং বিচার কার্যকর করার হাক্ব/অধিকার, যা নিম্নোক্ত দালীলের উপর ভিত্তি করে,

شرع لكم من الدين

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন প্রণয়ন/নির্ধারণ করেছেন"-সূরা আশ্-শূরাঃ ১৩

أم لهم شركاؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

"তাদের কি এমন কতক শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক দ্বীনের বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি?-সূরা আশ্-শুরাঃ ২১

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها و لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون

"অতঃপর আমি আপনাকে সম্পূর্ন আদেশ থেকে একটি শারী'য়াহ-এর উপর প্রতির্ষ্ঠিত করেছি, অতএব আপনি এর অনুসরণ করুন এবং মুর্খদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।"-সূরা আল-জাসিয়াহঃ ১৮

লক্ষ্য করুন যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা এখানে প্রকৃতপক্ষে, 'শারী'য়াহ' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। এভাবে একদম শুরু থেকেই আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা, তিনি এবং শারী'য়াহ-এর মাঝে সংশ্লিষ্টতা দেখিয়েছেন, যা হল স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার শৃঙ্খল/শিকল, হাকিমিয়্যাহ্ এরই প্রতীক। শতাধিক আয়াত রয়েছে যেগুলোতে উল্লেখ করা আছে যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার হুকম (প্রণীতআইন)-ই একমাত্র হুক্‌ম এবং আর কোন হুক্‌ম গ্রহণযোগ্য নয়। **হাকিমিয়্যাহ্** পরিভাষাটির বুঝ-এ আরোও আলো প্রদানের উদ্দেশ্যে, এই পরিভাষাটির মানে হল সেই কর্তৃত্ব সম্পর্কিত সবকিছু, যা বিধি-বিধান নির্ধারণ করে বা আইনপ্রণয়ন করে। এটি আল্লাহ্‌র একটি নাম **আল-হাকাম**-এ ফুটে উঠে, যা **আল-হাকিম** নামটি হতে পৃথক। **আল-হাকাম** হল সেই কর্তৃত্ব, যা এমন যে কেউ, যাকে আল্লাহ্ শাসন করতে চান, তার জন্য আইনপ্রণয়ন করে, বিধি-বিধান এবং নিয়ম-কানুন তৈরী করে। এ কারণে যখন **আল-হাকিম** তার সীমা অতিক্রম করে এবং আইন তৈরী করার চেষ্টা করে, তখন সে **আল-হাকাম** পর্যন্ত চলে গিয়েছে, এমনকি যদিও সে কোন কিছুই বলে নি, তবুও সে ঐ 'আমল-টি করেছে। আহ্‌ল উস্-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্ এ ব্যাপারে একমত্ যে, এটা বড় শির্‌ক, কারণ এটা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার এরূপ একটি অদ্বিতীয় নামের প্রতি একটি পরিষ্কার চ্যালেঞ্জ।

এ সকল নামসমূহের তাৎপর্য হল যে, আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে এ সকল শিরোনামা বা কর্তৃত্বের মাঝে অংশ স্থাপন করতে দেই না। তাই এটা তাওহীদ আল-উলূহিয়্যাহ্-এর একটি প্রতিচ্ছবি, যা বলে যে, তিনি আল্লাহ্। তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত-এর সাথে এটির প্রতিচ্ছবিকে সম্পর্কিত করলে, তিনি **আল-হাকীম**, তাই আমরা তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্ পরিভাষাটি বলি। আর তিনি **আল-'আদ্‌ল**, তাই আমরা তাওহীদ আল-'আদলিয়্যাহ্ (সবচাইতে ন্যায়পরায়ণতায়-একত্ব) পরিভাষাটি বলি। তিনি সুবহানাহু তা'য়ালা **আল-মালিক**, তাই আমরা বলতে পারি তাওহীদ আল-মুলকিয়্যাহ্ (শাসিত রাজত্ব/কর্তৃত্ব-এ একত্ব), এটা শুধুমাত্র এই তাওহীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনের স্বার্থে। একইভাবে, তাওহীদ আল-উলূহিয়্যাহ্ (ইলাহ্ হবার ক্ষেত্রে একত্ব)-কে অনেক সময় তাওহীদ আল-'ইবাদাহ্ ('ইবাদাহ-এর ক্ষেত্রে একত্ব) বলা হয়, আবার অনেক সময় ইলাহিয়্যাহ্ (ইলাহ্ হবার ব্যাপারে একত্ব) এবং অপর কিছু জায়গায় 'উবূদিয়্যাহ্ (কারোও তার সৃষ্টির থেকে দাসত্ব পাবার যোগ্য/উপযুক্ত হবার ক্ষেত্রে একত্ব) ।

নতুন পরিভাষার সূচনা করার উদাহরণ

দ্বীনের মাঝে অনেক নতুন পরিভাষার সূচনা করা হয়েছে, এর সংরক্ষণের তাগিদে। এগুলোর সূচনার শুরু থেকে এ সকল পরিভাষাসমূহ মুসলিমদের দ্বারা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল, এই পরিভাষাগুলো যে মূলনীতিসমূহের উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে, তার বুঝার সুবিধার্থে। যাহোক, ইসলামের 'আলিমগণ এ সকল পরিভাষার ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে আগ্রহী নন, বরং তারা এগুলোর তাৎপর্য ও তার প্রয়োগের ব্যাপারেই আগ্রহী। এমন যে কোন পরিভাষা ও ভুলধারণা, যা শারী'য়াহ-এ বিভ্রান্তি ডেকে আনতে পারে, তারা তা থেকে দূরে থাকার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেন।

এই কারণেই তাদের কাছে গুরুত্বের বিষয় হল পরিভাষাটি বা পরিভাষাগুলোর তাৎপর্য ও তার প্রয়োগ, স্বয়ং পরিভাষাটিই নয়। কেউ কেউ ক্বুরআন ও সুন্নাহ্-এ উল্লেখকৃত একটি বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক ধারণাকে একটি শব্দসমষ্টির মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নতুন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যেন তা খুব সহজেই স্মৃতিতে গেথে

যায়। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকেই এরকম কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেন, যেন সেগুলো ক্বুরআন-এ পাওয়া গিয়েছে, আসলে তা নয়। শাসকগোষ্ঠীর 'আলিমগণ এমন পরিভাষা ব্যবহার করেন যা শাসকদেরকে সন্তুষ্ট করে এবং এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন যা শাসকদের অহংকারবোধকে প্রশমিত করে। এছাড়াও ইসলামে কিছু ন্যায়সঙ্গত পরিভাষার প্রচলন রয়েছে, যেগুলো একই শাসকগোষ্ঠীর 'আলিমগণ ব্যবহার করে অন্যান্য মুসলিমদেরকে আক্রমণ করছেন, তাদের (শাসকগোষ্ঠীর 'আলিমদের) শাসনব্যবস্থার প্রতি ভালবাসার কারণে। এরকম একটি পরিভাষা হল 'আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌ ওয়াল-জামা'আহ্‌'। মানুষ এই পরিভাষাটি ব্যবহার করে, মানুষকে ইসলামের বহির্ভূত করার জন্য, একথা উপলব্ধি না করে যে, এটা ক্বুরআন-এর কোন পরিভাষা নয়, আর না এটা সুন্নাহ্‌-এ পরিষ্কারভাবে রয়েছে। উৎসের দিক থেকে হাকিমিয়্যাহ্‌ ক্বুরআন-এর আরোও অনেক বেশী নিকটবর্তী, আর তারপরেও মানুষ এটাকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং 'আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌ ওয়াল-জামা'আহ্‌' পরিভাষাটিকে আঁকড়ে ধরেছে।

এর মানে এই নয় যে, আমরা পরিভাষাটিকে প্রত্যাখ্যান করছি, কিন্তু আমরা চাই যেন মানুষ সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করে, যখন তারা নতুন কোন পরিভাষার সূচনা করে বা প্রত্যাখ্যান করে, যদি তারা দালীলের মানুষ হয়ে থাকেন। 'আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌ ওয়াল-জামা'আহ্‌' পরিভাষাটি 'আলিমদের দ্বারা প্রচলিত হয়েছিল যেন রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ্‌-এর সংরক্ষণ হয়, ঠিক যেমন হাকিমিয়্যাহ্‌ পরিভাষাটির সূচনা করা হয়েছিল যেন ক্বুরআন ও সুন্নাহ্‌-এর বাণীসমূহকে পরিবর্তন বা কর্তৃত্ব থেকে অপসারণ হতে রক্ষা করা যায়। আরেকটি বিখ্যাত পরিভাষা, যা এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যেন তা ক্বুরআন-এর একটি পরিভাষা, তা হল ''আক্বীদাহ্‌' (বিশ্বাস) । বিস্ময়করভাবে, প্রত্যেকেই ''আক্বীদাহ্‌' পরিভাষাটিকে নিজের সংজ্ঞার জন্য ব্যবহার করেন। যদি এটা একটি নিরাপদ শব্দই হয়ে থাকতো, তবে এটা ক্বুরআন, সুন্নাহ্‌ অথবা প্রথম তিন প্রজন্মের কিতাবাদিতে থাকতো, যাতে আমরা তার অনুসরণ করি।

এই পরিভাষাটি জাল হাদীসেও পাওয়া যায় না, এরপরেও এটা এই উম্মাহ্‌-এর দ্বারা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শাসকগোষ্ঠীর 'আলিমগণ , যারা এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন, তারা এর দ্বারা 'আমল (ঈমান) সরিয়ে দিতে চান, এবং তারা থিওরী (তত্ত্ব)-এর দিকে মনযোগ দেন এবং উপভোগ করেন। তারা যুক্তি দেখান যে, শারী'য়াহ পরিবর্তন করার জন্য শাসককে কাফির বলা যাবে না, কিন্তু প্রথমে তোমার তাকে প্রশ্ন করতে হবে যেন তার অন্তরে কি আছে, তা জানা যায়। যাহোক, যেহেতু 'আক্বীদাহ্‌ হল থিওরী (তত্ত্ব) এবং এটা শুধুমাত্র একটি অন্তর-এর ব্যাপার, এটা যাচাই করা কখনোই সম্ভব নয়। এই ধরনের সংজ্ঞা ও বুঝ মানুষকে শাসকের ঈমানের দিকে তাকানো থেকে বিরত রাখে, যা 'আমল এর উপর ভিত্তি করে হয়। এই ভাবে তারা শাসককে রক্ষা করে, শাসকের ''আক্বীদাহ্‌'-এর বিশুদ্ধতার উপর জোর প্রয়োগ করার মাধ্যমে।

''আক্বীদাহ্‌' পরিভাষাটির তুলনায় তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্‌-এর অনেক প্রমাণ ক্বুরআন ও সুন্নাহ্‌-এ রয়েছে, আর আরোও খোলাখুলিভাবে বললে বলতে হয় যে, এই দু'টি পরিভাষার মাঝে তুলনাও চলে না। 'হাকিমিয়্যাহ্‌' শাসকদের খারাবী ও তাদের শির্‌ক-কে অনাবৃত করে দেয়, কিন্তু ''আক্বীদাহ্‌' শব্দটি তাদের শির্‌ক-কে লুকানো-এর জন্য ব্যবহার করা হয়। মুসলিমদের এই ধরনের ধূর্ত কৌশল থেকে সাবধান থাকা উচিত। বিভিন্ন ধরনের পরিভাষার ব্যবহার আরোও জটিল রূপ ধারণ করে, যখন আপনি বলেন আল 'আক্বীদাত উত্‌-তাহায়িয়্যাহ্‌, আল 'আক্বীদাত

উল-হামায়িয়্যাহ্ [২৫৭] এবং এরূপ অনেক কিছু, কারণ এটা 'ঈমান' শব্দটি থেকে বিচ্যুত করে দেয়, যা ক্বুরআন-এ রয়েছে।

তাই এটা একটি অচেনা শব্দে পরিণত হয়, যাতে কিছু আঞ্চলিক শ্রেণীর ঈমান বিদ্যমান, তারপরেও মানুষ অপর মানুষকে বিপথগামী বলে, যদি সে মানুষেরা এই পরিভাষাটিতে বিশ্বাস না করে এবং তারা তার ব্যবহার না করে। যখন মানুষের সকল শারী'য়াহ অক্ষত/অপরিবর্তিত থাকে, তখন 'আলিমদের তাদের 'আক্বীদাহ্-এর কিতাবাদিতে 'হাকিমিয়্যাহ' বিষয়টির উপর জোর গুরুত্বারোপ করতে হবে না, কিন্তু 'আলিমগণ শুধুমাত্র তাদের সময়কার বিদ'আহ্ সম্পর্কেই লিখেন, যেমনঃ 'হামায়িয়্যাহ'[২৫৮] ইত্যাদি। আমাদের সময়টি এখন ভিন্ন, কারণ আমরা আজ শারী'য়াহ এবং হাকিমিয়্যাহ্-এর বিকৃতির ভুক্তভোগী। যদি এ সকল 'আলিমগণ আজকের সময়ে থাকতেন, তবে তারা তাদের সমস্ত কাজ শারী'য়াহ এবং হাকিমিয়্যাহ্ নিয়েই লিখতেন।

যদিও এটা সে সময়কার বিষয় ছিল না, এরপরেও 'আলিমগণ এই বিষয়টিকে সম্বোধন করেছেন, এবং যুক্তি-ব্যখ্যার মাধ্যমে এর ফলাফল এবং শারী'য়াহ-এর পরিধির বাহিরে চলে যাবার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এটা হল বিশ্বাসমালার মর্মকথা বুঝার সুবিধার্থে ব্যাখ্যার কাজে ব্যবহৃত একটি পরিভাষা। শতাধিক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে হাদীস, ইতিহাস এবং অন্যান্য শিক্ষার বুঝ-এর সুবিধার্থে, যেমনঃ 'উসূল উল-ফিক্বহ', 'উসূল উল-হাদীস', 'আহাদ', 'মাশহুর', 'উলুম উল-ক্বুরআন', 'উলুম উল-হাদীস', 'উসূল উত্-তাফসীর', এবং এরূপ আরোও অনেক। এ সকল মানুষেরা, যারা এই পরিভাষার সূচনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন, তাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত সে সকল পরিভাষা সম্পর্কে, যেগুলোর দ্বারা তারা উম্মাহ্-কে বিভক্ত করছেন, যেমনঃ ''আক্বীদাহ্', 'আহ্ল উস্-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্'।

যারা তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্ অস্বীকার করার দুঃসাহস করেন, তারা এমনকি সে বাস্তবতার কথা চিন্তাই করেন নি যে, ফলশ্রুতিতে তাদের তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত (সকল নামসমূহ ও গুণাবলিতে একত্ব)-কে অস্বীকার করতে হবে, যা একটি প্রায়োগিক পরিভাষা হিসেবে 'হাকিমিয়্যাহ' অপেক্ষা নতুন। যখন শাইখ উল-ইসলাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ رحمه الله বের করে নিলেন এবং 'তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত' শিরোনামা দিলেন, অনেক 'আলিম তার সাথে দ্বিমত্পোষণ করলেন এবং তাওহীদের আরেকটি প্রায়োগিক পরিভাষা তৈরীর জন্য তাকে খন্ডন করতে

---

[২৫৭] আবারও, এগুলো কিছু নতুন ব্যবহারকৃত পরিভাষা, যা ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্ম-এর কাছে অপরিচিত। কিন্তু, উম্মাহ্ এবং 'আলিমগণ, যারা ইসলামকে বুঝেন, তারা ছোট কয়েকটি শব্দ বা শব্দাবলি দ্বারা বড় ধরনের বুঝকে মনে রাখা ও বুঝার জন্য এগুলো ব্যবহার করেছেন। এ কারণে আমরা সহজেই 'আক্বীদাহ্ পরিভাষাটি মেনে নেই। তবে কি আমাদের 'হাকিমিয়্যাহ' পরিভাষাটি মেনে নেওয়া উচিত নয়? যা উৎসের দিক থেকে অধিকতর প্রাচীন এবং ক্বুর'আন-এর সাথে আরোও বেশী জড়িত।

[২৫৮] এই কাজটি প্রকৃতপক্ষে ইমাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ رحمه الله-এর করা, যার শিরোনাম 'আক্বীদাত উল-হামায়িয়্যাহ (হামা'-এর লোকদের বিশ্বাস) যা হামা'-এ বসবাসকারী মানুষদের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল, যারা ছিল আশ'আরী আক্বীদাহ থেকে। এই মানুষেরা ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ رحمه الله-কে একটি লিখিত চিঠিতে জবাব চেয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিল। ইব্ন তাইমিয়্যা رحمه الله উত্তর দিয়েছিলেন এবং দুহ্র ও 'আস্র-এর মাঝে তার বিখ্যাত উত্তর লিখেছিলেন। এখন পর্যন্ত এটি সংক্ষিপ্ত ও সহজেই পড়া যায় এমন একটি বই, যা সে সময়ের লোকদের বিদ'আহ্-কে খন্ডন করে।

উদ্যত হলেন।[২৫৯] কিন্তু, কোন কিছু নিছক নতুন বলে দৃশ্যমান হওয়ার কারণে, অথবা যাকে বলা হয়েছে, তার কানে নতুন শোনায় বলে, তার মানে এই নয় যে, এর কোন দালীলের ভিত্তি নেই। আরোও নির্দিষ্ট করে বলতে হলে, যারা আল-আসমা ওয়াস-সিফাত' অস্বীকার করছিল, তাদের মধ্যে কতক ছিল আশা'ইরা এবং মু'তাযিলা[২৬০], যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালাকে তার নামসমূহ ও গুণানলির ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় সত্বা হিসেবে অধিকার দিতে চাইত না। এই রোগটি বর্তমানে চালিত হচ্ছে 'হাকিমিয়্যাহ্' পরিভাষাটি অস্বীকার করার মাধ্যমে, যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালাকে তার আইনপ্রণেতা হিসেবে অদ্বিতীয় সত্বার অধিকার দিতে চায় না।

একইভাবে, 'তাওহীদ উর্-রুবূবিয়্যাহ্' (রব হওয়ার ক্ষেত্রে একত্ব), 'তাওহীদ আল-উলূহিয়্যাহ্' (ইলাহ্ হবার ক্ষেত্রে একত্ব), 'তাওহীদ আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' (এক আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসা ও ঘৃণা করা), এসবগুলোই নতুন পরিভাষা, তবুও কেউ-ই এই পরিভাষাগুলোর মূলনীতিসমূহ অস্বীকার করে না, যেহেতু এটা হবে ধ্বংসাত্মক। এটা এ কারণেও যে, এটা বর্তমানের বিদ'আহ্ নয়। যখন উলূহিয়্যাহ্ বিতর্কের বিষয় ছিল, তখন এরূপ অনেকেই ছিল যারা এর ফল ও তাৎপর্য অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছিল। এখন সকলে আজ একত্রিত হয়েছে এবং হাকিমিয়্যাহ্ প্রচন্ড আক্রমণের মুখোমুখি, যদিও এটা হল আজকের তাওহীদের যুদ্ধ।

যারা হাকিমিয়্যাহ্ অস্বীকার করে, তারা এটা এ কথার আড়ালে করে যে, তারা দ্বীনকে বিদ'আহ্ থেকে রক্ষা করছে। কিন্তু, ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ رحمه الله-এর তাওহীদ 'আল-আসমা ওয়াস-সিফাত'-কে বের করে আনার বিদ'আহ্-এর কি হবে? কে এটা প্রথম তিনি প্রজন্মের মধ্যে করেছেন? কেউ না। কিন্তু, আজ আমরা সকলকে দেখতে পাই যে, তারা এটা ব্যবহার করছেন এবং এর দলীলসমূহ থেকে উপকৃত হচ্ছেন, যা এর বৈধতা প্রমাণ করে।

যারা হাকিমিয়্যাহ্ অস্বীকার করে, তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার দ্বীন-কে বাস্তবে সম্পাদিত অবস্থায় আসা বন্ধ করতে চায়। যারা ক্বিস্ত (ন্যায়পরায়ণতা/ন্যায়বিচার) বন্ধ করতে চায়, তারাই প্রকৃতপক্ষে হাকিমিয়্যাহ্ বন্ধ করতে চায়। যারা হাকিমিয়্যাহ্-এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান, তারা তাদের মাথা দিয়ে এই আয়াতের সাথে প্রচন্ড ধাক্কা খাচ্ছে, কারণ এটাই সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাওহীদ, যা সকল ধরনের তাওহীদের সমন্বয়ে শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করে।

شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة و أولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم

[২৫৯] ইব্ন তাইমিয়্যাহ্-এর সাথে এই বিষয়ে বিতর্কের ব্যাপারে আরোও তথ্য জানার জন্য দয়া করে দেখুন, মাজমু'আ ফাতাওয়া-এর 'রুবূবিয়্যাহ্', 'উলূহিয়্যাহ্' ও 'আল-আসমা ওয়াস-সিফাত' শীর্ষক ভলিউমসমূহ। ভলিউমঃ ১, ২ ও ৩।

[২৬০] এই দু'টি দল আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার সিফাতসমূহের ক্ষেত্রে অদ্ভূত সকল ব্যাখ্যা দিয়ে হয় অস্বীকার করেছে অথবা এমন ব্যাখ্যা করেছে যা কখনো শোনা যায়নি। এটা হয় গ্রীক ও পার্শ্ববর্তী কিছু জায়গার কাজ 'আরবী ভাষায় অনুবাদকৃত হওয়ার পর কতক মানুষ যখন তাদের যুক্তিকে চূড়ান্ত মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলো তখন।

"আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই কোন ইলাহ নেই তিনি ব্যতীত, এবং আরোও দেয় ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানবানগণ, সর্বদা প্রতিষ্ঠিত (ক্বইমান) ন্যায়পরায়ণতায় (ক্বিস্ত)। কোন ইলাহ নেই তিনি ব্যতীত, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।" -সূরা আলি-ইম্রনঃ ১৮

ক্বইমান (সর্বদা দৃঢ়ভাবে দন্ডায়মান) শব্দটির অর্থ অবিরত ন্যায়বিচার/ন্যায়পরায়ণতা (ক্বিস্ত) করা, যখন কেউ তা প্রতি সেকেন্ডে করতে থাকে। উম্মাহ্ আজ এই পরিস্থিতিটি প্রত্যক্ষ করছে। মুসলিম জাতিসমূহের অত্যাচারী শাসকেরা মানুষের সলাহ্, সিয়াম, যাকাহ্ অথবা হাজ্জ-এর ব্যাপারে আপত্তি করে না, যেহেতু এটা তাদেরকে খুব একটা ক্ষতি করে না। এটা কুফ্ফার শাসকদেরকেও উদ্বিগ্ন করে না, যদি আমরা এই 'আমলগুলো নিকারাগুয়া, কলম্বিয়া, মিশর অথবা এই ধরনের অন্য কোন জায়গায় করি। এর কারণ হল, তারা (কুফ্ফার) বিশ্বাসের দিক থেকে আমাদের অত্যাচারী শাসকদের মতই। তারা শুধুমাত্র তখনই কষ্ট পায়, যখন ঈমানদারগণ শাসকের নিয়ন্ত্রণ বা ক্ষমতায় থাকে। যদি এরূপ কিছু ঘটে থাকে, তখন এসব শাসকেরা তাদের শান্তিপূর্ণ আচার-আচরণ ভুলে যান এবং তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। মুসলিমদের অবশ্যই এর উপর জয়লাভ করার শক্তি থাকতে হবে, যেন তারাই কর্মপদ্ধতির নির্দেশ দেয়, এ সকল দূর্নীতিগ্রস্ত শক্তিসমূহ নয়।

অতএব, একটি নিছক শিরোনামা বা নাম-এর সূচনা করা এবং ইসলামকে সুরক্ষিত করার জন্য এর নীচে কাজ করা- বিদ'আহ্ নয়। বরং, প্রকৃত বিদ'আহ্ হল শারী'য়াহ-কে সুরক্ষিত না করা এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করা, যখন কুফ্ফার-রা তাদের কোর্টসমূহে ইচ্ছামত আইন তৈরী করছে, মুসলিমদেরকে ব্যাপকহারে ধ্বংস করার জন্য এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করার জন্য, অপরদিকে কতক তাদের বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছে। এটা সে সকল 'আলিমদের থেকে একটা চালাকি, যারা এ সকল রাজাদের সাহায্য করে এবং তাদের পেট শির্ক আল-হাকিমিয়্যাহ্ দ্বারা ভর্তি করে। তাদের কে হাকিমিয়্যাহ্-এর সংরক্ষনের ব্যাপারে কি করে বিশ্বাস করা যায়, যখন তারা একে বিক্রয় করে দিয়েছেন? কিভাবে তাদের থেকে এটিকে সমর্থনের আশা করা যায়, যখন তাদেরকে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বেতন দেওয়া হয়? তাদেরকে এর ব্যাপারে কি করে জিজ্ঞেস করা যায়, যখন তাদের কাছে সত্য এসেছে এবং তারা এটা অপছন্দ করেছে? যদি তারা সত্যিই মুসলিম এবং ইসলামের প্রতি সচেতন হত, তবে তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার হাকিমিয়্যাহ্-এর প্রতিরক্ষা করতো, অন্য কেউ করার আগেই। কিন্তু, দেখুন আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা এ সকল শাইতন দানবদের সম্পর্কে কি বলেছেন,

لقد ابتغوا الفتنة من قبل و قلبوا لك الأمور حتى جاء الحق و ظهر أمر الله و هم كارهون

"আর তারা তো পূর্বেও গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল এবং আপনার কার্যকলাপ উলট-পালট করতে চেয়েছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সত্য এসে পড়লো এবং আল্লাহ্র আদেশ বিজয়ী হল, যদিও তারা অপছন্দ করছিল।"-সূরা আত্-তাওবাহঃ ৪৮

এগুলোই মুনাফিক্কদের বর্ণনা, কিন্তু যখন সত্য বেড়িয়ে আসে, তারা তা খুবই অপছন্দ করে। এর তাৎপর্য হল তাওহীদের শত্রদেরকে অনাবৃত করে দেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মানুষদেরকে উৎসাহ দেওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ন দ্বীন ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে।

যারা হাকিমিয়্যাহ্-এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তাদের প্রতি একটি জবাব, যারা বলে যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আইন ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে শাসন করা ছোট কুফ্র

একটি হাস্যকর কুপ্রথা যা আজকে দেখা যাচ্ছে, তা হল ইব্ন 'আব্বাস (রদিঃ)-এর উক্তি 'কুফ্র দুনা কুফ্র'। এই উক্তিটিকে আজ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এর অপব্যবহার করা হচ্ছে একটি ব্রাশের ন্যায়, যা অত্যাচারী শাসকদের দাঁতকে পালিশ করে, যাদের পঁচা দাঁতের মাঝে এখনও আঁটকে আছে এই উম্মাহ্-এর রক্তাক্ত গোশ্ত। কিন্তু, আমরা এই উক্তিটির সারসংক্ষেপের দিকে তাকাবো এবং দেখাবো যে, এটা একটা বিশেষ সময়ে এবং বিশেষ যুগে করা হয়েছিল, আর তাই এটা আজকের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যাবে না।

যে যুগে এই উক্তিটি করা হয়েছিল তা হল, যখন মু'আয়িয়া (রদিঃ) এবং 'আলী ইব্ন আবী তলিব (রদিঃ), মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুই সাহাবা-এর মাঝে একটি বিরোধ আবির্ভূত হয়, এবং 'আলী (রদিঃ)-এর শিবির থেকে ভিন্নমতাবলম্বীরা আবূ মুসা আল আশ'আরী (রদিঃ), যিনি 'আলী (রদিঃ)-এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী এবং 'আম্র ইব্ন উল 'আস (রদিঃ), যিনি মু'আয়িয়া (রদিঃ)-এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী, উভয়কেই কুফ্ফার হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করেছিল। ভিন্নমতাবলম্বীরা যে দলীলটি দেখিয়েছিল তা হল, সূরা আল-মা'ইদাহ্, আয়াত ৪৪, যেখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون

"আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী)।"- সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৪

এটির কারণে উপরোল্লিখিত দুই সাহাবা (রদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-কে কুফ্ফার হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছিল, কারণ খাওয়ারিজরা বিশ্বাস করেছিল যে, এ দুই মধ্যস্থতাকারী মু'আয়িয়া (রদিঃ) এবং 'আলী ইব্ন আবী তলিব (রদিঃ)-এর মধ্যকার বিরোধের মীমাংশার ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে বিচার করেছিল, আর তাই তারা উভয়েই কুফ্ফার ছিল। এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যার জবাব দিতে গিয়ে এবং আবূ মুসা (রদিঃ) ও 'আম্র ইব্ন উল 'আস (রদিঃ)-এর প্রতিরক্ষার জন্য ইব্ন 'আব্বাস (রদিঃ) বলেছিলেন যে, যা ঘটেছিল তা ছিল কুফ্র দুনা কুফ্র।[২৬১]

---

[২৬১] একটি ছোট কুফ্র, যা সেই পাপকারী ব্যক্তিকে কাফিরে পরিণত করে না।

তিনি পরবর্তীতে এটি বিস্তারিত বুঝিয়েছেন যে, উল্লিখিত সদস্যরা প্রকৃতপক্ষে মুসলিমই ছিল এবং যে, খাওয়ারিজদের ঐ আয়াত সম্পর্কে বুঝটি ভুল ছিল। ইব্‌ন 'আব্বাস (রদিঃ) এটা জানতেন না যে, তার এই সরল উক্তিটিকে পরবর্তীতে আমাদের যুগের শাইতন শাসকেরা এবং তাদের সমর্থকেরা সে সকল মানুষকে বাঁধা দেওয়ার কাজে একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করবে, যারা শাইতনের সমর্থকদের অপসারণের মাধ্যমে এবং তাদের সিংহাসন অনির্দিষ্টভাবে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার মাধ্যমে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। প্রকৃতপক্ষে এই উক্তিটিকে এত বিস্তারিত ও প্রতারণামূলকভাবে দূর্নীতির কাজে ব্যয় করা হয়েছে যে, বেশীরভাগ মানুষেরাই ইব্‌ন 'আব্বাস (রদিঃ)-এর অপর উক্তিসমূহ ভুলে গিয়েছে,

حدثنا عن حسن ابن أبي الربيع الجرجاني قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون قال : **كفى به كفره**

হাসান ইব্‌ন আবি আর-রবি'আ আল-জুরজানি رحمه الله [২৬২] থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'আমরা 'আব্দুর্‌ রায্‌যাক رحمه الله [২৬৩] থেকে, তিনি মা'মার رحمه الله [২৬৪] থেকে, তিনি ইব্‌ন তাউস رحمه الله [২৬৫] থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে শুনেছেন, যিনি বলেছেন, 'ইব্‌ন 'আব্বাস (রদিঃ) আল্লাহ্‌র এই উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন,

"আর যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী)।"- সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৪

*তিনি [ইব্‌ন 'আব্বাস (রদিঃ)] বলেছেন, **"এটা যথেষ্ট কুফ্‌র।"**[২৬৬]*

যখন ইব্‌ন 'আব্বাস (রদিঃ) এই উক্তিটি করলেন যে, 'এটা যথেষ্ট কুফ্‌র', তখন এটাকে ছোট কুফ্‌র অর্থে বলা যায় না। যখন তিনি বলেছেন যথেষ্ট, তখন এটাকে শুধুমাত্র বড় কুফ্‌র হিসেবেই নেওয়া যায়। এটা এত গুরুত্বপূর্ণ হবার কারণ ক্বুরআন-এর তাফসীর-এর বিধির মাঝে নিহিত। এটা ৬ টি পয়েন্টে সজ্জিত, যা নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে,

১. আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌ ওয়াল-জামা'আহ্‌, সকল মাজহাব এবং ফুক্বাহা-এর ঐকমত্য (ইজমা') রয়েছে যে, একজন সাহাবী অথবা কিছু সাহাবার কথা ক্বুরআন-এর একটি সাধারণ আয়াতকে কাটার জন্য যথেষ্ট নয়। এই বিধিটিকে

---

[২৬২] তার নাম ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন জা'জ رحمه الله। তিনিও বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। আবী হাতিম رحمه الله তার ব্যাপারে বলেছেন, তিনি বিশ্বস্ত এবং তিনি আমার শাইখদের মধ্যে অন্যতম। ইব্‌ন হিব্বান رحمه الله তার (ইয়াহ্‌ইয়া) উল্লেখ করেছেন বিশ্বস্ত মানুষদের সাথে। ইব্‌ন হাজার رحمه الله-ও তাদের মধ্যে তার উল্লেখ করেছেন যারা বিশ্বস্ত। বর্ণনার বাকি অংশ সম্পূর্ন বিশ্বস্ত এবং সর্বোচ্চ গুণাবলির অধিকারী।

[২৬৩] 'আব্দুর্‌ রায্‌যাক رحمه الله একজন বিশ্বস্ত ইমাম।

[২৬৪] সকল 'আলিমগণ তাকে বিশ্বাস করেন।

[২৬৫] তিনি এবং তার পিতা উভয়েই বিশ্বস্ত, এবং তার পিতা তাউস, ইব্‌ন 'আব্বাস Ê -এর একজন ছাত্র।

[২৬৬] আখবার উল-ক্বুদাআ'-ইমাম ওয়াকি'আ, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ৪০-৪৫

বলা হয় لا يصلح مخصصا للقرآن (**লা ইয়াসলুহ্ মুখাসিসা লিল-ক্বুরআন**), **যার মানে হল, একটি আয়াত যা ক্বুরআন-এ সাধারণ, তা একজন সাহাবীর দ্বারা নির্দিষ্ট করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি ইজমা', ক্বুরআন থেকে একটি বিরোধী আয়াত, একটি হাদীস অথবা অপর কোন দলীল থাকে।**

এই বিধিটির মানে এই নয় যে, ইব্ন 'আব্বাস (রদিঃ)-এর বিধি, কুফ্র দুনা কুফ্র, সেই বিষয়টির ব্যাপারে এবং সে সময়কার ফাত্ওয়াটির ব্যাপারে ভুল ছিল। না, বিষয়টি মোটেও এরূপ নয়। কিন্তু, এর মানে হল তিনি এবং সাহাবা Ê এই ফাত্ওয়াটি বুঝেছিলেন সেই সময়কার বাস্তবতা অনুসারে, যা ক্বুরআন ও সুন্নাহ্-এর বিরোধী নয়।

২. ক্বুরআন-এর সংরক্ষণের জন্য আমাদের উচিত হবে আহ্ল উস্-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্-এর তাফসীর সম্বন্ধীয় কর্মসূচির অনুসরণ করা। বিধিটি হল, ক্বুরআন-এর আয়াতের ব্যাখ্যা অবশ্যই এর বাহ্যিক অর্থ থেকে করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এমন দলীল পাওয়া যায় যে, আমরা অবাহ্যিক অর্থও ব্যবহার করতে পারবো। এটা খুবই বিরল ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাফসীরের 'আলিমগণ বলেছেন, "*যদি এই বিধিটি সংরক্ষণ করা না হয়, তবে ক্বুরআন-এর অর্থ তার বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে এবং আহ্ল উস্-সুন্নাহ্ যে ব্যাপারে একমত্ তার চাইতে সম্পূর্ন ভিন্ন কিছু উপস্থাপনের মাধ্যমে বিদ'আহ্-এর দরজা অনেক প্রশ্বস্তআকারে বাতিন*[২৬৭]*-এর মানুষদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়।*"

এটা বুঝাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে, ক্বুরআন-এর শব্দাবলি বা আয়াতের বাহ্যিক অর্থ নিয়ে আমাদের খেলা উচিত নয়। যদি অপর কোন অর্থ থেকে থাকে, তবে এটি প্রমাণের জন্য স্বতন্ত্র দলীল থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, ইব্ন 'আব্বাস (রদিঃ) বুঝেছিলেন যে, সূরাত উল-মা'ইদাহ্-এর ৪৪ নং আয়াতটি কুফ্র-এর ধরন-কে বুঝাচ্ছে, যা তিনি একটি কুফ্র বলেছেন, কিন্তু তিনি কুফ্র শব্দটিকে পরিবর্তন করেন নি। কিন্তু, তিনি জানতেন যে, নবী ﷺ থেকে আরোও হাদীস রয়েছে, যাতে বর্ণিত আছেঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

"*তিন প্রকারের ক্বদি (বিচারক) রয়েছে, এর মাঝে দুই প্রকার জাহান্নামে রয়েছে এবং এক প্রকার রয়েছে জান্নাতেঃ এক ব্যক্তি যে হাক্ব ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে বিচার করেছে এবং সে তা জানে, তবে সে আগুনে রয়েছে। অপরটি হল সেই ব্যক্তি, যে অজ্ঞতাবশঃত বিচার করেছে এবং সে আগুনে রয়েছে। আর তৃতীয়টি হল সেই ব্যক্তি, যে হাক্ব জানতো এবং সে এর দ্বারা বিচার করেছে, তবে সে জান্নাতে রয়েছে।*"

-বর্ণিত হয়েছেঃ বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসা'ই, এবং আল হাকিম-এ, ইব্ন 'উমার (রদিঃ)-এর কর্তৃত্বে।

---

[২৬৭] বাতিনী লোকেরা হল তারা যারা বলে যে, ক্বুর'আন-এর বাহ্যিক অর্থই সব নয়, বরং এখানে একটি আরোও গোপন ও লুকায়িত অর্থ রয়েছে। যারা এরূপ করে, তারা হল সুফিয়্যা, শি'আহ্ এবং বাতিনিয়্যা।

এটা ছিল একটি স্বতন্ত্র দলীল, যা ইব্‌ন ‘আব্বাস (রেদিঃ)-কে ‘আলী (রেদিঃ) ও মু‘আয়িয়া Ê -এর শিবির থেকে অংশগ্রহণকারীদের উপর তাকফীর করা থেকে বিরত রেখেছিল। এর কারণ হল, বিচারকদের হাদীসটি সেই সময়ে খাওয়ারিজদের ব্যবহৃত আয়াতটির অপেক্ষা অধিকতর প্রযোজ্য ছিল। আমরা দেখতে পাই যে, খাওয়ারিজদের বিশেষ কিছু মানুষের বিরুদ্ধে বিরোধ ছিল, অপরদিকে মুজাহিদীনরা তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানব রচিত বিধান দ্বারা শারী‘য়াহ-এর প্রতিস্থাপন করছে।

৩. ইব্‌ন ‘আব্বাস Ê –এর উক্তিটি যারা শারী‘য়াহ-কে প্রতিস্থাপিত করে কাফির–এ পরিণত হয়েছে তাদের ব্যাপারে বলেননি। বরং, এটা প্রকৃতপক্ষে তাদের ব্যাপারে কথা বলেছেন, যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তা দ্বারা বিচারকার্য বা শাসনকার্যে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা হল বড় কুফ্‌র, তবে তা তাদের কুফ্‌র অপেক্ষা ছোট, যারা শারী‘য়াহ-এর যে কোন অংশ পরিবর্তিত করে (তবুও এটি বড় কুফ্‌র) ।

৪. আরেকটি বিষয় হল, ইব্‌ন ‘আব্বাস Ê বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবা Ê থেকে ভিন্নমত্‌ পোষণ করেছেন, উদাহরণস্বরূপ, প্রথমে তিনি নিকাহ্‌ আল- মুত‘আ-কে হারাম বলে মনে করেন নি, বরং, হালাল হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ‘আলী ইব্‌ন আবী তলিব Ê বললেন, *“তুমি একটি হারিয়ে যাওয়া লোক।”* আয্‌-যুবাইর Ê -ও তাকে ধমক দিয়েছিলেন, *“যদি তুমি এটাকে হালাল বলতে থাকো, আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো।”* এছাড়াও ইব্‌ন ‘আব্বাস Ê এরূপ বিধি দিয়েছিলেন যে, রিবা আন-নাসি’আ (নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী সুদ গ্রহণ) হালাল, কিন্তু যুগপৎ রিবা একত্রে হারাম। তিনি একবার আরেকটি বিধি দিয়েছিলেন যে, ঈদ-এ কুরবানী করা ওয়াজিব, যেখানে বেশীর ভাগ সাহাবা Ê বিধি করেছেন যে, এটা মুস্‌তাহাব। তাই, যদি কেউ লক্ষ্য করে, তবে সে দেখবে যে, ইব্‌ন ‘আব্বাস Ê সাহাবা Ê -দের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত্‌ পোষণ করেছেন। কুফ্‌র দুনা কুফ্‌র বিষয়টির অন্ধ অনুসারীরা কেন তার অপর বিষয়গুলোর নির্দিষ্ট বিধিগুলোর অন্ধ অনুসরণ করে না?

৫. পূর্ববর্তী মুফাস্‌সিরীনগণ যেমনঃ ইব্‌ন কাসীর, ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ্‌ এবং ইব্‌ন আল-ক্বয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ্‌ (رحمه الله), আর সেই সাথে তাফসীরের বর্তমান ’আলিমগণ যেমনঃ আহ্‌মাদ শাকির (মৃত্যু ১৯৫৮), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরহীম (মৃত্যু ১৯৬৯), উসামাহ্‌ শাকির এবং মাহ্‌মুদ শাকির (রহিমাহুমুল্লাহ), ইব্‌ন ‘আব্বাস Ê -এর কথা বর্ণনা করেছেন এবং তারা এর প্রসঙ্গ এবং সময়ের বাস্তবতা জানতেন।

তবে তারা কেন তার সাথে এই বিষয়ে ভিন্নমত্‌ পোষণ করলেন এবং কিছু শাসককে শারী‘য়াহ-এর প্রতিস্থাপন করার জন্য কাফির ঘোষণা করলেন? এ সকল ’আলিমগণ ইব্‌ন ‘আব্বাস Ê -এর উক্তিটি ও তার প্রসঙ্গটি না জেনে তার সাথে ভিন্নমত্‌ পোষণ করতেন না। তবে কেন সে সকল ’আলিম গণদের খাওয়ারিজ বলা হয় না, বরং মুজাহিদীন বলা হয়?

ইব্‌ন ‘আব্বাস Ê যখন কিছু সাহাবা Ê -এর সাথে মেষশাবকের কুরবানী নিয়ে ভিন্নমত্‌ পোষণ করলেন, তখন তিনি ক্বুরআন-এর আয়াত এবং রসূল ﷺ-এর হাদীস থেকে উদ্ধৃতি দিলেন। অন্যান্য সাহাবা Ê বললেন, *“আবূ বাক্‌র এবং ‘উমার কখনো এটা বলেন নি অথবা এটাকে ওয়াজিব বলেন নি।”* তখন তিনি তার বিখ্যাত উক্তি

করলেন, *“আমি তোমাদের বললাম যে, আল্লাহ্ ও তার রসূল বলেছেন, কিন্তু তোমরা বলছো যে, আবূ বাক্বর ও ‘উমার বলেছেন। তোমরা কি ভয় কর না যে, আসমান তোমাদের মাথার উপর ভেঙ্গে পড়বে?”* [২৬৮]

তবে কি তিনি [ইব্ন ‘আব্বাস Ê] খুশী হবেন এটা গ্রহণ করতে যে, তার নাম ক্বুরআন-এর পরিষ্কার আয়াতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে?

উপসংহারে বলা যায় যে, ইব্ন ‘আব্বাস Ê -এর শব্দাবলি সে সকল অত্যাচারী শাসকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না, যারা শারী‘য়াহ-এর প্রতিস্থাপন করেছে। তাদের জন্য তরবারীর আয়াতটি ব্যবহার করা উচিত, যেমন আল্লাহ্ সুবহানাহু তা‘য়ালা বলেছেন,

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و أحصروهم و أقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلوة و أتوا الزكوة فخلوا سبيلهم

“.....মুশরিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরুদ্ধ করে রাখবে তাদেরকে এবং প্রত্যেক গোপন ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে অবস্থান করবে। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ্ করে, সলাহ্ কায়িম করে এবং যাকাহ্ দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।”-সূরা আত্-তাওবাহঃ ০৫

এছাড়াও রসূল ﷺ সেই হাদীসটি যা ইমাম আহ্মাদ-এর মুসনাদ-এ বর্ণিত আছে, জাবির ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ্ Ê বলেছেন,

أمرنا رسول الله ρ أن نضرب بهذا (وأشار إلى السيف) من خرج عن هذا (وأشار إلى المصحف)

“আল্লাহ্র রসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন এটা দিয়ে আঘাত করতে (এবং তিনি তার তরবারীর দিকে নির্দেশ করলেন) যে কেউ সেটার বাহিরে চলে যায় (এবং তিনি ক্বুরআন-এর দিকে নির্দেশ করলেন)।” [২৬৯]

তাদের সম্পর্কে ঠিক এটাই আহ্ল উস্-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা‘আহ্ বলেছে, যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা‘য়ালা যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত শাসন করে, শারী‘য়াহ পরিবর্তন করে বা আইন প্রণয়ন করে। এটা **বড় কুফ্র (কুফ্র আল-আকবার)।** যদি তারা কিছু ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়, তা কুফ্র যা কুফ্র অপেক্ষা ছোট (কুফ্র আল-আসগার) হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। অন্যভাবে আমরা এটাকে বলতে পারি যে, সেটা একটি ছোট কুফ্র।

আল ‘আল্লামাহ্, এই যুগের মহান মুহাদ্দিস, আহ্মাদ শাকির رحمه الله বড় কুফ্র এবং ছোট কুফ্র এর মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন, যার শেষাংশটি খুবই কঠোর,

---

[২৬৮] দেখুন ফাত্হ উল-মাজিদ, হাদীস ভালো হিসেবে শ্রেণীভুক্ত।

[২৬৯] একই হাদীস ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ رحمه الله বর্ণনা করেছেন তার মাজমু‘আ ফাতাওয়া, ভলিউমঃ ৩৫-এ।

"এটা আবূ মাজলিয-এর কথাসমূহ থেকে। যখন 'ইবাদিয়্যাহ্ (খাওয়ারিজ)-রা তাকে আয়াতটির অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, যেহেতু তারা সুলতান [ইমাম 'আলী Ê]-এর গোষ্ঠী/দল-কে তাকফীর করতে চাইছিল। তখন আবূ মাজলিয বললেন যে, তারা যা করে তা করে এবং জেনে রাখো যে এটা একটা পাপ। আবূ মাজলিয ও ইব্ন 'আব্বাস (রদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর কাছে তাদের (খাওয়ারিজদের) প্রশ্ন আমাদের সময়কার সে সকল লোকদের বিদ'আহ্-এর ন্যায় নয়, যারা আইনপ্রণয়ন, বিচারকার্য ইত্যাদিতে কাজ করছে অথবা জান, মাল ও 'ইয্যাত-এর ক্ষেত্রে এমন আইন দ্বারা বিচার করছে যা শারী'য়াহ-এর সম্পূর্ন বিপরীত। আর তাদের বিদ'আহ্ মানুষকে মানুষের (মুসলিমদের) জন্য নতুন আইন প্রণয়নের আবেদনস্বরূপ ছিল না, তাদেরকে আল্লাহ্ ও তার রসূল ﷺ-এর শারী'য়াহ-এর ব্যতীত অপর কোন কিছু দিয়ে শাসিত হবার জন্য বাধ্য করার স্বরূপ ছিল না।

এই ধরনের 'আমল হল, তাদের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার বিধিবিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার দ্বীনকে পরিত্যাগ করা, যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার তুলনায় অধম। মাক্কাহ্র দিকে সলাহ্ আদায়কারী কোন মানুষের এই ধরনের কুফ্র সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

আর আমরা যেখানেই বাস করি না কেন, তা সর্বজনীনভাবে কোন ব্যতিক্রম ছাড়া আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আইন ত্যাগ করছে। আমরা তার বিধিসমূহ, যা তার কিতাব এবং সুন্নাহ্-এ নাযিল করা হয়েছিল, তা অপেক্ষা অপর কিছুকে অধিকতর শ্রেয় মনে করি এবং আমরা সম্পূর্ন শারী'য়াহ-কে বাতিল ঘোষণা করি।

যে কেউ ইব্ন 'আব্বাস ও আবূ মাজলিয এর শব্দাবলিকে দলীলস্বরূপ তাদের প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বলে, এই আশা করে যে, সে নিজেকে শাসকদের মিত্রে পরিণত করবে অথবা আল্লাহ্র আইন ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে শাসন করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করে, তবে তার ক্ষেত্রে শারী'য়াহ অনুসারে বিধি হল, সে হল এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার বিধিকে অস্বীকার করে। তাকে অবশ্যই তাওবাহ্ ঘোষণা করতে হবে। যদি সে হ্যাঁ বলে, এতে প্রমাণ হয় যে, এটা একটা ছোট কুফ্র। যদি সে এই উক্তির উপর জোর/পীড়াপীড়ি করে এবং তাওবাহ্ না করে এবং এই বিধিসমূহ (আল্লাহ্র আইন ব্যতীত অপর কোন কিছু) গ্রহণ করে, তবে একটা কাফির, যে তার কুফ্র-এর উপর জোর/পীড়াপীড়ি করে, তার সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিত, তা সকলেরই জানা আছে।"[২৭০]

শাইখ উল-ইসলাম মুহাম্মাদ ইব্ন 'আব্দুল ওয়াহ্হাব رحمه الله এই বিষয়ে বলেছেন,

"দ্বিতীয় প্রকারের ত্বগুত[২৭১] *হল সেই অত্যাচারী বিচারক, যে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার বিচারে পরিবর্তন করে। এর দলীল হল আল্লাহ্ তা'য়ালার উক্তি,*

---

[২৭০] তাখরীজ আত্-তাবারি, ভলিউমঃ ১০, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৯-৩৫৮

[২৭১] ত্বগুত একটি বাতিল/মিথ্যা আইনপ্রণয়নকারী এবং এটি এসেছে মূল 'তগিয়ান' থেকে, যার মানে হল, "যথোচিত পরিধিসমূহ অতিক্রম করা"। ৩ প্রকার ত্বগুত সিস্টেম রয়েছে,

১. আইনপ্রণয়ন পদ্ধতিতে ত্বগুত

২. 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে ত্বগুত

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً

'আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাসী? অথচ তারা বিচারপ্রার্থী হতে চায় ত্বগুত-এর কাছে, যদিও তাদের বলা হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান/অস্বীকার করতে। আর শাইতন তাদের পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়।'-সূরা আন্-নিসাঃ ৬০

তৃতীয় প্রকারের ত্বগুত [২৭২] হল, যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার করে। আর এর দলীল হল সেই মহামর্যাদাবান-এর শব্দসমূহ,

و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون

'আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী)।'-সূরা আল-মাইদাহঃ ৪৪" [২৭৩]

---

৩. আনুগত্যের ক্ষেত্রে ত্বগুত

দয়া করে আদ্-দারার আস্-সুন্নিয়্যাহ্, ভলিউমঃ ১০, পৃষ্ঠাঃ ৫০২-৫২৪ দেখুন।

[২৭২] যদিও ত্বগুত-এর ৩ ধরনের রয়েছে, এর নেতৃত্বস্থানে ৫ ধরনের রয়েছে, যা এটিকে আদেশ করে, যেমন ইব্‌ন ক্বয়্যিম رحمه الله বলেছেন,

১. শাইতন

২. যার 'ইবাদাত/উপাসনা/পূজা করা হয় এবং সে এটি নিয়ে সন্তুষ্ট।

৩. যে অপরকে তার 'ইবাদাত/উপাসনা/পূজা করতে আহবান করে বা ডাকে।

৪. যে গাইব/অদৃশ্য-এর জ্ঞান দাবী করে।

৫. যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন/বিচার করে।

দয়া করে মাদারিজ আস্-সালিকীন দেখুন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আব্দুল ওয়াহ্হাব رحمه الله ৫ টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, কিন্তু ৫ম ভাগটিতে পার্থক্য রয়েছে,

১. শাইতন

২. যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে শাসন/বিচার করে।

৩. যে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি গাইব/অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবী করে।

৪. যার 'ইবাদাত/উপাসনা/পূজা করা হয় এবং সে এটি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে।

৫. সেই অত্যাচারী বিচারক, যে আল্লাহ্‌র বিচারে পরিবর্তন করে।

দয়া করে আদ্-দারার আস্-সুন্নিয়্যাহ্, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ১০৯-১১০ দেখুন।

'আরব উপদ্বীপসমূহের প্রাক্তন মুফ্‌তি, আল 'আল্লামাহ্‌ (দ্বীনি মতবাদে সবচাইতে জ্ঞানী 'আলিম), আল-মুহাদ্দিস (হাদীসের 'আলিম), ফাক্বীহ্‌ (ইসলামিক আইনবিদ), শাইখ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরহীম رحمه الله [২৭৪] নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন,

"কুফ্‌র দুনা কুফ্‌র (একটি কুফ্‌র যার মাত্রা কম)-কথাটি সম্পর্কে বলতে গেলে, এটা হয় যখন বিচারক আল্লাহ্‌র দিকে বিচারকার্য নিয়ে যায় না, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, যে এটা অবাধ্যতা। সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ্‌র বিচার সঠিক/সত্য, কিন্তু সে একটি ব্যাপারে এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু, যে কেউ ক্রমান্বয়ে আইন তৈরী করতে থাকে এবং অন্যান্যদেরকে এর প্রতি আত্মসমর্পণ করায়, তবে এটি কুফ্‌র, যদিও তারা বলে থাকে, 'আমরা পাপ করেছি এবং নাযিলকৃত আইনই অধিক ন্যায়/সঠিক।' এটা তারপরেও কুফ্‌র, যা দ্বীন থেকে বের করে দেয়।" [২৭৫]

মহান স্প্যানিশ 'আলিম, ইমাম আল 'আল্লামাহ্‌ আবূ মুহাম্মাদ 'আলী ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন হায্‌ম আয্‌-যহিরি رحمه الله [২৭৬], যারা আল্লাহ্‌র বিচারবিধান ত্যাগ করে তাদের বিষয়ে, এবং এই কাজের অপরাধের বিশালতার বিষয়ে খুবই গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন,

"আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নি'মাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'-সূরা আল-মাইদাহঃ ০৩

---

[২৭৩] আদ্‌-দারার আস্‌-সুন্নিয়্যাহ্‌ ফী-ল আজওয়াবাত উন্‌-নাজদিয়্যাহ্‌, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ১০৯-১১০

[২৭৪] তিনি একজন মহান 'আলিম (হিজরী ১৩১১-১৩৮৯ সন/১৮৯১-১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন। তিনি সর্বাধিক পরিচিত তার স্মরণীয় কাজ আল-ফাতাওয়া-এর জন্য।

শাইখ সবকিছুর উপর কথা বলেছেন, ড্রাগ্‌স থেকে শুরু করে কিভাবে মুরতাদকে হত্যা করতে হবে, যারা শারী'য়াহ-কে প্রতিস্থাপিত করে তাদের শাস্তি এবং অন্যান্য সবকিছু। তিনি অন্যতম জিহাদের 'আলিম যিনি এর আহবান করেছেন এবং এর জন্য লজ্জিত ছিলেন না। তার অন্যতম ছাত্র 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্দুর-রহ্‌মান আল জিবরিন, যিনি তার অন্যতম ছাত্র, যিনি এখনোও শিক্ষাদান করে চলছেন (এবং সেই সাথে তার শিক্ষকের ন্যায় তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ-এর উপর শিক্ষাদান করে চলছেন), তাকে উপদ্বীপসমূহের বড় 'আলিমদের থেকে দূরত্বে ঠেলে দেওয়া হয়েছে তার কিছু দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরহীম এর পুত্র, শাইখ ইবরহীম বিন মুহাম্মাদ (হাফিঃ) তার পিতার উত্তরাধিকারী এবং তার সত্যের জন্য উঠে দাঁড়ানোর জন্য বর্তমানে উপদ্বীপসমূহে নির্বাসিত অবস্থায় রয়েছেন। এটা আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, উপদ্বীপসমূহের 'উলামাদের মধ্যে সকলেই শাসনব্যবস্থার কোলে রাখা কুকুরে পরিণত হন নি।

[২৭৫] ফাতাওয়া শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরহীম, ভলিউমঃ ২১, পৃষ্ঠাঃ ৫৮০

[২৭৬] হিজরী ৩৮৪-৪৮৬সন/ ৯৯৪-১০৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। স্পেইন-এর একজন অন্যতম মহান ইমাম, তার উপরোক্ত কাজের জন্য ভাল পরিচিত, সেই সাথে তিনি পরিচিত তার কাজ, *'আল-মুহাল্লা'*-এর দ্বারাও। যদিও তিনি যহিরী মাযহাব (যারা ক্বুরআন এবং হাদীস-এর শব্দাবলি আক্ষরিকভাবে পড়ে)-এর দিকে ধাবিত হওয়ায়, তাফসীর এবং তার বিধিনীতিতে কিছু ভুল করেছিলেন, তবুও তিনি একজন মহান 'আলিম ছিলেন। তিনি সেই স্বল্প কয়েকজনদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, যারা দাঁড়িয়েছিলেন এবং সে সময়ে আন্দালুস (স্পেইন)-কে যে ফিত্‌নাহ্‌ ধ্বংস করছিল সে ব্যাপারে উম্মাহ্‌-কে সতর্ক করেছিলেন। তিনি কোন শাসকের চেয়ারের নিচে থাকতেন না এবং তার ফাতাওয়ার দ্বারা এর প্রতিফলন ঘটে।

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা আরোও বলেছেন,

و من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين

'আর যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করে, কখনোও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না; আর আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।' ***-সূরা আলি-ইম্‌রনঃ ৮৫***

যে কেউ দাবী করে যে, এমনকিছু যা রসূল ﷺ-এর সময়ে ছিল তা এখন আর বিচারবিধান নয়, এবং এটি তার মৃত্যুর পর পরিবর্তিত হয়েছে, তবে ইতিমধ্যেই সে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন পছন্দ করে নিয়েছে। এটা এই বাস্তবতার জন্য যে, সেসকল 'ইবাদাত প্রক্রিয়াসমূহ, বিচারবিধানসমূহ, সেসকল বিষয়াদি যা হারাম হিসেবে আইন করা হয়েছে, সেসকল বিষয়াদি যা হালাল হিসেবে আইন করা হয়েছে, দ্বীনের মধ্যে অবশ্য করণীয় বিষয়াদি যা তার [মুহাম্মাদ ﷺ] সময় ছিল, সেগুলোই ইসলাম, যা দিয়ে আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

সুতরাং, যে কেউ এর (ইসলাম) থেকে যে কোন কিছু পরিত্যাগ করে, তবে সে ইতিমধ্যেই ইসলাম ত্যাগ করেছে। আর যে কেউ সেটা ব্যতীত অন্য কোন কিছু বলে, তবে সে ইতিমধ্যেই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কিছু বলেছে। এ ব্যাপারে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্‌ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি (আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা) ইতঃপূর্বেই এটা (ইসলাম)-কে পূর্ণাঙ্গ করেছেন।

আর যে কেউ দাবী করে যে, ক্বুরআন-থেকে কোন কিছু বা বিশ্বস্ত কোন হাদীস রহিত এবং সে কোন দলীল পেশ না করে, অথবা সেই শব্দাবলি নিয়ে না আসে যা অপরটিকে স্থগিত/রহিত করেছে, তবে সে আল্লাহ্‌ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী এবং সে শারী'য়াহ পরিত্যাগ করার জন্য আহবান করছে, সুতরাং ইতিমধ্যেই সে ইব্‌লীস-এর দা'ওয়াহ্‌-এর দিকে ডাকছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তা থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له الحافظين

'নিশ্চয়ই আমি যিক্‌র/স্মরণিকা নাযিল করেছি এবং আমিই স্বয়ং এর হিফাযাতকারী।'

-সূরা আল-হিজ্‌রঃ ০৯

সুতরাং, যে কেউ দাবী করে যে, এটি রহিত হয়ে গিয়েছে, তবে সে ইতিমধ্যেই তার রবের উপর একটি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে দাবী করেছে যে, আল্লাহ্‌র দ্বারা এই যিক্‌র/স্মরণিকা-টি নাযিল হবার পর তিনি সেটা সংরক্ষণ করেন নি।" [২৭৭]

তাই আমাদের বুঝা উচিত যে, এই সকল শাসকদের নগ্ন কুফ্‌রকে লুকানোর মত কোন ওজর আমাদের নেই, যারা শারী'য়াহ-এর সামান্যতম অংশকেও তার সঠিক জায়গায় স্থাপনের জন্য দাঁড়াবে না।

---

[২৭৭] আল ইহ্‌কাম ফী উসূল ইল-ইহ্‌কাম, ভলিউমঃ ০১, পৃষ্ঠাঃ ২৭০-২৭১

গণতন্ত্র (ডেমোক্রেসি)

আল-হাকিমিয়্যাহ্-এর মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট শির্কী মতবাদ

বিভিন্ন ধরনের মতবাদের মধ্যে অনেকগুলোই অপসারিত হয়ে গিয়েছে অথবা বিস্মৃতির অতল গহবরে হারিয়ে গিয়েছে। কমিউনিজম মুসলিমদের প্রচন্ড আক্রমণে চুরমার হয়ে সম্পূর্নরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং বর্তমানে বাস্তবায়নযোগ্য বিশ্ব শক্তি হিসেবে এর কোন অস্তিত্ব নেই। ফ্যাসিজমকে বেনিটো মুসোলিনির সাথেই মিলান-এ হত্যা করা হয়েছিল এবং জাতীয় সমাজতন্ত্র হিট্‌লারের সাথেই তার বাংকারে আত্মহত্যা করেছে। যাহোক, আমরা সম্প্রতি একটি অন্যতম কুফ্‌রী মতবাদের অবশিষ্টাংশকে ফিরে আসতে দেখছি, এই মতবাদ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে, আর টেলিভিশনের মাধ্যমে এটির বার্তা বহন করা হচ্ছে।

সংক্ষেপে, ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে, গণতন্ত্র (ডেমোক্রেসি) একটি বড় কুফ্‌র। এটা এই কারণে যে, এটা স্বয়ং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার প্রতি আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি অপমান এবং মানুষের প্রতি লেন-দেন ও নিজ আকাংক্ষানুসারে কৃপনতার জন্য এক অপমান। এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়ে পড়বে যখন আমরা গণতন্ত্রের নিম্লোক্ত চার প্রকার গুরুতর কুফ্‌র বিশ্লেষণ করবো,

১. গণতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন ব্যবস্থা, যা সম্পুর্নরূপে কুফ্‌র। সেই সাথে এই ধরনের আইনের প্রয়োগও বাতিল। প্রতি বছর নতুন যে আইনটি পাস্‌ করা হবে, তা আইন আকারে লিখার চার মাস পূর্ব থেকে এটি উপর বিতর্ক চলতে থাকে। এটা হল নতুন আইনটির মাঝে কোন প্রকারের খুঁত আছে কিনা তা যাচাই করে দেখার একটি প্রচেষ্টা। কিন্তু এটা রাষ্ট্রটির শাসনব্যবস্থার সাধারণ আইনে পরিণত হতে না হতেই এমন সব জটিলতা দেখা দেয়, যা এ সকল আইনের ডাক্তারগণ এবং রাজনীতিবিদগণ কখনো কল্পনাও করতে পারেন না। প্রবৃত্তি থেকে আসা এ সকল আইনসমূহের ফলে, যেকোন সময়েই জটিলতা ও বিপর্যয় দেখা দিবে, যেখানে অপরাধীকে সম্মানের সাথে রাখা হবে এবং নিরপরাধকে অপমানজনকভাবে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। ইসলামে, এই ধরনের প্রবঞ্চণা ঘটতো না। আর কেউ নয়, মানবজাতির স্রষ্টাই ইসলামের আইনসমূহ সূত্রবদ্ধ করেছেন। সৃষ্টিকর্তা সুবহানাহু তা'য়ালারই সর্বোত্তম সিস্টেম রয়েছে এবং তিনিই জানেন যে, মানুষের জন্য কোনটি উত্তম। তার আইনসমূহের কখনো পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় না, আর না সেগুলো অস্পষ্ট অথবা প্রহেলিকার ন্যায়, যেখানে অসংখ্য ফাঁকফোকর থাকে, যার ফলে অপরাধীরা নিজেদের পক্ষে কথা বলার অথবা তাদের সুবিধাজনক সময়ে দরকষাকষি করার সুযোগ পায়।

২. একটি গণতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক ব্যবস্থাপনা, যা উদারপন্থী মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজের বিখন্ডায়নে ভূমিকা রাখে। এর ফলে এক নৈতিক শৈথিল্য দেখা দেয়, যা সমগ্র মানুষের উপর প্রভাব ফেলে। লৈঙ্গিক রীতিনীতিকে তাচ্ছিল্য ও মাড়িয়ে দেওয়া হয়, কারণ গণতন্ত্র অনুসারে সত্য এবং সঠিক ও ভুল হল সমাজের কতক আপেক্ষিক উপাদান, যা যে কোন সময়ে পরিবর্তনযোগ্য।

তাই, যদিও পতিতাবৃত্তিকে এক সময় এ সকল সমাজে এক বিশাল খারাপ কাজ হিসেবে দেখা হত, নতুন আইন পাস্‌ করা হচ্ছে এটিকে সংরক্ষণের জন্য, যেহেতু সত্য এবং ভাল ও মন্দের ধারণা স্থান ও কাল বিশেষে আপেক্ষিক হয়ে থাকে। এর ফলে খুনী, শিশুনির্যাতনকারী এবং চোরদের জন্য এ সকল শাসনব্যবস্থা এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল। আল্লাহ্‌

সুবহানাহু তা'য়ালা মুসলিমদেরকে যা বলেছেন তা থেকে একটি হল, বাতিল এবং হাক্ব হল সর্বজনীন আইন, যা মানবসৃষ্টির প্রথম থেকে তার যথাস্থানেই ছিল। এ সকল আইনসমূহ হল পৃথিবীর জন্য আইন ও আদেশ, যেখানে সামাজিক দিকেরও খেয়াল রাখা হয়েছে। যারা অতীতের নবীগণের দ্বারা অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল, যেমনঃ লূত ﷺ-এর সময়কালীন সমকামীরা, শু'আইব ﷺ-এর সময়কালীন চোরেরা এবং নূহ ﷺ-এর সময়কালীন মূর্তিপূজকেরা, তার আজকেও একই ধরনের অপরাধী হিসেবেই বিবেচিত। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যে আসমানী বিধান প্রদান করেছেন এতে কোন পরিবর্তন নেই।

৩. গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে ৩ টি বড় কুফ্‌র রয়েছে।

ক. অনাবশ্যকভাবে মানুষের সঞ্চয়ের বদলে বেতন থেকে ট্যাক্স সংগ্রহ করা, যা হল চুরি এবং অন্যায়ভাবে তাদের অর্থ খাওয়া। এটা হল কার্যকরভাবে তারা তাদের অর্থ দেখার পূর্বেই তাদের অর্থ নিয়ে যাওয়া। কখনো কখনো এসব ট্যাক্স ৩০% পর্যন্তও পৌছে যায়, যদিও ক্বুরআন বলে যে, সঞ্চয় থেকে শুধুমাত্র ২ ১/৫% নেওয়া যাবে, যদি তা এক বছর যাবত অপরিবর্তিত থাকে। আর মানুষ কি করে একটি শাসনব্যবস্থাকে বিশ্বাস করা শিখতে পারে, যখন তা তাদের কষ্ট করে অর্জিত অর্থ অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়?

খ. সম্পূর্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সমাজে যেকোন ধরনের উর্ধ্বমুখী গতিময়তাকে সুদের মধ্য দিয়েই হতে হবে। যারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের পথ ভবিষ্যতে অবশ্যই রুদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে যেসব ভবিষ্যত আশা দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে। আর এটা এ রকম সকল ধর্মের বিরুদ্ধে, যেগুলোর একটি আসমানী সূত্র বিদ্যমান।

গ. এমন যেকোন কিছুকেই আইন করে বৈধ করা, যা রাজস্বের একটি উৎস হতে পারে, এমনকি যদিও তা হারাম হয়ে থাকে। এই কাজটি সমগ্র সভ্যতাকে বিভিন্ন নিন্দনীয় কাজের দাসে পরিণত করেছে যেমনঃ পতিতাবৃত্তি, ধুমপান, মাদকগ্রহণ ইত্যাদি, যেগুলোকে তারা তাদের অতিথী জাতির ধনী পর্যটকদের আকর্ষনের জন্য ব্যবহার করে, যেন তারা আসে এবং এর থেকে সুবিধা ভোগ করে। জুয়া খেলাকে অর্থবৃদ্ধির একটি স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, কিন্তু এটা একটি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে ভয়াবহ বিশৃংখলা ডেকে আনছে, অপরদিকে ইসলামে এমন যে কোন কিছু যা ভোগ করা হারাম, তার ব্যবসা করাও হারাম।

৪. গণতন্ত্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্নরূপে ইউএন (UN), ন্যাটো (NATO), ওয়ারস্য (WARSAW) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান তৈরীর বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা এ সকল বিধিবিধান অনুসরণ করে, তারা তাদের চাইতে উৎকৃষ্টদের কাছে আনুগত্য স্থাপন করবে, যদিও সে সকল লোকেরা কুফরের সবচেয়ে বড় নেতা হয়ে থাকে। এটি আল ওয়ালা ওয়াল বারা –এর সুস্পষ্ট লংঘন, যেখানে একটি মূলনীতি হল আনুগত্য শুধুমাত্র ঈমানদারদের প্রতি থাকবে, এবং অনানুগত্য/অবাধ্যতা একটি অবিচ্ছেদ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার শত্রুদের সাথে চর্চা করা হবে। কিন্তু, এখানে বদ্‌কার ও বিদ্রোহী সম্পূর্নরূপে ন্যায়পরায়ণ ও নিষ্পাপ-এর সমান। সেই সাথে দীর্ঘমেয়াদী এবং ব্যয়বহুল যুদ্ধ করা হয় দুনিয়াবী অর্জনের জন্য, আত্মপ্রতিরক্ষার জন্য নয় অথবা মানবজাতির নিরাপত্তার জন্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ছোট এবং দূর্বল রাষ্ট্রসমূহ সামরিক শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী

জাতিসমূহের দ্বারা নতুন প্রযুক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় (এরকম শিকার হল পানামা, ‘ইরাক্ব, যাইর)।

এগুলোই চারটি প্রধান বিষয়, এবং যদিও আমরা গণতন্ত্রের উপর কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠিত করছি না, এরপরও আমরা এর আইনপ্রণয়ন ব্যবস্থার কতক অংশ দেখতে পাই। এই ধরনের অন্যায় ও ভ্রান্তির সম্পর্কে পাঠকের জানা জরুরী, যেন সে দেখতে পায় যে, সে কিসের বিরুদ্ধে।

বিভিন্ন ধরনের শির্ক যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার হাকিমিয়্যাহ্-এর বিরুদ্ধে যায়, তার মধ্যে গণতন্ত্র সবচাইতে স্থায়ী রূপ লাভ করছে। উচ্চঃস্বরে এবং পরিষ্কারভাবে গণতন্ত্র প্রবৃত্তির উপাসনার দিকে আহবান করে, যেখানে একদল মানুষ, যারা তাদের আইডিয়া অনুসারে ভোট দেয়, তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার সিদ্ধান্তের উপর নিজেদের আইডিয়াকে প্রাধান্য দেয়। এর দুইটি প্রকাশ রয়েছে,

১. প্রাথমিক ধরনের গণতন্ত্র হল গণতন্ত্রের বাতিল ও অপবিত্র প্রণীত আইনসমূহ, যা কমিউনিজমের মত সম্পূর্নরূপে নাস্তিক্যবাদ এবং যার সাথে পবিত্র ইলাহের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এই ধরনের গণতান্ত্রিক প্রশাসন-যন্ত্রের অস্তিত্ব রয়েছে এমন একটি রাষ্ট্র হল ইউনাইটেট স্টেইট্স (আমেরিকা), যেটি তার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই অহংকারের সাথে দাবী করে এসেছে যে, ‘স্বাধীনতা ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং ন্যায়বিচার হল তার নবী,’ যা উচ্চারিত হয়েছিল থমাস জেফারসন[২৭৮]-এর দ্বারা। তারা রব্বুল ‘আলামীনের আইনসমূহের সাথে তাদের আইনসমূহের মিল থাকার কোন দাবী করে না, এটা নিছক কাকতালীয় ব্যাপার, আর কিছু নয়।

২. এছাড়াও এরূপ কতক মতবাদ রয়েছে যেগুলো ইসলাম এবং কিছু গণতন্ত্রের সংমিশ্রন ঘটায় এবং দাবী করে যে, এটা সম্পূর্ন ইসলামিক। এরকম অবস্থা সম্পন্ন দেশ হল সৌদি ‘আরব, কুওয়াইত, ক্বাতার, বাংলাদেশ এবং এরূপ আরোও অনেক দেশ। এ সকল প্রশাসনব্যবস্থা সবচাইতে ভয়াবহ ধরনের শির্ক-এর ঘোষণা দেয়, কারণ তারা কতক ইসলামিক আইনের আবরণে তাদের পাপসমূহকে ঢাকছে, যেন তাদেরকে সৎ/ন্যায়পরায়ণ বলে মনে হয়। বিশেষকরে এই ব্যাপারটিই হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ায়, যখন ১৯৮৮-এর নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় জনগণের শুভকামনায়, যে সকল ’আলিমগণ গণতন্ত্রের বিরোধীতা করেছিলেন, তাদেরকে ওয়াহ্হাবিয়্যাহ্ হিসেবে লেবেল করে জেল-এ আটক করা হয়েছিল, আর এর বিপরীতদেরকে ন্যায়বিচারক বলা হয়েছিল। এই ধরনের প্রতারণা এই বাস্তবতার কারণে আসলো যে, গণতন্ত্রের নগ্ন কুফ্র ইসলামিক শারী'য়াহ-এর একটি আবরণ পরিহিত ছিল, যেন এটাকে এই দ্বীপ-জাতির ১৫ কোটি মুসলিমের চোখে বৈধ দেখানো যায়। আমাদের গণতন্ত্রের খারাবী নিয়ে আর গবেষণা করার প্রয়োজন নেই, কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা ইতঃপূর্বেই আমাদেরকে এই ধরনের আইনভিত্তিক মতবাদ সম্পর্কে সতর্কবাণী দিয়েছেন,

و الله يحكم لا معقب لحكمه و هو سريع الحساب

“আর আল্লাহ্ হুকুম করেন, তার হুকুম রদ করার কেউ নেই। তিনি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।”

---

[২৭৮] দ্যা ক্রিসেন্ট অবস্কিউরড, পৃষ্ঠাঃ ০৭-২১

-সূরা র'দঃ ৪১

إن الحكم إلا لله

"আল্লাহ্ ছাড়া কারোও বিধান দেওয়ার অধিকার/কর্তৃত্ব নেই।"

-সূরা ইউসুফঃ ৪০, আল-আন'আমঃ ৫৭

و لا يشرك في حكمه أحداً

"আর তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।"-সূরা আল-কাহ্‌ফঃ ২৬

এই আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা সকল সৃষ্টিকে আদেশ করছেন, যেন তারা তার হাকিমিয়্যাহ্-এর সাথে কাউকে শরীক না করে, কিন্তু গণতন্ত্র ঠিক তা-ই, তার সাথে আইনপ্রণয়নে শরীক করা।

এ সকল আয়াতসমূহ এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয় যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা কোন মানুষের সাথে তার আইনপ্রণয়নের অধিকার শেয়ার করেন না। সুতরাং, সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার প্রণীত আইনসমূহ ব্যতীত অপর কোন আইন অন্বেষণ করে, আমরা তাকে শুধু এই প্রশ্ন করি,

أفحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون

"তবে কি তারা জাহিলিয়্যাহ-এর বিচার/বিধান কামনা করে? কে উত্তম আল্লাহ্‌র চাইতে বিচার/বিধান প্রদানে দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য?"-সূরা আল-মাইদাহঃ ৫০

যেকোন ইখলাসওয়ালা (মুখলিস) মুসলিম স্বাভাবিকভাবেই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে না বলবেন, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা উপরোল্লিখিত আয়াতে করেছেন এবং পরবর্তী বিষয়টির ব্যাপারে বলবেন, কেউ না, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা একই আয়াতের পরবর্তী অংশে অনুসন্ধান করেছেন। বিষয়টি এরকমই হওয়া চাই, কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা এখানে ইয়াক্বীন-কে সংযুক্ত করেছেন এই বিশ্বাসের প্রতি যে, আইনপ্রণয়নের অধিকার একমাত্র তার (সুবহানাহু তা'য়ালা), যা শাহাদাহ্-এর সাতটি শর্তের একটি। যদি কেউ দ্বিতীয় অনুসন্ধানের উত্তরে বলে, 'অন্য কেউ', অথবা প্রথমটির উত্তরে 'হ্যাঁ' বলে, তবে তাদের কোন ইয়াক্বীন নেই, যার ফলে অবশিষ্ট থাকে কেবলমাত্র ব্যাপক সন্দেহ, যার ফলশ্রুতিতে কোন ঈমান থাকে না (ব্যক্তিটি কাফিরে পরিণত হয়) ।

সবশেষে, আমাদেরকে এ কথা স্মরণ করতে দাও যে, যখন এ সকল কুফ্‌ফার-রা গণতন্ত্র এবং অন্যান্য মতবাদের উদ্ভাবন করে, তখন তারা তাদের সমাজের আইন ও আদেশের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করছিল। তারা এ কথার মাধ্যমে শুরু করলো যে, তারা সর্বশেষ রাজাকে ফাঁসি দিবে, সর্বশেষ ধর্মযাযকের পাকস্থলীর দ্বারা। কিন্তু, মুসলিম সমাজে, আমাদের কার্যকর শারী'য়াহ-এর নির্ভেজাল আলো প্রজ্জ্বলিত ছিল। আমাদের এটাকে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও মতবাদের আবর্জনার দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার প্রয়োজন ছিল না।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما تجلرتهم و ما كانوا مهتدين

"এরাই সেসব লোক, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে গুমরাহী ক্রয় করে নিয়েছে। অতএব, তাদের এই ব্যবসা লাভজনক হয় নি। আর তারা সঠিক পথেও পরিচালিত নয়।"-সূরা আল-বাক্বরাহঃ ১৬

তাদের জন্য কি বিধান প্রযোজ্য, যারা গণতন্ত্রের ছায়াতলে অবস্থিত?

যেরূপ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এটা বর্তমান যুগের একটি রোগ, আমাদের সময়ে গণতন্ত্র সবচাইতে ব্যাপক অসুস্থতাগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা এমন প্রত্যেককে ধ্বংস করছে, যারা এতে অংশগ্রহণ করছে এবং এটিকে ত্রানকর্তারূপে গ্রহণ করছে। সম্প্রতি ঈমানদারগণ আরোও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, যেহেতু কিছু 'আলিমদের গোষ্ঠী এবং শাসনব্যবস্থা ইসলাম এবং গণতন্ত্রকে সমার্থক বলে ঘোষণা করেছে। ঈমানদারগণ দ্বিধার সঙ্গে এ সকল কর্তৃত্বকে মেনে নিয়েছে এবং ব্যালট বক্স-এ তাদের ভোট প্রদান করেছে, আর সেই সাথে তাদের থেকে কতক পার্লামেন্ট-এ প্রবেশও করেছে, এই বিশ্বাস নিয়ে যে, তারা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধে অংশগ্রহণ করছে।

যারা মুরজি'আ (ভয়াবহ বিপজ্জনক মানুষ, যারা ইসলামের আইনসমূহে হস্তক্ষেপ করে এবং সেগুলো মুছে দিতে অথবা সেগুলোর ব্যাপারে অজুহাত দিয়ে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে) 'আক্বীদাহ্-এর অন্তর্ভুক্ত, তারা এই সুযোগে উদ্বেলিত হয়েছে এবং তাদের মুখ হা করে এগিয়ে এসেছে গণতন্ত্রের ধাত্রীদের থেকে শির্ক-এর নষ্ট দুধ পান করার উদ্দেশ্যে। যারা তাকফীরিয়্যাহ্-'আক্বীদাহ্-এর অন্তর্ভুক্ত, তারা এই ঘোষণার মাধ্যমে একটি পার্টি দিয়েছে যে, যারা ভোট দেয় এবং সেই সাথে যারা পার্লামেন্ট-এ প্রবেশ করে, তারা কাফির। এর ফলাফলস্বরূপ ইন্দোনেশিয়ান মানুষদের উপর তাকফীর হয়েছে, আর সেই সাথে সে সকল বিভ্রান্ত মুসলিমদের উপরেও, যারা হয়তো কোন এম.পি অথবা অপর কোন গভার্নমেন্ট প্রতিনিধিকে ভোট দিয়েছে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে যা প্রদান করা উচিত, তা হল আহ্‌ল উস্-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্-এর বুঝ-এর উপর ভিত্তি করে এই দু'টি অশুদ্ধ গোষ্ঠীর মাঝে ভারসাম্য। এটা এই বাস্তবতার কারণে যে, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে একজন ভোটারের জন্য বিধান ঠিক সেরূপ নয়, যেরূপ বিধান একজন শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং, এটির বিশোধন ও বিশদ বর্ণনা জরুরী। তাই আমরা এটিকে দুইটি বিষয়ে ভাগ করবো,

ক. তার উপর কি বিধান প্রযোজ্য, যে পার্লামেন্ট-এ প্রবেশ করে?

খ. তার উপর কি বিধান প্রযোজ্য, যে একজন ভোটার অথবা ভোট দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করছে?

তার ক্ষেত্রে বিধান, যে পার্লামেন্ট-এ প্রবেশ করে

যারা পার্লামেন্ট-এ প্রবেশ করে, তাদের বিষয়টি আমাদের সময়ে একটি বিশাল বিরোধ-মূলক বিষয় এবং ধীরে ধীরে এটি আরোও উত্তপ্ত একটি বিতর্কে-এ পরিণত হচ্ছে। এই বিষয়টি আমাদের কাছে এই বাস্তবতার আলোকে এসেছে যে, বর্তমান সময়ে কোন খিলাফাহ্ নেই এবং মুসলিমরা প্রাধান্যের সাথে পৃথিবীতে শাসন করছে না। যা ঘটেছে তা হল, গণতন্ত্র আজ রাত্রির অন্ধকারে একটি কালো পাথরের উপর দিয়ে হেটে যাওয়া একটি কালো পিঁপড়ার চাইতেই অগোচর বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

আল 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরহীম এবং আল 'আল্লামাহ্ আহ্মাদ শাকির (রেহিমাহুমাল্লাহ)-এর সময়কালীন মুসলিম ভূখন্ডসমূহে মুসলিমদের মাথার উপরে অন্যান্য মতবাদ বিধিবিধান এবং পার্লামেন্ট তৈরী এবং প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এই দুইজন 'আলিম এটির কঠোর ও রূঢ় জবাব দিয়েছিলেন এবং এসকল মতবাদের বিরুদ্ধে তাদের সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। যারা কুফ্র সম্পাদন করছিল এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার রাস্তায় ব্যাহত করছিল, তাদেরকে কুফ্র-এর গোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

যাহোক, তাদের প্রত্যেকে সেই কুফ্র করছে না, যা একজনকে ইসলামের বহির্ভূত করে। তাদের ক্ষেত্রে সেই একই রায় প্রযোজ্য, যা একটি কুফ্র গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তাদেরকে বলা হয় মালা (মানুষদের মধ্য থেকে প্রধানগণ) । এটা ক্বুরআন-এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং আমরা প্রচুর দলীল পেশ করেছি। এটাই তাদেরকে বলা হয়, তারা পছন্দ করুক বা না করুক।

যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা ফির'আউন এবং মালা-এর উল্লেখ করেছেন, এটা ছিল মিনিস্টার, সিনেটর এবং পার্লামেন্ট-এর লোকজন, যাদের ব্যাপারে তিনি এই আয়াতে বলছিলেন। এমনকি শাইখগণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যখন পার্লামেন্ট-এ যান, তখন তারাও এই দৃশ্যের একটি অংশে পরিণত হন। হয় তারা প্রতারক অথবা তাওহীদের ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান ততটা গভীর নয়। যেমনটি আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন দেশে যে, যেসব মানুষদের হাদীস, ফিক্হ ইত্যাদির ব্যাপারে ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে, তারাই 'আক্বীদাহ্গত দিক থেকে হয় আশ'আরী[২৭৯], সূফিয়্যাহ্[২৮০] অথবা কুফ্ফার। এটা শুধুমাত্র এটাই প্রমাণ করে যে, 'ইল্ম-এর একাংশে জিনিয়াস হলেই তাতে অপরাংশ অর্জিত হয় না।

এটা খুবই মর্মান্তিক যে, এমনকি আল-আযহারেও তারা আশ'আরী মাযহাব শিক্ষা দিচ্ছে, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার নামসমূহ এবং গুণাবলির ব্যাপারে 'আক্বীদাহ্-এর ক্ষেত্রে বিদ'আতী। এই গোষ্ঠীটি শিক্ষাদানের আরোও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা আহ্ল উস্-সুন্নাহ্ নাম দিয়ে বিদ'আতী 'ইল্ম/জ্ঞান উপস্থাপন করেছে, যা একটি পরিষ্কার মিথ্যা। আর সেই সাথে, যদিও সব না হয়ে থাকে, এগুলোর বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠানসমূহই হল ফির'আউনের প্রতিষ্ঠান, যেগুলো বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাদেরকেই ডিগ্রী দিয়ে থাকে, যারা ফির'আউনের প্রতি আনুগত্যস্থাপনকারী, যা ঘটছে সৌদি, মিশর, মরক্কো এবং অন্যান্য জায়গাসমূহে।

এভাবে, সমগ্র পার্লামেন্ট-ই হল একটি কুফ্র গোষ্ঠী, তবে পার্লামেন্ট-এর সকলেই কাফির নয়। এভাবে,

---

[২৭৯] এই দলটি আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার নাম ও সিফাতসমূহ অস্বীকার করে এবং সেই সাথে দীনের আরোও অন্যান্য অংশে দুর্নীতি রয়েছে।

[২৮০] এই দলটি ইসলামের মধ্যে নব্য বিষয়াদি আবিষ্কার করে, যেমনঃ অদৃশ্য/গইব দেখার দাবি, এরূপ ধরনের সলাহ্ পড়া যা রসূল ﷺ পড়েন নি, আর সেই সাথে এরূপ দাবিও করে যে, কতক সুফি মানুষের উর্ধ্বে, অথবা তাদের আসমানী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই দলটি এবং পূর্বে উল্লিখিত দলটি বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১। এরূপ লোকেরা আছে, যারা গণতন্ত্রকে একটি আইনের উৎস হিসেবে অথবা বৈধ বিধিবিধান হিসেবে বিবেচনা করে অথবা তারা হয়তো এসব বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারা এটা দিয়ে আইনপ্রণয়ন করে। এই লোকেরা কুফ্‌ফার, তারা অন্যান্য যত কিছুই করুক না কেন। তারা যত 'ইবাদাতই করুক না কেন, অথবা তারা যতবারই হাজ্ব করুক না কেন, এর মাধ্যমে তারা ইসলামের এক ইঞ্চি কাছেও আসতে পারবে না, যেহেতু যে ধরনের কাজ তারা করছে। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা তাদেরকে কাফির বলে ঘোষণা করেছেন, শুধুমাত্র তাদের পার্লামেন্ট-এ উপস্থিতির কারণে, তাদের গণতন্ত্রের প্রতিরক্ষার কারণে এবং তাদের গণতন্ত্রের প্রচারের কারণে।

اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নি'মাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"-সূরা আল-মাইদাহঃ ০৩

"আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা আরোও বলেছেন,

و من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين

"আর যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করে, কখনোও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না; আর আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" -সূরা আলি-ইমরানঃ ৮৫

আমরা আবারও জোর দিয়ে বলছি যে, এই লোকেরা কুফ্‌ফার এবং তাদেরকে কোনভাবেই অনুসরণ বা গ্রহণ করা যাবে না, কোন আকারে বা কোন অবস্থাতেই নয়।

২। দ্বিতীয়ত, এরূপ লোকেরা, যারা চালাকির শিকার অথবা তাদের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বা তাদের দ্বারাই সূচিত হয়েছে। তারা জানে যে, গণতন্ত্র হল কুফ্‌র এবং এটা ইসলামে বৈধ নয়, কিন্তু তারা এটিকে একটি বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে দেখে, যেটি তার আইনপ্রণয়নের মাধ্যমে ধীরে ধীরে শারী'য়াহ-কে অপসারিত করে। এ সব লোকেরা এরপর সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা নিজেরা কোন প্রকার আইনপ্রণয়ন না করে আইনপ্রণয়নের প্যানেলে অংশগ্রহণ করবে, যেন তারা এমন যে কোন ধরনের আইনপ্রণয়ন বন্ধ করতে পারে, যা শারী'য়াহ-এর বিরুদ্ধে যায়।

যা ঘটেছে, তা হল, এ সকল লোকদেরকে একটি বিশেষ ধরনের তা'য়িল (ব্যাখ্যা) দেওয়া হয়েছে বা তারা করেছে। যে ব্যাখ্যাটি তারা বুঝেছে, তা দুইটি দলীলের উপর ভিত্তি করে হয়েছে। প্রথমটি হল সেই ব্যক্তি, যে ফির'আউনকে বলেছিল,

و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أ تقتلون رجلاً أن يقول ربي الله و قد جاء كم بالبينات من ربكم و إن يك كذاباً فعليه كذبه و إن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب

“একজন মু’মিন পুরুষ-যে ছিল (স্বয়ং) ফির‘আউনের গোত্রেরই লোক, এবং যে নিজের ঈমান (এতদিন) গোপন করে আসছিল, (সব শুনে) বললো, (আচ্ছা), তোমরা কি একজন লোককে শুধু এ জন্যই হত্যা করতে চাও, যে ব্যক্তি বলে আমার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা‘য়ালা, অথচ সে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ-সহই তোমাদের কাছে এসেছে; যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার এই মিথ্যা তো তার ওপরেই (বর্তাবে), আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে যে (‘আযাবের) ব্যাপারে সে তোমাদের কাছে ওয়াদা করছে তার কিছু না কিছু তো এসে তোমাদের পাকড়াও করবে; অবশ্যই আল্লাহ্ তা‘য়ালা এমন লোককে সঠিক পথ দেখান না, যে সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদী।”-সূরা আল-গফিরঃ ২৮

আসুন, এই আয়াতটি বুঝা যাক। এখানে, ফির‘আউনের পরিবার থেকে একজন ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে, যিনি সৎকাজের আদেশ দিচ্ছেন এবং অসৎকাজের নিষেধ করছেন, এবং তিনি বসে আছেন ফির‘আউনের প্যানেলে। এই প্যানেলে ছিল ফির‘আউন, হামান এবং ক্বরুন। ফির‘আউন ছিল অবশ্যই শাসক এবং আইনপ্রণেতা, সেই সাথে ক্বরুন ও হামান ছিল শাসকদের পরিষদবর্গ, এভাবে তারা ছিল সহকারী আইনপ্রণেতা। এমনকি এই বাস্তবতার পরেও, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা‘য়ালা সেই ঈমানদার ব্যক্তিটিকে ঈমানদার বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ ব্যক্তিটি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করার চেষ্টা করছিলেন এবং তিনি আইনপ্রণয়ন করছিলেন না। কিন্তু, তিনি তার ঈমান প্রকাশ করার পূর্বে, তিনি বাহ্যিকভাবে কুফ্‌র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরপর যখন ওহী আসলো, আমরা জানতে পারলাম যে, তিনি একজন ঈমানদার ছিলেন। আমরা এই আয়াতটি ব্যবহার করে এরূপ বলি না যে, যারা কুফ্‌র গোষ্ঠীতে রয়েছে তারা পরিপূর্ণ ঈমানদার, কিন্তু আমরা এই আয়াতটি ব্যবহার করি এটা দেখানোর জন্য যে, আমরা পার্লামেন্ট-এর প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষকে কাফির বলতে পারি না, যেহেতু সেই ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করার বহুপূর্বে তাকে সৎতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ব্যক্তিটি তাদের আইনপ্রণয়ন বন্ধ করতে চেয়েছিল, যা ছিল মূসা ﷺ-কে হত্যা করা, যা তুমি দেখতে পাবে একই সূরা-এর আয়াত ২৪-২৬-এর মাঝে। এই ঈমানদার ব্যক্তিটি এরূপ করছিলেন যখন তিনি প্যানেলে ছিলেন এই ব্যাখ্যা নিয়ে যে, তিনি হয়তো বিষয়াদি পরিবর্তন করতে পারবেন। এই ধরনটি হয়তো তার মতই দেখায়, যে পার্লামেন্ট-এ প্রবেশ করে এবং সে আইনপ্রণয়ন করে না। তাকে ঠিক সেই ঈমানদার ব্যক্তিটির ন্যায়ই করতে দেখায়, যদিও ঈমানদার ব্যক্তিটি ছিলেন ফির‘আউন-এর আত্মীয়। যে ব্যক্তিটি পার্লামেন্ট-এ প্রবেশ করে, সে আইনপ্রণেতাদের প্যানেলে বসছে এবং সে হারাম আইনপ্রণয়ন বন্ধ করতে চাইছে।

এই কারণে ঈমানদার হিসেবে, আমরা দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে তাদের ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করার চেষ্টা করি। আমাদের এটা ভুলে যাওয়া চলবে না যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা‘য়ালা এই ব্যক্তিটিকে, যিনি তার ঈমানকে লুকিয়েছিলেন, তাকে ঈমানদার বলেছেন। তাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা ঘোষণা দেয় যে, তারা ঈমানদার এবং গণতন্ত্র হল কুফ্‌র, এবং তারা আইনপ্রণয়নে এই কুফ্‌র-এর বন্ধের চেষ্টায় লিপ্ত? তাদের কি আরোও বেশী উত্তম ধারণা পোষণ করা উচিত নয়? যদিও আমরা এই পদ্ধতির সাথে একমত পোষণ করি না এবং আমরা আরোও বিশ্বাস করি না যে, তাদের প্রতি আমরা যে ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করছি তার জন্য এক সেকেন্ডের জন্যও জিহাদে বিলম্ব করা উচিত। এটা ঠিক এই বাস্তবতার কারণে যে, আমরা জানি যে, তাদের এই কর্মপদ্ধতি

একটি কানাগলি এবং ফিত্‌নাহ্‌ বন্ধ করার জন্য কর্মপদ্ধতি হিসেবে জিহাদের আদেশ মুজাহিদ্বীনদের জন্য পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং সত্য হিসেবে প্রমাণিত।

পরবর্তী যে ঘটনাটি তারা বর্ণনা করে, তা হল, যখন নবুয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে নবী মুহাম্মাদ ﷺ সকল কুফ্‌ফারদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, যেখানে ছিল যে, কারোও প্রতি কোন প্রকারের আগ্রাসন ও অন্যায় হবে না। এটা ঠিক সেই ঘটনাটির কিছু পরেই সম্পাদিত হয়েছিল, যেখানে রসূল ﷺ তাদেরকে কালো পাথরটি কা'বা-এ স্থাপন করতে সাহায্য করেছিলেন। এই চুক্তিটিকে বলা হত **হাল্‌ফ উল-ফুদুল** (উন্নতির জন্য মৈত্রীবন্ধন) [২৮১]। পরবর্তীতে যখন তিনি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার দ্বারা নবী হিসেবে নিযুক্ত হলেন, মুহাম্মাদ ﷺ এই চুক্তিটি অব্যাহত রাখলেন, এ কথা বলে যে, *"আমি একটি মৈত্রীবন্ধনের অংশ ছিলাম, যা আমি কোন কিছুর সাথে বিনিময় করতে এখন চাই না।"* [২৮২]

যদিও এই মৈত্রীবন্ধনটি আর কেউ নয়, বরং কুফ্‌ফারদের সাথেই ছিল, যেহেতু এর ফলাফল এবং এতে সম্মিলিত হওয়ার কারণ ইসলাম বিরোধী ছিল না, এই কারণে রসূল ﷺ এটি নাবুয়্যাত প্রাপ্তির পরও অনুমোদিত করেছিলেন। যাহোক, এটি আরেকটি ব্যাখ্যা, যা তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, যারা পার্লামেন্ট-এ প্রবেশ করে এবং গণতন্ত্রে অস্বীকার করে, তারা এর সাথে নবী ﷺ-এর চুক্তি থেকে আসা ফলাফলের কিছু মিল খোঁজার চেষ্টা করে। যদি এই মৈত্রীবন্ধনটি একটি কুফ্‌র-এর 'আমল হয়ে থাকতো, অথবা কুফ্‌ফারদের সাথে কোন কিছুর ব্যাপারে বিচার করার জন্য বসা যদি কুফ্‌র-এর 'আমল হয়ে থাকতো, তবে রসূল ﷺ তাদের সাথে বসতেন না। এর কারণ হল, সকল নবীগণ সকল প্রকার কুফ্‌র ও শির্‌ক-এর 'আমল থেকে পবিত্র, যেদিন থেকে তারা জন্মগ্রহণ করেন সেদিন থেকে। সুতরাং, এটি থেকে আমরা বলতে পারি যে, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য কুফ্‌ফারদের সাথে বসার মধ্যে কোন কুফ্‌র নেই অথবা স্বয়ং এটি কোন কুফ্‌র নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি শারী'য়াহ-এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাদের মধ্যে কতক, যারা এরূপ সিদ্ধান্তে পৌছাচ্ছে, তারা আলোচনাকে শারী'য়াহ-এর দিকে ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা আবারও বলছি যে, আমরা এরূপ পদ্ধতির সাথে একমত নই, কিন্তু এটি তাদের (যারা এভাবে শারী'য়াহ বিরোধী আইন প্রণয়ন বন্ধ করার জন্য পার্লামেন্ট-এ যান) বিরুদ্ধে সেই বোকামিপূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত যে, তারা সর্বোতভাবে কোন ব্যতিক্রম ব্যতীত কুফ্‌ফার, তা বন্ধ করার একটি বৈধ ব্যাখ্যা।

---

[২৮১] কিন্তু এ সকল মানুষদের অবশ্যই কোন যুদ্ধরত বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক হওয়া যাবে না, যখন কিনা তারা পার্লামেন্ট-এ থাকে। এর কারণ হল মুজাহিদ্বীনদের রক্ত আর জিহাদের মূলনীতি অবশ্যই সে সকল লোকদের হাতে থাকা যাবে না, যারা কিনা প্রতারক অথবা বোকা। যদি আমরা তাদের ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করে থাকি, এর মানে এই নয় যে, আমরা তাদেরকে ঈমানদারদের নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছি। আমরা তাদেরকে বলবো যে, তাদের সঠিক জায়গা হল মুজাহিদ্বীনদের সাথে যোগদান করা। এফ.আই.এস-এর আর্মি প্রধাররা যখন গভার্নমেন্ট-এর সাথে আলোচনা-পরামর্শ করলো তখন যা হয়েছে তা একটা খুবই ভালো উদাহরণ যে, যখন তুমি যুদ্ধে হেরে যাও, তখন যা যা কিছু তোমার পাওয়ার কথা ছিল, তুমি তার সবই হারাও, একটা কাফির আইনও ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি। তথাকথিত ইসলামিক আর্মি এফ.আই.এস নিজেদেরকে সেই ভূখন্ডের গভার্নমেন্ট-এর হাতে তুলে দিয়েছিল কোন ইসলামিক কারণ ব্যতীতই। যে কোন যোদ্ধার জন্য এ সকল গভার্নমেন্ট-এর সাথে আলোচনা-পরামর্শকারী কারোও পরামর্শ গ্রহণ করা বড় পাপ। এটা সব মিলিয়ে একটা ভিন্ন যুদ্ধ।

[২৮২] ইব্‌ন হিশাম, ইব্‌ন কাসীর, ইব্‌ন ইসহাক্ব এবং অন্যান্যদের রচিত সীরাহ্‌-এর বইগুলো দেখুন।

যারা একটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছে তাদের ক্ষেত্রে উত্তম ধারণা পোষণ করার আরেকটি পথ হল, তারা যুক্তি দেখাবে যে, তারা পার্লামেন্ট-এ অংশগ্রহণ করছে এই কারণে যে, তারা গভার্নমেন্ট-কে বলবে যে, তারা মানুষের সিংহভাগের প্রতিনিধিত্ব করছে। আর যেহেতু গভার্নমেন্ট বলছে যে, গণতন্ত্রে বসবাসরত মানুষেরা তাদের নিজেদের বিষয়াদি নির্বাচন করতে সক্ষম, তারা গভার্নমেন্ট-কে শুধুমাত্র তা-ই বলবে যা মানুষেরা চায়, আর মানুষেরা যা চায় তা হল শারী'য়াহ। যারা পার্লামেন্ট-এ প্রবেশ করছে, তারা হল এমন মানুষ, যারা চায় যেন শাসন একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার জন্য নির্দিষ্ট হয়। এ সকল লোকেরা তাদের নিজস্ব ঔষধ ব্যবহার করে কুফ্র-কে লজ্জায় ফেলতে চাইছে।

এরূপই হয়েছিল আলজেরিয়ার ক্ষেত্রে, যখন মানুষদেরকে ভোট দেওয়া হয়েছিল। আর যখন তারা শারী'য়াহ-এর প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রের ধ্বংসের পক্ষে ভোট দিল, তখন বাতিল আইনপ্রণেতারা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লো।

যাহোক, নির্বাচনটি কাজ করেনি, এমনকি যদিও ৯৮% মানুষ শারী'য়াহ চেয়েছিল। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা আমাদেরকে বলেছেন যে, এই ফিত্নাহ্ পরিবর্তনের জন্য তিনি আমাদের থেকে একমাত্র যা চান, তা হল যুদ্ধ, আপোস নয়।

এই বিষয়টি জোরদার করার জন্য, এই লোকেরা প্রকৃতপক্ষেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তারা প্রবেশ করবেন, কোন প্রকার আইন তৈরী করবেন না, কিন্তু যখনই কোন নতুন আইন আসে, তারা এটি প্রত্যাখ্যান করবেন। যদিও এর নিয়্যাহ্-টি প্রশংসনীয়, এটা একটি বড় হারাম এবং একটি বড় পাপ, যা তারা করছেন।

আর কখনো কখনো এই হারামটি কুফ্রও হতে পারে, যদিও এটি ভালো নিয়্যাহ্-এর দ্বারা শুরু হয়। বিষয়টি এরূপই হয়ে থাকে বিশেষ করে যখন এ সকল লোকেরা, যারা পার্লামেন্ট-এ প্রবেশ করেন, তারা এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগদান করার ফলে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ ভোগ করতে থাকেন, যেমনঃ বেতন পাওয়া অথবা রাজনৈতিক নিরাপত্তা পাওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের রাজনৈতিক নিরাপত্তা লাভের মাধ্যমে তারা যে অবস্থান লাভ করেন, তা বড় হারাম অথবা বড় কুফ্র হতে পারে। এর কারণ হল এটিকে এরূপে দেখা যায় যে, তুমি কুফ্ফারদের সাথে মৈত্রীতে লিপ্ত হচ্ছো। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেন,

و قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها و يستهزأ بها فلا نقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً

"আল্লাহ্ তা'য়ালা (ইতিপূর্বেও) এ কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের উপর আদেশ নাযিল করেছিলেন যে, তোমরা যখন দেখবে (কাফিরদের কোন বৈঠকে) আল্লাহ্ তা'য়ালার নাযিল করা কোন আয়াত অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে (এ ধরনের মজলিসে) বসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অন্য কোন আলোচনায় লিপ্ত হয়। (এমনটি করলে) অবশ্যই তোমরা তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল মুনাফিক্ব ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।"-সূরা আন্-নিসাঃ ১৪০

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা এই আয়াতে তাদেরকে কুফ্‌ফার এবং মুনাফিক্বূন বলেছেন, যদিও তাদের মধ্যে কতক ঈমানদার রয়েছে। তবুও তারা কুফ্‌র-এর গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে। তাদের মধ্যে যারা মুনাফিক্বূন, কিন্তু এই জীবনে তাদেরকে মুসলিম হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তারা বিচার দিবসে তাদের কুফ্‌ফার প্রতিপক্ষের সাথে থাকবে,[২৮৩] কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা জানতেন যে, তারা বড় নিফাক্ব-কে অভ্যন্তরীকরণ করছে এবং তাদের ইসলাম হল নিছক প্রদর্শনী। যেহেতু এই কাজটি প্রকৃতপক্ষে কুফ্‌র এবং নিফাক্ব-এর মাঝে ঘুরছে, পার্লামেন্ট-এর মাঝে প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষকে কাফির না বলাই ভালো। এর মাধ্যমে তুমি তাদের ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করার চেষ্টা করছো, যারা গণতন্ত্রের প্রচার-প্রসার করছে না এবং যারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই কুফ্‌র-কে বন্ধ করার চেষ্টা করছে। এখন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মানে এই নয় যে, আমরা এই পদ্ধতির সাথে একমত অথবা আমরা বলি যে, এটা সঠিক কাজ, কারণ একমাত্র সঠিক কাজ হলঃ

وقاتلوهم حتى لا تكو ن فتنة ويكو ن الدين كله لله

"আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষন না ফিত্‌নাহ্ (শির্‌ক) শেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" -সূরা আল-আনফালঃ ৩৯

আমরা এরূপ পরামর্শ দেই না যে, আমরা তাদের প্রত্যেককে কাফির বলার মাধ্যমে তাদের রক্তের অমর্যাদা/হানি ঘটাবো, কিন্তু তারা একটি কুফ্‌র-এর গোষ্ঠী। তাদের সকলে, যারা প্রতারক, যারা কুফ্‌ফার, যারা মুরতাদ, তাদের ভবনসমূহ এবং আরোও অন্যান্য সবকিছুই ঈমানদারদের জন্য একটি টার্গেট, যা ঈমানদারদের দ্বারা সংঘটিত প্রচন্ড আক্রমণের সম্মুখীন হতে পারে, এবং এই ভবনের ছাদের নীচে বসবাসকারী প্রত্যেককে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে (অপর কথায়, হত্যা করা যেতে পারে) তাদের নিয়্যাহ্-এর অনুসারে সত্যতা যাচাই-এর উদ্দেশ্যে।

আমাদেরকে নিয়মানুবর্তী হতে হবে এবং তাকফীর-এর পিরামিড বিন্যাস পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না।[২৮৪] কুফ্‌ফার এবং মুসলিমদের মাঝে নিশ্চিত পার্থক্যসূচক দাগ টানা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক, যদিও মুসলিমদের মাঝে

---

[২৮৩] তাই যারা পার্লামেন্ট-এ প্রবেশ করে তাদের সকলকেই এই আয়াতের রায় অনুসারে কাফির বলা যাবে না। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তাদেরকে কাফির ও মুনাফিক্ব বলে সম্বোধন করেছেন, এভাবে তাদের মাঝে একটি দাগ টানা হয়েছে। এভাবে এই জীবনে আমরা তাদেরকে ইসলাম প্রদর্শন করতে দেখি, কিন্তু ভিতরে গোপন রয়েছে নিফাক্ব, আমরা তাদেরকে কাফির বোলতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির বলার প্রতিবন্ধকতাসমূহ রয়ে যায়। যদিও এই জীবনে এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিচার হল যে, সে মুসলিম, তবে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা জানেন যে, এই ব্যক্তি একটা মুনাফিক্ব। আবারও, এটা তাদেরকে কুফ্‌র গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা দেয় না, যেহেতু প্রণীতআইনসমূহ/সংবিধান হল কুফ্‌র।

[২৮৪] তাকফীর-এর পিরামিড বিন্যাস পদ্ধতি হল একটি কাজের সাথে জড়িত সকল মানুষের উপরে তাকফীর করা। এতে যা হয় তা হল, সকলকে কাফির শিরোনামা দেওয়া হয়, যদিও সকলে এরূপ শিরোনামা প্রাপ্য নয়। এরূপ তাকফীরের একটি মডেল হল এরূপঃ প্রথমে সকলের উপরে যারা আছে তারা হল শাসকেরা, মাঝে 'আলিম ও আর্মিদের অবস্থান এবং সকলের নীচে রয়েছে সাধারণ জনগণ। যখন নির্বিশেষে আর্মিদের সকলকে তাকফীর করা হয় এবং কর্তৃত্বে থাকা লোকদের থেকে সবাইকে তাকফীর করা হয়, এরপর যদি তাদের নীচের সকল সাধারণ জনগণকে তাকফীর করা হয়,

মুনাফিক্বূন, অজ্ঞ এবং বোকা মানুষেরাও থাকতে পারে। একজন মুসলিমকে কাফির বলা, যেখানে সে এরূপ শিরোনামার উপযুক্ত নয় এবং যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে দলীল নেই, তার থেকে একটা কাফিরকে তার নিফাক্ব ও সন্দেহের জন্য মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করা একজনের ইসলামের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ।[২৮৫] এর মানে অপরদিকে এই নয় যে, আমরা যুল্‌ম ও হারাম অপসারণ করার জন্য আমাদের কর্তব্যের অবহেলা করবো, যেহেতু ফিত্‌নাহ্ সম্পর্কিত পুর্বোক্ত আয়াতটিই যুল্‌ম অপসারণ করার রেসাপি (নিয়মনির্দেশ)।

উপসংহারে বলা যায় যে, এরূপ অনেক দলীল রয়েছে যে, ইখলাসওয়ালা অশুদ্ধ কর্মপদ্ধতি ব্যবহারকারী মুসলিমদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করা উচিত। এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যেন তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। যারা এই বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেককে কাফির বলে ঘোষণা করছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যেন তাদেরকে হিদায়াত করেন, যেন তারা ব্যাপারগুলোতে আরোও পরিপক্বতার সাথে মনযোগ দিতে পারে।

যে ব্যক্তিটি ভোটদান কাজটির সাথে জড়িত

দ্বিতীয় ভাগে যাদের কথা উল্লেখ করতে হয় তারা হল, যারা ভোট দেয়। এই বিষয়টি আমাদের সময়কার মুসলিমদের মধ্যে প্রচুর বিরোধ-এর সৃষ্টি করেছে এবং ভোট দেয় এমন সকলকে তাকফীর করতে তাকফীরী মানসিকতার মানুষদেরকে উৎসাহ দিয়েছে। তাকফীর করার প্রতিবন্ধক ও পূর্বশর্তসমূহ সম্পর্কে ভুল বুঝ এবং সেই সাথে মুরতাদ বা যে ইসলাম গ্রহনে পর কুফরী করে তার উপর বিচার সম্পর্কিত ভুল বুঝ-এর কারণে এটি ঘটেছে। যে তাকফীর-এর মূলনীতিসমূহ প্রয়োগ করতে চায়, তার সর্বপ্রথমে সে সকল বিষয়াদি জানতে হবে, যা একজনকে ঈমান আনার পরে কাফিরে পরিণত করে। শুধুমাত্র এর পরেই দ্বীন-এর সঠিক বুঝ তার অর্জন করা সম্ভব হবে। এর পূর্ব পর্যন্ত, সেই ব্যক্তিবিশেষটি শুধুমাত্র যা করতে পারে তা হল, কারণ বা যথেষ্ট দলীল না থাকা সত্ত্বেও তাকফীর করা।

যারা ভোটদান কাজটির সাথে জড়িত, তারা প্রধানত ৩টি শ্রেণীতে পড়ে,

১। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং তারা ভোট দেয় এবং তারা নির্বাচিত হলে খুশীই হতেন এবং সুযোগ থাকলে আইনপ্রণয়নও করতেন। এ সকল লোকেরা মুরতাদ। কিন্তু, আমরা শুধুমাত্র তখনই এদের সম্পর্কে জানতে পারি, যখন তারা তাদের বিশ্বাসের কথা বলে।

যেহেতু তাদেরকে কোন অপকর্ম বা এই পিরামিডের অন্যান্য অংশকে সাহায্য করতে দেখা যায়। ভোটিং-এর ব্যাপারে এই বইটির যে অংশে আলোচনা করা হয়েছে এই ব্যাপারটি সেখানে আরোও স্বচ্ছ হবে।

[২৮৫] এর উদাহরণ পাওয়া যায় যখন রসূলুল্লাহ ﷺ মুনাফিক্বদেরকে তাদের নাম ধোরে জানতেন, কিন্তু এরপরেও তাদেরকে তাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার আদেশ দেন নি, যদিও তাদের নিফাক্ব রসূলুল্লাহ ﷺ এবং কিছু সাহাবা Ê -এর নিকট প্রকাশ্য ছিল। এর কারণ হল তখন তারা সমাজে মুসলিম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কাফির ডাকার প্রতিবন্ধকতাসমূহ তাদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল।

২। যারা এই কারণে ভোট দেয় যে, তাদেরকে ঘুষ দেওয়া হয়েছে অথবা কিছু দুনিয়াবী অর্জনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বা এরূপ কিছু। এই লোকেরা তাদের অবস্থান উন্নয়নের জন্য সাধারণত ফুস্‌সাক্ব (বিদ্রোহী পাপী), যারা শুধুমাত্র শোচনীয় মূল্যে নিজেদের দ্বীনকেই বিক্রয় করছে না, বরং নিজেদেরকেও বিক্রয় করে দিচ্ছে।

৩। এছাড়াও এমন মুসলিমগণ রয়েছেন, যারা প্রতারিত হয়েছেন পথভ্রষ্ট 'আলিম, জাহিল (চূড়ান্ত পর্যায়ের অজ্ঞ) এবং অজ্ঞ লোক অথবা খারাপ কাজের মুখপাত্রদের দ্বারা, যারা খারাপ-কে সুন্দররূপে উপস্থাপন করে। এ সকল লোকদের মাঝে ৩টি গোষ্ঠী রয়েছে,

ক. যারা তাদের 'আলিমদের অন্ধ অনুসরণ করেন। তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার থেকে নির্ধারিত হারামটি জানেন এবং আমরা তা পূর্বে উল্লেখ করেছি **"এমন লোকদের সাথে বসো না, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে উপহাস করছে।"** এই লোকেরা মুশরিকূন, কারণ তারা তাদের 'আলিমদের অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্‌ক করেছে এবং আল-কিতাব-এর উপরে তাদের 'আলিমদের শব্দাবলিকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং তারা লোকদেরকে শারী'য়াহ উপেক্ষা করে আইনপ্রণয়ন করতে দিয়েছে এবং শির্‌ক-এ সহায়তা করছে।

খ. এরা হল সে সকল মানুষ, যারা তাদের 'আলিমদের এই হুমকির শিকার যে, যদি তারা ভোট প্রদান না করেন, তবে এর মানে দাঁড়ায় যে, তারা কথার মাধ্যমে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করছেন না। তাদেরকে প্রতারিত করা হয়েছে এবং তাদের কথাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার দ্বীন-এর সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করা হয় না। তাদেরকে হুমকি দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা ভোট না দেন এবং পার্লামেন্ট-এ তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ধর্মের নেতাদের নির্বাচন না করেন, তবে শারী'য়াহ-এর অবস্থা যা আছে তার চাইতেও করুন হয়ে পড়বে। এই ধরনের লোকেরা ভুল পথে আছে, তবে তারা নিশ্চিতভাবে কুফ্ফার অথবা মুনাফিক্বূন নয়, যেহেতু যে ধরনের ব্যাখ্যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যেন তাদেরকে ক্ষমা করেন, যেহেতু তাদের হিদায়াতের জন্য দা'ওয়াহ্, তারবিয়্যাহ এবং দু'য়া প্রয়োজন।

গ. এরা হল সে সকল মানুষ, যাদেরকে ভোট দানে বাধ্য করা হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় কিছু অত্যাচারী শাসনব্যবস্থায়, বিশেষকরে মধ্যপ্রাচ্যে, যেখানে গভার্নমেন্ট নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, যদি সে ভোট প্রদান না করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি কোন প্রকারের মেডিকেল বা অন্যান্য সাহায্য পাবে না, যদি সে তার ভোটিং কার্ড না বানায়। অনেকে হয়তো দেশের বাহিরে যাবার জন্য তাদের ব্যবসা বা ভ্রমনের ডকুমেন্টস-এর লাইসেন্স থেকে বঞ্চিত হবে। এই ধরনের লোকদের বাধ্য করা হচ্ছে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা তাদের নিয়্যাহ্ অনুসারে তাদের বিচার করবেন, তাদের উপর কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং সেটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল, নাকি ছিল না, ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে।

কিন্তু, আমাদের পক্ষে এ সকল লোকদের বিচার করা, আর তাদের বিচার করা যে, তাদের এসব বিষয় এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা ছিল, নাকি ছিল না, ইসলামের পথে ন্যায়ানুগ ও সঠিক নয়। যাহোক, উপরোল্লিখিত এ সব কিছুর জন্য, সকল ভোটারদেরকে কাফির বলা একটি অযথার্থ কাজ, যা তাকফীরিয়্যাহ্ অথবা খাওয়ারিজ-রা করে থাকে,

শারী'য়াহ-এর অনুপস্থিতিতে মানুষের অবস্থার বাস্তবতা এবং যারা অত্যাচারিত তাদের আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা আছে কিনা, তা না বুঝেই। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকটি বিষয়কে পৃথক পৃথক ভাবে গভীর পর্যালোচনা করে দেখতে হবে, যদি কেউ একটি নির্দিষ্ট ধরনের লোকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে চায়। এর মানে মুজাহিদূনদের সংগ্রাম বিলম্ব করা বা ধীরগতির করে দেওয়া নয়, কারণ কতক মানুষকে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে, আর কতক পথভ্রষ্ট। এতে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার যোদ্ধাদেরকে ভোটপ্রদানের স্থানসমূহে প্রচন্ড আক্রমণ করা অথবা গণতন্ত্র নামে পরিচিত নতুন বিদ'আহ্-এর মিটিং হাউসসমূহকে এবং যারা এর প্রচার করে তাদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে বিলম্বিত করা উচিত নয়। তবে কারণ ব্যতীত কোন ধরনের লোকদেরকে টার্গেট করা ভাইদের কাজ নয়। যদি কোন ধরনের ভুল হয়ে থাকে, মুজাহিদ্বীনদের ব্যাপারে প্রথমে উত্তম ধারণা পোষণ করা উচিত, এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার রাস্তায় যারা যুদ্ধ করে, তাদের বিরুদ্ধে বাতিল আইনপ্রণেতাদের অপপ্রচার গ্রহণ করা মানুষদের উচিত নয়।

রসূল ﷺ বলেছেন,

"ফিত্‌নাহ্-এর সময়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি হল সেই ব্যক্তি, যে তার ঘোড়ায় চড়ছে, আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে সে আতংকিত করছে এবং তারা তাকে আতংকিত করছে। এর পর দ্বিতীয় সর্বোত্তম হল সেই ব্যক্তি, যে পর্বতে বাস করে, আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করছে, যাকাহ্ দিচ্ছে এবং মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।"

-সহীহ্ মুসলিম

এখানে তৃতীয় কোন ভাগ নেই, অতএব, যারা কষ্ট ভোগ করছে, যদি তারা যুদ্ধ করতে না পারে, তবে তাদের হিজরাহ্ করা উচিত। আমাদের বুঝা উচিত যে, যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার রাস্তায় যুদ্ধ করছে, তারাই সবচাইতে সৌভাগ্যবান ও সার্থক, এবং যারা হিজরাহ্ করেছে এবং ফিত্‌নাহ্, শির্‌ক ও যুল্‌ম-এর জায়গা ত্যাগ করেছে, তারা মুক্তিপ্রাপ্ত। যারা এই দু'টির কোনটিই করতে পারেনি, তারা তাদের নিয়্যাহ্ ও 'আমাল অনুসারে পুনরুত্থিত হবে, তবে তাদের কোনক্রমেই **পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র শাসন** প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘটিত মূল যুদ্ধের মাঝে আসা, এটিকে মন্থর করার চেষ্টা করা অথবা এটিকে বাতিল করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিকৃতি

আমরা হাকিমিয়্যাহ্-এর কিছু অপব্যবহার এবং কিছু বড় পাপ-এর কথা উল্লেখ না করে এই বইটি বন্ধ করতে পারলাম না।

মানুষের হাকিমিয়্যাহ্-এর এই বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত, যেখানে আমানতদার 'আলিমগণ ও দা'ওয়াহ্ কাজে লিপ্ত মানুষেরা এর প্রতিরক্ষা করার চেষ্টা করছেন, অপরদিকে অন্যান্যরা তাদের রাজা ও প্রেসিডেন্টদের প্রতিরক্ষা করতে চাইবে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, যেহেতু এটি উম্মাহ্-এর জন্য একটি সর্বব্যাপী ঘটনা, যা তখনই দেখা দেয়, যখন কেউ শারী'য়াহ-এর জন্য আহবান করে। যারা সত্য কথা বলে, তাদেরকে প্রশমিত করার

জন্য এমন মানুষ সবসময় থাকবে, যারা তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে, মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে এবং সেই সময়কার মানুষের মনযোগকে ঘুরিয়ে অপরদিকে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

আর যদি এতেও কাজ না হয়, তবে ক্বুরআন-এর শব্দাবলিকে বিকৃত করা হবে, হাদীসসমূহকে অবহেলা করা হবে অথবা অজুহাত দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া হবে এবং সাহাবা Ê -এর বুঝ-কে পুনর্ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। যারা অত্যাচারী শাসকদেরকে বিরূপ মনোভাবের হাত থেকে রক্ষা করতে চান, তারা আরেকটি কৌশল অবলম্বন করছেন। এই কৌশলটি হল 'আলিমদের কথাকে বিকৃত করা। এটা জানা বিষয় এবং সহজেই বুঝা যায় যে, মুসলিম উম্মাহ্ সম্মান করে এবং মনযোগের সাথে তার 'আলিমদের থেকে শুনে। তাই যে কেউ 'ইল্ম-এর ব্যক্তিদেরকে অথবা 'ইল্ম-কে নিয়ন্ত্রণ করে, সে-ই সিদ্ধান্ত নেয় যে, উম্মাহ্-এর কিরূপ প্রতিক্রিয়া করা উচিত এবং তাদের কি করা উচিত।

এ সকল বিকৃতকারীরা 'আলিমদের ফাতাওয়া নেয় এবং তার পুনর্ব্যাখ্যা করে, অথবা হয়তো তারা এর অর্ধেক বর্ণনা করে এবং বাকি অর্ধেক মুছে ফেলে। এরপর সকলে মিলে সেটিকে অতিরিক্ত পরিমাণে সরলীকরণ করে, এবং হয় ভুল অনুবাদের মাধ্যমে অথবা ডাহা মিথ্যা বলার মাধ্যমে ফির'আউনের কোর্ট-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ এই লোকদের কোর্ট সঠিক পথপ্রাপ্ত 'আলিমদের ফাতাওয়া-কে সম্পূর্নরূপে নিষ্ক্রিয় করে দিতে সমর্থ্য হয়। বিষয়টির সংক্ষিপ্ততার জন্য আমরা শুধুমাত্র প্রতারণার এরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করবো।

নিম্নোক্ত উদাহরণটি হল, লোকেরা কিরূপে 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরহীম رحمه الله-এর তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্-এর শিরকের ব্যাপারে ফাতাওয়া নিষ্ক্রিয় করার জন্য তার কিছু কথা মিশ্রণ করেছে এবং অপ্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করেছে, তার একটি দৃষ্টান্ত, যখন তিনি বলেছিলেন,

"যে সকল জিনিস একজনকে মুরতাদ করে দেয়, সেগুলো তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত,

প্রথম ভাগটি হল যে, যা রসূলুল্লাহ্ ﷺ নিয়ে এসেছেন বলে জানা যায়, এবং তিনি যা এনেছেন বলে আবশ্যিকভাবে জানা যায়, তার বিরোধীতা করা। সুতরাং, এটি হল তা-তে অবিশ্বাস, হোক তা মূল বিষয়সমূহে অথবা অমুখ্য বিষয়সমূহে, আর যা ইসলামে জানা যায় তাতে কোন ওজর দেওয়া যাবে না।

দ্বিতীয় ভাগটি হল যাদের কাছে প্রমাণটি অজানা। সুতরাং, এই ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত অবিশ্বাস করে নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং দলীলসমূহ তার সামনে উপস্থাপন করা হয়। তার উপরে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর, সে শুধুমাত্র তখনই কাফির হবে, যদি সে তা বুঝে থাকে। যদি সে বলে, 'আমি বুঝতে পারছি না,' অথবা সে বুঝেছে কিন্তু সে আপত্তি করে, তবে তার কাছে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ প্রমাণসমূহ পরিষ্কার করতে হবে।

'ইনাদ (একগুঁয়ে বিরোধীতা) কাফিরদের থেকে কোন কুফ্‌র নয়, বরং এটি হল কুফ্‌র-এর একটি শাখার অংশ এবং অপর অংশসমূহ একগুঁয়ে বিরোধীতা নয়, আর 'আলিমগণ এই বিচারকার্যে প্রবেশ করেন নি, কারণ এটি সে এবং আল্লাহ্-এর মাঝে।

তৃতীয় ভাগটি হল সেই জিনিস, যা অভ্যন্তরীণ চিন্তার সাথে জড়িত। সুতরাং, এটি একজনকে মুরতাদ করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তা মূল বিষয়ে নাকি অমুখ্য বিষয়ে-তা বিবেচনা না করেই...সুতরাং, আমরা এর থেকে জানতে পারলাম যে, কারোও উপরে কোন প্রকারের তাকফীর নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার উপরে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সুতরাং, এই ভাগটি স্পষ্টত প্রতীয়মান এবং দ্বিতীয়টিই এর জায়গায় পড়ে।

এরপর এখানে আরোও দু'টি জিনিস রয়েছে, প্রথমত, জিনিসটির উপর এরূপ বিধি যে, এটি অবিশ্বাস। দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তির উপর নির্দিষ্ট করে বিধি দেওয়া একটি ভিন্ন বিষয়। এরপর রয়েছে একটি গোষ্ঠীর উপর তাকফীর, যেমন জাহ্মিয়্যাহ্,[২৮৬] *যেটি আরেকটি বিষয়।"* [২৮৭][২৮৮]

যে সকল লোকেরা সে সব শাসকদের খারাবী ঢাকার চেষ্টা করছে যারা তাদের নিজস্ব শারী'য়াহ প্রবর্তন করছে, তারা এই ফাতাওয়াটিকে 'দলীল' হিসেবে ব্যবহার করে, এটা প্রমাণ করার জন্য যে, শারী'য়াহ সম্পর্কিত তাহ্কীম (বিচার) এবং তাশরী'ঈ (বিধিবিধান) সম্পূর্ন একই বিষয়। এছাড়াও তারা এই ফাতাওয়াটিকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে, যেন মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, তাকযীব (অন্তর অথবা কথা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা) ব্যতীত আর কোন প্রকারের কুফ্র নেই।[২৮৯] যাহোক, তারা একটি বিশাল ভুল করেছে। উপরোক্ত কথাগুলো যদি পাঠকের দ্বারা

---

[২৮৬] এরা হল একদল মানুষ যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার নাম ও সিফাতসমূহ বিকৃত করেছে। এছাড়াও কুফ্র ও ঈমান-এর ক্ষেত্রে তারা মুরজি'আ। তারা বিশ্বাস করে যে, কুফ্র শুধুমাত্র তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন ব্যক্তিটি মুখ দিয়ে তা ঘোষণা করে। তাদের আরোও অনেক বিরোধী ব্যাপার রয়েছে যা আহ্ল উস্-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্-এর সাথে বিরোধী, যে কারণে শাইখ ইব্ন ইবরহীম رحمه الله তাদেরকে তাকফীর-এর যোগ্য একটি গোষ্ঠী বলেছেন।

[২৮৭] ফাতাওয়া শাইখ মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরহীম, ভলিউমঃ ০২, পৃষ্ঠাঃ ১৯০-১৯১

[২৮৮] আমাদের আরোও দেখা উচিত যে, শাইখ মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরহীম رحمه الله কোন প্রসঙ্গে কথা বলছেন। এই অংশটি প্রকৃতপক্ষে তার ফাতাওয়া-এর থেকে নেওয়া, যা বিভিন্ন ধরনের কুফ্র নিয়ে আলোচনা করেছে। এভাবে নিজেদের ইচ্ছার দাসত্বকারী লোকেরা প্রসঙ্গটিকে পালটিয়ে দিয়েছে এবং তার বক্তব্যসমূহকে প্রসঙ্গ থেকে বের করে এনে অপর জায়গায় ব্যবহার করেছে।

[২৮৯] এই উক্তিটি আরেকজন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা উচ্চারিত হয়েছিল যার নাম হল খালিদ আল 'আনবারি। সে সালাফিদের অনেক বড় অলীক কল্পনাকে পূরণ করেছিল, যখন সে ঘোষণা দিয়েছিল যে, তাকযীব (কথার দ্বারা কুফ্র) ব্যতীত আর কোন প্রকারের কুফ্র নেই, যার ফলে যারা শাইতন শাসকদের খারাবি ঢাকতে চাইতো, তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে এই কাজটি করতে পেরেছে। সে একটা বই লিখেছিল এবং তার নাম দিয়েছিল ***আল-হুক্ম বি গয়রি মা আনযাল আল্লাহ্ (আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে বিচার)*** এবং পৃষ্ঠাঃ ১৩১-এ তার এ উক্তি করেছিল। এই লোক প্রকৃতপক্ষে আল 'আল্লামাহ্ 'আব্দুল্লাহ্ ইবন্ 'আব্দুর-রহ্মান আল-জিবরিন ও আল 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরহীম رحمه الله-এর দিকে এক বিশাল মিথ্যা নিক্ষেপ করেছে, যেখানে সে বলেছে যে, আল জিবরিন, শাইখ ইব্ন ইবরহীম رحمه الله-এর সর্বপ্রথম ছাত্র আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'আমল ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য করেছেন।

এই কথা আহ্ল উস্-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্-এর কাছে পৌঁছানোর পর তাদের মাঝে প্রতিবাদের এক বজ্রধ্বনি উচ্চারিত হয়, যখন তারা কুফ্র ও ঈমান সংক্রান্ত এই ব্যক্তির বিদ'ঈ মতবাদ শুনতে পায়। এমনকি যে সালাফী প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য হল আল 'আনবারি নিজে, সেই প্রতিষ্ঠানের মানুষেরাও তার থেকে দূরে থাকা অনুভব করলো, এবং তার বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করতে শুরু করলো, তার বইটিকে বিপজ্জনক হিসেবে শনাক্ত করলো এবং দাবি করলো যেন এই বই-

মনযোগ সহকারে দেখা হয়, তবে দেখা যায় যে, সেগুলো শুধুমাত্র বিচারকার্য (তাহ্কীম) সম্পর্কিত, যেখানে ব্যক্তিটি কিছু বিষয়ে বা একটি বিষয়ে সীমাতিক্রম করেছে। এই কারণে এরূপ ব্যক্তির উপরে হুজ্জাহ্ প্রতিষ্ঠা করা জরুরী, কারণ রর হতে পারে যে, সে অবাধ্য অথবা হতে পারে যে, সে একটা কাফির। এই কারণে অবশ্যই হুজ্জাহ্ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কিন্তু, সেই ব্যক্তির জন্য, যে কিনা আইনপ্রণয়ন করে, আমাদের উচিত এই ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরহীম رحمه الله-এর এই ফাত্ওয়াটি ব্যবহার করা,

"আর যে কেউ পর্যায়ক্রমে আইন তৈরী করে এবং অপরদেরকে এর দিকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে, তবে এটি কুফ্র, যদিও তারা বলে যে, 'আমরা পাপ করেছি এবং নাযিলকৃত আইনের বিচারই অধিক ন্যায়।' এরপরেও এটি কুফ্র, যা একজনকে দ্বীনের বহির্ভূত করে।" [২৯০]

উম্মাহ্-এর তাদের থেকে সতর্ক থাকা উচিত, যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা, তার রসূল ﷺ এবং সাহাবাগণ Ê এবং এই উম্মাহ্-এর 'আলিমগণ -যারা পূর্বোক্ত ৩টি উৎসের উপর ভিত্তি করে সত্য লিখেন তাদের কথার বিকৃতি ঘটায়। আমাদের অবশ্যই সতর্ক হতে হবে এবং 'আলিমদের প্রদানকৃত বিধি বিবেচনা করার সময় তার সংশ্লিষ্ট কথাও বিবেচনা করতে হবে। দ্বিতীয় বিষয় হল, আমরা কখনো এ সকল 'আলিমদেরকে আমাদের থেকে কোন প্রকারের সুবিধা গ্রহণ করতে দিব না। এই কারণে আমাদের সবসময় দলীলের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে, 'আলিমদের সাথে নয়। আমাদের সত্যের সাথে সম্পর্ক থাকতে হবে এবং সেই সাথে 'আলিমদেরকে সম্মান করতে হবে, কারণ তারা সত্য কথা বলেন, কিন্তু আমাদের 'আলিমদের কারণে সত্যকে সম্মান করা উচিত নয়।

এটি আমাদেরকে অন্ধ অনুসরণ-এর ফাঁদ-এর দিকে ধাবিত করে, ঠিক যে জিনিসটি এই সকল প্রতারকরা আমাদের থেকে চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এরূপ করতে পারছে, তারা জানে যে, তারা মানুষদেরকে প্রতারিত করতে সক্ষম। কিন্তু, যদি আমরা মৌলিক উৎসসমূহের সাথে জড়িয়ে থাকি, তবে আমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হব না। আর আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যেন আমাদেরকে আলোর পথে পরিচালিত করেন।

এর লেখক আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার কাছে তাওবাহ্ করে এবং দ্বীনে ফিরে আসে। তারা আরোও জোর দিলো যে, এই বইটি যেন পড়া না হয়, পড়ানো না হয় এবং এর বিতরণও যেন না করা হয়। এটা এই কারণে নয় যে, সালাফিয়্যাহ্ মুভমেন্ট সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে চায়, কারণ তারাও পূর্বে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরহীম رحمه الله-এর কথার ভুল অর্থ ও ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং শাইখ আল জিবরিন رحمه الله-কেও অপবাদ দিয়েছে।

বিষয়টি ছিল যে, যেভাবে আল 'আনবারি তার বিদ'আহ্-টি করেছে, এটাকে অস্বচ্ছ বা ঢাকার আর কোন উপায়ই ছিল না, এটা ছিল সম্পূর্ন স্বচ্ছ এবং সহজেই শনাক্ত করা যায় এমন। আর যেহেতু সালাফিয়্যাহ্-এর রক্ষা করার একটা খ্যাতি রয়েছে, তাই তারা এটা অনুমোদন করতে পারেনি। এই কারণে তারা এরূপ বক্তব্য পেশ করেছে।

[২৯০] মাজমু'আ ফাতাওয়া শাইখ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরহীম, ভলিউমঃ ২১, পৃষ্ঠাঃ ৫৮০

উপসংহার

এই কাজটির শেষাংশে, আমরা নিম্নোক্ত উপসংহারসমূহ বের করে তাতে পৌছাতে সক্ষম হয়েছি,

- পৃথিবীর ক্রমাগত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন এবং এই গ্রহের বিষয়াদির অবস্থা আজ বিপদাশঙ্কাপূর্ণ। দূষণ, খাদ্যাভাব এবং যুদ্ধাবস্থা আমাদের চেনা গ্রহটিতে ভয়ংকর পরিবর্তন বয়ে আনছে এবং এই পৃথিবী, যাতে আমরা বসবাস করি, তা আজ ন্যায়বিচারের জন্য কাঁদছে।

- আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার শাসন এই পৃথিবীতে সর্বপ্রধান হতে হবে। যদি তা না হয়, তবে বিভিন্ন রূপে ও অবয়বে শির্ক ছড়িয়ে পড়বে এবং বেশীরভাগ মানুষেরা, যারা কিনা এতই দূর্বল যে নিজেদের প্রতিরক্ষা করতেও সমর্থ্য নয়, তারা এই কুফ্র-এর দ্বারা বশীভূত হবে, যা ইঞ্চি ইঞ্চি করে প্রত্যেক ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালাই একমাত্র সত্বা যার 'ইবাদাত এই পৃথিবীতে করতে হবে, আর এটা নিশ্চিত করার একমাত্র পদ্ধতি হল ভূমি, আকাশ ও সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ করা এবং মানুষের কানে ইসলামের বাণী পৌছানোর উপযুক্ত রাস্তা করে দেওয়া।

- সমগ্র পৃথিবীতে শাসন করা এবং জমিনে একমাত্র আইন হওয়া, শারী'য়াহ-এর জন্য খুবই প্রাকৃতিক বিষয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এটি সকলের জন্য, এমনকি পশুদের জন্যও বাস্তবিক এবং দয়ালু। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার পদ্ধতি অনুসারে এমন কোন শাস্তি নেই, যা অপরাধের সাথে মানানসই নয়। কোন ব্যক্তিবিশেষের অবশ্যকরণীয় কর্তব্যসমূহ ও তার অধিকারসমূহের উপর হস্তক্ষেপ না করে মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ এবং মানবজাতিকে সমর্থন করা হয়। শারী'য়াহ পাঠানো হয়েছে পাঁচটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংরক্ষণের জন্য, ১। ঈমানের পবিত্রতা, ২। দেহ ও মনের পবিত্রতা, ৩। মানুষের সম্মান/'ইয্যাত-এর পবিত্রতা, ৪। মানুষের সম্পত্তির পবিত্রতা, ৫। মানুষের মন ও মেধার পবিত্রতা।

- শারী'য়াহ-এর প্রয়োগ করা এবং শারী'য়াহ যেন কর্তৃত্বশীল হয় সেই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা, রসূল ﷺ-কে বিশ্বাস করা ও ইয়াক্বীন করার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে ব্যক্তি ইসলামকে নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে এবং ইসলামের বার্তায় বিশ্বাস করে, সে ইসলামকে সর্বপ্রধানরূপে চায়। আর এর বিপরীতটি হয় সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে ইসলামকে সর্বপ্রধানরূপে চায় না, সে রসূল ﷺ-এর মিশন সম্পর্কে নিশ্চিত নয় এবং ইসলামকে নিয়েও সে খুশী নয়, কারণ যে কেউ কোন কিছুতে বিশ্বাস করে, সে সেটিকে সমগ্র হৃদয় দিয়ে সমর্থন করে, এমন নয় যে, সে শুধু কথা বলে, অথচ কাজের দ্বারা সমর্থন করে না।

- আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার বিধিবিধান ৩টি শ্রেণীতে পড়ে, আইনপ্রণয়ন, বিচারকার্য এবং সম্পাদন। আর আমাদের ঠিক মাঝে অবস্থিত শাসকেরাও এই ৩টি শ্রেণীতে পড়ে। যে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আইনের

উপর আইন প্রণয়ন করে, সে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলামের বহির্ভূত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আল্লার আইনের বিষয়ে বিচার করছে, সে ফাসিক্ব হতে পারে, আবার কাফিরও হতে পারে, এটি নির্ভর করে তার অবস্থা এবং সে যা করছে তার তীব্রতা এবং গভীরতার উপর। যে ব্যক্তি শারী'আহ-এর প্রয়োগ/সম্পাদন সম্পর্কিত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করছে, তার জন্য যালিম অথবা কাফির শিরোনামটি প্রযোজ্য হতে পারে, যা নির্ণয় করা হয় সেই ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপারে তদন্ত করার পরে। যে কোন শাসক, গতকালের, আজকের বা আগামীকালের, তার উপর এই বুঝ সবসময় প্রযোজ্য। শারী'য়াহ এবং শাসকের মাঝে একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে এবং যে শাসক এই সম্পর্কের শর্তাবলির সাথে মানানসই নয়, তার ছোট বা বড় কোন বিষয়েই শাসন করা উচিত নয়।

- আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আইনসমূহ এবং তার নাযিলকৃত তাওহীদ পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার বিরুদ্ধে গমনের জন্য পীড়াপীড়ি করে, তার তাওহীদের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে, আর যে ব্যক্তি তার মিথ্যা/বাতিল-কে তলোয়ার-এর দ্বারা প্রতিরক্ষা করে, সে তাওহীদ-কে পরিত্যাগ করেছে।

- শারী'য়াহ-এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অথবা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা বিচার/শাসন না করার পাপ-এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যেহেতু প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে বিচার করছে, সে একই ধরনের পাপ করছে না। কতক অনেক উঁচু স্তরের কুফ্‌র করছে, অপরদিকে কতক স্তরের দিক থেকে নিচু স্তরের করছে। এটা জানার উপায় হল, কি কি বিষয় একজনকে তার ইসলাম গ্রহনের পর আবার ইসলাম থেকে বহির্ভূত করে দেয়, সে সম্পর্কে জানা। কারণ এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে শারী'য়াহ-এর বিরুদ্ধে গমন করে, কিছু নির্দিষ্ট পাপ রয়েছে যা সে করেছে, এবং সে যা করেছে তার তীব্রতা বা স্তরের উপর নির্ভর করে তার উপর বিচার করা যায় পাপের বিভিন্ন স্তরের প্রেক্ষিতে, যেমনঃ কুফ্‌র, শির্‌ক, নিফাক্ব, যিনদিক্ব, যুল্‌ম এবং ফিস্‌ক্ব।

- মানুষদের থেকে যে সকল একগুঁয়ে লোকেরা শারী'য়াহ-এর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং যখন তাদেরকে বাতিল শারী'য়াহ-এর জন্য আক্রমণ করা হয় তখন তলোয়ার-এর দ্বারা নিজেদের প্রতিরক্ষা করে, তারা আধুনিক যুগের তাতার। বর্তমান যুগের এই চেঙ্গিস খানের তার আল-ইয়াসিক্ব রয়েছে, যা কোন রাজার আদেশ অথবা কোন প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টার-এর বিধিবিধান। শারী'য়াহ-এর দ্বারা শাসন করার ব্যাপারে তাদের অস্বীকৃতি এবং তাদের বিধিবিধান নিয়ে আসার ব্যাপারে একগুঁয়েমি/পীড়াপীড়ি করার মাধ্যমে তাদের কুফ্‌র পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে এবং তারা রিদ্দাহ্-এর একটি দরজা দিয়ে ইসলামের বাহিরে চলে গিয়েছে।

- সাহাবা Ê -গণ, যারা এই ব্যাপারে আমাদের শিক্ষক এবং এই উম্মাহ্-এর প্রথম 'আলিম গণ, তাদের প্রতি খুবই কঠোর ছিলেন যারা শারী'য়াহ-এর দ্বারা শাসন করতে ব্যর্থ হত এবং আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত এটিকে বড় কুফ্‌র বলে ঘোষণা দিয়েছেন। 'আলিমগণ এই বিষয়ে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যান নি, এবং

তারা এই বিষয়ে বাকি উম্মাহ্-এর সাথে সর্বসম্মতভাবে একমত হয়েছেন যে, সবসময়ের জন্য শারী'য়াহ-এর আইনকে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার আইন ব্যতীত অপর কোন আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা বড় কুফ্র এবং বড় শির্ক। এমনকি অতীতের কোন শারী'য়াহ, যেমনঃ তাওরাহ্ অথবা ইনজিল-এর দ্বারা শাসন করাও ইজমা'/ঐকমত্য অনুসারে বড় কুফ্র। আর শুধুমাত্র বিচার করা এবং আইনপ্রণয়ন করাটাই বড় কুফ্র নয়। এমনকি আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার শত্রুদের সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক করাও কুফ্র এবং কুফ্ফার-এর প্রতি এক ধরনের আনুগত্য। আর এটা আবারও বড় কুফ্র।

- কোন সন্দেহ ব্যতীত, যারা কুফ্ফার, আইনপ্রণেতা, শাসক এবং আধুনিক দিনের ফির'আউনদের কোর্টসমূহের বিচারকদের সাথে একই কাতারে দাঁড়াচ্ছে, তাদেরকে শারীরিকভাবে অপসারণ করতে হবে। তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে এবং কোন ধরনের চুক্তিপত্র বা সমঝোতায় সাক্ষর করা যাবে না। তাদেরকে ক্ষমতা থেকে হটাতে হবে অথবা অপসারণ করতে হবে। যদি তাদেরকে হত্যা করা হয়, তবে তা-ই। যারা টার্গেট নয় কিন্তু টার্গেট-এর স্থানে রয়েছে, যদি তারা পথের মাঝে বাঁধাস্বরূপ দাঁড়ায় অথবা কুফ্র-এর ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে তাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে যে, তারা ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে রয়েছে। তাদের জন্য শুধুমাত্র বিকল্প উপায় হল, যুদ্ধে যোগদান করা, ঐ স্থান থেকে হিজরাহ্ করা অথবা অন্তত যুদ্ধের স্থান থেকে দূরে থাকা, যেন অত্যাচারী শাসকেরা যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, তাদের দ্বারা তারা কোন প্রকারের বাধাস্বরূপ ব্যবহৃত না হয়।

- যে সকল 'আলিম এই সকল শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করছে তারা একটি কুফ্র-এর গোষ্ঠী, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই কাফির নয়। তাদের মধ্যে কতক ফুস্সাক্ব (বিদ্রোহী পাপী) এবং ঈমান ও তাওহীদের মৌলিক বুঝ সম্পর্কে জাহিলূন (অজ্ঞ) । কতক চেষ্টা করছে ভিতরে থেকে বিষয়টিকে পরিবর্তন করার, কিন্তু যুদ্ধ শুধুমাত্র তাদের জন্য থেমে থাকবে না। যারা ভিতরে থেকে শাসনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়ায় থাকা অবস্থায় মারা গিয়েছেন, তারা শাহীদ এবং তারা তাদের নিয়্যাহ্ অনুসারে পুনরুত্থিত হবেন। যারা খারাবীকে প্রতিরক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি/জোর করছে, তারা একটি খারাপ গোষ্ঠী। তাদেরকে একটি গোষ্ঠী হিসেবে টার্গেট করা সম্ভব এবং যদি তারা ক্রসফায়ারের শিকার হয়, তবে তারা শুধুমাত্র তাদের নিজেদেরকেই নিন্দা করতে পারে। তাদেরকে হয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সত্য কথা বলতে হবে এবং সম্মান ব্যতীত মৃত্যুবরণ করতে হবে অথবা সেই স্থান থেকে হিজরাহ্ করতে হবে, যেন তারা টার্গেট-এ পরিণত না হয়। শুধুমাত্র তখনই তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার সেনাদল থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে।

- যারা এই শাসনব্যবস্থার পতন হলে তাদের কিছু হারানোর আশংকা করে, তারা ইমাম আত-তাহাযী رحمه الله-এর কথা ব্যবহার করেছে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যার স্বার্থে এবং সেগুলো নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত খেলা করেছে। যাহোক, যদিও তারা এর বিকৃতি করেছিল, তবে সতর্কতার সাথে ইমাম-এর কথাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তার رحمه الله কথাগুলো সাধারণ এবং সেটির একটি প্রসঙ্গ রয়েছে। সুতরাং, সেটিকে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে শির্ক-এর ব্যধিকে ঢাকার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যদি প্রসঙ্গের সাথে মিলিয়ে

দেখা হয়, তবে ইমাম আত-তাহায়ী رحمه الله-এর উক্তি সর্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া কুফ্‌র-এর প্রতিরক্ষাকারীদের যুক্তিকে এক মুহূর্তের মধ্যে ভিত্তিহীন করে দেয়।

- তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্‌ তাওহীদ-এরই একটি অংশ এবং ক্বুরআন-এ এর বহু উল্লেখ রয়েছে। এটি তাওহীদের সাথে সরাসরি জড়িত এবং যারা এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার সে সকল নামসমূহ যা শারী'য়াহ ও আইনপ্রণয়নের সাথে সরাসরি জড়িত, সেগুলো গোপন করার চেষ্টার মাধ্যমে তার সেসকল নামসমূহের বিকৃতি সাধন করেছে। যারা হাকিমিয়্যাহ্‌-কে একটি নতুন বিদ'আহ্‌ হিসেবে চিহ্নিত করে, তারা ক্বুরআন সম্পর্কে তাদের ব্যাপক অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। অথচ তারা যে নতুন পরিভাষা ব্যবহার করে যেমনঃ 'তাওহীদ আর্‌-রুবূবিয়্যাহ্‌', 'তাওহীদ আল-উলূহিয়্যাহ্‌', 'তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত', 'আক্বীদাহ্‌', 'উসূল উল-ফিক্বহ', 'আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌ ওয়াল-জামা'আহ্‌' এবং এরূপ আরোও অনেক কিছু, সে কথা তারা ভুলে যায়।

- হাকিমিয়্যাহ্‌, শারী'য়াহ-এর সাথে জড়িত, সুতরাং যখন শারী'য়াহ-এর লংঘন করা হয়, তখন হাকিমিয়্যাহ্‌-এর সীমাতিক্রম করা হচ্ছে। এই রকম ব্যাপক সীমালংঘনকে যখন তুচ্ছ বিষয়ের ন্যায় দেখা হয়, তখন এর মানে দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালাই বাড়াবাড়ি করেছেন (নাউযুবিল্লাহ), যখন তিনি যারা তার নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে বিচার করে, তাদেরকে কুফ্‌ফার বলে ঘোষণা করেছেন। আর সেই সাথে যখন কতক ইহূদী সাব্বাথ-এর সীমা অতিক্রম করেছিল তখন তাদেরকে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার বানর ও শূকর-এ পরিণত করে দেওয়ার মানে দাঁড়ায়, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা কট্টরপন্থী (নাউযুবিল্লাহ)। এটা কখনোও হতে পারে না, আর যারা এই বিষয়ে পীড়াপীড়ি করে, তারা শুধুমাত্র নিজেদেরকেই বোকা বানাচ্ছে, আর সেই সাথে যে সকল অসভ্যতা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার রাস্তায় ব্যাঘাত ঘটায়, তারা সেগুলোর প্রতিরক্ষা করার মাধ্যমে নিজেদের শাস্তিকে তরান্বিত করছে।

- সকল নতুন মতবাদসমূহ, যেগুলো এসেছে আর গিয়েছে, এখন গণতন্ত্রই সবচাইতে দীর্ঘমেয়াদী। সকলের প্রতি এর স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের দ্বারা, এবং এর নারীদের প্রতি সম-অধিকারের দ্বারা, এটি এক মহূর্তের মধ্যেই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা ও ইসলামের শত্রু, যেহেতু সমাজে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে দু'টি ভিন্ন সৃষ্টির মাঝে কখনোই সমতা সম্ভব নয়। যারা এই ধরনের আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তারা প্রতারিত হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে, যখন তারা ভোটিং বুথ-এ যায়, তখন তারা সৎকাজের আদেশ করছে এবং অসৎকাজের নিষেধ করছে। এটা শাইতনের পক্ষ থেকে একটি মারাত্মক প্রতারণা। যারা এই ধরনের কাজ করছে, তারা একটি কুফ্‌র গোষ্ঠী, যেখানে কতক হল কুফ্‌ফার (যারা বিশ্বাস করে যে এটা শারী'য়াহ-এর মতই, অথবা শারী'য়াহ-এর চাইতেও উৎকৃষ্ট অথবা এটির শারী'য়াহ-এর ন্যায়ই কোর্ট থাকার অধিকার রয়েছে), কতক ফুস্‌সাক্ব, এবং কতক এমন যারা এরূপ করার জন্য বলপ্রয়োগকৃত হয়েছে বলে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালার কাছে অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং আরোও অনেকে বিচার দিবসে নিজ নিজ নিয়্যাহ্‌ অনুসারে উঠবে। যারা পার্লামেন্ট-এ প্রবেশ করে, তারাও উপরের ন্যায় তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং তাদের এর থেকে সতর্ক থাকা উচিত যে, যদি মুজাহিদ্বীনগণ এ সকল সম্পূর্ন হারাম কাজ ও

শয়তানি কাজের জন্য ব্যবহৃত ভবনসমূহ টার্গেট করেন, তবে এরূপ কোন প্রকারের প্রতিশ্রুতি নেই যে, তাদের জীবন রক্ষা করা হবে। তাদের নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হল আইনপ্রণয়নের এ সকল ভবনসমূহ ত্যাগ করা এবং হয় এই যুদ্ধে যোগদান করা অথবা এই জায়গাগুলো ত্যাগ করা।

- এখনও এমন সব লোকেরা রয়েছে, যারা এমন সব 'আলিমদের কথা বলবে, যাদেরকে মানুষেরা সম্মান করে, যেন মানুষদের দ্বারা কুফ্‌র-এর অন্ধ অনুসরণ করানো যায়। এটা কোন ক্রমেই মেনে নেওয়া হবে না। 'আলিমদেরকে শুধুমাত্র তখনই অনুসরণ করা হবে, যখন তারা সত্য কথা বলেন। যখন তারা ন্যায়পরায়ণতার সাথে কথা বলেন, তাদেরকে পুরস্কৃত করা উচিত এবং তাদের বিধির অনুসরণ করা উচিত। যখন তারা অন্যায় কথা বলেন, তখন তাদের সংশোধন করে দিতে হবে এবং তাদের সেই বিধির অনুসরণ করা যাবে না। এভাবেই ইসলামে আমাদের মূলনীতি কাজ করে। আমরা সত্যের সাথে সম্পর্কিত, সেই ব্যাক্তির সাথে নয়, যে সেই কথা বলেছিল, সে যে-ই হোক না কেন। এটাই 'আলিমদেরকে পূজা করার চক্রটিকে ভেঙ্গে দেওয়ার একমাত্র উপায়। সত্য গ্রহণ করতে হবে ক্বুরআন এবং সুন্নাহ্‌ থেকে, সাহাবা Ê এবং উম্মাহ্‌-এর ইজমা'-এর উপর ভিত্তি করে।

- পথভ্রষ্ট 'আলিমদের পাশাপাশি আরোও অনেক বাধা রয়েছে, যেগুলো শারী'য়াহ-এর অগ্রগমন এবং এর প্রয়োগ-এর পথে এসে দাঁড়াচ্ছে, যেমনঃ এই বাস্তবতা যে, শারী'য়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিকভাবে যুদ্ধরত মুসলিমদের উপযুক্ত নেতৃত্ব নেই। আর যখন আছে, তখন হয় তাদেরকে শাসন করা থেকে ব্যাহত করা হয়, অথবা হত্যা করা হয়, বা জেল-বন্দী করা হয়, অথবা তার বিরুদ্ধে সজোরে গুজব নিক্ষেপ করা হয়। যাহোক, ইতিহাস থেকে আর সেই সাথে দ্বীন হতেও এটি প্রমাণিত যে, যখন নেতৃত্ব হারিয়ে যায়, তখন এটা শুধুমাত্র যুদ্ধ এবং কঠোর সংগ্রাম-এর মাধ্যমেই ফিরে আসতে পারে। এই কারণে আমরা সংগ্রাম এবং কুফ্‌ফার ও মুরতাদ্‌দের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে আহবান করি। শুধুমাত্র তখনই ঈমানদারগণ আন্তরিক নেতাদেরকে জানতে পারবে এবং জানতে পারবে যে, কাকে অনুসরণ ও সমর্থন করতে হবে।

- দুঃখজনকভাবে, বেশীরভাগ তরুণ, মেধাবী এবং মানবসম্পদ পশ্চিমে পালিয়ে গিয়েছে, মুসলিম ভূখন্ডসমূহে প্রবল চাপ ও অত্যাচারের কারণে। হয় তারা উন্নত রক্ষনাবেক্ষণ অথবা উন্নত জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। তারা তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটায় ইতিহাসের এক প্রান্তে, কোন প্রকারের পরিবর্তন আনার ব্যাপারে আগ্রহী নয়, অথবা সমর্থ্য নয়। এসকল মানুষের প্রয়োজন দা'ওয়াহ্‌ এবং উৎসাহ, যেন তারা ইসলামিক আন্দোলনকে উৎসাহ দেয়। একবার যখন তারা দা'ওয়াহ্‌ পাবে, তখন তারা এতে উৎসাহিত হবে এবং কাজ করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং হাল ছেড়ে দিবে না। এ সকল মানুষ খুব সহজেই ইসলামের পতাকার বাহকে পরিণত হতে পারে।

- যে সমস্যাটি আমাদেরকে বাঁধা দিচ্ছে, তা হল খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, দ্বীন, কথা-বার্তা, শিক্ষা, বিচ্যুত যৌনাচরণসহ আরোও ভয়াবহ সকল ক্ষেত্রে কুফ্‌ফারদের অনুসরণ করা। এটা

বন্ধ করতে হবে, কারণ এটা মালিক-দাস দৃশ্যের একটি উৎপাদন, যা এই উম্মাহ্-কে ধ্বংসাত্মক অসাড়তার দিকে ধাবিত করছে। মুসলিমদের জন্য কুফ্ফারদের জীবনপদ্ধতি থেকে দূরে থাকা এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রদর্শিত পথে চলা এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিখানো আদব ও আচার-ব্যবহার অর্জন করে শিক্ষকে পরিণত হওয়া এবং অন্য সকলকে শিক্ষা দান করা, স্বাধীনতা এবং আত্মবিশ্বাস অর্জনের ক্ষেত্রে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আমাদের সকল সমস্যার উত্তর আমাদের দ্বীনে রয়েছে। মুখমন্ডলীর উপরের প্রত্যেক উপযুক্ত নিকাব, দাড়ি এবং উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ, ইসলামিক প্রচারণা এবং প্রভাবের একটি ধাপ।

- ভীতি, আলস্য, যন্ত্রণা, তিক্ততা এখনোও এই উম্মাহ্-এর মাঝে এত অতি উচ্চ পর্যায়ে বিদ্যমান যে আপনি দেখতে পান যে, কিছু মানুষেরা দা'ওয়াহ্ কাজে জড়িত থাকা সত্ত্বেও তাদের ভাইদেরকে সমর্থন করছে না, অন্তরে এ সকল ব্যাধি থাকার কারণে। আমাদের দা'ওয়াহ্ কাজের সাথে জড়িত মানুষ হিসেবে সৎকাজের আদেশ দিতে হবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করতে হবে, আত্মত্যাগের জন্য উৎসাহ দিতে হবে এবং সত্য কথা বলা ও সত্য কথার প্রতিরক্ষার জন্য সর্বাগ্রে অবস্থান করতে হবে। যদি দা'ওয়াহ্ এমন কারোও কাছ থেকে আসে, যাকে আমি পছন্দ করি না, সেক্ষেত্রে দা'ওয়াহ্ কাজে বাঁধা দিয়ে নিজের স্বার্থে মনযোগ দেওয়া যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপারটি সত্য, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোন কিছু মনে করা যাবে না। সকল আমীর ও দলগুলোকে ঐ বিষয়টির দিকেই গুরুত্ব দিতে হবে, তা না হলে আমরা কখনোই বড় ধরনের সাফল্য লাভ, দলবদ্ধ কাজ উপভোগ বা দলবদ্ধ কাজের পুরস্কার লাভ করতে পারবো না। আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার সামনে অসম্মানিতই রয়ে যাবো।

- এই উম্মাহ্-এর সংস্কারকদেরকে পূর্বেও খাওয়ারিজ উপাধী দেওয়া হয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ আহ্মাদ ইব্ন হান্বাল رحمه الله তার সময়ে এবং ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ رحمه الله তার সময়ে। পাপী খলীফাহ্-দের দ্বারা এ ধরনের কথা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সে সকল মহান 'আলিমদের দিকে, যারা তাদের শাসকদের সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে সকল লোকেরা মু'আয়িয়া Ê ও 'আলী Ê -এর সংশোধন করতে চাইছিল এবং তাদেরকে কাফির বলে ডাকছিল, তারা ভুল করছিল, কারণ শারী'য়াহ সম্পূর্নরূপে অক্ষত অবস্থায় ছিল এবং মুসলিমদের পবিত্রতা সংরক্ষিত অবস্থায় ছিল। এই কারণে যারা তাদেরকে কাফির বলে ডাকছিল তা ভুল ছিল এবং তাদেরকে খাওয়ারিজ শিরোনামা দেওয়া হয়েছিল।

- যাহোক, বর্তমান সংস্কারকদেরকে এই ধরনের উপাধী দেওয়া যায় না, যখন সেকুলারিজমের হাতেই নিয়ন্ত্রণ এবং মানবরচিত বিধানই কর্তৃত্বশীল এবং তা মানুষের জীবন ধ্বংস করছে। জিনা-ব্যাভিচার, জুয়া এবং অশ্লীলতা প্রচার করছে। এ সবকিছুর রক্ষা করা হচ্ছে একদল অসৎলোকের দ্বারা, যারা নিজেদেরকে বিচারক, পুলিশ ফোর্স এবং আর্মি বলছে, যাদের কিনা শারী'য়াহ রক্ষা করার কথা, ধ্বংস করার কথা নয়। ঠিক যখনই আমাদের সময়ের সংস্কারকগণ শারী'য়াহ-কে রক্ষা করার চেষ্টা করেন এবং আইনপ্রণয়ন সম্পর্কিত শির্ক-কে এই উম্মাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া চেষ্টা করেন, পথভ্রষ্ট 'আলিমরা তাদেরকে খাওয়ারিজ

এবং আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌ ওয়াল-জামা'আহ্‌ থেকে বিচ্যুত বলে উপাধী করে। প্রকৃতপক্ষে, এই শাসনব্যবস্থার আর্মিরা নিজেরাই খাওয়ারিজ, কারণ, তারাই খাওয়ারিজদের মূল বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়, যা হল মুসলিমদেরকে হত্যা করা এবং মুশরিকদেরকে ছেড়ে দেওয়া। এছাড়াও এই শাসনব্যবস্থা ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের সাথে অনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য শান্তিচুক্তি করার মাধ্যমেও এই বৈশিষ্ট্য পূরণ করেছে।

- তাই এটা প্রমাণিত যে, পথভ্রষ্ট 'আলিমরা তাদের জীবন ব্যয় করেছে সেকুলারিজম এবং মানবরচিত বিধানের প্রতিরক্ষায় এবং প্রতিনিয়ত পুরুষ ও মহিলারা যে সকল ফিত্‌নাহ্‌-এর সম্মুক্ষীন হচ্ছে সেগুলোর রক্ষক হিসেবে। অবশেষে এ সকল 'আলিমরা আহ্‌ল উস্‌-সুন্নাহ্‌ ওয়াল-জামা'আহ্‌ এর 'আক্বীদাহ্‌-এর জন্য কুমিরের কান্না কাঁদে এবং এর সংস্কারকদেরকে খাওয়ারিজ বলে সম্বোধন করে। আমরা এ সকল শাইখদেরকে এবং তাদের সমর্থকদেরকে জিজ্ঞেস করি যে, এক দল মানুষের হাতে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া কি সঠিক কাজ? যারা নিজেদেরকে পার্লামেন্ট বলে পরিচিত করে। আমরা এই উপসংহার টানি যে, আমাদেরকে এই ধরনের মানুষদের থেকে দূরে থাকতে হবে এবং তাদের থেকে 'ইল্‌ম আহরণ করা যাবে না। কারণ যখনই তারা কোন সঠিক 'ইল্‌ম দেয়, তারা তখন তার মাধ্যমে কোন গুরুত্বপূর্ণ 'ইল্‌ম-কে বিকৃত করে এবং শাসকদেরকে সাহায্য করে।
- দা'ওয়াহ্‌-এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য শারী'য়াহ-এর দাবী করা এবং এই কাজে লেগে থাকা খুবই জরুরী। কারণ এটা শাসকগোষ্ঠীর 'আলিম দেরকে শারী'য়াহ-এর অনুপযুক্ত রক্ষক হিসেবে প্রকাশ করে দিবে, যেহেতু প্রতিনিয়তই শারী'য়াহ-এর বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে, আর এই সিনিয়র 'আলিমরা নিরব হয়ে আছে। আমরা এই সকল 'আলিমদের অন্ধ অনুসারীদের অনুসরণ করতে পারি না, যারা একজন সাধারণ মানুষকে চুপ থাকতে বলে যেহেতু তার জ্ঞান নেই। আমাদের সকলের মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব আছে এবং আমরা যার প্রতিরক্ষা করছি এবং আমরা যে বিষয়ের কথা বলছি তা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ এবং এটি ইসলামের মূল বিষয় সমূহের একটি।
- ইসলামিক কাজে সম্পূর্ন গোপনীয়তা কোন ভালো ফলাফল বয়ে আনবে না। কুফ্‌র ও ঈমান-কে প্রকাশ করে দেওয়া অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। যদি ইসলামিক কর্মকান্ড সম্পূর্ন গোপনীয় থাকে, তাহলে কুফ্‌র আগের মতই রয়ে যাবে এবং ইসলামিক কর্মকান্ড জড়সড় হয়ে শুধু ছায়াই হয়ে থাকবে। এই বিষয়গুলো প্রকাশ্য ও সন্দেহাতীতভাবে করতে হবে। যদি তুমি সবকিছুই গোপনে করতে চাও, তবে কিছুই অর্জিত হবে না, এবং মানুষ কিছুই করবে না, বিশেষ করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, যা যত বেশী সম্ভব তত প্রকাশ্য ও কঠোর করা উচিত।
- কিছু গোষ্ঠী যেগুলো ইসলামের জন্য কাজ করে এবং তাদের সমর্থকদের কিছু বিষয় বা শারী'য়াহ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। যাহোক, এরপরেও যারা শারী'য়াহ-এর বিকৃতি সাধন করছে তাদের প্রতি শত্রুতার ব্যাপারে তাদের একতাবদ্ধ থাকা উচিত। যে

কেউ শারী'য়াহ-এর প্রতিরক্ষা করছে, তাকে রক্ষা করার জন্যও তাদের একতাবদ্ধ হওয়া জরুরী। আমাদের একে অপরকে শয়তানি শাসনব্যবস্থা ও এর সে সকল পথভ্রষ্ট 'আলিম যারা যেভাবে শয়তানি মতবাদ ও সেকুলারিজম-কে রক্ষা করছে সেভাবে শারী'য়াহ-এর রক্ষা করে না, তাদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করতে হবে।

- এ সকল গোষ্ঠী সমূহের মোটেও উচিত হবে না শাইতনকে তাদের পার্থক্যসমূহ ব্যবহার করে শারী'য়াহ পুনরায় ফিরিয়ে আনার তাদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শারী'য়াহ একবার প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে সকল পার্থক্যের অবসান ঘটবে, কারণ আমরা সকলে যে কোন বৈধ ইসলামিক শাসককে শোনা ও আনুগত্য করাতে সম্মতি প্রকাশ করেছি। সেই ক্ষণ-টি আসা পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়মানুবর্তি ও সহিষ্ণু হতে হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যেন আমাদেরকে তার দ্বীনপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন, যেমন তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন,

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يطيعون الله و رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা একে অপরের বন্ধু। এরা (মানুষদের) সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে, তারা সলাহ্ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাহ্ আদায় করে, (জীবনের সব কাজে) আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তার রসূলের (বিধানের) অনুসরণ করে, এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ; যাদের উপর আল্লাহ্ তা'য়ালা অচিরেই দয়া করবেন; অবশ্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা পরাক্রমশালী, কুশলী।" -সূরা আত্-তাওবাহঃ ৭১

- তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ্ এই যুগের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এই পরিভাষার মাঝেই এই উম্মাহ্-এর নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে, যা হল শারী'য়াহ-এর ছায়ার নিচে এই উম্মাহ্-কে প্রতিরক্ষা প্রদান করা। এই মূলনীতিটি সে সকল শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মূলভিত্তি, যারা প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা নিজেদের পকেট ভরছে, যে সম্পদ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা ঈমানদারদের জন্য ও তাদের মধ্যে যারা দরিদ্র ও অক্ষম তাদের অধিকার হিসেবে রেখেছেন। তাই আমরা পাঠককে অনুরোধ করছি সর্বদা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দলীলের সাথে থাকার জন্য এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার মূলনীতিসমূহকে বিসর্জন না দেওয়ার জন্য, যখন আমরা জানি যে, তিনি কি বলেছেন এবং নির্দিষ্ট বিষয়াদি সমূহে তিনি কি আইন করেছেন।

- পাঠকের এবং 'ইল্‌ম আহরণকারীর আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার সাহায্য থেকে নিরাশ হওয়া কখনোই উচিত হবে না, যেহেতু এটি সকল দিক থেকেই আসে। এটা মনে রাখা খুবই জরুরী যে, যদিও এটা আমাদের ইতিহাসের একটি অন্ধকার সময়, ঈমানদারদের দ্বারা এই অন্ধকার দূরীভূত করার প্রয়োজনীয় কার্যাবলির দ্বারা অতি শীঘ্রই আমরা শারী'য়াহ-এর পতাকার নিচে

উজ্জ্বল সূর্যালোকে স্বাধীন জীবনের নিঃশ্বাস নিব। তখন আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার দয়ালু ও উপকারী শাসনব্যবস্থায় নিরাপত্তা লাভ করবো। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা যেন তোমাকে এবং আমাদেরকে হাক্ব/সত্য-এর উপর প্রতিষ্ঠা করে দেন এবং আমাদেরকে তার অভিজাত সৈন্য বানিয়ে দেন, যারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র শাসনে নিজেদের নিয়োগ করবে। (আমীন)

সম্পাদিত ও সম্পূর্ন হয়েছেঃ

গ্রীষ্ম ১৯৯৯

বিশেষ দ্রষ্টাব্য

যদি লেখক এবং/অথবা সম্পাদক কখনোও জেলবন্দী হন এবং/অথবা অত্যাচারিত হন এবং/অথবা তাকে/তাদেরকে জনসম্মুখে এই গবেষণাটি বা তাদের পূর্বে প্রকাশিত কোন গবেষণা এর বিরুদ্ধে কথা বলতে বা সেগুলোকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করতে বাধ্য করা হয়, তবে সাধারণ জনগণ-কে তাদের (লেখক/সম্পাদক-এর) বিতর্কিত কথাসমূহের নয়, বরং তাদের প্রকাশিত কিতাবাদি ও গবেষণাসমূহে যে দলীলসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর অনুসরণ করতে আদেশ করা হচ্ছে, যেহেতু এসকল বিতর্কিত কথাসমূহ সাধারণত অত্যাচারে বলতে বাধ্য করা হয় অথবা তাদের বা তাদের পরিবার বা তাদের বন্ধুদের প্রাণনাশক হুমকির মাধ্যমে তাদেরকে দিয়ে বলানো হয়।

****

আমাদের প্রকাশিত (বাংলা) অন্যান্য কিতাবসমূহঃ

ইন্সপায়ার ম্যাগাজিন ইস্যু ৫

তানজীম আল-কায়দা কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিন

ইন্সপায়ার ম্যাগাজিন ইস্যু ৬

তানজীম আল-কায়দা কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিন

যুবকদের প্রতি একটি বার্তা

শহীদ শাইখ ডঃ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম رحمه الله

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, ভোটদানের তীব্র সমালোচনা

এবং এই বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

শাইখ আবু কাতাদাহ উমার ইবনে মাহমুদ আবু উমার আল ফিলিস্তিনির

উ'বুদিয়্যাহ সংক্রান্ত উপদেশ ও পরামর্শসমূহ

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাক্বদিসী

উ'বুদিয়্যাহ সংক্রান্ত উপদেশ ও পরামর্শসমূহ

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাক্বদিসী

আস্হাবুল উখদুদ

শাইখ রিফাঈ শুরুর

ফিরাউনের খেলা

আবু সালমান ফারসী ইবন আহমেদ আল শুয়াইল আল জাহরানী

মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার করা - এটি কি ছোট কুফর নাকি বড় কুফর?

শাইখ আবু হাজমা আল-মিশরী

মিল্লাতে ইব্রাহীম

আবু মুহাম্মদ 'আসিম আল-মাকদিসী

গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দ্বীন!)

শাইখ আবু মুহাম্মদ 'আসিম আল-মাকদিসী

ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের সংশয় সমূহ

আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স